শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত।

কবি রসরাজ মহোদয়ের কৃত এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর আজীবন-
জীবনী, অর্থাৎ জন্ম, বাল্যখেলা, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য,
শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রসাদ প্রেরণ, লীলা-
প্রকাশ প্রাচুর্য্য, প্রভৃতি বহুতর
উপদেশপূর্ণ বচনাবলী
সম্বলিত।

কবি-রসরাজ
শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রণীত।

পোঃ ওলপুর, সাং দুর্গাপুর, জেলা ফরিদপুর হইতে
শ্রীহরিবর সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৩ সাল।

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত।

কবি রসরাজ মহোদয়ের কৃত এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর আজীবন-
জীবনী, অর্থাৎ জন্ম, বাল্যখেলা, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য,
শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রসাদ প্রেরণ, লীলা-
প্রকাশ প্রাচুর্য্য, প্রভৃতি বহুতর
উপদেশপূর্ণ বচনাবলী
সম্বলিত।

কবি-রসরাজ
শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রণীত।

পোঃ ওলপুর, সাং দুর্গাপুর, জেলা ফরিদপুর হইতে
শ্রীহরিবর সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৩ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

শাস্ত্রপ্রচার প্রেস,

৫নং ছিদামমুদির লেন, দর্জ্জিপাড়া হইতে

শ্রীকুলচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থ মহাপ্রভুর কৃপায় বহুদিন পরে জনসমাজে প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে যাহা লেখা হইল, তাহাই মহাপ্রভু শ্রীশ্রীহরি-ঠাকুরের জীবনী। ইনি ১২১৮ সালের ফাল্গুণ মাসে, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে, "শ্রীশ্রীমহা-বারুণীর দিনে," "ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে," জন্ম গ্রহণ করেন। এবং ১২৮৪ সালের ২৩শে ফাল্গুণ বুধবার নিত্যধামে গমন করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর লীলার প্রারম্ভে, প্রথমতঃ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত দশরথ বিশ্বাস মহাশয় দ্বয়, প্রভুর লীলা প্রকাশ মানসে' অত্র গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত কবি-রসরাজ মহাশয়কে, লেখক পদে নিযুক্ত করিয়া, অত্র লীলার কতকাংশ লিখিয়া শ্রীধাম ওড়াকাঁদি গিয়া, মহাপ্রভুকে দেখাইয়া ছিলেন; তখন মহাপ্রভু গ্রন্থ লিখিতে নিষেধ করেন। তত্রাপি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস মহাশয়, গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছুক হইলেন। তখন মহাপ্রভু বলিলেন, মৃত্যুঞ্জয়। তুমি যদি এই লীলা গ্রন্থ প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার গলিত-কুষ্ঠ হইবে; এবং হস্ত পদাদির অঙ্গুলী স্খলিত হইবে। তচ্ছ্রবণে বিশ্বাস মহাশয় অতি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন প্রভো! আপনার লীলাগীতি লিখিতে যদি আমার গলিত-কুষ্ঠ হয়, তাহা হইলে, আমি আমাকে কৃতার্থ, ও আমার জীবন স্বার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। সেত আমার জীবনের "লীলা-গীতি লেখার পরম পুরস্কার; এবং কর্ম্ম জগতের মানব দেহের অতি মূল্যবান আভরণ। অতএব আমি লীলা-গীতি, লিখিব। কিন্তু, দৈব-নির্ব্বন্ধন, লিখিত লীলা-গ্রন্থ শ্রীধাম হইতে হারাইয়া যায়। সুতরাং বিশ্বাস মহাশয় দ্বয়, গ্রন্থ লিখিতে নিরস্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে, আন্তরিক গাঢ় অনুরাগের উত্তেজনায়, উক্ত বিশ্বাস মহাশয় দ্বয়, পুনরায় গ্রন্থ লিখিতে, কবি-রসরাজ মহাশয়কে, অনুরোধ করেন; তদুত্তরে কবি-রসরাজ মহাশয় বলিলেন, গোস্বামিন্! আমি লেখা জানিনা, পড়া জানিনা, অতি মূর্খ, অতি মূঢ়' যাহা জানি তাহা বলিবার নয়। বিশেষতঃ আমার লেখা জগতে কে মান্য করিবে? অতএব গ্রন্থ লিখিতে, অযোগ্য ও অক্ষম বলিয়া আমাকে ক্ষমা করুণ। তচ্ছ্রবণে বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়, পুনর্ব্বার কবি-রসরাজ মহাশয়কে বলিলেন, তারক! যদি চ, তুমি মূর্খ হও, প্রভুর লীলাত আর মূর্খ নয়। অধিকন্তু, আমরা দুজন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম; তুমিই, এই লীলা গ্রন্থ লিখিতে, পারিবে। তথাপি তিনি নিজেকে, এই বৃহৎকার্য্যে অযোগ্য মনে করিয়া; নিরস্ত থাকিলেন। অতঃপর অনেক দিন পরে, একদা রাত্রি-যোগে স্বপ্নাদেশে, বাক্য বিনোদিনী দেবী-স্বরস্বতী আসিয়া কবি-রসরাজ মহাশয়কে বলিলেন; তারক! বহুদিন পূর্ব্বে, শ্রীশ্রীধাম ওড়াকান্দী হইতে, তোমাদের কৃত, প্রভুরলীলা গ্রন্থ তখন লীলা প্রকাশের অসময় বলে, তাহা আমার নিকটে রাখিয়া ছিলাম; এই তোমাদের সেই গ্রন্থ লও, এখন প্রভুর লীলা প্রকাশ কর, বলিয়া সেই গ্রন্থ দিয়া যান। তত্রাপি তিনি লিখিতে নিরস্ত থাকেন। পরে নিত্যানন্দ শক্তি বিশিষ্ট স্বামী মহানন্দ পাগল, অহরহ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, বারংবার অনুরোধ করায় ও তিনি গ্রন্থ লিখিলেন না। কিয়দ্দিন গত হইলে, পর লোক গত মহা ভাবময় প্রভুপাদ, গোস্বামী গোলোকচাঁদ উন্মত্তাবেশে, একদা শেষ নিশাতে স্বপ্নাদেশে ভীষণ "নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া" কবি-রসরাজ মহাশয়ের বক্ষঃপরে নখ বাধাইয়া দিয়া" বলিলেন। "হয়ত প্রভুর লীলা গ্রন্থ দে," "নচেৎ তোর বক্ষঃ চিরিয়া রুধীর পান করিব।" তখন কবি-রসমাজ মহাশয় অগত্যা স্বীকার করিলেন। এবং চক্ষুরুন্মিলন করতঃ দেখিলেন, যে, সূর্য্যোদয় হইয়াছে। পরে তিনি "লীলা-গীতি" লিখিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামী মহানন্দ পাগলের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, তিনি মুদ্রিত "শ্রীশ্রীহরি-লীলামৃত" দেখিবেন। গত ১৩১৪ সালের চৈত্র মাসে ৺মহানন্দ স্বামী প্রভুর আত্মসঙ্গ বা পরলোক গত হইয়াছেন। তখন গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকায় মুদ্রিত হয় না। গ্রন্থ

লেখা সমাপ্তি পরে, ও, এই গ্রন্থ মুদ্রা-অভাবে মুদ্রিত হয় না। সুতরাং কবি রসরাজ মহাশয় ও তাঁহার অযোগ্য শিষ্য হরিবর সরকার, দীন-ভিখারী হইয়া ভিক্ষা করায়, "ভিক্ষালব্ধ" কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। গত ১৩২১ সালের ১লা অগ্রহায়ণ গুরুপাদ কবি-রসরাজ মহাশয়, ইহজগতের মায়া-মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, প্রভুর সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুতরাং, নানা কারণে, প্রধানতঃ অর্থানটনে, গ্রন্থ মুদ্রিত হইল না। অতঃপর ওড়াকাঁদির সম্প্রদায় ভুক্ত সাধুপাধিক উদার-চেতা খুলনা জিলান্তর্গত লক্ষী-খালী—নিবাসী—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র হালদার মহাশয় সম্পূর্ণ ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। তাহার স্বেচ্ছাদান ও উদার চরিত্রে মহাপ্রভুর লীলা-গীতি এতদিনে পরিসমাপ্ত হইল। অত্র-গ্রন্থে—মহাপ্রভুর জন্মানুষ্ঠান; জন্ম, প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরামকান্ত গোস্বামী কর্ত্তৃক ভক্তি-ভাবের নব অবতারণা, ও প্রভুর বাল্য লীলা, বিবাহ, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রকাশ, প্রভুর প্রকাশ, উপদেশপূর্ণ-বচনাবলী, লীলাপ্রকাশ প্রাচুর্য্য, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য, শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব কর্ত্তৃক প্রসাদ প্রেরণ, এবং প্রভু ভক্তের উদার চরিত্র; প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইল।

অপিচ—

এই গ্রন্থে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, আশ্চর্য্য ঘটনাবলীর সত্যতার বিশ্বাস স্থাপন করিবার অক্ষমতা দৃষ্ট হয়। এই সম্প্রদায় কে আমার বক্তব্য এই;—

এই আশ্চর্য্য বিচিত্রতা পূর্ণ জগতের বিশেষতঃ ধর্ম্ম জগতের ঘটনাবলী, মানুষের চক্ষে, সমস্তই আশ্চর্য্য পূর্ণ। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই, অতীব আশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণ দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য দেবের জীবনের ঘটনাবলী, সমস্তই আশ্চর্য্য ঘটনা পূর্ণ। এমন কি পাশ্চাত্য জগতের ধর্ম্ম প্রভু যীশুর জন্ম জীবনী ও কার্য্য কলাপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তাই বলিয়া এই সমস্ত ঘটনাবলীর, সত্যতায় কেহই সন্দিহান হন না।

আরও একটা কথা।

মানুষের শক্তি ও জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র। সেই জ্ঞানকে জাগতিক ঘটনাবলীর, সত্যাসত্যের একটা বিচার বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারেনা। বরং এই সমস্ত নূতন নূতন ঘটনাবলী মানুষের জ্ঞান ও শক্তিকে, উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত করিতেছে, ভবিষ্যতে আরও করিবে। কবি-রসরাজ মহাশয় মহাপ্রভুর সাময়িক শিষ্যগণের প্রমুখাৎ যে সমস্ত ঘটনাবলী শ্রুত হইয়াছেন, তাহা এবং তিনি প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া চাক্ষুস যাহা দেখিয়াছেন, তাহা, ঠিক সেই ভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের ঘটনা সম্বন্ধে যে স্থানে যে ক্রিয়া হইয়াছে; সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এ বিষয় প্রমাণ করিলে, যতটুকু লেখা হইয়াছে, তদধিক রূপে প্রমাণিত—হইবে। এই গ্রন্থ মহাপ্রভুর শিষ্যগণের মধ্যে যে অতীব আদরণীয় হইবে, এবিষয় অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ মহাপ্রভুর শিষ্য সম্প্রদায়ের বহির্ভূক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় ও এই গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন। কিমধিক মিতি—

নিবেদক

শ্রীহরিবর সরকার

সূচীপত্র ।

আদি খণ্ড ।

প্রথম তরঙ্গ ।

দ্বিতীয় তরঙ্গ ।

তৃতীয় তরঙ্গ ।

চতুর্থ তরঙ্গ ।

পঞ্চম তরঙ্গ ।

মধ্য খণ্ড।

অন্ত খণ্ড ।

পরিশিষ্ট খণ্ড ।

সূচীপত্র সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীহরি-লীলামৃত।

আদি খণ্ড।

গ্রন্থারম্ভ।

প্রথম তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণব দাস জয় গৌরি-দাস ॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার ॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন ॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময় ॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ ॥

অথ মঙ্গলাচরণ।

হরিচাঁদ চরিত্রসুধা প্রেমের ভাণ্ডার।
আদি অন্ত নাহি যার কলিতে প্রচার ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের শেষ হয় কলি ॥
ধন্য কলিযুগ কহে বৈষ্ণব সকলি ॥
তিন যুগ পরে কলি যুগ এ কনিষ্ঠ।
কনিষ্ঠ হইয়া হৈল সর্ব্ব যুগ শ্রেষ্ঠ ॥
এই কলিকালে শ্রী গৌরাঙ্গ অবতার।
বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দারুব্রহ্মরূপ আর ॥
যে যাহারে ভক্তি করে সে তার ঈশ্বর।
ভক্তিযোগে সেই তার স্বয়ং অবতার ॥
হয়গ্রীব অবতার কপিলাবতার।
অষ্টাবিংশ অবতার পুরাণে প্রচার ॥
মৎস্য কূর্ম্ম বামন বরাহ নরহরি।
ভৃগুরাম রঘুরাম রাম অবতরি ॥
ঈশ্বরের অংশকলা সব অবতার।
প্রথম পুরুষ অবতার রঘুবর ॥
নন্দের নন্দন হ'ল গোলোকের নাথ।
সংকর্ষণ রাম অবতার তাঁর সাথ ॥
সব ঈশ্বরের অংশ পুরাণে নিরখি।
বর্ত্তমান দারু ব্রহ্ম অবতার কল্কি ॥
সব অবতার হ'তে রাম দয়াময়।
দারুব্রহ্ম দয়াময় কৃষ্ণ দয়াময় ॥
পূর্ণ ব্রহ্ম পূর্ণানন্দ নন্দের নন্দন।
সেই নন্দসুত হ'ল শচীর নন্দন ॥
যে কালে জন্মিল কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম নয়।
পূর্ণ হ'ল যে কালে পড়িল যমুনায় ॥
শচীগর্ভে জন্ম ল'য়ে না ছিলেন পূর্ণ।
দীক্ষাপ্রাপ্তে পূর্ণ নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥
তখন হইয়া পূর্ণ সন্ন্যাস করিলে।
আটত্রিশ বর্ষ পরে মিশিলা উৎকলে ॥
সকল হরণ করে তাঁরে বলি হরি।
রাম হরি কৃষ্ণ হরি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি ॥
প্রেমদাতা নিত্যানন্দ তাঁর সমভ্যারে।
হরিকে হরয় সেই হরিভক্ত দ্বারে ॥
নিত্যানন্দ হরি কৃষ্ণ হরি গৌর হরি।
হরিচাঁদ আনন্দ হরি পূর্ণানন্দ হরি ॥

এই হরিচাঁদ লীলা সুধার সাগর।
তারকেরে কর হরি তাহাতে মকর॥

পুনর্ব্বার অবতারের প্রয়োজন ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাগবত ও পুরাণ প্রসঙ্গ।

ত্রিপদী।

ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশে, এক বিষ্ণু চতুরংশে,
হ'ল দশরথের নন্দন।
দ্বাপরেতে কারাগারে, জন্ম বসুদেব ঘরে,
যশোদার হৃদয় রতন॥
যোগমায়ার প্রভাবে, দেবকীর গর্ভস্রাবে,
রোহিণী গর্ভেতে আকর্ষণ।
যোগমায়া আকর্ষণে, জন্মিলেন বৃন্দাবনে,
বলরাম নাম সংকর্ষণ॥
নন্দের নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
নিত্যানন্দ হৈল বলরাম।
সেই লীলা সম্বরণ, খেতর জন্মধারণ,
নিত্যানন্দ হৈল নরোত্তম॥
শ্রীঅদ্বৈত রামচন্দ্র, শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র
তিন প্রভু প্রেম প্রচারিলা।
যে জন্যে এ অবতার, পশ্চাতে করি প্রচার
ওড়াকান্দী কৈলা শেষ লীলা॥
যস্য পুত্র যস্য নাম, যথা হ'ল জন্মধাম,
করিলাম লিখিতে আশায়।
রসিক সজ্জন বিজ্ঞ দেহ মোরে এই ভাগ্য,
মনোজ্ঞ নিস্ফল যেন নয়॥
মানব কুলে আসিয়ে যশোমন্ত সুত হ'য়ে,
জন্ম নিল সফলা নগরী।
প্রচারিল গূঢ়াগম্য, সূক্ষ্ম সনাতন-ধর্ম্ম,
জানাইল এ জগত ভরি॥

পয়ার।

কি ধন্য প্রভুর লীলা এই কলিযুগে।
সব লীলা হ'তে ধন্য হ'ল ভক্তিযোগে॥
দশরথ-গৃহে জন্ম লইয়া শ্রীরাম।
ভূভার হরণ পূর্ণ ভক্ত মনস্কাম॥
বৈকুণ্ঠনায়ক হরি হৈল লীলাকারী।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ গোলোকবিহারী॥
ভূভার হরণ ভক্ত মনোরম্য কারী।
ভক্তসঙ্গে প্রেমরস মধুর মাধুরী॥
তিন শক্তি একত্র হইয়া ভগবান্।
দেবকীর বায়ুগর্ভে দুই শক্তি যান॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মীমাংসা র'য়েছে।
যশোদার গর্ভে মহাবিষ্ণু জন্মিয়াছে॥
চারি শক্তি একযোগে হয় কৃষ্ণলীলা।
ভাগবতে সুকদেব মীমাংসা করিলা॥
বহুত প্রমাণ লাগে সে সব লিখিতে।
অন্যান্য প্রমাণ গ্রন্থে র'য়েছে বলিতে॥
চৈতন্যচরিতামৃত তাহার প্রমাণ।
বহুযুগ গত পরে এল ভগবান॥
নন্দসুত ব'লে যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই॥
বহুত দ্বাপর কলি আসে আর যায়।
স্বয়ং এর অবতার তাতে নাহি হয়॥
অষ্টাবিংশ মন্বন্তর শেষ যেই কলি।
অবতীর্ণ ভক্তবৃন্দ লইয়া সকলি॥
যে দ্বাপরে অন্য শক্তি বিবর্জ্জিত হ'য়ে।
গোলোকবিহারী লীলা গোকুলে আসিয়ে॥
দ্বাপরের শেষ সেই কলির সন্ধ্যায়।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রভু জন্ম নদিয়ায়॥
এই সেই কলি এই সেই অবতার।
অনর্পিত প্রেমভক্তি অর্পিল এবার॥
সেই ত গৌরাঙ্গ প্রভু এই কলিকালে।
অবতীর্ণ নদিয়াতে হরি হরি বলে॥
উৎকলেতে লীলা সাঙ্গ অল্পেতে করিল।
মনের কামনা বহু মনেতে রহিল॥
চৈতন্য চরিতামৃত মঙ্গলাচরণে।
প্রভুর মনের কথা লিখিল যতনে॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর চারিরস।
চারিভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
আপনিও এই ধর্ম্ম করিব যাজন।
ইহাদ্বারা করাইব ভক্তের শিক্ষণ॥
সন্ন্যাস করিল প্রভু এই ধর্ম্ম লয়ে।
রাগানুগা প্রেমভক্তি হাটে বাহুড়িয়ে॥
গৌড়িয়ার ভক্ত তার নাহি পায় লেশ।
শুদ্ধাচার সেবা ভক্তি নাম ভাবাবেশ॥
আটচল্লিশ বর্ষ মধ্যে প্রভু দিল ফাকী।
এইত প্রতিজ্ঞা এক রহিলেক বাকী॥

কাশীতে বসিয়া সনাতনে শিক্ষা দিলা।
সনাতনে শিক্ষাকালে অনেক কহিলা॥
অকামনা প্রেম ভক্তি কেবলার রীতি।
আপনি বা তাহা কই পারিল বর্ত্তাইতি॥
কেবলার রীতি এই কৃষ্ণেতে ঐকান্তি।
তার আগে ভুক্তি মুক্তি সকলি অশান্তি॥
কৃষ্ণগত প্রাণ হ'বে কৃষ্ণ সুখে সুখী।
কার দেহ নয়ে প্রভু মারে ঝাকি ঝুকি॥
কৃষ্ণেতে অর্পিত দেহ এ দেহ কৃষ্ণের।
আছুক অন্যের কার্য্য নিজে হৈল ফের॥
হাত পা বাহির হ'য়ে সন্ধি কল ছুটে।
কচ্ছপ আকার হ'য়ে ক্ষণে পৈশে পেটে॥
যদ্যপি প্রভুর মনে থাকে কোন ভাব।
যা দেখিনু তা লিখিনু গ্রন্থের যে ভাব।
তবেত প্রভুর মনে কামনা রহিল।
অকামনা প্রেমভক্তি কই পাওয়া গেল॥
কামনা রহিল আছে দৃষ্টান্ত তাহার।
অদ্বৈতের করে ধরি বলে বার বার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যেই লীলার প্রচার।
শেষ যে করিব লীলা মোরে চমৎকার॥
তুমি আমি নিত্যানন্দ এই তিন জন।
করিব নিগূঢ় লীলারস আস্বাদন॥
তুমি হ'বে রামচন্দ্র আমি শ্রীনিবাস।
দাদা নিত্যানন্দ হবে নরোত্তম দাস॥
শেষ লীলা তিন জন করিল আসিয়া।
প্রচারিল প্রেমভক্তি খেতর যাইয়া॥
নিগূঢ় ভজন লীলা করে তিন জন।
ভাগ্যবান ভক্ত যারা করে দরশন॥
তাদের ভজনগ্রন্থ পড়ে দেখ ভাই।
অকামনা প্রেমভক্তি তাতে বর্ত্তে নাই॥
উদ্দেশ্য থাকিল পুন আসিয়া ধরায়।
ঐ প্রেম আস্বাদিবে তিন মহাশয়॥
সে কারণ অবতার হৈল প্রয়োজন।
সকলা নগরী যশোমন্তের নন্দন॥
শচীর নন্দন যবে পড়ে পাঠশালে।
পড়ুয়ার সঙ্গে সদা হরি হরি বলে॥
যে জন না বলে হরি কর্ম্মসূত্রে মরে।
ঠেঙ্গা ল'য়ে যায় প্রভু তারে মারিবারে॥
সেই গিয়া করে সায় পাষণ্ড সঙ্গেতে।
মারিব মিশ্রের সুতে আইল মারিতে॥
অন্তর্য্যামী ভগবান জানিলেন চিতে।
এরূপে না পারিলাম হরিনাম দিতে॥
একবার মাতাকে দিলাম পরিচয়।
গ্রহণের বেড়ি গড়ি দিল মোর পায়॥
স্বীয় পরিচয় তাহে দিবার কারণে।
উদয় হইনু হাত গণকের স্থানে॥
সে মোরে গণিয়া বলে নন্দের নন্দন।
এবে শচীসুত জীব উদ্ধার কারণ॥
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ জীব না চিনিল মোরে।
গণিয়া দেখিয়া বলে একি হ'তে পারে॥
প্রভু কন তার পূর্ব্ব জন্মে কেবা আমি।
ঠিক করি গণনা করহ দেখি তুমি॥
গণক বলেন ছিলে অযোধ্যায় ধাম।
কৌশল্যা জননী পিতা দশরথ নাম॥
তুমি ছিলা রামচন্দ্র জগতের মূল।
ফিরে বলে এ গণনা হইয়াছে ভুল॥
বদ্ধ কর্ম্মসূত্রে জীবে উদ্ধারি কেমনে।
কাঙ্গাল হইব আমি তাহার কারণে॥
কেশ মুড়ি কড়া ধরি হইব কাঙ্গাল।
ঘরে ঘরে মেগে খাব হইয়া বেহাল॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুরাইব মনস্কাম।
হাতে ধরি পায় ধরি দিব হরিনাম॥
কাঙ্গাল দেখিয়া মোরে দয়া উপজিবে।
চিত্ত দ্রবীভূত হ'য়ে হরিনাম ল'বে॥
মুকুন্দ মুরারী আর নিত্যানন্দ ল'য়ে।
কহিলেন মনোকথা নিভৃতে বসিয়ে॥
পরে কহিলেন শচী মাতাকে কাঁদিয়া।
তাহা শুনি শচীরাণী অধৈর্য্য হইয়া॥
কহিছেন শচী মাতা বাপরে নিমাই।
ছেড়ে যদি যাও রাখিবার সাধ্য নাই॥
অনেক প্রলাপ মাতা করিল তাহাতে।
সান্ত্বনা করিল মাকে মধুর বাক্যেতে॥
শচী বলে তুমি যদি মোরে ছেড়ে যাবে।
এ ব্রহ্মাণ্ডে তবে আর মাতাকে মানিবে॥
এ সময় গৌরাঙ্গ করিল অঙ্গীকার।
তোমাকে ছাড়িতে মাতা শক্তি কি আমার॥
শোধিতে নারিব মাতা তব ঋণ ধার।
জন্মে জন্মে তব গর্ভে হ'ব অবতার॥
ধর্ম্ম সংস্থাপন আর জীবের উদ্ধার।
এরূপে লইব জন্ম আর দুইবার॥

তার পর শ্রীনিবাসরূপে জন্ম নিল।
নরোত্তম রূপে নিত্যানন্দ জনমিল॥
আর এক জন্ম বাকী রহিল প্রভুর।
এই সেই অবতার শ্রীহরি ঠাকুর॥
মহানন্দ চিদানন্দ রচিতে পুস্তক।
৺হরির প্রবন্ধ ছন্দে রচিল তারক॥

অথ দণ্ডভঙ্গ-বিবরণ।

এবে শুন দণ্ডভঙ্গ নিগূঢ় কারণ।
দণ্ড ভাঙ্গা যাতে এবে আছে নিরূপণ॥
ভারতীকে কৈলা গুরু কাটোয়ায় আসি।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রভু হইল সন্ন্যাসী॥
দণ্ড কমণ্ডলু করে কটিতে কপিন।
সন্ন্যাসী হইল পরে অতি দীন হীন॥
আরত নিগূঢ় এক দেখত ভাবিয়া।
নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গে কিসের লাগিয়া॥
কেহ কহে নিত্যানন্দ পরম উদার।
সে কারণ দণ্ড খণ্ড করিল তাহার॥
কেহ বলে মহাপ্রভু সকল ত্যজিল।
সব ত্যজি কেন এই দণ্ডটী রাখিল॥
তাহে ক্রোধ করি নিত্যানন্দ ভাঙ্গে দণ্ড।
কেহ কহে ছল করি ভুলায় ব্রহ্মাণ্ড॥
ভাগবত লীলামৃতে আছয় প্রকাশ।
চলিছেন মহাপ্রভু করিতে সন্ন্যাস॥
নিত্যানন্দ দণ্ড প্রতি বলে ওরে দণ্ড।
তোরে করি দণ্ড তুই বড়ই পাষণ্ড॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলীন্দ্র যাহার আজ্ঞাকারী।
সে কেন বহিবে তোরে হ'য়ে দণ্ডধারী॥
অবশ্য ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
এ সব সিদ্ধান্ত আমি শিরোধার্য্য করি॥
স্বয়ংএর কার্য্য এই আছে চির ধার্য্য।
এক কার্য্য অবলম্বে বাড়ে বহু কার্য্য॥
দুই তিন অবলম্বে এককার্য্য হয়।
নিগূঢ় আস্বাদি স্বাভাবিক যে দেখায়॥
হেন মানি নিত্যানন্দের অসহ্য হইল।
সে কারণ প্রভু দণ্ড খণ্ড যে করিল॥
এ জন্য অসহ্য হ'ল নিত্যানন্দের মনে।
বৈরাগ্য করিতে আসি দণ্ড নিলি কেনে॥
অহৈতুকী প্রেমভক্তি প্রকাশিবি দেশে।
ব্রজরস আস্বাদিতে দণ্ড লাগে কিসে॥

নিজে না জানিলে ধর্ম্ম শিক্ষণ না যায়।
এমত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥
ব্রজ বিনে জানি বিনে রাধা রস বই।
ন্যাসী হ'লি দণ্ড নিলি তা পারিলি কই॥
দণ্ড কমণ্ডলু ইহা সন্ন্যাসী বৈভব।
যোগী ন্যাসী তীর্থ বাসী তেয়াগিয়ে সব॥
কহে ব্যাস সন্ন্যাস নাহিক কলিকালে।
তার মাঝে বৃথা কাযে দণ্ড কেন নিলে॥

শ্লোক।

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জিতম্॥

পয়ার।

মাধুর্য্যের মধ্যে নাহি সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
সন্ন্যাসীর ন্যাসযোগ ঐশ্বর্য্যের কর্ম্ম॥
অকামনা শুদ্ধ প্রেম সদ্ভক্তি আশ্রয়।
দিবে জীবে আচরিবে তাহা কই হয়॥
ভক্ত পক্ষে সন্ন্যাস ঘৃণিত অকারণ।
তার বেশ বেশ কেন করিলি ধারণ॥
ব্রহ্মত্ব সাযুজ্য মুক্তি কৃষ্ণভক্তে দণ্ড।
হরিনামে পাপ ক্ষয় কহে কোন ভণ্ড॥
মুক্তিশ্রেষ্ঠ বাখানে যারা ভক্তি নাহি চিনে।
হরিনামে পাপ ক্ষয় তারা ইহা মানে॥
মুক্তিকে যে করে তুচ্ছ ভক্তি করে সার।
পুণ্যকে না দেয় স্থান পাপ কোন ছার॥
হরিনামে প্রেম প্রাপ্ত সাধুদের বাণী।
প্রেমরূপা অহ্লাদিনী রাধা ঠাকুরাণী॥
যেই নাম সেই হরি শ্রীমুখের বাক্য।
জীবে কেন মনে প্রাণে নাহি করে ঐক্য॥
নাম সুপ্রসন্ন হ'লে আহ্লাদিনী পাই।
বিশুদ্ধ পীরিতি ব্যাখ্যা আর বাক্য নাই॥
শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি নৈষ্ঠিক ভজন।
তার কিসে গয়া কাশী আর বৃন্দাবন॥
বেহালের বেশ মাত্র দণ্ড যে ধারণ।
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এত আইল এখন॥
এত বাহ্য কহে যেই তার কেন দণ্ড।
এ কারণ নিত্যানন্দ দণ্ড কৈল খণ্ড॥
অন্তরে উল্লাস প্রভু বাহ্যে খেদান্বিত।
নিত্যানন্দ প্রেমে প্রভু হইল প্রতীত॥
এই ভাব মহাপ্রভু দেখিল আচরি।
এ লীলার প্রেম কই আচরিতে পারি॥

মহাভাবে দণ্ডভঙ্গ নিতাই মাতিল।
সে ভাব লইতে প্রভুর বাকী পড়ে গেল ॥
একারণ অবতার হৈল প্রয়োজন।
এ লীলার করিবেন সে ভাব গ্রহণ ॥

ভক্ত—কণ্ঠহার।

আর এক সুবিচার অন্তরে জাগিল।
দণ্ড ভাঙ্গি কমণ্ডলু কেন না ভাঙ্গিল ॥
উভয়ের ভাব তাহা উভয় জানিলা।
শেষ লীলা কমণ্ডলু ভেঙ্গে হ'বে মালা ॥
লক্ষ্মীকে করিয়া ত্যাগ কমণ্ডলুধারী।
কমণ্ডলু ভেঙ্গে লক্ষ্মী বলাইবে হরি ॥
প্রভুর হাতের কড়া মান্য রাখি তার।
কমণ্ডলু হ'বে তার ভক্তকণ্ঠহার ॥
সে কারণ অবতার হৈল প্রয়োজন।
শুদ্ধ প্রেম বিতরণ জীবের কারণ ॥
সুবিশুদ্ধ প্রেম দান গৌরাঙ্গ লীলার।
সে প্রেম শোষিল প্রায় কলির মায়ায় ॥
আদেশে গোলকচন্দ্র নরহরি কায়।
রচিল তারকচন্দ্র ভেবে মৃত্যুঞ্জয় ॥

যম কলি প্রভাব গ্রন্থালোচনা।

পুন প্রেম প্রচারিতে হইল মনন।
সে কারণ হ'ল যশোমন্তের নন্দন ॥
যদি বল গৌরাঙ্গের প্রেম তুচ্ছ নয়।
সে প্রেম শোষিবে কেন কলির মায়ায় ॥
তার সাক্ষী ভাগবতে আছয় প্রমাণ।
রাজা পরীক্ষিত স্নান করিবারে যান ॥
বৃষরূপে ছিল ধর্ম্ম দাড়িয়া তখন।
মুদ্গর লইয়া কলি ভেঙ্গেছে চরণ ॥
হেনকালে বসুমতী সুরভীরূপেতে।
কেঁদে কেঁদে কহে ডেকে রাজা পরীক্ষিতে ॥
অই কলি অই ধর্ম্ম এই আমি ক্ষিতি।
রক্ষা কর বিপদে ধার্ম্মিক নরপতি ॥
কলিকে ধরিয়া রাজা চাহিল কাটীতে।
শরণ লইল কলি প্রাণের ভয়েতে ॥
রাজা বলে না রহিবি মম অধিকারে।
চারিস্থান চাহি নিল কলি পরিহারে ॥

স্বর্ণকার দোকান অপর বেশ্যালয়।
সুরাপান জীবহত্যা যেযে খানে হয় ॥
চারিঠাই পেয়ে কলি পাইল আহ্লাদ।
ভাবে সর্ব্ব ঠাই হ'ল আমার প্রসাদ ॥
বেশ্যালয় যায় কেহ করে সুরা পান।
যদি কোন মহাজন সে পথে না যান ॥
ব্যাসের কলম সাক্ষী বেশ্যা বলি কারে।
পঞ্চ সঙ্গ করে নারী বেশ্যা বলি তারে ॥
অনেকেই জীব হত্যা করেছে সদায়।
মৎস্যমৃগ পক্ষী সেকি জীব মধ্যে নয় ॥
ধনবান হ'লে যাবে স্বর্ণ কার ঠাই।
দোকান স্পর্শিলে কলি তাহা কি এড়াই ॥
ইহাতেও যদি কেহ না ভুলে মায়ায়।
রসিকের ধর্ম্ম দিয়া অনেকে মজায় ॥
তার সাক্ষী শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্ম যবে দিল।
চিত্রগুপ্ত ত্রস্তচিত্ত খাতা ফেলাইল ॥
মৌন হ'য়ে বসিলেন যম মহাশয়।
কাম ক্রোধ ষড়রিপু হইল উদয় ॥
যার যার প্রাদুর্ভাব জানাইল তাই।
সবে কহে যম অধিকার যায় নাই ॥
সে সব লিখিতে গেলে পুথি বেড়ে যায়।
সংক্ষেপে লিখিব কিছু শাস্ত্রে যাহা কয় ॥
কাম বলে মহারাজ চিন্তা কি তোমার।
আমি ভরি দিব তব দক্ষিণের দ্বার ॥

শ্লোক।

কা চিন্তা ভো মৃত্যুপতে অহং প্রকৃতি ভবান্।
শোষিতং শোষিতং প্রেম চৈতন্যং কিং করিষ্যতি ॥

পয়ার

শোষিব শোষিব প্রেম প্রকৃতি হইয়া।
কি করিতে পারিবে একা চৈতন্য আসিয়া ॥
বলে কলি শুন বলি ধর্ম্ম নরমণি।
আমি দিব গৌরাঙ্গের সব ভক্ত আনি ॥
ধরিব বৈরাগ্য বেশ মুখে রেখে দাড়ি।
ভেকধারী সাধু হ'য়ে ফিরিব বাড়ী বাড়ী ॥
চৈতন্যের তত্ত্ব যাতে কেহ নাহি মানে।
শিখাইব এই তত্ত্ব সুযুক্তি বিধানে ॥
যম কলি প্রভাব এ গ্রন্থ বিরচিত।
জীব গোসাই সেই গ্রন্থ গোস্বামী লিখিত ॥

নানা মত করি কলি জীব ভুলাইল।
শাস্ত্র ছাড়া মত কত কলি দেখাইল॥
মাতা পিতা না মানে না মানে গুরুজন।
নারী বাধ্য পিতা করে পুত্রে বিসর্জ্জন॥
আর দেখ গৌরাঙ্গের মত যত ছিল।
তাহার মধ্যেতে কলি কত মত দিল॥
গৌরাঙ্গের মত প্রায় লোপ হ'য়ে যায়।
নরোত্তম শ্রীনিবাস এসে এ সময়॥
দুই প্রভু শেষ লীলা করিল উজ্জ্বল।
মধুর মাধুর্য্য প্রেম প্রকাশি সকল॥
আবার হইল লোপ কলির মায়ায়।
গোস্বামীর ধর্ম্ম বলি বিপথ লওয়ায়॥
প্রকৃতি হইয়া প্রেম করিল শোষণ।
চমকিত হইল যত সাধকের গণ॥
বীরভদ্র প্রিয়শিষ্য চারিজন ছিল।
প্রতিজ্ঞা করিয়া তারা কহিতে লাগিল॥
যথাকার বিন্দু মোরা তথায় পাঠাব।
প্রকৃতির স্থানে বিন্দু কিছু না রাখিব॥
বনচারী অখিলচাঁদ সেবা কমলিনী।
হরিগুরু এই চারি সম্প্রদায় জানি॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন যে ধর্ম্ম যজিল।
বীরভদ্র সেই ধর্ম্ম শিষ্যে জানাইল॥
প্রকৃতি আশ্রয় করি সিদ্ধি প্রাপ্ত হ'ল।
সে কারণ চারিজন প্রতিজ্ঞা করিল॥
আধুনিক সেই ধর্ম্ম শুনিয়া শ্রবণে।
প্রকৃতি আশ্রয় লোভে শিক্ষাগুরু জানে॥
গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করি পচা গৃহী হয়।
করয় প্রকৃতিসঙ্গ ধর্ম্ম নাহি রয়॥
বুঝিতে না পারে ধর্ম্ম করে নারীসঙ্গ।
হাসে তালি দেয় কলি দেখিয়া সে রঙ্গ॥
বিধবা হইল কোন যুবতী রমণী।
গর্ভবতী হ'লে তারে ভেক দেয় আনি॥
পচাগৃহী শিষ্য করি রাখে যে তাহারে।
সেই গর্ভে পুত্র হ'লে সেবাইত করে।
জাতিতে বৈরাগী তার হয় পরিচয়।
করতালী দেয় কলি দেখিয়া তাহায়॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যবে প্রেম প্রচারিল।
সভক্তি দুর্ল্লভ প্রেম জীবে শিক্ষা দিল॥
চরিং চিরাৎ যেই প্রেম ছিল অনর্পিত।
বিরিঞ্চী বাঞ্ছিত প্রেম নামের সহিত॥
বিলাইল সেই প্রেম নামরসে মাখা।
তাহা দেখি চিত্রগুপ্ত ছেড়ে দিল লেখা॥
যমরাজা ছাড়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার।
অবসর হ'য়ে কহে গেছে অধিকার॥
তাহা শুনি কলিরাজ ছয় রিপু লয়ে।
যমচিত্রগুপ্ত স্থানে উত্তরিল গিয়ে॥
কলিরাজা ডাকে মহামায়াকে স্মরিয়া।
মহামায়া এল কলি সাপক্ষ হইয়া॥
কলি কহে ধর্ম্মরাজ কেন অবসর।
চিত্রগুপ্ত লেখা ছাড়ে কেমন বর্ব্বর॥
চিত্রগুপ্ত বলে খাতা রাখিব কি জন্য।
লেখা পড়া দুটা মোর পাপ আর পুণ্য॥
পাপ গেল পুণ্য গেল লেখা গেল মোর।
এবে কি লিখিব যা বিধির অগোচর॥
যম কহে অধিকার গিয়াছে আমার।
পাপ পুণ্য শূন্য কার করিব বিচার॥
কলি কহে মম অধিকার যদি রয়।
তোমার এ অধিকার থাকিবে নিশ্চয়॥
লোভ কহে আমি লোভাইব সব সাধু।
প্রেমমধ্যে দেখাইব নারী মুখবিধু॥
এককালে লোভাইব বৈরাগী সকল।
পঞ্চ রসিকের ক্রিয়া দিয়া নারী কোল॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে হরি কীর্ত্তন ভিতরে।
নারী আর পুরুষ মাতাব একেবারে॥
দুইরূপ বৈরাগীরা গৌড়িয়া বাতুল।
জাতি লয়ে দলাদলী ভুলাইব মূল॥
মদ কহে মাৎসর্য্য জন্মাব দম্ভ সহ।
নামে প্রেমে মন মজা'তে নারিবে কেহ॥
কাম কহে বৈস গিয়া তব রাজপাটে।
তব অধিকার দিব প্রেম নিব লুঠে॥
মহাজনী পথ বলি দেখাইব পথ।
চৈতন্যের মত ছাড়ি ডুবিবেক সৎ॥
শিবের চৌষট্টি নিশা দ্বাদশ পাগল।
ইহাদিকে লইয়া বলা'ব হরিবোল॥
পরাৎপর ব্রজরস প্রভু নিজ ধর্ম্ম।
বেদাতীত গূঢ় যা বিধির অগম্য॥
তাহা দেখাইয়া ভুলাইব কতগুলি।
নারী লুব্ধ করাইব মজা'ব সকলি॥
শ্রীনিবাস চৈতন্যের মত গোড়াইব।
তার মধ্যে অন্য অন্য মত চালাইব॥

সেইমত মাতাইব সকল জগৎ।
চৈতন্যের মত ছাড়ি ডুবিবেক সৎ॥
সংবট ঘটাব মঙ্গল আর শনিবারে।
বার বার বার বানাইব বারে বারে॥
বিল্ববৃক্ষ তুলসী মাহাত্ম্য লোপাইব।
হিঙ্গলিকা শড়া জিকা বার সাজাইব॥
চৈতন্যের মত বারে করিব আশক্ত।
মজাইব চৈতন্যের আত্মসুখী ভক্ত॥
মাধুর্য্যের ভক্তে মোর নাই অধিকার।
ঐশ্বর্য্য ভক্তির ভক্তে দিব ছার খার॥
রোগাভক্তি করাইয়া মাতাইব সব।
এ দিকেতে করিব রোগের প্রাদুর্ভাব॥
মত প্রচারিয়া মোর মতে আকর্ষিয়া।
তোমার দক্ষিণ দ্বার দিব পোষাইয়া॥
হ্রদে দহে তড়াগে প্রয়াগ প্রচারিব।
কূপে গঙ্গা প্রচারিয়া তীর্থ বানাইব॥
কুলঙ্গার কুলাচার ধর্ম্ম নষ্টাইব।
বিধিভক্ত নৈষ্ঠিকের ধর্ম্ম ভ্রষ্টাইব॥
প্রচারিপৈশাচী সিদ্ধি সাধুহ জানাইব।
ভূতভাবী বর্ত্তমান তাহারে বলা'ব॥
কন্দর্পের দর্পে মোহাইব কতজন।
কিয়ৎক্ষণ মোহাইব মোহান্তের মন॥
কৃষ্ণভক্তি ছাড়ি পৈশাচিক মত ল'বে।
এতে তব অধিকার ক্রমেই বাড়িবে॥
তাহা শুনি যম বলে ধন্য ধন্য কলি।
যমদূত সবে নাচে দুই বাহু তুলি॥
কলি বলে ভক্তমধ্যে বহুত পাষণ্ড।
বহিরঙ্গ ভক্ত যত সব হ'বে ভণ্ড॥
কূপজলে দেখা'ব আশ্চর্য্য বিভীষিকা।
লোকসংঘটন হবে নাহি লেখা জোখা॥
নদী পার নিব নাবিকের নায় নিয়া।
নাবিক ছাড়িবে কর্ণ অসাধ্য হইয়া॥
গোছাল রুধির ক্লেদ টিপ্পনী তরণী।
মুচির নৌকায় পার হইবে ব্রাহ্মণী॥
হাড়ি মুচি যবন ব্রাহ্মণ আদি করি।
যাতায়াতে ফেলাইব পথ রুদ্ধ করি॥
শ্রাদ্ধোৎসর্গ তণ্ডুল পরশে প্রেম শূন্য।
অজালোম পরশনে ভক্তি হয় চূর্ণ॥
অজারক্ত খাওয়াইব কূপ জলে ধুয়ে।
যাজনিক ব্রাহ্মণেরে দোকাণী বানায়ে॥
তাহার মিষ্টান্ন খাওয়াইব বাজারেতে।
যাতে ভক্তি লোপ হয় তব কল্যাণেতে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রয়েছে নিশানা।
পাপপূর্ণা বসুন্ধরা শষ্য জন্মিবে না॥
গাভী হ'বে দুগ্ধহীনা ফলহীন বৃক্ষ।
নদীনদ খাল বিল ক্রমে হ'বে শুষ্ক॥
মারুতির ক্রোধ ছিল তাহা কোথা যা'বে।
সেই শাপ মনস্তাপ অবশ্য ভুঞ্জিবে॥
মাতৃ পিতৃ ভ্রাতৃ ভাত খাইবে যাচিয়া।
নরকে মজিবে ধর্ম্ম পালিতে নারিয়া॥
রাবণের চেড়ি করে সীতাকে পীড়ন।
তাহা দেখি কুপিলেন পবননন্দন॥
সেইকালে আছাড়িয়া লইত জীবন।
তাহা না করিল শুনি সীতার বারণ॥
জন্মান্তরে তাহারা হইবে রোগযুক্ত।
তাহারা হইবে সব কূপতীর্থ ভক্ত॥
সধবা বিধবা সব ডুবা'বে সে কূপে।
এই দশা হ'বে হনুমান বীর কোপে॥
নৈষ্ঠিক প্রেমিক ভক্ত পদ শিরে ধরি।
গৌরাঙ্গের হাটে গিয়া বলা'ব হরি হরি॥
না মানিবে শিব দুর্গা কৃষ্ণ প্রেমেবাম।
হরিনাম না লইবে বলি মরা নাম॥
এরূপ দুষ্কৃতি কর্ম্মে ধর্ম্ম কর্ম্ম ক্ষয়।
বিস্তারি লিখিতে গেলে পুথি বেড়ে যায়॥
এরূপে বৈষ্ণবধর্ম্মে পড়ে গেল ক্রটি।
সেহেতু ঘুচাতে বৈষ্ণবের কুটিনাটী॥
যুগে যুগে করে প্রভু ভূভার হরণ।
দুষ্কৃতি বিনাশ আর ধর্ম্ম সংস্থাপন॥
ব্যাসের কলম আছে ভাগবতে শ্লোক।
স্বয়ংএর মুখবাক্য প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক॥

শ্লোক।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

পয়ার

বৈষ্ণবের কুটিনাটি খণ্ডন কারণ।
সে কারণে অবতার পুন প্রয়োজন॥
দ্বাপরেতে যদুবংশ অনেক হইল।
নিজ বংশধ্বংশবাঞ্ছা কেন বা করিল॥

আপনি এলেন ভার হরণ করিতে।
ভাবিলেন আরো ভার হ'ল আমা হ'তে ॥
যদি বল তারা সতী গান্ধারীর শাপ।
শ্রীকৃষ্ণ ভাবিল কেন মম বংশ পাপ ॥
আপনি রাখিতে হরি ব্রাহ্মণের মান্য।
হৃদয় ধরিল ভৃগুমুনি পদচিহ্ন ॥
যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের সময়।
স্বহস্তে ব্রাহ্মণপদ শ্রীকৃষ্ণ ধোয়ায় ॥
দুর্ব্বৃত্ত যদু বালক কারে নাহি মানে।
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে না মানে ব্রাহ্মণে ॥
শাম্বের পেটেতে কেন মুসল বাঁধিল।
কপালে সিন্দূর দিয়া শাড়ী পরাইল ॥
পথমধ্যে বসাইল নারী সাজাইয়া।
দুর্ব্বাসাকে কহে সবে কপট করিয়া ॥
কহ মুনি এই গর্ভে হ'বে কি সন্তান।
দ্বিজে উপহাস করে এমন অজ্ঞান ॥
কৃষ্ণ যারে মানে এরা করে অপমান।
প্রকারেতে অপমান হন ভগবান ॥
ইচ্ছা করে ইচ্ছাময় নাশিবারে বংশ।
দুর্ব্বাসা মুনির শাপে যদুকুল ধ্বংস ॥
নিম্ববৃক্ষে কৃষ্ণ মরে মারিল অঙ্গদ।
সে তারা সতীর শাপ এই স্থলে শোধ ॥
গান্ধারীর শাপে যদি যদুবংশ ক্ষয়।
তবে কেন যদুবংশে বজ্রণীর রয় ॥
যদি বল দুর্ব্বাসার শাপে হয় ক্ষয়।
ইচ্ছাময়ের ধ্বংস ইচ্ছাএর অগ্রে হয় ॥
দেখিতে দেখার আছে অনেক দ্রষ্টব্য।
মূলে ভূভার হরণ মারণ সুসভ্য ॥
তিন যুগে পাষণ্ডীর মস্তক ছেদন।
কলিতে পাষণ্ডী সব নামাস্ত্রে দলন ॥
ধন্য ধন্য অবতীর্ণ চৈতন্য নিতাই।—
নাম দিয়া উদ্ধারিল জগাই মাধাই ॥
সেই নাম প্রেমমধ্যে কলি প্রবেশিল।
প্রকৃতির স্থানে বিন্দু প্লাবিত হইল ॥
এই সব কুটিনাটী খণ্ডন কারণ।
জীব উদ্ধারের জন্য হইল মনন ॥
সে কারণ অবতার হৈল প্রয়োজন।
সফলা নগরী যশোমন্তের নন্দন ॥
সুযুক্তি বিধানে প্রভু অবতীর্ণ হ'ল।
হরিদাস নামে যত ভক্তে শিক্ষা দিল ॥
করিবে গৃহস্থধর্ম্ম লয়ে নিজ নারী।
গৃহে থেকে ন্যাসী বাণপ্রস্থী ব্রহ্মচারী ॥
ঋতুরক্ষা করিবেক জীবহত্যাভয়।
কেহ বা পূর্ণ সন্ন্যাসী নিষ্কাম আশ্রয় ॥
গৃহধর্ম্ম গৃহকর্ম্ম করিবে সকল।
হাতে কাম মুখে নাম ভক্তিই প্রবল ॥
পরনারী মাতৃতুল্য মিথ্যা নাহি কবে।
পর দুঃখে দুঃখী সচ্চরিত্র সদা র'বে ॥
অদীক্ষিত না করিবে তীর্থ পর্য্যটন।
মুক্তি স্পৃহা শূন্য নাই সাধন ভজন ॥
এই ভাবে করিবেন জীবের উদ্ধার।
একারণ হৈল যশোমন্তের কুমার ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভাগবতের বচন।
যুগে যুগে করিবেন ভূভার হরণ ॥
সেকারণ—অবতার হৈল প্রয়োজন।
অবনীতে অবতীর্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম হন ॥
অগ্রে পাতকীর শিরোশ্ছেদ ধনু অস্ত্রে।
এ যুগেতে প্রেম দান হরিনাম মন্ত্রে ॥
সব যুগে ভূভার হরিল নারায়ণ।
এবে কৃষ্ণভক্ত আদি করিতে শোধন ॥
কৃষ্ণ ভক্ত শৌচ আচরণ কুটিনাটী।
শুদ্ধ প্রেম ভক্তি বৈষ্ণবেতে পড়ে ত্রুটি ॥
অনেক কারণে হ'ল এই অবতার।
জীবের উপায় শূন্য গতি নাহি আর।
জীবোদ্ধার প্রেমদান প্রতিজ্ঞা পালন।
অন্নপূর্ণা শচী বাঞ্ছা করিতে পূরণ ॥
নারদপুরাণে—আছে নারদসংবাদে।
নারদের কাছে হরি কহিলা আহ্লাদে ॥

শ্লোক।

কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যসি।
সন্ন্যাসগৌরবিগ্রহে সান্বয়ে পুরুষোত্তমে ॥
শাস্ত্রগ্রন্থ ভাগবত করি সারোদ্ধার।
রচিল তারকচন্দ্র কবি সরকার ॥

অথ দারুব্রহ্মে গৌরাঙ্গ মিলন।

পয়ার।

নবদ্বীপ আসি গোরা জীব উদ্ধারিল।
পরে শ্রীপুরুষোত্তমে লীলা সম্বরিল ॥

একদিন ভক্তগণ সঙ্গেতে করিয়া।
কীর্ত্তন করেন গোরা নাচিয়া নাচিয়া ॥
মন্দিরের দ্বারে গিয়া ভক্তগণ সঙ্গে।
জগন্নাথে বেড়িয়া নাচেন নানা রঙ্গে ॥
নাচিতে নাচিতে প্রবেশিল শ্রীমন্দিরে।
প্রেমে মত্ত জগন্নাথে প্রদক্ষিণ করে ॥
নাচিতে নাচিতে প্রেমে পুলকিত অঙ্গ।
জগন্নাথ মুখচন্দ্রে পশিল গৌরাঙ্গ ॥
কীর্ত্তনান্তে গৌর বিনে সকলে অস্থির।
সবে বলে প্রভু কেন না হয় বাহির ॥
অতি উৎকণ্ঠিত সবে উচাটন মন।
মন্দির ভিতরে সবে করিল গমন ॥
কেহ বা বাহিরে কেহ মন্দির ভিতর।
সবে কাঁদে না দেখিয়া গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
প্রভু না দেখিয়া সবে করে হাহাকার।
কেহ বা ধরায় পড়ে জ্ঞান নাহি আর ॥
কেহ বা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে ধরায়।
কেহ বা চৈতন্য পেয়ে করে হায় হায় ॥
কেহ বা জগদ্বন্ধুর পদ ধরি কয়।
কেহ জগবন্ধু জগবন্ধু সে কোথায় ॥
কেহ ধরে হস্ত পদ কেহ ধরে কোল।
মোদের গৌরাঙ্গ কোথা বোল বোল বোল ॥
এক দৃষ্টে কেহ করে মুখ দরশন।
মুখ মধ্যে দেখে তার গেরুয়া বসন ॥
বসনের কোণ ধরি টানিতে লাগিল।
অরুণ বসন তার বাহির হইল ॥
গৌরাঙ্গের ভক্ত যত জগন্নাথে কয়।
আহারে রাক্ষস তোরে কে করে প্রত্যয় ॥
কে বলে ঈশ্বর তোরে কে করে বিশ্বাস।
গৌরাঙ্গ খাইলি ওরে দুরন্ত রাক্ষস ॥
খাইলি গৌরাঙ্গ মন্দিরেতে পেয়ে একা।
ভাল যদি চাস তবে শ্রীগৌরাঙ্গ দেখা ॥
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সাঙ্গ শ্রীক্ষেত্র উৎকল।
রসনা রসনা ভরি হরি হরি বল ॥

গৌর-ভক্ত-খেদ ও দৈবাদেশ।

দীর্ঘ—ত্রিপদী।

তুই খালি শ্রীগৌরাঙ্গ, হইল রে লীলা সাঙ্গ,
আমরা এখন যাব কোথা।
যদি না গৌরাঙ্গ পাই, প্রাণে আর কার্য্য নাই,
পাষাণে কুটিব গিয়া মাথা ॥
মরিলে বাচিত প্রাণ, পাবকে পাবকি ত্রাণ,
যে আগুনে দহিছে হৃদয়।
প্রহ্লাদ পুড়ে আগুনে, শ্রীকৃষ্ণের নামগুণে,
জ্বলন্ত অনল নিবে যায় ॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলে, জ্বলি বিচ্ছেদ অনলে,
গৌর বিনে নিবে না অনল ॥
মরিলে মরণ নাই, দগ্ধ যে হইনু ভাই,
কিসে মরি বাচিয়া কি ফল ॥
বিরহে কাতর হ'য়ে. জগন্নাথ কাছে গিয়ে,
বলে দেরে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
গৌরাঙ্গ গ্রাসিলি যবে, আমা দিকে গ্রাস সবে
এত বলি মাথা পাতি দেয় ॥
জগন্নাথের নিকটে, কেহ কেহ মাথা কুটে,
কেহ বলে ওরে জগন্নাথ।
বক্ষে করাঘাত হানে, কেহ বা উন্মত্ত মনে,
জগন্নাথে মারে মুষ্ট্যাঘাত ॥
দণ্ডাঘাত করাঘাত, কেহ মুচড়ায় হাত,
উদরেতে কেহ মারে ভুষ।
কেহ কিছু পিছুইয়া, ফিরে এসে আগুলিয়া,
নির্ভয় শরীরে মারে ঢুষ ॥
ভক্তগণ দুঃখ হেরি, জগন্নাথ কষ্ট ভারি,
সদয় হইয়া শ্রীচৈতন্য।
ভক্তগণে প্রবোধিতে, জগন্নাথ দেহ হ'তে
শূন্যবাণী কহে থেকে শূন্য ॥
কেন জগন্নাথে মার, আমার এ বাক্য ধর,
স্থির হও যাও নিজ ঘরে।
এ লীলা হইল সাঙ্গ, আমার গৌরাঙ্গ অঙ্গ,
মিসে গেল আমার শরীরে ॥
এবে না পাইবে দেখা, গুরুজন শিষ্য শাখা,
স্থির কর সবে শোক মন।
কলির মধ্যাহ্নকালে, করিব একটী লীলে,
তার পর পাবে দরশন ॥

লঘু ত্রিপদী।

মানুষে আসিয়া, মানুষে মিশিয়া
করিব মানুষ লীলে।
সেই ত সময়; পাইবা আমায়,
পুনশ্চ মানুষ হ'লে ॥

আকার দেখিয়া, লইবা চিনিয়া,
বিশুদ্ধ মাধুর্য্য ভাব।
শুদ্ধ প্রেমরসে, তরাইব শেষে,
জগতের জীব সব॥
এতেক শুনিয়া, শোক সম্বরিয়া,
নিজ নিজ স্থানে যায়।
এ বাক্য বিধানে, প্রেমরস দানে,
জনম লভিতে হয়॥
গোলোকের নাথ, গোলোকের সাত,
ওঢ়াকাঁদি আগমন।
লয়ে ভক্তবৃন্দ, করে মহানন্দ,
লীলা মৃত বরিষণ॥

অবতার অনুক্রম ও যশোমন্ত বৈরাগী ও পৌরাণিক অন্যান্য ভক্তচরিত্র।

পয়ার।

শ্রীনিবাস রামচন্দ্র নরোত্তম দাস।
সাধিল নিগূঢ় লীলা নিজ অভিলাষ॥
গৌরাঙ্গ লীলায় যেন লয়ে ভক্তগণ।
ঘরে ঘরে যারে তারে দেয় প্রেমধন॥
শ্রীনিবাস রামচন্দ্র করিলেন লীলা।
নিজ ভক্তগণ ল'য়ে প্রেম আস্বাদিলা॥
পূর্ব্বে প্রভু অদ্বৈতেরে কহে যে বচন।
করিব নিগূঢ় লীলা রস আস্বাদন॥
এই প্রেম দিয়া যদি জগৎ মাতায়।
নিগূঢ় প্রকট হয় পূর্ব্ব কথা যায়॥
ধর্ম্মসংস্থাপন জীব উদ্ধার হইল।
পরে প্রেম প্রকাশিবে বাসনা থাকিল॥
সফলা নগরী ধন্য ওঢ়াকাঁদি ধন্য।
যে যে গ্রামে হরিচাঁদ হৈল অবতীর্ণ॥
সফলা নগরী শ্রীযশোমন্ত ঠাকুর।
তাহার মহিমা কথা কহিতে প্রচুর॥
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ প্রাণ তার।
কৃষ্ণের নৈবিদ্য বিনে না হ'ত আহার॥
সদাকরে কৃষ্ণ কথা কথোপকথন।
কৃষ্ণ বলে অশ্রুজলে ভাসিত বয়ন॥
প্রতিপক্ষে করাইত বৈষ্ণব ভোজন।
হরিব্রত একাদশী নাম সংকীর্ত্তন॥
নীচ নীচ কুলে প্রভু দিয়া প্রেমধন।
নমঃশূদ্রকুলে এল ব্রহ্ম সনাতন॥
হয়গ্রীব কপিল হইল অবতার।
অংশঅবতার সেও ব্রাহ্মণ কুমার॥
ব্রাহ্মণ সম্মান হেতু ভৃগু পদ ধরে।
শ্রীবামন অবতার কশ্যপের ঘরে॥
ভৃগুরাম অবতার জমদগ্নি সুত।
ক্রমে নীচ কুলে বংশ হ'য়ে পরচ্যুত॥
শেষে দ্বিজ হ'তে একপদ নীচে এলে।
ক্ষত্রিয় কুলেতে জন্ম করে রামলীলে॥
প্রথম পুরুষ অবতার রাম হন।
তার পরে গোপ বৈশ্য শ্রীনন্দনন্দন॥
ধরা দ্রোণ দুইজন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
অতিথি বিধানে পূজে শ্যাম চিন্তামণি॥
ছদ্মবেশে পদ্মনেত্র গিয়া সেই স্থানে।
ধরাকে দিলেন ধরা আতিথ্য বিধানে॥
স্তন কেটে সেবা করে সেইত ব্রাহ্মণী।
ভক্তিতে আবদ্ধ হ'ল শ্যাম চিন্তামণি॥
ধরাকে দিলেন হরি এ সত্য কড়ার।
দ্বাপরে শোধিব মা গো তব ঋণ ধার॥
যেই স্তন কেটে মাগো আমাকে সেবিলে।
পুত্ররূপে সেই স্তন্য খাইব মা বলে॥
পতিতপাবন পুত্র পাইবেন বলে।
নীচকুলে নন্দ এসে বৈশ্য পুত্র হ'লে॥
দ্বাপরে করিল লীলা সেই ভগবান্।
ব্রজলীলা ত্যজি মথুরাতে হরি যান॥
সুদাম মালীর কন্যা কুবুজা সুন্দরী।
বসুদেব নন্দনের হৈল পাটেশ্বরী॥
যদু কুলে রাজা নাই উগ্রসেন রাজা।
রাজা হয়ে করে কুব্জা মোহনের পূজা॥
দ্বারকায় গিয়া হরি লীলা প্রকাশিল।
প্রেমদায় অর্জ্জুনের সারথি হইল॥
পঞ্চ ভাই শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চ আত্মা প্রায়।
সে "দিব্য বিলাপ সিন্ধু" গ্রন্থে লেখা যায়॥
সেই পঞ্চ ভাই সতী দ্রৌপদী সহিতে
নিযুক্ত হইল রাম দাসের সেবাতে॥
রাজসূয় যজ্ঞকালে মুনিগণে ভজে।
মুচিরাম সেবাকালে স্বর্গে ঘণ্টা বাজে॥

ক্রমেই বাড়ান হরি নীচ জন মান।
তৃণাদপি শ্লোক তার আছয়ে প্রমাণ॥
রাখালের এঠে খায় কিবা সখ্য ভাব।
বিদুরের খুদ খায় শুদ্ধ প্রেম ভাব॥
শচীগর্ভ সিন্ধু মাঝে ইন্দু পরকাশ।
হবিউল্যা কাজি পুত্র ব্রহ্ম হরিদাস॥
নরোত্তম করিয়াছে বৈষ্ণব বন্দনা॥
কালী দাসে দেখায়েছে তাহার নিশানা॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম রায় রামানন্দ।
তার ঠাই কৃষ্ণ প্রেম পাইয়া আনন্দ॥
যুগল মধুর প্রেম করিল প্রকাশ।
রঘুনাথের খুল্লতাত নাম কালীদাস॥
বন্দী সেই কালীদাস রঘুনাথের খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইয়া বেই বুড়া।
বৈষ্ণবের শিরোমণি ঝড়ু ভুইমালী।
যে পথে হাটিতে কালীদাস মাথে ধূলি॥
উচ্ছিষ্ট খাইতে সাধু পলাইয়া রয়।
ঝড়ুর রমণী যবে উচ্ছিষ্ট ফেলায়॥
কলার ডোঙ্গায় সাধু পেয়ে আম্র আটী।
বৈষ্ণব প্রসাদ বলে করে চাটাচাটি॥
প্রভুর নিকটে গিয়া বলে হরিবোল।
অন্তর্যামী মহাপ্রভু ধ'রে দিল কোল॥
অন্ধ হ'লে বৈষ্ণবের প্রসাদ ভাজন।
তুমি কালিদাস মোর জীবনের জীবন॥
ব্রহ্মবংশে জন্মিয়া গৌরাঙ্গ ভগবান।
যবন ব্রাহ্মণ সব করিলা সমান॥
রায় রামানন্দে বলে প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কর্ম্মী জ্ঞানী মাতাইব নীচ শূদ্র দিয়া॥
বাদ সাহের উজীর ছিল দুটি ভাই।
রামকেলী গ্রামে গেল গৌরাঙ্গের ঠাই॥
বাহু প্রসারিয়া প্রভু দিল আলিঙ্গন।
তারা বলে মোরা হই অস্পৃশ্য যবন॥
নীচ কুলে জন্ম মোরা করি নীচ কাজ।
মোদেরে স্পর্শিলা হরি লোকে দিবে লাজ॥
চৈতন্য চরিতামৃতে আছয়ে প্রকাশ।
সাকর মল্লিক আর নাম দবির খাস॥
ভাগবতে নাম রূপ সাকর মল্লিক।
দবির খাস সনাতন পরম নৈষ্ঠিক॥
প্রভু বলে যুগে যুগে ভক্ত দুইজনে।
আজ হ'তে নাম হ'ল রূপ সনাতন॥

অবতার যখন হলেন শ্রীনিবাস।
নিত্যানন্দ হইলেন নরোত্তম দাস॥
কায়স্থ শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত খেতরিতে।
তার পুত্র নরোত্তম ব্যক্ত এ জগতে॥
সেই নরোত্তমশিষ্য দুই মহামতি।
এক শাখা গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী॥
আর শাখা চক্রবর্ত্তী রাম নারায়ণ।
শূদ্রের হইল শিষ্য দুজন ব্রাহ্মণ॥
কিবা শূদ্র কিবা ন্যাসী যোগী কেন নয়।
যেই জানে কৃষ্ণ তত্ত্ব সেই শ্রেষ্ঠ হয়॥

শ্লোক।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

অপিচ।

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

পাষণ্ড দলনে আছে বহুত প্রমাণ।
ভক্ত হ'লে প্রভু তার বাড়ান সম্মান॥
আর ত প্রমাণ এক রাম অবতারে।
রামকার্য্য করে সব ভল্লুক বানরে॥
কিবা জাতি কিবা কুল রাখাল ভূপাল।
শ্রীরামের মিত্র কপি রাক্ষস চণ্ডাল॥
নীচ কুল ভক্তিগুণে করিল পবিত্র।
এ লীলায় হৈল প্রভু যশোমন্ত পুত্র॥
কিসের রসিক ধর্ম্ম কিসের বাউল।
ধর্ম্ম যজ্ঞে নৈষ্টিকেতে অটল আউল॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম লঙ্ঘি এবে করিলেন স্থূল।
শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি এই হয় মূল॥
জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা॥
এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জানাইতে।
জনম লভিলা যশোমন্তের গৃহেতে॥
মুখে বল হরি হরি হাতে কর কাজ।
হরি বল দিন গেল বলে রসরাজ॥

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণ দাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরীদাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ॥

মহাপ্রভুর পূর্ব্ব পুরুষদের বিবরণ।

দীর্ঘ—ত্রিপদী।

নাম ছিল রামদাস, রাঢ় দেশে ছিল বাস,
তীর্থযাত্রা করি বহুদিন।
স্ত্রী পুরুষ দুই জনে, শেষে যান বৃন্দাবনে,
কৃষ্ণ প্রেমে হ'য়ে উদাসীন॥
কৃষ্ণ নাম উচ্চারণে, ধারা বহিত নয়নে,
হেরিলে পবিত্র হয় জীব।
কাশী কাঞ্চী মধুপুরী, সরস্বতী গোদাবরী,
শান্তিপুর আদি নবদ্বীপ॥
বিষয় সম্পত্তি ত্যজে, তীর্থ-যাত্রী পদব্রজে,
পরে যান শ্রীচন্দ্রশেখর।
নব গঙ্গা নাম শুনি, দেখিবারে সুরধুনী,
লক্ষ্মীপাশা এল তার পর॥
কৃষ্ণভক্ত শিরোমণি, সবলোকে ধন্য মানি,
যত্ন করি রাখিল তথায়।
কৃষ্ণ ভকতের সঙ্গে, প্রেমকথা রসরঙ্গে,
থাকিলেন শ্রীলক্ষ্মী পাশায়॥
চন্দ্রমোহন তার পুত্র, ক্রমে শুন তার সূত্র,
তার পুত্র শুকদেব নাম।
লক্ষ্মী পাশার উত্তর, নব গঙ্গা নদী পার,
বাস করে জয় পুর গ্রাম॥
তস্য পুত্র কালী দাস, বহু দিন কৈল বাস,
তিনি যান পাথর ঘাটায়।
রবিদাস নিধিরাম, কনিষ্ঠ শ্রীজীব নাম,
তিন পুত্র সহিত তথায়॥
সর্ব্বদার সাধু সেবা, সংকীর্ত্তন রাত্রি দিবা,
মাঝে মাঝে বাণিজ্য করিত।
যাহা করে উপার্জ্জন, তাহাতে সাধু সেবন,
ক্ষেত্র কার্য্য অল্প পরিমিত॥
একদিন কৃষ্ণধ্যানে, তুলসী বেদীর স্থানে,
বসিয়াছে কালিদাস যিনি।
করে করে মালা জপ, অপরে কৃষ্ণ আরোপ,
হেন কালে হ'ল দৈববাণী॥
সাধু সেবা যে দিনেতে, হ'বে তব ভবনেতে,
এই বিলে আছয় প্রস্তর।
আসিয়া বিলের কূলে, দাড়াইও হরি বলে,
ভূরি ভূরি উঠিবে পাথর॥
সে সব পাথর ল'য়ে, নিজ ভবনেতে গিয়ে,
সাধু সেবা করিও যতনে।
সাধু সেবা হ'লে পরে, লইয়ে বিলের তীরে,
সে পাত্র রাখিও পূর্ব্ব স্থানে॥
এরূপ করেন তিনি, গ্রাম্য লোকে তাই শুনি,
মহোৎসব হ'লে কোন ঠাই।
প্রস্তর লইব বলে, দাঁড়া'ত বিলের কূলে,
দিয়া কালিদাসের দোহাই॥
সে সব পাথর ল'য়ে, আনিয়া নিজ আলয়ে,
ভোজন করায় লোক সবে।
লোকের ভোজন পরে, আনিয়া বিলের তীরে,
পাথর রাখিলে যায় ডুবে॥
পুরাতন লোকে জানে, সেই বিলের দক্ষিণে,
পাবুনে গ্রামের ছিল নাম।
পাথর আসিত ঘাটে, যে ঘাটে পাথর উঠে,
হইল পাথরঘাটা গ্রাম॥
এক বাটী এক দিনে, সেসব পাথর এনে,
বহু লোক ভোজন করায়।

প্রস্তর ঘাটেতে এনে, রেখে গেল সেইস্থানে,
একখানি পাথর না দেয় ॥
সন্ধ্যা হইল উত্তীর্ণ, সেই পাথরের জন্য,
হু হু শব্দ উঠিতেছে জলে।
বিলের যত পাথর, সবে হ'য়ে একস্তর,
সেই জল বৃদ্ধি হ'য়ে চলে ॥
যে ঘরে পাথর ছিল, জলেতে ভাঙ্গিয়া নিল,
মধুমতী নদীর মাঝেতে।
দেবলীলা স্বপ্ন দেশে, বলে গেল কালিদাসে,
কলুষ পশিল এ গ্রামেতে ॥
সে কালিদাসের সুত, নিধিরাম জ্যেষ্ঠ পুত্র,
তিনি হন পরম নৈষ্ঠিক।
শ্রীনিধিরামের ঘরে, দুই পুত্র জন্ম ধরে,
মোচন রাম কনিষ্ঠ কার্ত্তিক।
জ্যেষ্ঠ শ্রীমোচন রাম, অশেষ গুণের ধাম,
ঠাকুর মোচাই নামে খ্যাত।
সফলা নগরী এসে, বাস করিলেন শেষে,
পঞ্চ পুত্র ল'য়ে আনন্দিত ॥
যশোমন্ত সনাতন, প্রাণকৃষ্ণ রাম মোহন,
রণকৃষ্ণ এ পাঁচ সন্তান।
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ যশোমন্ত, তার হ'ল পঞ্চ পুত্র,
এ পঞ্চের ঠাকুর আখ্যান ॥
এ বংশে জন্মিল যত, শুদ্ধ শান্ত কৃষ্ণ ভক্ত,
সবে মত্ত হরি গুণ গানে।
কৃষ্ণ ভকতির গুণে, তার এক এক জনে,
সাধু কি বৈষ্ণব সবে মানে ॥
এ কয় পুরুষ মাঝে, মত্ত সাধু সেবা কাজে,
কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি নিরবধি।
কেহ বা হ'ল সন্ন্যাসী, কেহ বৃন্দাবনবাসী,
তাতে বংশে ঠাকুর উপাধি ॥
ঠাকুরের এ বংশেতে, হরি চাঁদ অবনীতে,
করিলেন জনম গ্রহণ।
কহিছে তারকচন্দ্র, অবতীর্ণ হরিচন্দ্র,
হরি হরি বল সর্ব্বজন ॥

অথ যশোমন্ত চরিত্রকথা।

প্রণাম শ্রী যশোমন্ত ঠাকুরের পায়।
জনমে জনমে যেন পদে মতি রয় ॥
ঠাকুর বৈষ্ণব বলে উপাধি যাহার।
আমি মূঢ় কিবা গুণ বর্ণিব তাহার ॥
বৈষ্ণব সঙ্গেতে সাধু কীর্ত্তন করিত।
ভাবেতে বিভোর হ'য়ে কত ভাব হত ॥
অশ্রু কম্প স্বেদ বীর বীভৎস পুলক।
লোমকূপ কণ্ডু লোম ঈষৎ কণ্টক ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক দশাতে বাহ্য হারা হ'য়ে।
প্রেম স্বরে কহিতেন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ॥
মম দেহ গৃহে কৃষ্ণ এই মাত্র ছিল।
দেখিতে দেখিতে যেন কাহা লুকাইল ॥
কাহারে বাপরে কৃষ্ণ কাহা বলরাম।
কাহারে আমার সেই শ্রীদাম সুদাম ॥
করুণা করিত সাধু বাৎসল্য প্রকাশি।
কোন দিন কৃষ্ণ গোষ্ঠে পোহাইত নিশি ॥
শুদ্ধ রাগ ভক্তি শুদ্ধ কৃষ্ণ অনুরাগী।
বৈষ্ণবেরা যশোমন্তে বলিত বৈরাগী ॥
বৈষ্ণব উপাধি বৈষ্ণবের পদ সেবি।
অন্নপূর্ণা যাকে সবে বলিত বৈষ্ণবী ॥
বৈরাগী ঠাকুর আর ঠাকুর বৈষ্ণব।
এহেন উপাধিতে হইল জনরব ॥
যত কিছু সংসারেতে করিতেন আয়।
যত্র আয় তত্র ব্যয় বৈষ্ণব সেবায় ॥
গো সেবা করিত বহু করিয়া যতন।
দুই তিন গাভী সদা থাকিত দোহন ॥
ঘৃত বানাইত দধি করিয়া মন্থন।
বৈষ্ণবেরা দধি দুগ্ধ করিত ভোজন ॥
মন্থন সময় হ'লে বৈষ্ণবাগমন।
বৈষ্ণবের মুখে তুলে দিতেন মাখন ॥
নির্ম্মল দয়ার্দ্র চিত্ত না মেলে এমন।
একদিন শুন এক আশ্চর্য্য ঘটন ॥
ভাণ্ড পুরে ঘৃত ল'য়ে সাধু গেল হাটে।
ঘৃত বেচিলেন এক দ্বিজের নিকটে ॥
ব্রাহ্মণ বলেন সাধু বৈশ হেথাকারে।
মূল্য সহ ভাণ্ড দিয়া যাব কিছু পরে ॥
ব্রাহ্মণ এল না ফিরে মূল্য নাহি দিল।
ঘৃতভাণ্ড লয়ে দ্বিজ পলাইয়া গেল ॥
উত্তীর্ণ হইল সন্ধ্যা হাট ভেঙ্গে যায়।
নির্জ্জনে বসিয়া সাধু কৃষ্ণ গুণ গায় ॥
গৃহেতে পশিয়া সাধু মৌন হ'য়ে রয়।
ঠাকুরাণী বলে হাট বেশাতি কোথায় ॥
কোথায় ঘৃতের ভাণ্ড কিছুইনা দেখি।
কি হ'য়েছে ওহে নাথ বসিয়া ভাব কি ॥

লবণ তামাক পান কিছু না আনিলে।
কি উপায় হ'বে, সাধু বৈষ্ণব আসিলে ॥
সাধু কহে কি বলিব শুনগো বৈষ্ণবী।
যে দায় ঠেকেছি আমি বসে তাই ভাবি ॥
ঘৃত গেল ভাণ্ড গেল তাতে দুঃখ নাই।
না হইল হাট করা যদিও না খাই ॥
যা হোক্ বৈষ্ণব সেবা বৈষ্ণব কৃপায়।
কর্ম্ম বসে যদি দুদিন উপবাস হয়।
যে দায় ঠেকেছি তাহা জানা'ব কাহায়।
অপরাধে অব্যাহতি পাইব কোথায় ॥
ব্রাহ্মণেতে আমার যে হ'ল অবিশ্বাস।
এ দায় কোথায় যাই হ'ল সর্ব্বনাশ ॥
আদি অন্ত সেবৃত্তান্ত দেবীকে জানা'ল।
যে ভাবে ব্রাহ্মণ ঘৃত ভাণ্ড লয়ে গেল ॥
ঠাকুরাণী বলে নাথ না ভেব বিস্ময়।
যবে যে ঘটনা ঘটে ঈশ্বর ইচ্ছায় ॥
ঈশ্বর তোমায় যদি বুঝিবারে মন।
ব্রাহ্মণে দ্বারায় হেন করে নারায়ণ ॥
কেন তাতে দুঃখ ভাব, ভাব বিপরীত।
ঘটন কারণ ঈশ্বরের নিয়োজিত ॥
একথা শুনিয়া সাধু শান্তি পেল মনে।
তারক স্বভাব যাচে যশোমন্ত স্থানে ॥

শ্রীমদ্রামকান্ত বৈরাগীর উপাখ্যান।

রামকান্ত নামে সাধু মুখ ডোবা গায়।
বৈরাগী উপাধি তার সাধু অতিশয় ॥
রামকান্ত যশোমন্ত আলয় আসিত।
স্ত্রীপুরুষে একত্তরে সাধুকে সেবিত ॥
সদা ছিল সে সাধুর উত্তার নয়ন।
শিবনেত্র প্রায় যেন আরোপ লক্ষণ ॥
কখন কখন সাধু বেড়াইতে যেত।
কোন কোন ঠাই গিয়া উপস্থিত হ'ত ॥
সর্ব্বদা থাকিত সাধু মহাভাব হ'য়ে।
কোন কোন ভাগ্যবানে দয়া প্রকাশিয়ে ॥
যদি কোন পুত্রবতী সতী নারী পেত।
মা বলিয়া দুগ্ধ পান তাহার করিত ॥
সে নারীর গর্ভে যদি হইত সন্তান।
ধনে ধান্যে সুখী তারা সবে ভাগ্যবান ॥
ন পুত্র ন গর্ভবতী কোন নারী পেয়ে।
যদি তার স্তন পান করিতেন গিয়ে ॥
আহার করিত দুগ্ধ পানের সময়।
স্তন পান অন্তে দুগ্ধ শুকাইয়া যায় ॥
যাহা বলি দিত বর তাহাই ফলিত।
বাক্য সিদ্ধ পুরুষের যা মনে লইত ॥
একদিন প্রাতে যশোমন্তের গৃহিণী।
পূর্ব্বভাব অন্তরেতে জাগিল অমনি ॥
প্রাতঃকৃত্য কৃষ্ণ নাম লইতে লইতে।
ব্রজ ভাব আসি তার জাগিল মনেতে ॥
বাহ্য স্মৃতি হারা হ'য়ে বলে বার বার।
কোথা রাম কৃষ্ণ প্রাণ পুতলি আমার ॥
এই ভাব তাহার হইত হৃদি মাঝ।
রচিল তারক চন্দ্র কবি রসরাজ ॥

অন্নপূর্ণা মাতার যশোদা আবেশ।

পয়ার।

ধরিয়া গোপাল বেশ পিয়াইত স্তন।
এই সেই মায়াপুরী এই বৃন্দাবন ॥
যশোদা আবেশ হয়ে অন্নপূর্ণা কয়।
মা বলে ডাকরে বাছা এ দুঃখিনী মায় ॥
কোথা বাপ বিশ্বরূপ আয়রে কোলেতে।
দেখিনা ও চাঁদমুখ বহু দিন হ'তে ॥
সান্ত্বনা করিছে শ্রীযশোমন্ত ঠাকুর।
কি কহিলি কি গাইলি শুনিতে মধুর ॥
সুস্থিরা হইয়া পরে কহে ঠাকুরাণী।
কি কহিনু কি গাইনু কিছুই না জানি ॥
দেখিলাম হেন সেই নন্দের নন্দন।
মা মা বলিয়া মোরে পান করে স্তন ॥
সাধু বলে কৃষ্ণ গুণ গাইতে গাইতে।
ব্রজ ভাব হ'য়ে থাকে ভক্তের দেহেতে ॥
তোমার কি ভাব হয় বুঝিতে না পারি।
কাহা কিছু না বলিয়া থাক চুপ করি ॥
এ সময় ঠাকুরাণীর একটী কুমার।
কৃষ্ণদাস নাম বিশ্বরূপ অবতার ॥
সেই পুত্র করিতেন লালন পালন।
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান করে অনুক্ষণ ॥
যে দিন যশোদা ভাব আবেশ হইল।
সেই দিন রামকান্ত বৈরাগী আসিল ॥
শুভ দিন বেলা এক প্রহর সময়।
দেবী চিড়া বানিবারে ঢেকশালে যায়।

পশ্চিমাভিমুখ দেবী দক্ষিণেতে ঢেকি।
কৃষ্ণ বলে চিড়া আলে ঝোরে দুটি আখি॥
হেন কালে রামকান্ত বৈরাগী আসিয়া।
স্তন দুগ্ধ পান করে গলে হাত দিয়া॥
পুত্রভাবে ঠাকুরাণী রাখিলেন কোলে।
স্নেহাবেশে ভাসে দুটি নয়নের জলে॥
বলে অদ্য পোহাইল কি সুখ যামিনী।
প্রভাত আবেশ বুঝি ফলিল এখনি॥
রামকান্ত বলে মাগো বলি যে তোমারে।
বাসুদেব জন্মিবেন তোমার উদরে॥
কিছু দিন পরে রামকান্ত আর দিনে।
বাসুদেব কোলে করি বসিল যতনে॥
বাসুদেব বলে যাব সফলা নগরে।
পূজাদি লইব মাতা অন্নপূর্ণা ঘরে॥
বাসুদেবে ল'য়ে সাধু পরম কুশলে।
যশোমন্ত গৃহে আসি উপনীত হ'লে॥
মুহূর্ত্তেক দিবা আছে সন্ধ্যারম্ভাগ্রেতে।
অন্নপূর্ণা ঝাড়ু দেন ঝাটা ল'য়ে হাতে॥
ঠাকুরাণী ঝাট দেন পূর্ব্বাভি মুখেতে।
রামকান্ত আসিলেন পূর্ব্ব দিক হ'তে॥
সম্মুখে যাইয়া সাধু বলে যে মাতায়।
কোলে কর বাসুরে সময় বয়ে যায়॥
আস্তে ব্যস্তে ঠাকুরাণী বাসুদেবে ধরে।
রাখিলের পুত্র স্নেহে বাম কক্ষ পরে॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা দরশন করে।
রামকান্ত নাচে চারিদিকে ঘুরে ফিরে॥
সজল নয়ন সাধু প্রেমে পুলকিত।
হাতে তালি দিয়া নেচে নেচে গায় গীত॥
দেখরে নগরবাসী হ'ল কি আনন্দ।
অন্নপূর্ণা অনায়াসে পাইল গোবিন্দ॥
কিবা পুণ্য করেছিল চৌধূরীর ঝি।
সেই পুণ্যে পুত্র পেল বাসুদেব জি॥
রামকান্ত কহে যশোমন্ত বৈরাগীরে।
কিছুদিন বাসুদেবে রাখ তব ঘরে॥
ওড়াকাঁদি মাচ কাঁদি ঘৃত কাঁদি আদি।
বহু গ্রামে ভ্রমিতেন কান্ত গুণনিধি॥
দুই চারি দিন পরে অথবা সপ্তাহে।
মাঝে মাঝে আসিতেন অন্নপূর্ণা গৃহে॥
যেযে দিন না আসিত থাকিতেন দূরে।
অন্নপূর্ণা পূজিতেন বাসুদেব জীরে॥
তুলসী চন্দন মেখে নানা পুষ্প তুলে।
দিত রাণী বাসুদেবে লহ লহ বলে॥
এইরূপে পক্ষান্তর ভ্রমণ করিয়ে।
দেশে গেল রামকান্ত বাসুদেবে ল'য়ে॥
কিছুদিন পরে সেই অন্নপূর্ণা সতী।
স্ত্রী আচারে যে দিন হইল শুদ্ধমতি॥
শয়নে ছিলেন শ্রীযশোমন্ত বৈরাগী।
অন্নপূর্ণা বসিলেন পদসেবা লাগি॥
পদ সেবি প্রণমিয়া করি যোড়পাণি।
পদ পার্শ্বে শয়ন করিলা ঠাকুরাণী॥
যশোদা আবেশ বর দিলা রামকান্ত।
বিরচিল তারক রসনা এ বৃত্তান্ত॥
আদেশে গোলকচন্দ্র নরহরি কায়।
পূর্ণ কর বাসনা রসনা গীত গায়॥

শ্রীশ্রীহরিঠাকুরের জন্ম বিবরণ।

এবে শুন ঠাকুরের জন্ম বিবরণ।
যেই রূপে প্রভু ভবে অবতীর্ণ হন॥
পূর্ব্বেতে কড়ার ছিল ভক্তগণ সঙ্গে।
উৎকলেতে দৈববাণী ছিল যে প্রসঙ্গে॥
আর এক বাক্য ছিল শূন্যবাণী সনে।
শেষ লীলা করিব আমি ঐশান্য কোণে॥
নীচ হয়ে করিব যে নীচের উদ্ধার।
অতি নিম্নে না নামিলে কিসে অবতার॥
কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ম্মল উচ্চেতে না র'বে।
নিম্ন খাদে থাকে বারি দেখ মনে ভেবে॥
নীচ জন উচ্চ হ'বে বুদ্ধ তপস্যায়।
বুদ্ধ দেব অবতার যে সময় হয়॥
বুদ্ধের কামনা তাহা পরিপূর্ণ জন্য।
যশোমন্ত গৃহে হরি হৈল অবতীর্ণ॥
বুদ্ধদেব বহুদিন তপস্যা করিল।
তাতে ব্রহ্ম প্রণবাদি শূদ্রেতে পাইল॥
নীচজন প্রতি দয়া বুদ্ধদেব করে।
প্রণবেতে অধিকারী শূদ্র তার পরে॥
বুদ্ধদেব তপস্যাতে হইয়া সদয়।
বরং গৃহ্ন বলে প্রভু বর দিতে চায়॥
বুদ্ধ বলে বর যদি দিবে মহাশয়।
অগ্রভাবে কর প্রভু শূদ্রের উপায়॥

প্রভু বলে তব নামে অবতার হ'ব।
প্রণব ত্রিগুণ নাম শূদ্রেরে বিলা'ব॥
এক হরিনাম মধ্যে গুণ দিয়া সব।
নীচজনে করাইব পরম বৈষ্ণব॥
বুদ্ধ বলে যদি প্রভু হও অবতার।
এদেশে থাকে না যেন জাতির বিচার॥
আর এক প্রশ্ন তার মধ্যেতে উদয়।
সংক্ষেপে বলিব যাতে পুথি না বাড়য়॥
কুবের নামেতে জোলা জাতি সে যবন।
পরম বৈষ্ণব রাম মন্ত্রে উপাসন॥
তাহার নন্দন হ'ল নামেতে নকিম।
নিরবধি কৃষ্ণপ্রেম যাহার অসীম॥
কুবের আরোপে থেকে কৃষ্ণরূপ দেখে।
নকীম বুনায় তাত হরি বলে মুখে॥
কুবের আরোপে, গাথে কুসুমের হার।
গলে দিবে সাজাইবে শ্যাম নটবর॥
ভক্তিফুলে মনোসূতে হার গাঁথি নিল।
সেই মালা ত্রিভঙ্গের গলে তুলে দিল॥
চূড়ায় ঠেকিয়া হার নাহি পড়ে গলে।
দিতে হার পুনর্ব্বার চূড়ায় ঠেকিলে॥
নকীম আরোপে তাঁত বুনা'য়েছে হাতে।
মুখে হরি বলে কৃষ্ণ দেখে আরোপেতে।
বাপের আরোপ দেখি নকীমের সুখ।
বলে হাত আরো কিছু উপরে উঠুক॥
দেখহ জোলার এই প্রেমভক্তি গুণ।
কি করে তাহার কাছে স্বত্বঃ রজঃ গুণ॥
দারু ব্রহ্ম অবতার হ'ল যে সময়।
কুবেরের কীর্ত্তি রাখিলেন এ ধরায়॥
কুবেরের তোড়ানী খাইবে যেইজন।
তার হ'বে দারু ব্রহ্ম রূপ দরশন॥
আর এক প্রস্তাব যে আসিল তাহাতে।
একদা নারদ মুনি গেল বৈকুণ্ঠেতে॥
বিষ্ণুর প্রসাদ মুনি খাইল তথায়।
কৈলাসেতে আসি মুনি হইল উদয়॥
শিবেরে বলেন মুনি হরষিত মন।
অদ্য হৈনু শ্রীনাথের প্রসাদ ভাজন॥
শিব বলে আমারে ত দিলে না কিঞ্চিৎ।
প্রভুর প্রসাদে মোরে করিলে বঞ্চিৎ॥
নারদের নখাগ্রে প্রসাদ কণা ছিল।
প্রেমভরে হরের বদনে তুলে দিল॥
প্রেমে মত্ত হইলেন নারদ শঙ্কর।
বঞ্চিতা হইয়া গৌরী করে অঙ্গীকার॥
আমি যদি সাধ্বী নারী হই তব ঘরে।
এ প্রসাদ বিলাইব বাজারে বাজারে॥
তপস্যা করিল হরি বর দিতে এল।
প্রসাদ বাজারে বিকি বর চেয়ে নিল॥

শ্লোক।

কমলা বৰ্দ্ধনাযুক্তো ভোজনে চ জনার্দ্দনঃ।
কুক্কুরেণ মুখাদ্‌ভ্রষ্টা দেবানাং দুর্ল্লভামপি॥

পয়ার।

বুদ্ধদেব বাসনা হইয়া গেল পূর্ণ।
ঘরে ঘরে নীচ শূদ্র সবে হ'ল ধন্য॥
এই মত দেখ নানা কারণ বশতঃ।
গোলক বিহারী হ'ল যশোমন্ত সুত॥
অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ছিলেন শয়নে।
কৃষ্ণ দাস পুত্র কোলে আনন্দিত মনে॥
রামকৃষ্ণ মুখে বলে কোলে কৃষ্ণদাস।
প্রভুর অগ্রজ যিনি ভুবনে প্রকাশ॥
দ্বাপরেতে সংকর্ষণ যিনি বলরাম।
আপনি অনন্ত শক্তি সুন্দর সুঠাম॥
সেই অংশে বিশ্বরূপ গৌরাঙ্গ লীলায়।
শচী গর্ভে জনমিল এসে নদিয়ায়॥
গৃহত্যাগী অনুরাগী সন্ন্যাসী হইল।
পুত্র শোকে শচীমাতা কাঁদিয়া ফিরিল॥
যদ্যপিও বিষ্ণু অংশে স্বয়ং অবতার।
কেহ না শোধিতে পারে মাতৃ ঋণ ধার॥
যখন গৌরাঙ্গ গেল মাকে তেয়াগিয়া।
কড়ার দিলেন জন্ম লইব আসিয়া॥
কিছু না বলিয়া বিশ্ব রূপ উদাসীন।
তার জন্য শচীমাতা কাঁদে রাত্রি দিন॥
সে কারণ মাতৃসেবা অপরাধ ছিল।
সেই ঋণ শোধিবারে জনম লভিল॥
স্বয়ংএর অবতার হয় যেইকালে।
আর আর অবতার তাঁতে এসে মিলে॥
যিনি ছিল বিশ্বরূপ গৌরাঙ্গ লীলায়।
তিনি কৃষ্ণ দাস যশোমন্ত পুত্র হয়॥
একমাত্র পুত্র নববর্ষ কৃষ্ণ দাস।
এক পুত্রে সুখী মাতা নাহি অন্য আস॥

এ হেন সময় প্রভুর মনে হ'ল আশ।
অন্নপূর্ণা গর্ভ সিন্ধু ইন্দু পরকাশ ॥
নানারূপ বিভীষিকা দেখে অন্নপূর্ণা।
শচীমাতা নিদ্রাযুক্তা নহে অচৈতন্যা ॥
জাগরিতা যেন কিছু নিদ্রার আবেশ।
দেখে যেন জয়ধ্বনি হয় সর্ব্ব দেশ ॥
যশোনন্ত বলে প্রিয়া শুনহ বচন।
যে রূপ আমার মনে জাগে সর্বক্ষণ ॥
নবীন মেঘের বর্ণ বনমালা গলে।
ভৃগুপদ চিহ্ন দেখা যায় বক্ষঃস্থলে ॥
পিতাম্বর ধর কোকনদ পদাম্বুজে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চতুর্ভুজে ॥
এইরূপ আভা মম হৃদয় পশিয়া।
সে যে তব কোলে বৈসে দ্বিভুজ হইয়া ॥
ঠাকুরাণী বলে নাথ নিশার স্বপন।
নিশাকালে প্রকাশ না করে বুধজন ॥
কুস্বপ্ন চিহ্ন তব হয় প্রতি রাত্রি।
শয়নে স্বপনে দেখ ঈশ্বর শ্রীমূর্ত্তি ॥
ঠাকুর বলেন প্রিয়া নহেত যামিনী।
উদয় হইল দীপ্তকর দিনমণি ॥
ঠাকুরাণী বলে এত বাতুল লক্ষণ।
কিম্বা দানবের কার্য্য না বুঝি কারণ ॥
ঠাকুর বলেন যদি বাতুল লক্ষণ।
তবে কেন দেখিলাম মুরলী বদন ॥
ঠাকুরাণী বলে তবে জ্যোতির্ম্ময় রূপ।
সে রূপ দেখিয়া ভাব দিবার স্বরূপ ॥
শতসূর্য্য সম রশ্মি বায়ুতে মিশিল।
অন্নপূর্ণাগর্ভে আসি প্রবেশ করিল ॥
এ হেন প্রকারে মাতা হৈল গর্ভবতী।
ঈশ্বর ইচ্ছায় হৈল বায়ুগর্ভে স্থিতি ॥
শুভগ্রহ নক্ষত্র শুভ লগ্ন হইল।
মাহেন্দ্র সুযোগে পুত্র প্রসব করিল ॥
বারশ আঠার সাল শ্রীমহাবারুণী।
কৃষ্ণ পক্ষে ত্রয়োদশী তিথি সে ফাল্গুনী ॥
হরিশাল বলিশাল ভক্তগণে গণে।
নাহিক বৈদিক ক্রিয়া শ্রীগারুণী বিনে ॥
ধন্য অন্নপূর্ণা হেন পুত্র পেল কোলে।
দ্বাপরে যশোদা যিনি ছিলেন গোকুলে ॥
দ্বাপরে ছিলেন নন্দ যশোদার কান্ত।
যশোমতি কান্ত এবে হ'ল যশোমন্ত ॥

ধরা দ্রোণ দুইজন তস্য পূর্ব্বে ছিল।
নন্দ যশোমতি তেই দ্বাপরে হইল ॥
কলিকালে জগন্নাথ মিশ্র শচীরাণী।
এবে যশোমন্ত অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ॥
ধন্য রামকান্ত সাধু ধন্য এ জগতে।
প্রভু আসি জনমিল যাহার বরেতে ॥
প্রভুর জনমখণ্ড সুধা হ'তে সুধা।
কহিছে রসনা খেলে খণ্ডে ভব ক্ষুধা ॥

রামকান্ত বৈরাগীর পূর্ব্বাপর প্রস্তাব-কথন।

রামকান্ত মহা সাধু পরম উদার।
অন্নপূর্ণা মাতাকে দিলেন পুত্র বর ॥
সান্দিপনি দ্বাপরে ত্রেতায় বিশ্বামিত্র।
কলিকালে গঙ্গাদাস পণ্ডিত সুপাত্র ॥
ভারতী গোঁসাই শক্তি হইয়া মিশ্রিত।
মুখ ভোবা রামকান্ত হৈল উদ্ভাবিত ॥
তাহাতে মিশ্রিত হ'ল বাসুদেব শক্তি।
স্নেহভাবে বাসুদেবে করিতেন ভক্তি ॥
বাসুদেবে সমর্পিয়া আত্ম স্বার্থ-আত্মা ॥
ব্রজের মাধুর্য্যভাবে করিত মমতা ॥
সাধুর সঙ্গেতে ছিল বাসুদেব মূর্ত্তি।
কভু সখ্য ভাব কভু ব্রজ ভাবে আর্ত্তি ॥
ধূপ দীপ নৈবিদ্যাদি আতপ তণ্ডুলে।
পূজিতেন রম্ভা দূর্ব্বা তুলসীর দলে ॥
নিবেদিয়া করিতেন ভোজন আরতি।
বাসুদেব খাইতেন দেখি ত সুমতি ॥
মূলা থোড় মোচা কাচা রম্ভার ব্যঞ্জন।
আতপের অন্ন দিত না দিত লবণ ॥
ছোলা ডাল মুগ বুট গোধূম চাপড়ী।
তৈল হরিদ্রা বিনে ঘৃত পক্ক বড়ি ॥
ভোগ লাগাইয়া সাধু আরতি করিত।
বাসুদেব খেত তাহা চাক্ষুস দেখিত ॥
একদিন গ্রামবাসী বিপ্র একজন।
বাসুদেব ভোগরাগ করিল দর্শন ॥
ক্রোধ করি বলে বিপ্র এ কোন বিচার।
শূদ্রের কি আছে অন্নভোগ অধিকার ॥
শূদ্র হ'য়ে বাসুদেবে অন্ন দিলি রাধি।
কোথায় শুনিলি বেটা এমত অবিধি ॥

হারে রে বৈরাগী তোর এত অকল্যাণ।
শূদ্র হ'য়ে হবি নাকি ব্রাহ্মণ সমান ॥
ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া ব্রাহ্মণ সকলে।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব ক্রোধে উঠে জ্বলে ॥
জন দশ বিপ্র গেল বৈরাগীর বাড়ী।
ক্রোধভরে বাসুদেবে ল'য়ে এল কাড়ি ॥
বৈরাগী নির্ম্মল চিত্তে দিলেন ছাড়িয়া।
বলিল রে প্রাণ বাসু সুখে থাক গিয়া ॥
কাঙ্গালের কাছে তুমি ছিলে অনাদরে।
আদরে খাইও এবে ষোড়শোপচারে ॥
ভাল হ'ল ব্রাহ্মণেরা লইল তোমারে।
সুখেতে থাকিবা এবে খট্টার উপরে ॥
দুঃখিত দরিদ্র আমি কপর্দ্দক নাই।
বহু কষ্টে খোড় মোচা তোমারে খাওয়াই ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু পায়স পিষ্টক।
লুচি পুরি মণ্ডা খেও যাহা লয় সক্ ॥
চির দিন রাখিয়াছ ব্রাহ্মণের মান।
যাও যাও বিপ্র ঘরে নাহি অপমান ॥
আমি অজ্ঞ নাহি জানি তোমারে পূজিতে।
এখন পূজিবে তোমা মন্ত্রের সহিতে ॥
যেখানে সেখানে থাক তাতে ক্ষতি নাই।
তুমি যেন সুখে থাক আমি তাই চাই ॥
ব্রাহ্মণেরা বাসুদেবে ল'য়ে হরষেতে।
বাসুদেবে অভিষেক করে তন্ত্রমতে ॥
কেহ বলে রাখ দেবে প্রতিষ্ঠা করিয়ে।
জাতি নেশে নমঃশূদ্রের পক্ক অন্ন খেয়ে ॥
প্রতিষ্ঠা করিয়া পঞ্চ গব্য দ্বারে স্নান।
অভিষিক্ত করিয়া মণ্ডপে দিল স্থান ॥
খট্টার উপরে রজতের পদ্মাসন।
তাহার উপরে দেবে করিলা স্থাপন ॥
শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম শতদল পদ্ম।
নীল পদ্ম স্থল পদ্ম কোকনদ পদ্ম ॥
গোলাপ টগর আর পুষ্প জাতি জুতি।
গন্ধার অপরাজিতা মল্লিকা মালতী ॥
গন্ধরাজ, সেফালিকা ধবল করবী।
কৃষ্ণকেলী কৃষ্ণচূড়া কামিনী মাধবী ॥
দূর্ব্বা তুলসীর পত্র অগুরু চন্দন।
শ্রীঅঙ্গে লেপন আর শ্রীপদ সেবন।
মন্ত্রপূত করি পরে তন্ত্র অনুসারে।
ভোগাদি নৈবিদ্য দেন নানা উপহারে ॥
আতপ তণ্ডুল ভোগ দেয় যে কখন।
যেখানে যে মিষ্ট ফল পায় যে ব্রাহ্মণ ॥
আনিয়া লাগায় ভোগ বাসুদেব ঠাই।
রন্ধনশালায় ভোগ সুপক্ক মিঠাই ॥
সব দ্বিজ বাসুদেবের ভক্ত হইল।
পূজারি ব্রাহ্মণ এক নিযুক্ত করিল ॥
সন্ধ্যাকালে ঘৃত দীপ পঞ্চ বাতি জ্বালি।
আরতি করেন সব ব্রাহ্মণমণ্ডলী ॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাংস করতাল বাজে খোল।
রাম শিঙ্গে ভেরী তুরী মধুর মাদল ॥
এইরূপে বাসুদেব ব্রাহ্মণের পূজ্য।
আর এক লীলা শুন বড়ই আশ্চর্য্য।
এই বাসুদেব জন্ম সফলা নগরী।
তারক রসনা ভরি বল হরি হরি ॥

রামকান্তের বাসুদেব দর্শন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ভিক্ষা করে রাম কান্ত, মনেতে চিন্তা একান্ত,
মম বাসুদেব আছে সুখে।
পূজা করে দ্বিজগণে, অনেক দিন দেখিনে,
আমার বাসুরে আসি দেখে ॥
ইহা ভাবি মনে মনে, দ্বিজগণ অদর্শনে,
মণ্ডপের পিছে গিয়া রয়।
আমি নাহি দিব দেখা, গোপনে রহিব একা,
দেখি বাসু কি ভাবে কি খায় ॥
দক্ষিণাভিমুখ হ'য়ে, বাসুদেব দাণ্ডাইয়ে,
সর্ব্বদাই মণ্ডপেতে রয়।
পূজক ব্রাহ্মণ গিয়া, মণ্ডপ দ্বার খুলিয়া,
উত্তরাভিমুখ দেখ্‌তে পায় ॥
পূজক ব্রাহ্মণ কয়, কে এসে ঠাকুরালয়,
ঠাকুর ফিরায়ে রেখে গেল।
কপাট নাহি খুলিল, মণ্ডপেতে কে আসিল,
বাসুদেব কেন হেন হ'ল ॥
কেহ বলে দ্বার রুদ্ধ, কার হেন আছে সাধ্য,
ঘরে এসে ফিরায় দেবলা।
তবে যে ফিরিল কেনে, দেবমায়া কেবা জানে,
কি জানি কি ঠাকুরের লীলা ॥
ঠাকুরের ভোগ দিতে, ভোগ রাগ সমাধিতে,
দিবা দুই প্রহর সময়।

রন্ধন করি শালান্ন, ঘৃত মিশ্রিত ব্যঞ্জন,
ডাল্‌না শাক শুক্ত লাবেড়ায়॥
দক্ষিণ মুখ করিয়ে, ঠাকুরে ফিরায়ে ল'য়ে,
পুরোহিত বসিল পূজায়।
তাম্র রজতের পাতে, কতই মিষ্টান্ন তাতে,
লিখিতে পুস্তক বেড়ে যায়॥
নয়ন মুদ্রিত ক'রে, ভোগ নিবেদিল পরে,
ভোগ রহে বাসুদেব পিছে।
যবে নয়ন মেলিল, পূজক দেখিতে পেল,
বাসুদেব ফিরিয়া রয়েছে॥
বক্ষ দেশে হস্ত দিয়া, বাসুদেবকে ধরিয়া,
দক্ষিণ মুখ করিতে চায়।
বাসুদেব নাহি ঘুরে, বিপ্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
কে তোরা দেখিবি আয় আয়॥
বাসুদেব ফিরে গেল, উত্তর মুখ রহিল,
ফিরাইলে আর নাহি ফিরে।
হইনু আশ্চর্য্যান্বিত, অকস্মাৎ বিপরীত,
না জানি কি অমঙ্গল করে॥
সে বাণী শুনি তরাসে, চারি পাঁচ বিপ্র এসে,
কেহ যায় মণ্ডপের পিছে।
এক বিপ্র তরাসেতে, দেখে গিয়া স্বচক্ষেতে,
রামকান্ত গোপনেতে আছে॥
বিপ্র বলে দফা সারা, কার বাসুদেব তোরা,
জোর করে এনেছিস্ সবে।
যার ভক্তি তার হরি, মোরা যে গৌরব করি,
সে কেবল ব্রাহ্মণ গৌরবে॥
যার বাসুদেব এই, উদয় হইল সেই,
সাধু পানে কেন নাহি চাও।
মূল মর্ম্ম নাহি জান, দেবতা ধরিয়া টান,
জোর করে দেবতা ঘুরাও॥
এক বিপ্র ক্রোধ ভরে, রামকান্তে নিল ধরে,
মণ্ডপের সম্মুখেতে রাখি।
বিপ্র বলে যদি আ'লি, সম্মুখে কেন না ছিলি,
পিছে থেকে করেছ বুজরুকি॥
যদি নিজ ভাল চাও, শীঘ্র করে উঠে যাও,
শুনি রামকান্ত চলে গেল।
ভোগ রাগ লাগিবে কি, বৈরাগীর ভোজ ভেল্কি
বাসুদেব সম্ভাব হইল॥
কান্ত লীলা চমৎকার, যেন অমৃতের ধার,
কর্ণ ভরি পিও সাধুজন।
ওড়াকাঁদি অবতীর্ণ, নমঃশূদ্র কুল ধন্য,
রসনা, রসনা কি কারণ॥

—

শ্রীশ্রীবাসুদেব জীর স্নানযাত্রা।

দীর্ঘ—ত্রিপদী।

জগন্নাথ স্নানযাত্রা, ব্রাহ্মণেরা একত্রতা,
হ'ল সবে স্নানের কারণ।
গিয়া পুকুরের ঘাটে, বাসুদেবে রেখে তটে,
করে জলকেলী সংকীর্ত্তন॥
ঝাঁজ শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনী, কুলবতীর হুলুধ্বনী,
সুগন্ধি কুসুম ফেলাফেলি।
বাসুদেবে ল'য়ে কোলে, নামি পুষ্করিণী জলে,
সব মেলি করে জলকেলি॥
বাসুদেব ছিল কোলে, কোল হ'তে নামি জলে,
ছল করি লুকাইয়া রয়।
সে বিপ্র জলে নামিয়া, বাসুদেবে হারাইয়া,
আর নাহি অন্বেষিয়া পায়॥
বিপ্র বলে কিবা হ'ল, বাসুদেব কোথা গেল,
ডুব দিল না পাই খুজিয়া।
সব দ্বিজ তাহা শুনি, জলে ডুবয়ে অমনি,
খুঁজিতেছে ডুবিয়া ডুবিয়া॥
যত ছিল প্রেমানন্দ, সব হ'ল নিরানন্দ,
জলে হারাইয়া বাসুদেবে।
কেহ বলে হায় হায়, কোথা বাসুদেব রায়,
কেহ কাঁদে হাহাকার রবে॥
কূলে তার বক্ষঃদেশ, মধ্যে তার গলদেশ,
পুকুরের বারি পরিমাণ।
পুকুরের অল্প জলে, বাসুদেব লুকাইলে,
কি হ'ল কোথায় অন্তর্ধান॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ মাত্র, সকলে হয়ে একত্র,
বাসুদেবে অন্বেষণ করে।
হয়ে এল সন্ধ্যাকাল, ডুবাইয়া চক্ষু লাল,
হাহাকার করে উচ্চৈঃস্বরে॥
কেহ বলে অমঙ্গল, কেহ বলে হরিবোল,
কেহ বলে রামকান্তে কও।
তার বাসুদেব এনে, জোর করে রাখ কেনে,
সে কারণ অপরাধী হও॥
যে দিনে ফিরিয়া ছিল, হইত না অমঙ্গল,
তার বাসুদেব তারে দিলে।

মোদের থাকিলে ভক্তি, কেন বাসুদেব মূর্ত্তি,
ছল করি ডুব মারে জলে ॥
দ্বিজগণ সকাতর, জাগরণে নিশি ভোর,
রামকান্তে সংবাদ জানায় ।
স্নান করাবার তরে, বাসুদেবে লয়ে নীরে
হারা'লেম বাসুদেব রায় ॥
রামকান্ত ধীরে ধীরে, গিয়া পুকুরের তীরে,
অতঃপর জলে নামিলেন ।
জলমধ্যে দাঁড়াইয়া, বাসুদেবের লাগিয়া,
পদ দিয়া তল্লাস করেন ॥
ব্রাহ্মণেরা বলে রাগী, দুরাচার রে বৈরাগী,
পা দিয়া তালাসে বাসুদেবে ।
মুনি ঋষি করে ধ্যান, ব্রহ্মা করে ব্রহ্ম জ্ঞান,
কমলা যাঁহার পদ সেবে ॥
বাসুদেব কক্ষমধ্যে, রামকান্ত বামপদে,
ঠেলে ফেলে পুকুরের পার ।
হাতে ধরি লয়ে কোলে, বাসুদেবে ডেকে বলে,
হারে বাসু কি মন তোমার ॥
ব্রাহ্মণে বাড়ী রহিবা, কিম্বা মম সঙ্গে যা'বা,
হাস্য মুখে কহত আমায় ।
বাসুদেব হাস্য করে, দ্বিজগণ সবে হেরে,
হাসি লুকায় বিদ্যুতের ন্যায় ॥
রামকান্ত কুতূহলে, দ্বিজগণে ডেকে বলে,
বাসুদেব আমার দেবতা ।
না রহিবে দ্বিজালয়, মোর সঙ্গে যেতে চায়,
আমার যে হ'তে চায় চেলা ॥
ব্রাহ্মণেরা ছিল রুষী, দেবতা মুখেতে হাসি,
দেখে আর নাহি সরে বাক্ ।
বলে ওরে রামকান্ত, তোর ভকতি একান্ত,
তোর বাসু তুই নিয়া রাখ ॥
বাসুদেব রামকান্ত, মহিমার নাহি অন্ত,
লীলামৃত মাধুর্য্যের সার ।
পাগলচন্দ্র আদেশে, হরি চাঁদ কৃপালেশে,
কহে কবি রায় সরকার ॥

বাসুদেব ও রামকান্ত বৈরাগীর চরিত্র কথন ও নৌকা গঠন ও রথযাত্রা ।

পয়ার ।

বাসুদেবে নিতে আ'সে বহু শিষ্যগণ ।
কান্ত বলে না শুনিয়া বলি কি বচন ॥
ইচ্ছাময় বাসু যদি যান ইচ্ছা করি ।
বাসুর হইয়া বাসো* যাইবারে পারি ॥
এত বলি বাসুর নিকটে কান্ত গিয়া ।
শিষ্যগণ নিকটেতে বলিত আসিয়া ॥
কাহারে বলিত বাপু যাওয়া হ'বে না ।
আমার পরাণ বাসু কিছু কহিল না ॥
কেহ কেহ আশা মাত্র অমনি যাইত ।
কেহ কেহ এলে তারে যাইব কহিত ॥
বাসুদেবে কোলে করি শিষ্য বাড়ী যেত ।
গুণ গুণ বাসু গুণ সদায় গাইত ॥
বাসুদেব ইচ্ছা করে তরণীতে যেতে ।
কান্তের হইল মন তরণী গঠিতে ॥
চারিজন শিষ্য দিল নিযুক্ত করিয়া ।
বাওয়ালীরা যেতে ছিল বাওয়াল লইয়া ॥
চকে গিয়া দিত বাসুদেবের দোহাই ।
নির্ব্বিঘ্নে বাওয়াল করি এসেছে সবাই ॥
বাসুদেব নৌকা গঠিবেন জানাইল ।
বাওয়ালীরা বড় এক গাছ দিয়া গেল ॥
সেই গ্রামে ভক্ত এক কর্ম্মকরি ছিল ।
লাগিল পাতাম প্রেক যত তাহা দিল ॥
তরণী গঠিত হইল জয় জয় ধ্বনি ।
নাম হ'ল বাসুদেবের পান্সী তরণী ॥
নৌকায় চড়িয়া মাত্র যায় দু গোঁসাই ।
বাসুদেব রামকান্ত আর কেহ নাই ॥
ছাপ্পর বাঁধিয়া মধ্যে থাকেন বসিয়া ।
রামকান্ত বাসুদেব একত্র হইয়া ॥
পাল তুলে দিত মাত্র দাঁড়ি মাঝি নাই ।
তরণী চলিত বেগে দেখিত সবাই ॥
বাতাস উজান হ'লে বাক্ ঘুরে গেলে ।
রামকান্ত দাঁড় বাহে বাসুদেব হা'লে ॥
কতক্ষণ দাঁড় বেয়ে বলে ওরে বাসো ।
এ সময় আগা নায় একবার এস ॥
এত বলি রামকান্ত পাছা নায় গিয়া ।
হাল ধরে মনো সুখে থাকিত বসিয়া ॥
আগা নায় বাসুদেব দাঁড়াইয়া আছে ।
দাঁড় পড়িতেছে নৌকা বেগে চলিতেছে ॥
মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য লীলা দেখিত সবায় ।
কেহ কেহ দেখে বাসুদেব দাঁড় বায় ॥

* বাসো অর্থাৎ নৌকা বাহক ।

রামকান্ত ধেয়ে গিয়ে বলে ওরে বাসো।
পরিশ্রম হ'য়েছে ছায়ায় এসে বস॥
বাসুকে করিয়া কোলে বলে মনো দুঃখে।
ঘামিয়াছে চাঁদমুখ হাসি নাই মুখে॥
ওরে বাসো! তুমি দাড় বাহিওনা আর।
আমার বক্ষের নিধি বক্ষে রও আমার॥
এত বলি বাসুদেবে বসাইয়া বুকে।
ঘুম পড় বলিয়া চুম্বিত চাঁদ মুখে॥
শিষ্যদের ঘাটে গিয়া ঘোনাইত নাও।
বলিত উঠরে বাসো শিষ্যবাড়ী যাও॥
কান্তলীলা মধুর শুনিতে চমৎকার।
ভনে শ্রীতারক খেলে জন্ম নাহি আর॥

রামকান্তের বাসুদেব রথ যাত্রা।

পয়ার

রামকান্ত বাসুদেবে গলাগলী ধরে।
শয়ন করিতে সুখে শয্যার উপরে॥
এই ভাবে প্রবীণ হইল রামকান্ত।
বর্ণনে অতীত লীলা নাহি তার অন্ত॥
এদিকে ব্রাহ্মণগণ রথযাত্রা করে।
কান্তের হইল মন রথ করিবারে॥
বাঁশ দিয়া রামকান্ত রথ বানাইল।
বাঁশো রথে বাসুদেব উঠিতে ইচ্ছিল॥
অধিবাস দিনে সব লোক আসে যায়।
লোকের সংঘট হ'ল লোকারণ্য ময়॥
ব্রাহ্মণেরা সবে মিলে করে পরামিশে।
রথযাত্রা না হইতে এত লোক আ'সে॥
আমাদের রথে কল্য মানুষ হবে না।
বৈরাগীর রথে কল্য লোক ধরিবে না॥
ভাল বলি বাসুদেবে দিলাম ফিরা'য়ে।
এতেক আস্পর্দ্ধা তার বাদ হাটা মিলা'য়ে॥
কল্য প্রাতে সবে মিলে গিয়া তার বাড়ী।
আর বার বাসুদেবে ল'য়ে এস কাড়ী॥
প্রভাতে সকল দ্বিজ ক্রোধভরে যায়।
জোর করে বাসুদেবে আনিল আলয়॥
রামকান্ত বলে মম কি দোষ পাইলে।
পরাণ পুতলি বাসু কেড়ে নিয়া গেলে॥
রথে উঠাইয়া দেখিতাম বাসুরাজে।
দেখিতাম বাসুদেব কি রকম সাজে॥
বাসুরে লইয়া গেলে আর লক্ষ্য নাই।
লয়ে গেলে বাসুরে জগার কাছে যাই॥
অবশ্য যাইব আমি জগার নিকটে।
দেখি সে বাসুর মত উঠে কিনা উঠে॥
যাত্রা করে রামকান্ত ক্ষেত্র যাইবারে।
পথে যেতে দৈববাণী হইল তাহারে॥
ফিরে যাও রামকান্ত যাও নিজালয়।
অবশ্য যাইব রথে মোরা দু'জনায়॥
আমি যাব আর তব বাসুদেব যা'বে।
দুজনার রথযাত্রা দেখিবারে পা'বে॥
শুনে শান্ত রামকান্ত এল আখড়ায়।
প্রেমে পুলকিত চিত নাচিয়া বেড়ায়॥
হাসে কাঁদে নাচে গায় হাতে দিয়া তালি।
ক্ষণে ক্ষণে লম্ফ দেয় দুই বাহু তুলি॥
ডেকে বলে ভক্তগণে আমি ত দুর্ভাগা।
তোমাদের ভক্তি-জোরে আসিবে সে জগা॥
উৎকলেতে থাকে জগা বড়ই দয়াল।
চলে না জগার রথ না গেলে কাঙ্গাল॥
কাঙ্গালের বন্ধু জগা কাঙ্গালের বন্ধু।
জগা বাসো এবার তরা'বে ভবসিন্ধু॥
যাইতে ছিলাম ক্ষেত্রে জগারে আনিতে॥
পথ মাঝে দৈববাণী হইল দেবেতে॥
জগা বাসো দুইজন উঠিবে সে রথে।
দেখিব যুগলরূপ বাসনা মনেতে॥
ব্রাহ্মণেরা শালগ্রাম উঠাইয়া রথে।
রাথযাত্রা নির্ব্বাহ করিত বিধিমতে॥
অদ্য তারা বাসুদেবে রথে উঠাইয়া।
নির্ব্বাহ করিল সুখে রথযাত্রা ক্রিয়া॥
দ্বিজদের রথযাত্রা সকালে হইল।
বৈকালে কান্তের রথে বাজার মিলিল॥
বহু লোক সংঘটন হৈল সেই রথে।
এত লোক হইল ধরে না বাজারেতে॥
খাদ্য বস্ত বাদ্য বস্ত শিল্প পুত্তলিকা।
ক্রয় করে যুবা বৃদ্ধ বালক বালিকা॥
কুম্ভকার মৃন্ময় পাত্র মৃন্ময় ছবি।
চিত্র ঘট চিত্র পট চিত্র দেব দেবী॥
কেনা বেচা হয় কত কে করে গণন।
স্থানে স্থানে হয় হরিনাম সংকীর্ত্তন॥
অপরাহ্ন হ'ল দিবা যামেক থাকিতে।
ব্রহ্মণেরা দেখে বাসুদেব নাই রথে॥

বৈরাগীর বংশ রথে বাসুদেবোদয়।
সব লোকে তাহা দেখি মানিল বিস্ময়॥
তাহা দেখি রামকান্ত কেঁদে কেঁদে কয়।
বাসু এল বাঁশো রথে জগা এলে হয়॥
দেখরে জগৎবাসী দেখ দাঁড়াইয়া।
বসুদেব রথযাত্রা দেখ রে চাহিয়া॥
মোর বাসু রথে সাজে নব জলধর।
বলিতে বলিতে স্বেদকম্প থর থর॥
রথের উপরে উঠি মনের হরিষে।
রামকান্ত বাসুদেবে কোলে করি বসে॥
হেন কালে এল কোলে প্রভু জগন্নাথ।
দুই প্রভু দুই কোলে চলে যায় রথ॥
কেহ বলে রথের হইল একটান।
কেহ বলে কে টানিল চলে রথখান॥
মুহূর্ত্তেক চলি রথ হইল সুস্থির।
ভূমিতে নামিল কান্ত চক্ষে বহে নীর॥
প্রেমে গদ গদ হ'য়ে রামকান্ত কয়।
দেখরে নগরবাসী দিন ব'য়ে যায়॥
দেখ দেখ চেয়ে দেখ যত ভক্তগণ।
জগা বাসো এক রথে অপূর্ব্ব মিলন॥
প্রেমাবেশে ধরায় দিতেছে গড়াগড়ি।
কি হ'রে টানিব রথ রথে নাই দড়ি॥
জগা বাসো মিলন দেখিয়া সর্ব্বলোক।
এই ত বৈকুণ্ঠ নয় এই ত গোলোক॥
জগা বাসো দুইজন একত্র মিলন।
এ মোর মথুরা পুরী এই বৃন্দাবন॥
জগা বাসো সম্মিলন অপূর্ব্ব মাধুরী।
তারক রসনা ভরি বল হরি হরি॥

রামকান্ত বৈরাগীর মানবলীলা সম্বরণ।

পয়ার।

কতদূর দূরে গিয়া রামকান্ত কয়।
টানিতে নারিব রথ তোরা চ'লে আয়॥
বলিতে বলিতে ঘড় ঘড় শব্দ হয়।
কেহ না টানিল রথ বেগে চলে যায়॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে দৃঢ়ভক্তি হ'য়ে।
এক দৃষ্টে রথপানে সবে রৈল চেয়ে॥
লোক ভিড় নিকটে না সবে যেতে পারে।
কেহ কেহ দূরে থেকে রথ দৃষ্টি করে॥
কোন কোন ভাগ্যবান্ করে দরশন।
জগন্নাথ বাসুদেবের যুগল মিলন॥
ঘড় ঘড় শব্দে রথখানা চলে এল।
রামকান্ত পথ মাঝে বসিয়া রহিল॥
কেহ বলে উঠ উঠ উঠ হে বৈরাগী।
এখানে বসিলে কেন মরিবার লাগি॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে সাধু করে দণ্ডবৎ।
রামকান্ত উপরে উঠিল গিয়া রথ॥
পৃষ্ঠোপরে রথখান উঠিল যখন।
উঠে এক জ্যোতি প্রাতঃসূর্য্যের মতন॥
দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার।
রথ নীচ হ'তে যেন উঠে দিবাকর॥
বিদ্যুতের ন্যায় তেজ রথোপরে গেল।
জগন্নাথ বাসুদেবের অঙ্গেতে মিশিল॥
পূর্ব্ব মুখ রথখান হইল সুস্থির।
পথে পড়ে রৈল রামকান্তের শরীর॥
সকলে দেখিল গেছে ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটি।
রামকান্তের মৃত দেহে হ'ল পুষ্পবৃষ্টি॥
রামকান্ত লীলা সাঙ্গ হরিবল ভাই।
শ্রবণে গোলোকে বাস কাল ভয় নাই।
জগন্নাথ রথ হ'তে হ'ল অন্তর্দ্ধান।
বাসুদেবে ল'য়ে দ্বিজগণ গৃহে যান॥
ভুবন পবিত্র হেতু রামকান্ত এল।
এই রামকান্তবরে হরি জনমিল॥
রামকান্ত ভক্ত সব একত্র হইল।
ঘৃতাগ্নি সংযুক্ত করি সৎকার করিল॥
রামকান্ত মহাসাধু রসিক সমাজ।
কান্তলীলা রচিল তারক রসরাজ॥

তৃতীয় তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণ দাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণব দাস জয় গৌরীদাস ॥
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর ।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার ॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোক চন্দ্র জয় শ্রীলোচন ॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময় ॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
দাস করি তারকেরে কর আত্মসাৎ ॥

যশোমন্ত ঠাকুরের বৈষ্ণব সেবা ও বৈষ্ণব দাসের পুনর্জ্জীবন ॥

পয়ার।

তস্য পরে জনমিল শ্রীবৈষ্ণব দাস।
বৈষ্ণব দাসের পরে জন্মে গৌরিদাস ॥
সবার কনিষ্ঠ হ'ল শ্রীস্বরূপ দাস।
জগৎ পবিত্র কৈল হইয়া প্রকাশ ॥
ত্রেতাযুগে প্রকাশ হইল চারি অংশে ॥
এবে এসে প্রকাশ হইল পঞ্চ অংশে ॥
যশোমন্ত সদা দেন বৈষ্ণব ভোজন।
একদিন শুন এক আশ্চর্য্য ঘটন ॥
একাদশী দিনে সব বৈষ্ণব আসিল।
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি বাসর করিল ॥
নাম সংকীর্ত্তনে মত্ত বৈষ্ণবের দল।
সঙ্গে সঙ্গে যশোমন্ত বলে হরিবোল ॥
বয়স বৈষ্ণব দাস চতুর্থ বৎসর ।
একাদশী দিনে গায় আছে কিছুজ্বর ॥
পারণা দিবসে হরি বাসর প্রভাতে।
পুকুরের ঘাটে গেল হাটিতে হাটিতে ॥
পুকুরের জলে পড়ি মরিল বালক।
এদিকে বৈষ্ণবগণ প্রেমেতে পুলক ॥
দেবী অন্নপূর্ণা দেখি কাঁদিয়া উঠিল।
যশোমন্ত এসে মুখ চাপিয়া ধরিল ॥
কান্না শুনি বৈষ্ণবের সুখ ভঙ্গ হ'বে।
না হ'বে বৈষ্ণব সেবা সব বৃথা যা'বে ॥
মরেছে বালক যদি এখানে থাকুক।
অগ্রে সব বৈষ্ণবের পারণা হউক ॥
মরা পুত্র যশোমন্ত গৃহে রাখে সেরে
বৈষ্ণবের সঙ্গে গিয়া হরিনাম করে ॥
নাম সংকীর্ত্তনে মত্ত বৈষ্ণবের দল।
সঙ্গে সঙ্গে যশোমন্ত বলে হরিবোল ॥
নাম সংকীর্ত্তন হ'ল পারণা হইল।
সবে ভোগ দরশন করিতে আসিল ॥
মৃত পুত্র শিরে করি নাচিছে সুধীর।
অন্নপূর্ণা দেবী তবে কাঁদিয়া অস্থির ॥
যশোমন্ত বলে তুমি কাঁদ কেন মিছে।
বৈষ্ণব সেবার কালে বালক মরে'ছে ॥
ধন্য রত্নগর্ভা তুমি তোমার উদরে।
এ হেন বালক জন্মে আমাদের ঘরে ॥
আমার ঔরষ ধন্য তাতে জানা গেল।
বৈষ্ণব সেবার কালে বালক মরিল ॥
হেন ভাগ্য কার হয় জনম লইয়া।
বৈষ্ণব সেবার মরে কীর্ত্তন শুনিয়া ॥
বৈষ্ণব হইয়া বরং বাচে পঞ্চদিন।
বৃথা সহস্রেক কল্প হরিভক্তি হীন ॥
সকল বৈষ্ণব সেবা হইল স্বচ্ছন্দ।
মৃত পুত্র তথা আনি বাড়িল আনন্দ ॥
মৃতপুত্র শিরে নাচে পুলক শরীর।
বৈষ্ণবেরা বলে কি হইল বৈরাগীর ॥
একসাধু বলে শুন যত সাধুগণ।
কি কহিব বৈরাগীর মরিল নন্দন ॥
সবে বলে এ বালক মরিল কখন।
তিনি কন তোমাদের কীর্ত্তন যখন ॥
জলেতে পড়িয়া পুত্র মরেছে তখন।
এই সেই মরা পুত্র মস্তকে ধারণ ॥
ডাক দিয়া যশোমন্তে বৈরাগীরা কয়।
মৃত ছেলে কি কারণে রাখিলে মাথায় ॥
বৈষ্ণবের কথাশুনি যশোমন্ত বলে।
মরেছে বালক মম সাধুসেবা কালে ॥
সাধুসেবা হরিনাম শুনে শিশু মরে।
পুত্রনয় সাধু বলে রাখিয়াছি শিরে ॥
মরেছে বালক তাতে নাহিক বিষাদ।
মম ভয় বৈষ্ণবের সেবা হয় বাদ ॥

সে কারণ না জানাই বৈষ্ণব সমাজে।
মরা পুত্র গোপনে রাখিনু গৃহ মাঝে ॥
হইল বৈষ্ণব সেবা আনন্দ হৃদয়।
এবে আনিলাম ছেলে বৈষ্ণব সভায় ॥
মৃত পুত্র লয়ে নাচে আনন্দিত মন।
বালকের মুখে হৈল জল উদ্গীরণ ॥
বালকের মৃত দেহে সঞ্চারে জীবন।
ধন্য ধন্য করি হরি বলে সাধু জন ॥
অন্নপূর্ণা বাঞ্ছাপূর্ণ পুত্র নিল কোলে।
রচিল রসনা মৃত্যুঞ্জয় কৃপা বলে ॥

মোহমুদ্গরোপাখ্যান।

পয়ার

পুন বৈষ্ণবেরা বসিলেন একঠাই।
বলে ধন্য যশোমন্ত হেন দেখিনাই ॥
মোহ মুদ্গরের বাটি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন।
কৃষ্ণ ভক্তি বুঝিবারে গেলেন দুজন ॥
ব্রাহ্মণ বেশেতে গিয়া উপনীত তথি।
মুদ্গরে ডাকিয়া বলে আমরা অতিথি ॥
অতিথিরে দিল সাধু পাক করিবারে।
তিন পুত্রে পাঠাইল পরিচর্য্যা তরে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র গিয়াছিল জল আনিবারে।
অকস্মাৎ সেই পুত্রে খাইল কুম্ভীরে ॥
মধ্যম সন্তান গেল কাষ্ঠ আনিবারে।
বন মাঝে ব্যাঘ্র ধ'রে মারিল তাহারে ॥
কনিষ্ঠ সন্তান গেল আনিবারে পাত।
কালসর্প তার শিরে করিল আঘাত ॥
পুত্রের বিলম্ব দেখি মুদ্গর চলিল।
সাপে বাঘে কুম্ভীরে মেরেছে দেখে এল ॥
এই ভাবে তিন পুত্র মরে গেল তার।
নিজে এনে দ্রব্য দিল অতিথি সেবার ॥
মুদ্গরের নারী আর পুত্রবধূ তিন।
নহে তারা শোকাতুরা বিকারবিহীন ॥
ছদ্মবেশে কৃষ্ণ বলে শুন মহাশয়।
কাষ্ঠ পাতা আন্তে গেল তাহারা কোথায় ॥
মুদ্গর কহিছে তারা মহা ভাগ্যবান।
অতিথি সেবিতে তারা ত্যজিয়াছে প্রাণ ॥
কৃষ্ণ বলে ম'ল তব তিনটি নন্দন।
পুত্র শোকে মুদ্গর কাঁদনা কি কারণ ॥

মুদ্গর কহিছে কেন করিব রোদন।
পুত্র ম'ল ভাল হ'ল ঘুচিল বন্ধন ॥
মায়ার বন্ধন কেটে দিলেন গোবিন্দ।
নির্ব্বিঘ্নে বলিব হরি করিব আনন্দ ॥
কৃষ্ণ বলে শীঘ্র যাও ডেকে আন ঘরে।
অতিথি সেবিতে কবে কার পুত্র মরে ॥
যারে নিল কুম্ভীরেতে উপজিল আসি।
কৃষ্ণ অগ্রে এনে দিল জলের কলসী ॥
এই মত তিন পুত্র হ'ল উপনীত।
হরি পদ ধরি সবে ধূলাতে লুণ্ঠিত ॥
পরিচয় দিয়া হরি করিল গমন।
অভিমন্যু শোক পার্থ কৈল সম্বরণ ॥
মুদ্গরের পুত্র দিল গোলোক গোসাই।
যশোমন্ত বৈরাগীর আজ হ'ল তাই ॥
আর সাধু বলে শুন বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণলীলা সুধাধার মধুর বর্ষণ ॥
অম্বরীষ গৃহেছিল একটী নন্দন।
দশ বর্ষ পরমায়ূ ছিল নিরূপণ ॥
সংক্ষেপে বলিব এবে তার বিবরণ।
সূতিকা আগারে যবে ছিল সে নন্দন ॥
অদৃষ্ট লিখন যবে লেখে পদ্মাসন।
দাসী গিয়া ধরিল সে বিধির চরণ ॥
দাসী বলে ওহে বিধি কি লিখিয়া যাও।
বালকের আয়ু কত মম ঠাই কও ॥
অনেক স্তবেতে বিধি সন্তুষ্ট হইল।
দশ বর্ষ পরমায়ু দাসীকে বলিল ॥
দাসী জানাইল রাজরাণীর গোচরে।
রাণী জানাইল তাহা মহারাজ তরে ॥
অল্প আয়ু জানি নাহি দিল লিখিবার।
মনে মনে চিন্তা করে রাজার কুমার ॥
ভাবে আমি রাজকুলে একটী কুমার।
পিতা না করেন যত্ন মোরে লেখাবার ॥
রাজ পুত্র জিজ্ঞাসিল পিতৃদেব স্থলে।
কেন পিতা মোরে নাহি দেন পাঠশালে ॥
রাজা বলিলেন সেই বালকের ঠাই।
দশ বর্ষ আয়ু বাছা লেখাব কি ছাই ॥
দশবর্ষ পরমায়ু তোমার যে ছিল।
নয় বর্ষ এই তার গত হ'য়ে গেল ॥
রাজ পুত্র বলে পিতা আর শুনিব কি।
এখন ত মরণের এক বর্ষ বাকি ॥

এই ভিক্ষা চাই পিতা আমি যদি মরি।
এক বর্ষ প্রজাল'য়ে বলি হরি হরি॥
খেতে দিবা প্রজাগণে না লইবা কর।
এই ভিক্ষা চাই পিতা একটী বৎসর॥
স্বীকার করিল রাজা সন্তোষ অন্তরে।
প্রজাবর্গ ল'য়ে শিশু হরিনাম করে॥
মরণের কাল তার হইল যখন।
তাহাকে লইতে এল রবির নন্দন॥
হরি ভক্ত শিশু নিতে যম উপস্থিত।
ভকত বৎসল হরি অন্তরে দুঃখিত॥
হরি এসে বালকেরে করিলেন কোলে।
মুখ দেখি কমলাখি ভাসে আঁখি জলে॥
শমন বলেন হরি কা'রে কর কোলে॥
আয়ু শেষ ফেলে দেও ল'য়ে যাই চলে॥
হরি কন শেষে এ বালকে ল'য়ে যাও।
অগ্রেতে তলব খাতা আমারে দেখাও॥
শমন তলব খাতা হরিকে দেখায়।
দশ বর্ষ আয়ু দেখে কাঁদে দয়াময়॥
কৃষ্ণের নয়ন কোণে কজ্জল যে ছিল।
নয়নের জলে তাহা গলিত হইল॥
সেই ত্রিভঙ্গের ভঙ্গী কেবা তাহা জানে।
কজ্জলাক্ত অশ্রু পড়ে আয়ুর দক্ষিণে॥
হরি কন শত বর্ষ পরমায়ু দেখি।
যম বলে তবে চিত্র গুপ্ত বলিল কি॥
চিত্রগুপ্ত হাতে নিয়া দেখে সেই খাতা।
ক্রোধেতে কম্পিত গুপ্ত ঝাকি দিল মাথা॥
চিত্রগুপ্ত কর্ণেতে লেখার তুলী ছিল।
আয়ুর দক্ষিণে মসি দুই বিন্দু প'ল॥
দুই শূন্য শতাঙ্কের দক্ষিণে পতন।
অযুত বৎসর আয়ু পাইল নন্দন॥
হরিলীলামৃত কথা অমৃত সমান।
তারক কহিছে সাধু সুখে কর পান॥

জয়পুর রাজকুমারের পুনর্জ্জীবন।

পয়ার।

এইরূপ জয়পুর মান সিংহরায়।
তাহার হইল সুত সুতিকোআলয়॥
এক্রমে দাসীকে ধাতা দিল দরশন।
বালকের জানিলেন আয়ু বিবরণ

পরমায়ু ছিল বর্ষ একোন বিংশতি।
মাঝে মাঝে কাঁদে দাসী করিয়া কাকতি॥
অষ্টাদশ বর্ষ আয়ু হইল যখন।
পাঠশালা হ'তে গৃহে আসিল নন্দন॥
বালকে করিয়া কোলে দাসী য'বে কাঁদে।
রাজপুত্র সুধায়েছে ধরি তার পদে॥
দাসী বলে মম মনে অনেক সন্তাপ।
তোমার কল্যাণ হেতু কাঁদি ওরে বাপ॥
বলিতে না পারে দাসী মুখে না জুয়ায়।
রাজপুত্র কাতরে দাসীরে ধরে পায়॥
আমার শপথ লাগে করি প্রণিপাত।
সত্য করি কহ মম শিরে দিয়া হাত॥
ধাত্রী বলে কি বলিব শুন বাছাধন।
উনিশ বৎসরে হ'বে তোমার মরণ॥
আঠার বৎসর গত একটী বৎসর।
বাকি মাত্র আছে বাছা পরমায়ু তোর॥
শুনিয়া বালক বলে শুন ধাত্রী মাই।
বিশ্বেশ্বর দরশনে তবে আমি যাই॥
মার্কণ্ডের পরমায়ু বার বর্ষ ছিল।
শঙ্কর কৃপাতে আয়ু সপ্তকল্প হ'ল॥
তার পিতা তাহারে দিলেন বনবাস।
হরি হরি বলিয়া কাটিল কর্ম্ম ফাঁস॥
প্রস্তাব রয়েছে তার মার্কণ্ডপুরাণে।
হরি বলে মার্কণ্ড কাঁদিল বনে বনে॥
মার্কণ্ড নারদ সঙ্গে গেলেন কৈলাশে।
হেনকালে শমন তাহারে নিতে আসে॥
চর্ম্ম রসি ক'সে তার গলে বেঁধে দিল।
শিবলিঙ্গ বাম হাতে জড়া'য়ে ধরিল॥
শিব এসে মহা রোষে ভক্ত কোলে নিল।
যম বক্ষ পরে তীক্ষ্ণ শূল নিক্ষেপিল।
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা শিশু নিল কোলে।
মাতৃ কোলে মার্কণ্ড শ্রীহরি হরি বলে॥
সদয় হইয়া দিল দিগম্বর বর।
বলে এর পরমায়ু সপ্ত মন্বন্তর॥
শিব যদি বর দিল যম ফিরে গেল।
সপ্ত কল্প পরমায়ু মার্কণ্ড পাইল॥
ভব সম দয়া নিধি ভবে কেবা আছে
হরি বলে যাই চলে শঙ্করের কাছে॥
শঙ্কর দয়ালু আর দয়ালু শ্রীহরি।
শ্রীহরি বলিয়া মাগো করিব

স্বচক্ষেতে বিশ্বনাথ দরশন করি।
শমনদমন করি বলে হরি হরি ॥
মাতা পিতা ধাত্রীকে বসা'য়ে এক ঠাই।
বলে মা বিদায় দেহ কাশীধামে যাই ॥
আধ্যাত্মিক ভাবেতে সকলে বুঝাইল।
রাজপুত্র কাশীধামে গমন করিল ॥
এক বর্ষ কাশীধামে করে হরি নাম।
কিবা দিবা বিভাবরী না করি বিরাম ॥
যে দিনেতে কুমারের আসন্ন সময়।
আনন্দ কাননে বসি হরিগুণ গায় ॥
এসে পরে বিশ্বেশ্বরে করে দরশন।
বহু স্তবে তোষে ভবে করিয়া রোদন ॥
সিদ্ধ ঋষি তথা বসি বিশ্বেশ্বর দ্বারে।
রাজপুত্র, গিয়া ভক্ত তার পদ ধরে ॥
পরমহংস, অবতংশ, উলঙ্গ সন্ন্যাসী।
দীর্ঘজীবি, তুই হবি, বর দিল হাসি ॥
রাজপুত্র বলে সূত্রে পরমায়ু নাই।
সহস্রায়ু, তোর আয়ু, বলিল গোসাই ॥
হেনকালে সেই সাধু গঙ্গা স্নানে যায়।
রাজপুত্র হাচি দিল এমন সময় ॥
হাচি শুনি সাধু শিরোমণি দিল বর।
জীবন সহস্র ব'লে করে ধরে কর ॥
রাজপুত্র সাধুর চরণ গিয়া ধরে।
আজ মম মৃত্যু ব'লে ভাসে অশ্রুনীরে ॥
সাধু বলে হরি বলে যে দিয়াছে হাঁচি।
জীবন সহস্র আমি তাহারে বলেছি।
রণে বনে গমনে ভোজনে স্নানে দানে।
হাচিতে সুফল ফলে বেদের বিধানে ॥
পশ্চিমে পড়িলে হাচি বহু লভ্য হয়।
পশ্চিমেতে হাচি প'ল স্নানের সময় ॥
হরিনাম ধ্বনি তোর ভক্তি রসময়।
তাতে তোর হাচি শুনে প্রফুল্ল হৃদয় ॥
জীবন সহস্র মম মুখেতে আসিল।
কুমার তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হইল ॥
রাজপুত্র বলে মম অবশ্য মরণ।
বলিতে বলিতে তথা আইল শমন ॥
মহিষ বাহন যম কালদণ্ডকরে।
রাজপুত্র বলে ঐ নিতে এল মোরে ॥
সাধু বলে চল শঙ্করের কাছে যাই।
দেখি বাক্য রাখে কিনা শঙ্কর গোঁসাই ॥

হেনকালে অন্নপূর্ণা বলে মৃদু হাসি।
দৈববাণী প্রায় যেন বলিল প্রকাশি ॥
বহু দিন করে সাধু সাধন ভজন।
সত্য সত্য সাধু বাক্য না হ'বে লঙ্ঘন।
বিশ্বেশ্বর বলে তুমি শুন ব্রহ্মময়ী।
তুমি যাহা বলিলে আমার বাক্য অই ॥
সাধু বলে ধর্ম্মরাজ শুনিতে কি পাও।
রাজপুত্র পরিবর্ত্তে মম প্রাণ লও ॥
শঙ্করী শঙ্কর বাক্য আমি দিনু বলে।
তিনবাক্য নষ্ট হয় রাজ পুত্রে নিলে ॥
যম বলে তব বাক্যে ছাড়িনু কুমারে।
নির্ভয়েতে হরিভক্ত যাক্ নিজ ঘরে ॥
রাজপুত্র চ'লে গেল আপন ভবনে।
বন্দিলেন পিতা মাতা ধাত্রীর চরণে ॥
দুরন্ত কৃতান্ত শান্ত এ বৃত্তান্ত শুনি।
জয়পুরে প্রেমানন্দ জয় জয় ধ্বনি ॥
ধাত্রীবাক্যে পরে করে মহা মহোৎসব।
হরি বলে নৃত্য করে যতেক বৈষ্ণব ॥
আর দেখ কর্ণপুত্র বৃষকেতু ছিল।
করাতে কাটিয়া তারে কৃষ্ণ পূজা কৈল ॥
সেই পুত্র বাচা'লে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।
কেন না বাচিবে বল এ ছেলের প্রাণ ॥
কত মতে সাধুসেবা কৈল যশোমন্ত।
কেন ছেলে বাচিবে না ভকতি একান্ত ॥
বৈষ্ণবের সুখভঙ্গ এই ভয় করে।
দুঃখ নাই মরা ছেলে সেরে রাখে ঘরে ॥
যশোমন্ত পুত্র দিল অন্নপূর্ণা কোলে।
পতিপদ ধরি সতী হরি হরি বলে ॥
ওহে নাথ এ তনয় আমার ত নয়।
ছেলের জীবন পেল বৈষ্ণব কৃপায় ॥
এছেলে থাকুক সাধু সেবায় নিযুক্ত।
বৈষ্ণব নফর হো'ক বৈষ্ণবের ভক্ত ॥
বৈষ্ণবের দাস হ'বে মম অভিলাষ।
এ ছেলের নাম থাক শ্রীবৈষ্ণব দাস ॥
পরে গৌরীদাস পরে শ্রীস্বরূপ দাস।
এক বিষ্ণু পঞ্চ অংশে ভুবনে প্রকাশ ॥
পঞ্চ ভাই জন্ম নিল ভুবনের মাঝ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ ॥

প্রভুদের বাল্য খেলা।

পয়ার।

ফরিদপুর জিলা গ্রাম সফলা ডাঙ্গায়।
পঞ্চ ভ্রাতা জন্মিলেন এসে এ ধরায়॥
প্রভু আগমনে ধন্য হ'ল মর্ত্ত্য পুরী।
বঙ্গদেশে ধন্য গ্রাম সফলা নগরী॥
অগ্রগণ্য কৃষ্ণ দাস কৃষ্ণ ভজনেতে।
শুদ্ধাচারী কৃষ্ণ ভক্ত আর্ত্তি বৈষ্ণবেতে॥
একাদশী উপবাসী তুলসী ভজন।
শ্রীহরি বাসর হরি ব্রত পরায়ণ॥
নাম সংকীর্ত্তন আদি সদা সাধু সঙ্গ।
অন্তরে মাধুর্য্য শুধু প্রেমের তরঙ্গ॥
বৈষ্ণব দাসের মন বৈষ্ণব সেবায়।
বৈষ্ণবের সঙ্গে রঙ্গে কৃষ্ণ গুণ গায়॥
প্রভুর অংশেতে জন্ম ভক্তি যুক্ত কায়।
ভক্তের হইয়া ভক্ত ভকতি শিখায়॥
স্বয়ং এর প্রতিজ্ঞা এ চিরদিন রয়।
ভক্তের হইতে ভৃত্য মোর বাঞ্ছা হয়॥
জানে না বৈষ্ণব দাস সাধু সেবা বিনে।
গৃহেতে বৈষ্ণব না আসিত যেই দিনে॥
জিজ্ঞাসা করিত মাতা অন্নপূর্ণা ঠাই।
বলে মাগো আজ ত বৈষ্ণব আসে নাই॥
বৈষ্ণবেরা পাক করে লাবড়া ব্যঞ্জন।
বৈষ্ণব প্রসাদ নিতে বড়ই মনন॥
বৈষ্ণবে নিশ্বাস ছাড়ে হরে কৃষ্ণ বলে।
তখন আমার মনে আনন্দ উথলে॥
যার গলে মালা ভালে তিলক ধারণ।
তারে গিয়া করিত বৈষ্ণব সম্বোধন॥
বালক নিকটে যেত বাল্য খেলা লাগী।
বলে ভাই এস খেলি বৈরাগী বৈরাগী॥
একত্র হইয়া সব বালকের সনে।
বলে ভাই ভাল মাটী পা'ব কোন খানে॥
যে স্থানে বিশুদ্ধ মাটী আনিত তুলিয়া।
অঙ্গেতে লইত ফোঁটা সে মাটী গুলিয়া॥
বৈষ্ণবেরা যেমন পরিত বহির্ব্বাস।
তেমতি পরিত নিজ পরিধান বাস॥
তুলসীর চারা আনি করিত রোপণ।
বলে ভাই হেথা কর নাম সংকীর্ত্তন॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচিয়া নাচিয়া।
ভূমে দিত গড়াগড়ি মাতিয়া মাতিয়া॥
নামরসে খেলা বশে মত্ত সুধা পানে।
আহারাদি ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিত মনে॥
গৌরীদাস গুণ ভাষ কহন না যায়।
অহরহ বদনেতে হরি গুণ গায়॥
থাকিতেন বৈষ্ণব দাসের অনুগত।
বৈষ্ণব দেখিলে হইতেন পদানত॥
মাতৃ পিতৃ আজ্ঞা মানি করিতেন কার্য্য।
ভ্রাতৃগণ আজ্ঞা করিতেন শিরোধার্য্য।
পৌগণ্ডেতে বালকের সঙ্গেতে মিশিয়া
হরি হরি বলিতেন নাচিয়া নাচিয়া॥
স্বরূপ দাসের বাল্যলীলা চমৎকার।
পিতৃ সেবা মাতৃ সেবা বিশুদ্ধ আচার॥
ভ্রাতৃগণ আজ্ঞাধীন সদা করে কার্য্য।
ভৃত্যবৎ ভ্রাতৃ পরিচর্য্যাদি গাম্ভীর্য্য॥
অতিথি বৈষ্ণব পেলে করিত সেবন।
বালক বৈষ্ণব সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন॥
অষ্টাবিংশ মন্বন্তরে পুষ্পবন্ত কলি।
কাঁচা মধু পূর্ণ অস্ফুটন্ত পুষ্প কলি॥
শ্রীহরি ভাস্কর জ্যোতি তাতে ভাতি দিল।
পুষ্পবন্ত কলি "ফুল্ল" জগৎ মাতিল॥
পুষ্পবন্ত কলি ধন্য বৈষ্ণবোপাসনা।
সেরসে রসনা কেন তারক রসনা।

মহাপ্রভুর বাল্যলীলা।

পয়ার।

এই ভাবে চারি ভাই করে বাল্য খেলা।
এবে শুন মহাপ্রভুর স্বীয় বাল্য লীলা॥
মহা প্রভু বাল্যকালে রাখিতেন গরু।
ধরিয়া গোপালবেশ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
আবা ধ্বনি দিয়া করে ধরিতেন তাল।
আনন্দে করিত নৃত্য গোধনের পাল॥
গোপনীয় ভাব যেন ছিল বৃন্দাবনে।
করিত তেমনি খেলা রাখালের সনে॥
ব্রজেতে যেমন ভাব ছিল ভঙ্গী বাঁকা।
সেই ভাবে দাড়া'তেন যষ্টি দিয়া ঠেকা॥
ভাব দেখে রাখালেরা জিজ্ঞাসিত না
বলিতেন নাম কৃষ্ণ দুর্ব্বাদল শ্যাম॥

মহাপ্রভুর গোপাল বেশ।

ত্রিপদী।

যখন পৌগণ্ডলীলা, রাখালের সঙ্গে খেলা,
করিতেন গোষ্ঠ গোচারণ।
গোপাল পাল হইতে, বাছুড়ী গেলে দূরেতে,
আবাধ্বনি করিত তখন ॥
আবাধ্বনি শ্রুত হ'য়ে, গাভী বৃষভ আসিয়ে,
তৃণ বারি খাইত একত্রে।
প্রভু কহে গাভী এড়ে, যাইতে না পারে এড়ে,
বাঁধা আছে অলক্ষিত সূত্রে ॥
কখন রাখালগণে, কহিত আনন্দ মনে,
হরিচাঁদ বাঞ্ছাকল্পতরু।
রাখালের প্রাণ ধন, হে নটবর ! রঞ্জন,
নাটুয়া নাচাও দেখি গরু ॥
হরিচাঁদ বলে ভাই, তোমাদের জ্ঞান নাই,
গরু নাচে মানুষের বোলে।
রাখালেরা কহে বাণী, আমরা তোমারে মানি,
ওরা মানিবে না কিবা বলে ॥
হরিচাঁদ বলে কথা, সকলে আসিয়া হেথা,
ধেনু রাখি যতেক রাখালে।
মানুষে মানুষ মানে, পশু নাচা'ব কেমনে,
আমি নহে বাজীকরের ছেলে ॥
রাখালেরা বলে বুঝি. নিত্য যে দেখাও বাজী,
বাজীকর তুমি মন্দ নয়।
আবাধ্বনি দিয়া কেন, পালের গোধন আন,
তারা কি ডোরেতে বদ্ধ রয় ॥
তুমি রাখালের রাজা, আমরা তোমার প্রজা,
মোরা প্রজা ওরা কি প্রজা না।
আমরা বাক্য মেনেছি, নাচা'লে আমরা নাচি,
মোরা নাচি ওরা কি নাচে না ॥
আমরা বাথানে থাকি, তব বাক্যে ধেনু রাখি,
পাল হ'তে অন্য ঠাই যায়।
দে, ব'লে দর্প করিলে, অমনি ফিরিয়া চলে,
ফেরে দেখি মোদের কথায় ॥
হল ধর হাল চায়, দাপটে ফিরিয়া আসে,
চাষে বৃষে মাঠে ঘাটে রাখা।
রাখালের মনঃক্ষুণ্ণ, ইচ্ছাময় পূর্ণব্রহ্ম,
দেখা-দেখা না দেখা না দেখা ॥

রাখালের কথা শুনি, রাখালের শিরোমণি,
আবাধ্বনি দিয়া দাঁড়াইল।
পিছে-পাঁচনী ঠেকায়ে, পদ পরে পদ দিয়ে,
ফিরাইয়ে কবরী বাঁধিল ॥
রাখালে বলে ডাকিয়া, নাচ আমারে ঘেরিয়া,
হুকাড়িয়া গোপালে দে হাক।
আবাধ্বনি ক'রে ক'রে, সবে ফুকারে ফুকারে,
উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ বলে ডাক ॥
শুনিয়া রাখাল সবে, কৃষ্ণ বলে উচ্চরবে,
নৃত্য করে ঠাকুরে ঘেরিয়া।
গোগণের মুখ উচ্চ, উচ্চ কর্ণ উচ্চ পুচ্ছ,
নৃত্য করে নাচিয়া ধাইয়া ॥
কখন বা নিজালয়, কখন মাতুলালয়,
করিতেন গোষ্ঠ গোচারণ।
গোষ্ঠেতে দেখিলে সর্প, করিতেন ঘোর দর্প,
ধেয়ে গিয়া করিত ধারণ ॥
দেখি ঠাকুরের দর্প, পলাইত কাল সর্প,
কোন সর্পে ধরিতেন ফণী।
ঠাকুর পানে চাহিয়ে, সভয় প্রণাম হ'য়ে,
ফিরে দূরে যাইত অমনি।
কোন ফণী বৃক্ষ পরে, ঠাকুর দেখিলে পরে,
বলিতেন রাখালগণেরে।
এনে দেরে বেত্র শিষ, তোরা অন্তরে থাকিস,
আমি আনি ঐ ফণী ধরে ॥
শিষ অগ্র ফিরাইয়া, তাতে এক গ্রন্থি দিয়া,
ফাঁসী বানাইয়া ধরে ফণী।
ফণী টানিয়া আনিয়া, গোষ্ঠের মাঝারে গিয়া,
ছেড়ে দিয়া খেলিত অমনি ॥
গাইত পদ্মপুরাণ' মনসা ভাসাণ গান,
বেহুলার করুণাকাহিনী।
রাখালে দিতেন বলি, আমি সাপ ল'য়ে খেলি,
তোরা নাচ দিয়া হরিধ্বনি ॥
হরি চাঁদের শ্রীঅঙ্গ, হেরিয়া কাল ভূজঙ্গ,
আর শুনি মনসার গান।
সর্পের চক্ষের জল, বহি যায় ছল ছল
রাখালেরা হেরে হতজ্ঞান ॥
দেখে রাখালেরা বলে, সাপুড়ে
কহ হরি কাহার নিকটে।
ঠাকুর কহিল সর্ব্বে, ওরা য
ভ্রমণ করেছি তার ত

ওরা বড় ছিল খল, আমি দিনু প্রতিফল,
কাত্যায়নী নাম মন্ত্রগুণে।
দমন করেছি কালী, সেই হ'তে চিরকালই,
দেখে চিনে নাম শুনে মানে ॥
নাটু আর বিশ্বনাথ, থাকিত ঠাকুর সাথ,
হরিচাঁদ প্রেমে বড় আর্ত্তি।
যেখানে সেখানে যেত, সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত,
কার্য্য করে আজ্ঞা অনুবর্ত্তী ॥
লইয়া রাখালগণ, করে গোষ্ঠে গোচারণ,
কভু বসে বৃক্ষের ছায়ায়।
আপনি হইয়া রাজা, খেলিতেন রাজা প্রজা,
এদিকে গোধন তৃণ খায় ॥
যেই ভাব বৃন্দাবনে, খেলিতেন গোবর্দ্ধনে,
সেই ভাবে এবে গোপালক।
হরিচাঁদ কৃপালেশে, পাগল চাঁদের আদেশে,
হরিলীলা রচিল তারক ॥

রাখাল বিশ্বনাথের জীবন দান।

পয়ার।

এক দিন শুন এক আশ্চর্য্য ঘটনা।
বিশ্বনাথ নামেতে রাখাল এক জনা ॥
গোধন চরা'তে বিশ্বনাথ সাথে যায়।
সর্ব্বক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে রয় ॥
যখন যে খেলা করে রাখাল স্বভাব।
তার মধ্যে মধু মাখা ঈশ্বরীয় ভাব ॥
ঠাকুর থাকেন এক স্থানেতে বসিয়ে।
সবে মিলে খেলে আজ্ঞাঅনুবর্ত্তী হ'য়ে ॥
রাখালেরা মিলিয়া বারিক করি লয়।
একজন রাখে গরু বারিক সময় ॥
প্রভু দেন আজ্ঞা করে শুন রে রাখাল।
ফিরাইয়া আন গিয়া গোধনের পাল ॥
প্রভু দেন আজ্ঞা করে রাখালেরা শুনে।
ঠিক যেন পূর্ব্ব ভাব গিরি-গোবর্দ্ধনে ॥
বিশ্বনাথ নামে এক রাখাল চতুর।
আত্ম সম ভাল তারে বাসিত ঠাকুর ॥
সকল রাখাল এল গোষ্ঠ গোচারণে।
বিশ্বনাথ এলনা দৈবের নির্ব্বন্ধনে ॥
ঠাকুর বলেন তবে সব সখাগণে।
সকলে আসিলি তোরা বিশে কোনখানে ॥
নাটু কহে ওহে হরি কি কহিব আর।
আসিলাম বলিতে বিশের সমাচার ॥
বিশের হ'য়েছে রাত্রে বিসুচিকা ব্যাধি।
মৃতপ্রায় সবে করিতেছে কাঁদাকাঁদি ॥
ঠাকুর বলেন নিদানের কর্ত্তা আমি।
বিশাইর কি করিবে তুচ্ছ ভেদ বমি ॥
নাটুকে করিয়া সঙ্গে ঠাকুর চলিল।
হেনকালে বিশ্বনাথ অজ্ঞান হইল ॥
বিশাইর হইয়াছে মৃত্যুর লক্ষণ।
ঘনশ্বাস বহে তার উত্তার নয়ন ॥
বিশাইর জ্ঞাতি বন্ধু বলেছে সকলি।
বিশারে বাহিরে নিয়া কর অন্তর্জ্জলি ॥
হেনকালে প্রভু নাটু সঙ্গে তাড়াতাড়ি।
উঠিতেছে হরিচাঁদ বিশেদের বাড়ী ॥
বিশার জননী কাঁদে আগুলিয়া পথ।
বলে আজ ছেড়ে যায় তোর বিশ্বনাথ ॥
আর কি করিবি খেলা ল'য়ে বিশ্বনাথে।
প্রভু বলে আইলাম বিশারে কিনিতে ॥
ঠাকুর বলেন বিশে শীঘ্র উঠে আয়।
বয়ে যায় রাখালিয়া খেলার সময় ॥
খেলা ছাড়ি কেন বা রইলি অন্তর্জ্জলে।
অন্তর্জ্জলে তুই দেখে মোর অন্তর জ্বলে ॥
এত বলি হস্ত ধরি বিশারে তুলিল।
নিদ্রাভঙ্গে যেন বিশে গোষ্ঠেতে চলিল ॥
বিশ্বনাথ গোঠে গেল ঠাকুরের সঙ্গে।
রাখাল মণ্ডলে গিয়া খেলা করে রঙ্গে ॥
উঠিল মঙ্গলরোল জুড়িয়া মেদিনী।
বাল বৃদ্ধ যুবা করে জয় জয় ধ্বনি ॥
কেহ বলে রামকান্ত দিয়া ছিল বর।
এ ছেলে মনুষ্য নয় ব্রহ্ম পরাৎপর ॥
কেহ বলে যশোমন্ত অতি নিষ্ঠানর।
তার পুণ্যে হ'ল কোন দেব অবতার ॥
বিশ্বনাথ উপাখ্যান শুনে যেই জন।
শমনের ভয় তার হয় নিবারণ ॥
মহানন্দ চিদানন্দ রচিতে পুস্তক।
প্রভুর পৌগণ্ড লীলা রচিলা তারক ॥

মহাপ্রভুর গোষ্ঠলীলা ও ফুলসজ্জা

পয়ার।

পৌগণ্ড সময় করিতেন গোষ্ঠলীলা।
প্রথম কৈশোরে করিতেন সেই খেলা ॥

রাখাল সঙ্গেতে করিতেন গোচারণ।
নূতন মাধুর্য্য খেলা খেলিত তখন॥
গোপাল রাখিতে হ'ত গোপাল আবেশ।
গোপালক সঙ্গে হ'ত গোপালের বেশ॥
খেলিতে খেলিতে সঙ্গীগণ সমিভ্যারে।
যাইতেন রত্ন ডাঙ্গা বিলের ভিতরে॥
বলিতেন সঙ্গীগণে থেকে বিলকূল।
উঠাইয়া আন গিয়া কস্তুরীর ফুল॥
আন ভাই অই ফুল আমি অঙ্গে পরি।
রাখালেরা এনে দিত কুসুম কস্তুরী॥
সেই কস্তুরীর ফুল পরিত কর্ণেতে।
পদ পরে পদ রেখে দাঁড়া'ত ভঙ্গীতে॥
বলি ত রাখালগণে ওরে ভাই সব।
একবার কর সবে আবা আবা রব॥
ঠাকুরে ঘেরিয়া সবে দিত আবাধ্বনি।
গাভী বৎস্য নাচিত মধুর রব শুনি॥
বাকা সাজে দাড়াতেন কর্ণে ফুল দিয়া।
কটি বেড়ি দিত ফুল গুজিয়া গুজিয়া॥
উভ করি মস্তকেতে বাঁধিতেন চুল।
মাথা বেড়ি গুজে দিত কস্তুরীর ফুল॥
মনোহর বেশ দেখে কাঁদি ত রাখাল।
গো-বৎস্য নাচিত চক্ষে অবিরত জল॥
কখন কখন ফুল আনিতেন নিজে।
অই ভাবে কস্তুরীর ফুল সাজে সেজে॥
বসিতেন গিয়া প্রভু রাখালের মাঝ।
ঠিক যেন বৃন্দাবনে রাখালের রাজ॥
পরিধান বসন জলেতে ভিজাইয়ে।
রাখালে প্রভুর পদ দিত ধোয়াইয়ে॥
ধোয়াইত পাদপদ্ম বস্ত্র চিপাড়িয়ে।
সেই ভিজা বসনেতে দিত মুছাইয়ে॥
সখ্যভাবে রাখালেরা করিত কাকুতি।
আমরা রাখাল তুই রাখালের পতি॥
জনমে জনমে ভাই সঙ্গেতে রাখিস্।
এই ভাবে সাজিয়া মোদেরে দেখা দিস্॥
এই ফুলে সাজিলে [illegible] শোভা।
শ্যামলে সুন্দর তনু কালো কালো আভা॥
অগ্রে দেখ হরিরে! গোচারণ বিহারী!
এই খেলা খেলিতে আমরা যেন পারি॥
প্রভু বলে গরু রাখি রাখালের সনে।
রাখাল রাজার রূপ পড়ে মোর মনে॥

সেই রাখালিয়া ভাব ক্রমে হয় বৃদ্ধি।
কস্তুরীর ফুলে সাজি রাখালিয়া বুদ্ধি॥
তোমরা ও যে রাখাল আমি সে রাখাল।
কলিতে কস্তুরী ত্রেতাযুগে নীলোৎপল॥
ত্রেতাযুগে পূজে রাম দেবীর চরণ।
দেবী দহ হ'তে ক'রে এ ফুল চয়ন॥
মর্ত্ত্যে এসে নীলোৎপল হইল কস্তুরী।
সাধারণ লোকে বলে কচড়ী কচড়ী॥
কালগুণে মহতেরা তেজ লুকাইয়া।
গোপনে থাকেন তারা ঈশ্বর ভাবিয়া॥
তাহাতে কি মহতের মান কমে যায়।
জহরী জহর পেলে চিনে সেই লয়॥
মাঝে মাঝে শুনে থাকি গীত রামায়ণ।
শ্রীরাম দেবীর পূজা করিল যখন॥
করিলেন দেবী পূজা সংকল্প করিয়া।
শতাধিক অষ্ট পদ্ম দিলেন গণিয়া॥
ফুল হেরে প্রসন্না প্রসন্নময়ী দুর্গে।
একপদ্ম হরণ করিল পূজা অগ্রে॥
সবে বলে রাম প্রতি দেবী প্রতিকূল।
নতুবা বল কে নিল নীলপদ্ম ফুল॥
সেই পদ্ম রামচন্দ্র পূরণ করিতে।
উদ্যত হইল নীলপদ্ম চক্ষু দিতে॥
চক্ষু লক্ষ্য করি কমলাক্ষ যুড়ে বাণ।
বলে এই পদ্মে কর পূজা সমাধান॥
তাহা দেখি মহামায়া হ'য়ে তুষ্ট মতি।
বলে ক্ষান্ত হও শান্ত ওহে রঘুপতি॥
নীল পদ্ম দেখি মম প্রফুল্লিত মন।
তাই এক পদ্ম অগ্রে করেছি গ্রহণ॥
না পূজিতে অগ্রে পূজা ল'য়েছি তোমার।
হাতে ধরি হও ক্ষান্ত ওহে রঘুবর॥
এই সেই রাজীব হে রাজীবলোচন।
এই কীর্ত্তি তোমার ঘুষিবে ত্রিভুবন॥
অকালে বোধন করে রাম দয়াময়।
কস্তুরী কুসুম পেয়ে দেবী তুষ্টা হয়॥
বসন্তে বাসন্তী দুর্গা পূজিত সবায়।
রাম হ'তে আশ্বিনে অম্বিকা পূজা হয়।
সেই নীলপদ্ম ফুল এই কলি কালে।
কস্তুরীর ফুল বিলে সাজি সেই ফুলে
এ বড় দুঃখের ফুল দুঃখের সময়।
হৃদয় ধরিলে হয় ভক্তি প্রেমোদয়॥

তাহা শুনি রাখালেরা ডাকে মা মা করি।
প্রেমানন্দ বলে জয় রাম দুর্গা হরি ॥
শ্রীহরির ফুল সজ্জা কস্তরী কুসুমে।
রাখালের আনন্দ যেন বৃন্দাবন ধামে ॥
শ্রীহরির ফুলসজ্জা ভুবনমোহন।
হরি ঘেরি করে সবে হরি সংকীর্ত্তন ॥
রত্ন ডাঙ্গা বিলে কূলে রত্ন উপজিল।
তারকের মহানন্দ হরি হরি বল ॥
মৃত্যুঞ্জয় আজ্ঞা দিল রচনা কারণে।
অপারক তারক রচিল তাঁর গুণে ॥
কতক দিনের পরে হইল রচনা।
হরিচাঁদ প্রীতে হরি বল সর্ব্বজনা ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের হস্ত গণনা।

পয়ার।

এমন আশ্চর্য্য লীলা সকলে দেখিল।
তবু প্রভু পেয়ে কেহ চিনিতে নারিল ॥
হেন মায়া স্বয়ং এর যুগে যুগে আছে।
মানুষ লীলার বেলা কে কবে চিনেছে ॥
বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইল যশোদারে।
বাৎসল্যে তাচ্ছল্য জ্ঞানে চিনিতে না পারে ॥
যখন গৌরাঙ্গ রায় শচী মার ঘরে।
আমি সেই আমি সেই বলে বারে বারে ॥
সুরধুনী গঙ্গা জন্মে আমার চরণে।
ডুবিলি মায়ার কূপে আমারে না চিনে ॥
নদীয়ার নরনারী শচী মাকে কয়।
পড়িতে পড়িতে উহার বায়ু ঊর্দ্ধ হয় ॥
গ্রহণের বেড়ি ভব বন্দন চরণে।
বিষ্ণুতৈল শিরে দেয় শিখার মুণ্ডনে ॥
আপনি হইয়া শান্ত জগৎ রঞ্জন।
জ্যোতির্জ্ঞ পণ্ডিত কাছে দিল দরশন ॥
সামুদ্রিক জানে ভাল হস্ত অঙ্ক দেখে ॥
তিন জনমের কথা বলে দেয় লোকে ॥
তার ঠাই গিয়া বলে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
তিন জনমের বার্ত্তা কহত আমার ॥
গণক বলেন আমি পাই গণনায়।
পূর্ব্বে তুমি কৃষ্ণ ছিলে যশোদাতনয় ॥
নন্দ নামে গোপ বৈশ্য ছিল তব পিতা।
আমার গণনা কভু না হইবে মিথ্যা ॥
তা হইলে তুমি হও স্বয়ং অবতার।
এ গণনা ভুল অদ্য হ'য়েছে আমার ॥
প্রভু কন হে ঠাকুর আর আছে কার্য্য।
এর পূর্ব্বে কে ছিলাম করে দেহ ধার্য্য ॥
গণক বলেন তবে ফিরে ধরি হাত।
এর পূর্ব্বে জন্মে তুমি ছিলে রঘুনাথ ॥
দশরথ পুত্র তুমি কৌশল্যা উদরে।
চারি অংশে জন্ম নিলা অযোধ্যা নগরে ॥
গণনাতে টের পাই তোমার যে নাম।
জগৎ মন রমতে তুমি ছিলে রাম ॥
তা হইলে তুমি হও স্বয়ং অবতার।
নিশ্চয় গণনাভ্রান্তি হ'য়েছে আমার ॥
কালীয় দমন করে ডুবে কালীদয়।
রাণী বলে বাচাইল কাত্যায়নী মায় ॥
যখন করেন লীলা মানব রূপেতে।
তখন তাঁহাকে কেহ না পারে চিনিতে ॥
যোগে বসি ধ্যান করে যত মুনিগণ।
একা গর্গ ধ্যান করে চিনিল তখন ॥
কণ্ব মুনি পারণা করিতে নিবেদয়।
আপনি আসিয়া কৃষ্ণ তার অন্ন খায় ॥
ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে মুনিবর কয়।
গোয়ালের ছেলে মোর অন্ন মেরে দেয় ॥
যশোদা রাখিল বেঁধে তবু এসে খায়।
ক্রোধ দেখি যশোদা ধরিল মুনি পায় ॥
যশোদা বলে রে কৃষ্ণ অন্ন মার কেনে।
কৃষ্ণ বলে আমারে ডাকিল কি কারণে।
গৃহে বাঁধা এক কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ খায়।
তবু মুনি চিনিতে নারিল দয়াময় ॥
বিস্ময় মানিয়া মুনি ধ্যানস্থ হইল।
ধ্যান করি বিশ্ব হরি তবে সে চিনিল ॥
কার্য্যক্ষেত্রে তাহারে না চিনে কোন জন।
পূর্ব্বেতে যেমন ভাব এখনও তেমন ॥
সেই মত লীলা করে যশোমন্ত সুত।
শুনিতে তাহার লীলা বড়ই অদ্ভুত ॥
শ্রবণে কলুষ ক্ষয় গোলোকেতে বাস।
কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় কর্ম্ম কাণ্ডনাশ ॥
পাপে ধরা পরিপূর্ণ পাপাচ্ছন্ন তায়।
মন্দ সন্ধ অন্ধকারে হরি চন্দ্রোদয় ॥
শ্রীহরি চরিত্র সুধা রসনা রসিল।
হরি প্রেমানন্দে সবে হরি হরি বল ॥

জ্ঞানযোগ ও রস প্রকরণ।

পয়ার।

শ্রীরামে যখনে বিশ্বামিত্র ল'য়ে গেল।
স্বয়ং জানিয়া তবু মন্ত্র শিক্ষা দিল॥
তারকা বধিতে যবে রাম ছাড়ে বাণ।
বিশ্বামিত্র কেন ভীত হইল অজ্ঞান॥
পারে কিনা পারে রাম বধিতে তারকা।
তিন জনে খাইবেক যদি পায় দেখা॥
যদ্যপি বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু অবতার।
তথাপি শ্রীরামরূপে মানুষ আকার॥
যখন বশিষ্ঠ মুনি অভিষেক করে।
সাগরের জলে স্নান করা'ল রামেরে॥
চারি সাগরের জল মুনি আনাইল।
শ্রীরামে ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে স্নান করাইল॥
যদ্যপি জানেন রাম সংসারের সার।
তথাপি করা'ল রামে মানুষ আচার॥
লীলার সময় সবে তেমতি জানিবে।
স্বয়ং জানিলে সেও নরভাবে ভাবে॥
ভূভার হরণ তার প্রতিজ্ঞা সমস্ত।
অসুরের মুণ্ডচ্ছেদ ধরি ধনু অস্ত্র॥
গৌরাঙ্গলীলায় দয়া অস্ত্র ধনু ধরি।
কলির কলুষ নাশ করিল শ্রীহরি॥
লিখিলেন গোস্বামীরা অস্ত্র সাঙ্গোপাঙ্গ।
করিলেন পাষণ্ড দলন শ্রীগৌরাঙ্গ॥
ধন্য লীলা প্রেম ভক্তি করিল প্রকাশ।
রামচন্দ্র নরোত্তম প্রভু শ্রীনিবাস॥
তবু নাহি গেল বৈষ্ণবের কুটি নাটি।
জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড বিষয় ভ্রূকুটি॥
বৈষ্ণবের পক্ষে হরি ভকতি বিলাস।
লিখিলেন গ্রন্থ কবিরাজ কৃষ্ণ দাস॥
তাহার মধ্যেতে প্রকাশিল বিধিভক্তি।
বিধিভক্তে নাহি হয় ব্রজ ভাব প্রাপ্তি॥
স্বয়ংএর শ্রীমুখের বাক্য নিদর্শন।
চৈতন্য চরিতামৃত মঙ্গলাচরণ॥
এবে দয়া প্রকাশিয়া প্রভু হরিচাঁদ।
বৈষ্ণবের কাটিলেন নাম অপরাধ॥
জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড মুক্তি অষ্ট পাশ।
দয়া সুদর্শনে কাটিলেন হরিদাস॥

ভক্তি অঙ্গ জানাইতে নাম হরি দাস।
আপনা আপনি লীলা করেন প্রকাশ॥
বিরাগ বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি আচরণ।
রাগ ভক্তি দিয়া মাতাইল সর্ব্বজন॥
গৃহে থাকি প্রেম ভক্তি সেই হয় শ্রেষ্ঠ।
অনুরাগ বিরাগেতে প্রেম ইষ্ট নিষ্ঠ॥
সাক্ষী তার কাশীখণ্ডে দেবতা সবাই।
* শুনিলেন ধর্ম্মকথা লোপামুদ্রা ঠাই॥
গৃহধর্ম্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়।
বাণপ্রস্থ পরমহংস তার তুল্য নয়॥
গয়া গঙ্গা প্রয়াগ পুষ্কর দ্বারাবতী।
প্রভাস নর্ম্মদা কুরুক্ষেত্র সরস্বতী॥
পৃথিবীতে পুণ্যক্ষেত্র আছে যত্র যত্র।
সব তীর্থশ্রেষ্ঠ সে প্রয়াগ পুণ্য ক্ষেত্র॥
যত যত তীর্থ আছে অবনী ভিতরে।
সত্য বাক্য সম কক্ষ হইতে না পারে॥
পর অন্ন খায় যে বা তীর্থ ধামে যায়।
ষড়াংশের এক অংশ ফল সেই পায়॥
বাণিজ্য কারণে যে বা তীর্থ ধামে যায়।
তীর্থের নাহিক ফল বাণিজ্য সে পায়॥
দেহের ইন্দ্রিয় বশ না হয়েছে যার।
তীর্থে গেলে ফল প্রাপ্তি না হইবে তার॥
দেহের ইন্দ্রিয় বশ করেছে যে জন।
তার দরশনে সব তীর্থ দরশন॥
গৃহেতে থাকিয়া যার ভাবোদয় হয়।
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়॥
অনুধ্বজ শিখিধ্বজ সুধন্বা সুরথ।
অম্বরীষ, বিভীষণ, রঘু, ভগীরথ॥
প্রহ্লাদ নারদ শুক ধ্রুব মুচকুন্দ।
বিদুর গুহক বলী শ্রীসহস্রস্কন্দ॥
এসব গৃহস্থ নর বিধি ভক্তি রসে।
অন্তরঙ্গ ভক্ত সব থাকে গৃহবাসে॥
তার মধ্যে পঞ্চ অঙ্গ অতি অন্তরঙ্গ।
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর পঞ্চ অঙ্গ॥
শান্তভাব নিষ্ঠারতী চারি রসে রয়।
শান্তরস রতি নিষ্ঠা পঞ্চ অঙ্গ কয়॥
অনর্পিত চরিং চিরাৎ শ্লোকে বাখানি।
লিখে বিল্বমঙ্গল উজ্জ্বল নীলমণি॥
অতি অন্তরঙ্গ মধ্যে করিয়াছে ঠিক
তিন প্রভু ছয় গোসাই পঞ্চ রসিক

ইহারা সকলে মাত্র গৃহাশ্রমী হয়।
গৃহত্যাগী শেষে হয় গোস্বামীরা ছয়॥
ঢাকিয়া রসিক ধর্ম্ম গৃহ ধর্ম্ম দিয়া।
অবনীতে অবতীর্ণ শ্রীহরি আসিয়া॥
গৃহধর্ম্ম লভিবেক যজিবে যাজন।
অন্তরঙ্গ রসিক হইবে সেই জন॥
পূর্ব্বে যার যেই পথ আছে জানাজানি।
এ দানি লইবে তারে সেই পথে টানি॥
বিশ্বনাথে বাচাইয়া হরিচাঁদ নিল।
সেই বিশ্বনাথ শেষে দরবেস হ'ল॥
করেছেন কত লীলা পৌগণ্ডসময়।
লিখিতে অসাধ্য মোর পুঁথি বেড়ে যায়॥
কিছু দিন পরে হ'ল গোচারণ সায়।
বিবাহ করিল প্রভু কৈশোর সময়॥
ঠাকুরের জন্ম অগ্রে পরে যে সময়।
রামকান্ত আসিতেন মোহান্ত আলয়॥
বৈরাগী ব্রাহ্মণ আদি অতিথি আসিত।
কারু না কহিত প্রভু নিজ মনোনীত॥
নিন্দা কি বন্দনা কারু কিছু না করিত।
রামকান্ত এলে গিয়া পদে লোটাইত॥
কিছু অন্তরেতে রামকান্তে ল'য়ে যেত।
দুই প্রভু একাসনে নির্জ্জনে বসিত॥
রামকান্তে বলিতেন তুমি মম গুরু।
যুগে যুগে তুমি মোর বাঞ্ছাকল্পতরু॥
এই ভাবে রামকান্তে করিতেন স্তুতি।
কথোপকথনে কাটাতেন দিবারাতি॥
প্রভু সব মনোবৃত্তি কান্তে জানাইল।
মধুময় শ্রীহরিচরিত্র হরি বল॥

অথ লক্ষ্মীমাতার জন্ম ও বিবাহ ও যশোমন্ত ঠাকুরের তিরোভাব।

পয়ার

জিকাবাড়ী নিবাসী লোচন প্রামাণিক।
এক মাত্র কন্যা ভাল বাসে প্রাণাধিক॥
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী যিনি সত্যে বেদবতী।
অম্বরীশকন্যা যিনি দ্বাপরে শ্রীমতী॥
বিষ্ণুপদ সেবানন্দ ক্ষীরোদ-বাসিনী।
ত্রেতাযুগে সীতা সতী দ্বাপরে রুক্মিণী॥
বিষ্ণুপ্রিয়া নামধরে গৌরাঙ্গ গৃহিণী।
কলিতে হ'লেন তিনি লোচন নন্দিনী॥
যে কালে জন্মিল মাতা লোচনের ঘরে।
ভূমিষ্ঠা হ'লেন যবে সূতিকা-আগারে॥
কি লিখিব কি লিখিব ভেবেছি বসিয়া।
শান্তিদেবী পদ ভাবি নয়ন মুদিয়া॥
অন্তর হইতে এক নারী বাহিরিল।
সেই নারী লক্ষ্মীমার ধাত্রী যেন ছিল॥
আমি যেন দেখিলাম বিভীষিকা প্রায়।
ধ্যানে কি স্বপনে দেখি বোঝা নাহি যায়॥
দেখিলাম শান্তি মার শান্তিময়ী পদ।
রাঙ্গাচরণেতে ফুটিয়াছে কোকনদ॥
ধাত্রী দেখে কোকনদ উড়িয়া আসিল।
শান্তিমার শ্রীচরণে প'ড়ে লোটাইল॥
প্রসবিনী ফলনাড়ী যবে প্রসবিল।
একফুল তথা হ'তে পদে লুকাইল॥
ইহা শুনিলাম যেন প্রলাপের প্রায়।
সজ্ঞানেতে লিখিলাম ধাত্রী যাহা কয়॥
ধাত্রী বলে প্রসূতিরে বলি মা তোমায়।
তোমার এ কন্যা মা সামান্যা কভু নয়॥
ধাত্রী কহিলেন লোচনের গৃহিণীরে।
লোচন-গৃহিণী কয় লোচনের তরে॥
শুনিয়া লোচন সব করিল প্রত্যয়।
এ মেয়ের যোগ্যবর পাইব কোথায়॥
নির্জ্জনে বসিয়া করে ঈশ্বরের ধ্যান।
এই কন্যা কাহাকে করিব সম্প্রদান॥
বহু চিন্তা মনে মনে করিতে লাগিল।
এ দিকেতে লক্ষ্মীমাতা বলিষ্ঠা হইল॥
বাল্যকালে যখনেতে করিতেন খেলা।
বালিকাগণের সঙ্গে করিতেন মেলা॥
আয়গো ভগিনী মোরা খেলিব সকলে।
সর্ব্বমঙ্গলার পূজা করি সবে মিলে॥
সতীর বেদনা জানে সেই মাতা সতী।
পঞ্চতপা হইয়া পাইল পশুপতি॥
কল্য শাস্ত্র শুনিয়াছি বাবার গোচরে।
জগন্মাতা জন্ম নিয়াছিল গিরিপুরে॥
বাল্যকালে করিলেন তপস্যা আরম্ভ।
শিবপূজা করিলেন সদা অবলম্ব॥
তপস্যার ফলে পতি পায় কীর্ত্তিবাস।
সতীমার পূর্ণ হ'ল মনো অভিলাস॥

একদিন আমার পিতার গুরু এল।
গোঁসাই বসিয়া কত শাস্ত্র শুনাইল ॥
শুনিলাম কাত্যায়ণী পূজে ব্রজাঙ্গনা।
মাধব মাধব পেয়ে পুরা'ল বাসনা ॥
দময়ন্তি সতী শক্তি আরাধনা ফলে।
হংসমুখে বার্ত্তা শুনি পতি পেল নলে ॥
ভদ্রাবতী সতী বাহুরাজার নন্দিনী।
পাইল শ্রীবৎস্য পতি দৈববাণী শুনি ॥
সাবিত্রীর ব্রত করে সতী সে সাবিত্রী।
মৃত্যুপতি জিনে বাচাইল মৃত পতি ॥
সাধনা বিহনে ভাল পতি মিলে কার।
আয় মোরা পূজা করি সর্ব্বমঙ্গলার ॥
বালিকাগণের সহ হইয়া একত্র।
আনিতেন দূর্ব্বাদল তুলসীর পত্র ॥
গৃহ হ'তে চেয়ে নিত আতপ তণ্ডুল।
তুলে নিত গ্রামে পেত যত যত ফুল ॥
কুষ্মাণ্ড কাচড়া লাউ কলম্বী ধুতুরা।
মরিচ বেগুন বন্ধ্যা কুল কেওয়া তারা ॥
ফাল্গুনী সংক্রান্তি দিনে দ্বিজমন্ত্র বিনে।
পূজিতেন কাত্যায়নী ল'য়ে বালাগণে ॥
তুলসী চন্দন মাখি যতন করিয়া।
কালী লও ব'লে দিত অঞ্জলী পূরিয়া ॥
খেলিতেন ল'য়ে যত গ্রাম্য বালিকায়।
ইহার অগ্রেতে বাল্য খেলার সময় ॥
বালিকা আচারে আলো তণ্ডুল বিহনে।
বালি দিয়া নৈবিদ্য সা'জাত বালাগণে ॥
বলিতেন এইমত তোরা সবে সাজা।
আয়লো ভগিনী মোরা খেলি পূজা পূজা ॥
এরূপে পৌগণ্ড কাল হ'য়ে এলগত।
এমন সময় খেলে সাবিত্রীর ব্রত ॥
কখন কখন ল'য়ে বালিকার গণ।
ভক্তিভাবে পূজিতেন দেব নারায়ণ ॥
অম্বরীশকন্যা শ্রীমতীরে তুমি নেও।
সেই মত দয়াময়-মোরে ল'য়ে যাও ॥
লোচন শুনাল দৈবে বাল্য-খেলা ছলে।
যশোমন্ত পুত্র হরি বিশাকে বাঁচা'লে ॥
চিত্ত চমকিত হ'ল মানিল বিস্ময়।
এ ছেলে ঈশ্বর-অংশ সামান্য ত নয় ॥
হরির সঙ্গেতে দিলে শান্তির বিবাহ।
ইহকাল পরকাল হইবে নির্ব্বাহ ॥
লোচন সফলা ডাঙ্গা আসিয়া আসিয়া।
যশোমন্তে কথা কয় হাসিয়া হাসিয়া ॥
তোমার মধ্যম পুত্র আমি তাঁরে চাই।
কন্যা দিয়া আমি তাঁরে করিব জামাই ॥
শুনি যশোমন্ত বড় হ'ল আনন্দিত।
বলে এই কর্ম্ম কর যে হয় উচিত ॥
আশা যাওয়া দেখা শুনা হ'ল রীতিমতে।
কন্যাদান করিলেন শুভসুলগ্নেতে ॥
যশোমন্ত বিয়া দিল পাঁচটী নন্দন।
অচিরাৎ লোকলীলা কৈল সম্বরণ ॥
একদিন গাত্রে শীত হৃদিকম্প হয়।
মুহূর্ত্তেক বসিলেন তুলসী-তলায় ॥
জপিলেন ষোলনাম বত্রিস অক্ষর।
সজ্ঞানেতে দেহত্যাগী হ'ল লোকান্তর ॥
পুষ্প রথে চড়ি সুখে গোলোকে গমন।
যশোমন্ত প্রীতে হরি বল সর্ব্বজন ॥
হরি পিতা লোকান্তর সমাধি শুনিলে।
পুলকে গোলোকে যাবে হরি হরি বলে ॥
অন্তকালে হবে তাঁর হরি কর্ণধার।
বিরচিল রসরাজ কবি সরকার ॥

চতুর্থ তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরীদাস ॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার ॥
জয় জয় গুরু চাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোক চন্দ্র জয় শ্রীলোচন ॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময় ॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
দাস ক'রে তারকেরে কর আত্মসাৎ ॥

গ্রন্থকারের প্রতি গ্রন্থ লিখিবার দৈব আদেশ

পয়ার।

মৃত্যুঞ্জয় দশরথ এই দুইজনা।
বলিলেন লীলামৃত করিতে রচনা ॥

প্রভুর এ শেষ লীলা প্রেমভক্তি দান।
রচনা করহ শীঘ্র লীলার প্রধান॥
চরণ ধরিয়া তবে বলিল তারক।
স্বীকার করিনু আমি তোমার সেবক॥
অতিদীন অভাজন আমি মূঢ়মতি।
এ লীলা বর্ণিতে মম না হবে শকতি॥
একে আমি দীনহীন অক্ষম জঘন্য।
আমার এ লেখা ভবে কে করিবে মান্য॥
দুই প্রভু বলে হরিচাঁদে রেখে ভক্তি।
লিখিতে আরম্ভ কর হবে তোর শক্তি॥
বিশ্বাস না করিস মোদের কথা ধর।
লিখিতে পারিবি গ্রন্থ তোরে দিনু বর॥
মৃত্যুঞ্জয় বলে তুমি শুন মোর সোনা।
উপাধি দিয়াছি তোরে তারক রসনা॥
দশরথ বলে বাক্য লঙ্ঘিও না আর।
মৃত্যুঞ্জয় দিল বর আমার সে বর॥
আমার রচিত গান আছে তোর শুনা।
তাতে পদ গাঁথা আছে তারক-রসনা॥
নীচ জন বলে ভেবে হইলি ব্যাকুল।
কাঁদা জল বিনে কোথা ফুটে পদ্ম ফুল॥
মুনি হৈল বিশ্বমিত্র গাধির নন্দন।
মেনকার সঙ্গে তার হইল মিলন॥
তাতে জন্মে কন্যা শকুন্তলা নাম ধরে।
কুরুপাণ্ডবের আদি ব্যক্ত এ সংসারে॥
হরিণীর গর্ব্ভে জন্মে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
যার যজ্ঞে চরু জন্মে রামায়ণে শুনি॥
লোমপাদ রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি ছিল।
মুনি আগমনে শেষে ইন্দ্র বরষিল॥
অযোধ্যায় এসে সেই মুনি যজ্ঞ করে।
চরু খেয়ে তিন রাজরাণী গর্ব্ভ ধরে॥
সেই গর্ব্ভে হইলেন রাম অবতার।
যথা তথা জন্ম কিন্তু কর্ম্ম ধর সার॥
ব্রহ্মার ঔরষে তিলোত্তমার উদরে।
বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ সে ব্যক্ত চরাচরে॥
যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণ যোগে বসি করে।
ব্যাস মুনি জন্মে মৎস্যগন্ধার উদরে॥
চারি বেদ চৌদ্দশাস্ত্র আঠার পুরাণ।
বেদব্যাসকৃত জীব বাসনা পুরাণ।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছে আপনি।
শক্ত্যাবেশে অবতার পৃথু ব্যাস মুনি॥

তোর কেন ভয় হ'ল করিতে রচনা।
তোর জন্যে তপস্যা করিব দুই জনা॥
যার কর্ম্ম সেই করাইবে তোরে দিয়া।
রচনা করহ গ্রন্থ তাহারে ভাবিয়া॥
এই ভাবে কতদিন গত হ'য়ে গেল।
পারিব না ভেবে গ্রন্থ লেখা নাহি হ'ল॥
একদিন দৈব যোগে নিশীঅবসানে।
গোঁসাই গোলোক এসে দেখায় স্বপনে॥
নরহরি রূপ ধরি বুকে হাটু দিয়া।
বক্ষঃস্থলে দিল হস্ত নখ বাঁধাইয়া॥
বলে তোরে নখে চিরি করিব খান খান।
নৈলে "শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত" পুঁথি আন॥
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ বর দিয়াছিল।
চতুর্ব্বিংশ বর্ষ এই গত হয়ে গেল॥
পুথি যদি না লিখিবি তোর রক্ষা নাই।
পুস্তক লিখিস যদি ছেড়ে দিয়ে যাই॥
স্বীকার করিনু আমি লিখিব পুস্তক।
কেমনে লিখিব আমি মূর্খ অপারক॥
শুনিয়া গোস্বামী অতি ক্রোধভরে কয়।
তুই মূর্খ প্রভুর লীলা ত মূর্খ নয়॥
গোস্বামী বলেন বেটা বুঝে দেখ সূক্ষ্ম।
তুই মূর্খ মহতের বর নহে মূর্খ॥
উপাধি দিয়াছে তোরে রসনা বলিয়া।
এতদিন পরে তাহা গিয়াছে ফলিয়া॥
কবি গাও কালিয়ার পণ্ডিত সমাজ।
উপাধি দিয়াছে তোরে কবি রসরাজ॥
হরিবংশে হরিপুত্র গুরুচাঁদ যিনি।
তিনি দেন উপাধি প্রেমিক শিরোমণি॥
ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বহুগুণে গুণী।
তিনি দেন উপাধি সরকার চূড়ামণি॥
ইতিনার ভট্টাচার্য্য পাড়া হয় গান।
সুকবি বলিয়া তোরে দিয়াছে আখ্যান॥
রজত ম্যাডেলে সেই উপাধি লিখিয়া।
তোমার গলায় সবে দিল ঝুলাইয়া॥
কেন বল আমি নাহি জানি ব্যাকরণ।
এখন সাহস ভরে লিখিতে দে মন॥
যে লেখা যে পড়া জান তাহা উঘাড়িয়া।
দেশ ভাষা মতে দেও পুস্তক রচিয়া॥
যুবা বুড়া সবে যাতে বুঝিবারে পারে।
সেইমত লিখে দাও আমাদের বরে॥

স্বপনেতে কেহ যদি পুথি করে দান।
সে জন পণ্ডিত হয় পুরাণে প্রমাণ॥
বিরাজা নামেতে মধু কাণের ভগিনী।
স্বপনেতে পুথি তোরে দিল আমি জানি॥
একদিন স্বপনে সাপের পা দেখিলি।
সে সব বৃত্তান্ত বাছা কেন ভুলে গেলি॥
স্বপনেতে একনারী ঢাকার সহরে।
হরিচাঁদ স্তবাষ্টক দিয়াছিল তোরে॥
তোর লেখা স্তব তোরে সেই নারী দিল।
সেই স্বপ্ন কেন বাছা তোর ভুল হ'ল॥
আনুকূল্যে গোলোক পাগল চূড়ামণি।
রচিল তারক সরকার চূড়ামণি॥

কবিজন্মোপাখ্যান।

পয়ার

ওরে বৎস শোন তোর জন্মবিবরণ।
তুই যে জন্মিলি তোর পিতার সাধন॥
দেখেছিস বাল্যকালে তোর খুল্লতাত।
জন্ম-অন্ধ নাম তার ছিল শম্ভুনাথ॥
তোর জন্ম বিবরণ তোর মনে নাই।
মৌখিক শুনিলি তোর পিসিমার ঠাঁই॥
তোর পিতা কাশীনাথ ছিল কালীভক্ত।
শক্তি আরাধিত কালীপদে অনুরক্ত॥
অপুত্রক ছিল বংশে পুত্র না জন্মিল।
বংশরক্ষা হেতু দুর্গা বলিয়া কাঁদিল॥
বটপত্রে লক্ষ দুর্গা নাম লিখে পরে।
সপ্তাহ পর্য্যন্ত শিব স্বস্ত্যয়ন করে॥
আচার্য্য ফকিরচাঁদ করে স্বস্ত্যয়ন।
স্বস্ত্যয়ন করি বলে জন্মিবে নন্দন॥
স্বর্ণময়ী দশভুজা মূর্ত্তি গঠি লয়।
পূজা করিলেন শুভ নবমী সময়॥
শ্রীনবকুমার শর্ম্মা পুরোহিত এসে।
পূজা করে জগদ্ধাত্রী পূজার দিবসে॥
সপ্তাহ পর্য্যন্ত চণ্ডী করিল পঠন।
অষ্টম দিবসে দিল ব্রাহ্মণ ভোজন॥
নবমী দিবসে পূজা কৈল ভবানীর।
তব পিতা বুক চিরে দিলেন রুধির॥
মার্গ শীর্ষ অমাবস্থে শনিবার দিনে।
তোর মাতা প্রসব করিল শুভক্ষণে॥

নাম করণেতে নাম রাখিল তারক।
আচার্য্য বলিল পুত্র হইবে রচক॥
যেই নারী স্তবাষ্টক দিলেন তোমায়।
সেই শক্তি দিবে শক্তি রচনা সময়॥
যে কথা লিখিতে সন্দেহ হইবে তব।
সেও শক্তি দিবে তোরে আমি শক্তি দিব।
যে সময় জীবনান্ত হইল আমার।
কোলে করি ধরেছিলি মম কলেবর॥
* হরিসুত গুরুচাঁদ আজ্ঞা অনুসারে।
রচনা করহ শীঘ্র নির্ভয় অন্তরে॥
* পূর্ব্বে ছিল মুনিগণ করিতেন ধ্যান।
এবে সেই ধ্যান হয় জ্ঞানেতে বিজ্ঞান॥
পঙ্গুজন লঙ্ঘে গিরি বোবা কথা কয়।
অন্ধজন চক্ষে দেখে মহৎ কৃপায়॥
বাজীকর ছায়াবাজী দেখায় বিপুল।
না চাইতে পারে তারা কাষ্ঠের পুতুল॥
গোস্বামী গোলোক দশরথ মৃত্যুঞ্জয়।
তুই কাষ্ঠ পুত্তলিকা তেমনি নাচায়॥
বালকেরা খেলে যেন কড়ি খেলা দান।
নানা ভাবে পড়ি কড়ি গড়াগড়ি যান॥
কড়িতে না জানে আমি কি খেলা খেলাই।
খেড়ু বিনে সে খেলা বুঝিতেসাধ্য নাই॥
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ আর মহানন্দ।
তোরে করে ফেলাফেলি তাদের আনন্দ॥
শীঘ্র করি লেখ মোর প্রভুর মহিমে।
লেখ লেখ যাহা তোর উঠিবে কলমে॥
যা দেখিস যা শুনিস তাহাত লিখিবি।
না দেখিলি না শুনিলি কেমনে পারিবি॥
কোন ঠাই লিখিতে হইলে কিছু সন্ধ।
আরোপে দেখিল হরি চরণারবিন্দ॥
অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হবে অত্রানন্দ।
হৃদয় আসিয়া লেখাইবে হরিচন্দ্র॥
এভাবে গোলোক চন্দ্র সদয় হইল।
হরি হরি বল ভাই তারক রচিল॥

জিন্মেছিল ১লা অগ্রহায়ন ১৩২৯ সাল

গ্রন্থকারের অনুনয়।

ত্রিপদী

গোস্বামীর অনুমতি,　বন্দমাতা সরস্বতী,
মূঢ়মতি আমি অভাজন।
শক্তিময়ী দিয়া শক্তি,　আমা দ্বারা কর উক্তি,
পঞ্চাশ বর্ণ স্বর ব্যঞ্জন॥
নাহি মোর বর্ণজ্ঞান,　নাহি সূক্ষ্মানুসন্ধান,
সাহসিনু লিখিতে পুস্তক।
যদ্যপি জ্ঞানবিহীন,　তবু মম শুভ দিন,
লিখিতে এ হাতের স্বার্থক॥
হৃদিপদ্ম প্রস্ফুটিত,　মন বড় আনন্দিত,
রচিতে হরি চরিত্রলীলা।
এই মঙ্গলাচরণ,　ভববন্ধন-মোচন,
শুনিতে মঙ্গল সুশৃঙ্খলা॥
কৃষ্ণসারচর্ম্ম দলে,　কুঠার বাঁধিয়া গলে,
অই দলে যুড়ি দুই হাত।
দন্তে তৃণ ধরি কেঁদে,　সাধু বৈষ্ণবের পদে,
কোটি কোটি করি দণ্ডবৎ॥
হরিকথা লীলামৃত,　কে বলিতে পারে কত,
যে যত বা করেন প্রকাশ।
মুনিগণে লেখে যত,　ধ্যানঅনুযায়ী মত,
বেদ ব্যাস কবি-কৃষ্ণ দাস॥
লেখে যদি শূলপাণি,　বাণী যদি বলে বাণী,
তবু বাণী অবধি না হয়।
আমি যে সাহস করি,　লিখিতে কলম ধরি,
সাধু গুরু বৈষ্ণব কৃপায়॥
কার্য্য অতি দুরারাধ্য,　লিখিতে নাহিক সাধ্য,
হেন সাধ্য যেন তেনমতে।
লিখি লীলা গুহ্য বাহ্য,　গ্রন্থকার মনোধার্য্য
পূজ্য হোক্ ভক্ত সমাজেতে॥
বেদব্যাস মহামুনি,　যত লিখিলেন তিনি,
চারিবেদ আঠার পুরাণ।
শাস্ত্র লেখে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম,　গ্রন্থ লেখে লক্ষ লক্ষ,
দেখিল যাহা করিয়া ধ্যান॥
একদা বদ্রিকাশ্রমে,　ব্যাস মুনি ছিল ঘুমে,
হেনকালে আসি দুই পাখী।
বদরী শাখা উপরে,　দুই পাখী শব্দ করে,
ব্যাসদেব মেলিলেন আঁখি॥
শাখে বসি দুই সুকে,　একটি কহিছে সুখে,
অবিরত ত্রয়োস্ত্রিংশৎ।
অন্যটীর মুখে বাণী,　শুনিতেছে ব্যাস মুনি,
উঠে ধ্বনি পঞ্চপঞ্চাশৎ॥
বাণী শুনি অকস্মাৎ,　ব্যাস করে দৃষ্টিপাত,
পাখী কেন সংস্কৃত কহে।
তাহা শুনিয়া বিস্ময়,　সত্যবতীর তনয়,
কিঞ্চিৎ ধ্যানস্থ হ'য়ে রহে॥
ধ্যানেতে হইল জ্ঞাত,　উভয় পাখীর তত্ত্ব
ত্রয়োস্ত্রিংশৎ যে করে প্রকাশ।
অইটী বাল্মীকিমুনি,　দেখেছেন ব্যাসমুনি,
পঞ্চপঞ্চাশৎ কহে ব্যাস॥
পাখী কহে সংস্কৃত,　ইহার কারণ অর্থ,
জানিবারে পুন করে ধ্যান।
বাল্মীকি কহিছে বাণী,　রচি রামায়ণ খানি,
করিয়াছি নামের বাখান॥
ধর্ম্ম অর্থ পাপ পুণ্য,　ব্যবস্থা হয়েছে ধন্য,
প্রথম পুরুষ রামলীলে।
বৈকুণ্ঠনায়ক হরি,　যৈছে অবতার কারী,
বর্ণিলাম স্বয়ং হরি বলে॥
স্বয়ং কৃষ্ণলীলাসার,　শুদ্ধ মানুষাবতার,
তাঁর তত্ত্ব তাঁর প্রাপ্তি কিসে।
তাহা আমি লিখি নাই,　ধ্যানেতেও নাহি পাই,
তুমি তাহা লিখ অবশেষে॥
ব্যাস কহে সুকপাখী,　আমি যে ভারত লিখি,
বৈকুণ্ঠ পতির সব লীলা।
বাসুদেব যদুবংশ,　নারায়ণ কৃষ্ণ অংশ,
লিখি তার ঐশ্বর্য্যের খেলা॥
লিখিবারে তার মর্ম্ম,　ব্যাখ্যা করিয়াছি ব্রহ্ম,
স্বয়ং কৃষ্ণ মাধুর্য্যের সার।
কোন প্রেমে তারে পাই,　আমি তাহা লিখি নাই,
তুমি তাহা করহে প্রচার॥
গ্রন্থ হ'বে ভাগবত,　সাধুজন মনোমত,
ব্রজভাব মাধুর্য্যের ধার্য্য।
গ্রন্থ হ'বে পরচার,　ভক্তিরস তত্ত্বসার,
রসিক ভকত শিরোধার্য্য॥
শুনি ব্যাস ভাবে মনে,　ব্যাস কহে ব্যাস স্থানে,
এরা দুই সুক শ্যাম সুক।
এরা কহে রচিবারে,　এ রচনা রচিবারে,
এবে আমি না হ'ব ইচ্ছুক॥

ফিরে যাক্ যোগে বসা, দেখি করিয়া তপস্যা,
তপস্যায় বসিলেন মুনি।
কতদিন গত হয়, দৈবে এমন সময়,
শুনিতে পাইল দৈববাণী॥
শীঘ্রই রচনা কর, বৃথা কেন কাল হর,
উপলক্ষ তোমাকে রাখিব।
লিখিতে উদ্যোগী হও, করে তুলি তুলী লও,
যা করিবে আমি সে করিব॥
এই দৈব বাণী শুনি, লিখিতে লাগিল মুনি,
কৃষ্ণলীলা রস ভাগবত।
লিখিতে লিখিতে গ্রন্থ, ব্রজলীলার বৃত্তান্ত,
ব্রজলীলা লিখে মনোরথ॥
শান্তদাস্য সখ্য আদি, বাৎসল্যের নিরবধি,
মধুরের রাধা প্রেমরস।
দাস্য শান্ত ক্রিয়া গুণ, লিখিতে হ'ল নিপুণ,
মধুরের ক্রিয়া-গুণ যশ॥
লিখিতে উদ্যত হ'ল, হেন কালেতে শুনিল,
দৈববাণী হ'ল পুনর্ব্বার।
আর না লিখ আগত, ব্রজভাব তত্ত্ব যত,
তা লিখিবে নন্দন তোমার॥
পরে ব্যাস পুত্র যিনি, সুকদেব মহামুনি,
তিনি লিখিলেন ভাগবত।
লিখতে লিখিতে মুনি, পরে হ'ল দৈববাণী,
আর না লিখিও তুল হাত॥
কতদিন গত হ'ল, ব্যাস ভাবিতে লাগিল
আমি লিখি আমি করি সই।
যদ্যপি লেখান হরি, জানিতে তা আমি পারি,
অন্যে তাহা জানিল বা কই॥
দৈববাণী শুনিলাম, আমি একা জানিলাম,
গ্রন্থ মান্য হ'বে স্বর্গ মর্ত্ত্য।
গোলোক বৈকুণ্ঠ মান্য, হইল যে গ্রন্থ ধন্য,
দেবগণে না জানিল তত্ত্ব॥
গোলোক বিহারী হরি, গণপতিরূপ ধরি,
হ'য়েছেন শিবের নন্দন।
কোলে করিয়া ভবানী, হ'ল গণেশজননী,
কোলে আদি ব্রহ্ম সনাতন॥
এবে বক্তা আমি হ'ব, গণেশেরে লেখাইব,
চলিলেন কৈলাসশিখর।
স্তব করে মহামুনি, ব্যাসের স্তবন শুনি,
তুষ্ট হ'ল দেব দিগম্বর॥

আজ্ঞা দিল গণেশেরে, যেতে ব্যাস সন্নিধ্যারে,
গণেশ বলিল আমি যা'ব।
বলিতে বিলম্ব হ'লে, হস্ত অবসর পেলে,
লিখিব না ফিরিয়া আসিব॥
শুনি ব্যাস চমকিত, হইলেন উপস্থিত,
বৈকুণ্ঠে নারায়ণ সদনে।
গল-লগ্নি-কৃত-বাসে, স্তব করে পিতবাসে,
তুষ্ট হরি ব্যাসের স্তবনে॥
ব্যাস কহিছে ভারতী, ভারতে যাবে ভারতী,
ভাগবত-ভারত রচনে।
আমি যা বলিব বাণী, বাণী যোগাইবে বাণী,
বসি মম রসনা-আসনে॥
আজ্ঞা দেন চক্রপাণী, আজ্ঞায় চলিল বাণী,
গজানন কহে পুনর্ব্বার।
কণ্ঠে রহিবে ভারতী, বলিবেন যে ভারতী,
লিখিব হে যে সাধ্য আমার॥
খালি হ'লে মসিপাত্র, মসি ফুরাইলে মাত্র,
আর না লিখিব যা'ব ফিরি।
শুনি ব্যাস বারিনেত্র, আমি হ'ব মসিপাত্র,
ডেকে কন শ্বেত বাগীশ্বরী॥
শুনিয়া এসব বার্ত্তা, ব্যাসমুনি করে যাত্রা,
গোলোকের পানে চাহি কাঁদে।
গোলোকে ছিলেন স্থিতি, যিনি নীল-সরস্বতী,
তাকে আজ্ঞা করে কলাচাঁদে॥
বৈকুণ্ঠেতে শ্বেতবাণী, মসিপত্র হ'বে তিনি,
তুমি গিয়া তাতে হও মসী।
কজ্জ্বল-স্বরূপা হ'য়ে, তুমি তাতে থাক গিয়ে,
আমি তব পিছে পিছে আসি॥
আসি ব্যাস মুনিবর, গণেশের বরাবর,
কহে দেব লিখ কহি কথা।
ডেকে বলে শিব-পুত্র, দিলে মোরে মসিপত্র,
লিখিবার লেখনীটা কোথা॥
এরণ্ডের কুঞ্চি আনি, দিল ব্যাস মহামুনি,
অস্ত্র দিল প্রস্তুতে কলম।
কুপিলেন গজানন, ক্রোধে ঘূর্ণ ত্রিনয়ন,
বলে ব্যাস তোর মতিভ্রম॥
বাণীকণ্ঠে বিরাজিত, শ্বেত সরস্বতী দত
কালী হ'ল নীল-সরস্বতী।
এতে মোর আসে হাস, তার কি কলম বাঁশ
কি পত্রে বা লেখাইবি পাতি

গিয়া বৃন্দাবনবাসে, ভ্রমণ চৌরাশী ক্রোশে,
বেল ভাণ্ডি তমালের বন।
বন্ ভ্রমি একে একে, গন্ধরাজ সেফালিকে,
তাল তরু দেখে হৈল মন॥
বসি তাল তরুমূলে, ভেসেছে নয়ন জলে,
হরি বলে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
আমি শক্তি কৃষ্ণাঙ্গিণী, ভাগবত শাস্ত্র মুনি,
লেখ তুমি মম বক্ষ: পরে॥
দেখে পরাশরপুত্র, পড়িতেছে তালপত্র,
তালপত্রে কহে মুনিবরে।
যাহ শ্রীকৃষ্ণের ঠাই, বলগে বলেছে রাই,
শিরে শিখিপাখা দিতে মোরে॥
ব্যাস অতি ব্যস্ত হ'য়ে, শ্যামকুণ্ড তীরে গিয়ে,
করেছেন কৃষ্ণ আরাধন।
যুগল মিলন হ'য়ে, ব্যাসের সম্মুখে গিয়ে,
রাধা কৃষ্ণ দিল দরশন॥
বলেছেন শ্রীরাধিকে, যা লিখিবে মম বুকে,
অঙ্গ কলমেতে তাকি হয়।
শুনিয়া রাধার বাণী, রাধানাথ রসখনি,
শিখিপাখা দিলেন তাহায়॥
শিখিপুচ্ছ অংশ করি, ব্যাসেরে দিলেন হরি,
হাসিয়া বলেন রাধানাথ।
যাহা অনন্ত গোচরে, জিহ্বা সে দিবে তোমারে,
তাহাতে না কর অস্ত্রাঘাত॥
উদয় ক্ষীরোদকূলে, তপ করে হরি ব'লে,
হরি ছিল অনন্ত শয়নে।
ফণা এক কোণ হ'তে, এক জিহ্বা হৈল তাতে,
এনে দিল ব্যাসমুনি স্থানে॥
ব্রহ্মকে ছলিতে হরি, নাভী হ'তে পদ্মতরী,
বাহির করিল যে প্রকার।
তেমতি অনন্ত ফণা জিহ্বা কণা এক কণা,
প্রকাশিল ক্ষীরোদ ঈশ্বর॥
কলম কালি সহিত, সুচিক্কণ মনোগীত,
মিশ্রিত করিলা শিখিপুচ্ছে।
বাসুদেব নন্দসুত, ঘন সৌদামিনীবৎ,
অঙ্গে অঙ্গ মিশ্রিতায় যৈছে॥
তেমতি মিশ্রিত হ'ল কলম আনিয়া দিল,
গণেশের কমল করেতে।
মসি নীল সরস্বতী, মস্যাধার শ্বেত-সতী,
গণপতি লাগিল লিখিতে॥

ব্যাসের মুখ নিঃসৃত, গণেশের নিজ হস্ত,
লিখিত ভারত ভাগবত।
আমি অতি অভাজন, সাধন ভজনহীন,
বিদ্যাহীন না জানি সংস্কৃত॥
ত্রেতাযুগে সেতু বন্ধে, ভল্লুক বানরবৃন্দে,
বড় বৃক্ষ আনে বড় বীরে।
বড় বড় যে পর্ব্বত, বানরেরা আনে কত,
হনুমান লোমে বন্ধি করে॥
রামকার্য্য করিবারে, ব্যস্ত ভল্লুক বানরে,
কাঠ বিড়ালের হৈল মন।
পড়িয়া সমুদ্রনীরে, গড়াগড়ি দিয়া তীরে,
সেতুবন্ধ উপরে গমন॥
মনে মনে বিবেচনা, শ্রীপদে পাবে বেদনা,
বালি দিলে খাদ পূর্ণ হয়।
পন্থা হয় সুকোমল, যতেক কাঠ বিড়াল,
কার্য্য করে সাধ্য অনুযায়॥
সেইমত লিখি পুঁথি, হরিচাঁদ লীলাগীতি,
রামকার্য্য মার্জ্জারের ন্যায়।
আমি অজ্ঞ নহে যোগ্য, মার্জ্জার হ'তে অযোগ্য,
হরিলীলা মহাযজ্ঞ প্রায়॥
সজ্জনের দয়াগুণ, হরিচাঁদলীলা গুণ,
প্রকাশিয়া সে গুণ গাওয়ায়।
যদ্যপি লেখনী ধরি, বলি এ বিনয় করি,
শ্রোতাগণ মহাজন পায়॥
শ্রোতাগণ হংসবৎ, দোষ ছাড়ি গুণ যত,
দুগ্ধবৎ করুন গ্রহণ।
হরিলীলামৃত কথা, তেমতি করি মমতা,
কর্ণপথে পিও সর্ব্বজন॥
হরিলীলা শ্রবণেতে, ভবসিন্ধু পারে যেতে,
পাতকীর নাহি আর ভয়।
ঘুচিবে শমন শঙ্কা, হরিনামে মার ডঙ্কা,
ধর পাড়ি ভাস ঐ নায়॥
দশরথ হীরামন, মহানন্দ শ্রীলোচন,
রামকান্ত যশোমন্ত পদে।
গুরুচাঁদ কৃপা লেশ, গোলোক নৃসিংহ বেশ,
তারক রচকাভয় সাধে॥

শ্রীমদ্‌ব্রজনাথ পাগলোপাখ্যান।

পয়ার।

সুধারস আশ্চর্য্য লীলার বিবরণ।
ব্রজনাথ উপাখ্যান শুন সর্ব্বজন ॥
ব্রজনাথ নামে এক প্রভুর ভকত।
বাল্য হ'তে গুরু সেবা করে অবিরত ॥
গুরুপদে ছিল আর্ত্তি দৃঢ়ভক্তি তার।
গুরুকার্য্য বিনে তার কার্য্য নাহি আর ॥
জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড কিছু না মানিত।
জ্ঞানশূন্য ভক্তি অঙ্গ প্রেমে পুলকিত ॥
সর্ব্বদা উন্মাদ দশা চিন্তা জাগরণ।
ভাবনা জড়িমা কৃতি প্রলাপ বচন ॥
গুরুপত্নী আজ্ঞা দিল কার্য্যান্তরে যেতে।
ব্রজ রহে জ্ঞানশূন্য গুরু আরোপেতে ॥
ব্রজ তাহা ন্যহি জানে নাহি বাহ্য স্মৃতি।
ঠাকুরাণী কহিলেন ঠাকুরে সংপ্রতি ॥
আমি যাহা কহি তাহা নাহি কর গ্রাহ্য।
এ শিষ্য রাখিয়া তব হ'বে কোন কার্য্য ॥
গৃহস্থের বাড়ী থাকে নাহি জ্ঞান বাহ্য।
মিছা এরে খেতে দেওয়া শীঘ্র কর ত্যজ্য ॥
পাগলা স্বভাব ব্রজ নৈষ্ঠিক আচারে।
ঠাকুরাণী সেই ভাব বুঝিতে না পারে ॥
ঠাকুরাণী কথা শুনি ঠাকুর ভুলিল।
ব্রজনাথে বলে যেতে ব্রজ না উঠিল ॥
ব্রজভাবে মত্ত ব্রজ অঙ্গভঙ্গী করে।
নির্ব্বোধ ভাবিল ব্রজ ব্যঙ্গ করে মোরে ॥
ক্রোধভরে ব্রজোপরে রুষিল ঠাকুর।
পাদুকা ধরিয়া দণ্ড করিল প্রচুর ॥
হেন কালে ব্রজের হইল স্মৃতি জ্ঞান।
গুরু কেন দণ্ড করে না বুঝি সন্ধান ॥
পায়ের খড়ম ধরি করেন প্রহার।
ব্রজ বলে কি স্বার্থক জনম আমার ॥
হইয়াছে গুরুসেবা যে ক্রুটী আমার।
প্রতিশোধে করে গুরু পাদুকা প্রহার ॥
দণ্ড পরিমাণে তার বেদনা যে কম।
প্রহারে ভাঙ্গিল তার হাতের খড়ম ॥
ব্রজ কহে শিষ্য নহে আমি দুষ্ট ভণ্ড।
নৈলে কেন গুরু হেন করে গুরুদণ্ড ॥
আমাকে মারিয়া গুরু হাতে পেল ব্যথা।
বুঝিতে না পারি আমি অপরাধ কোথা ॥
কি বুঝিয়া গুরু মোরে এতেক বৈমুখ।
সে ব্রজনাথের মনে হৈল বড় দুঃখ ॥
গুরু অপরাধী তার জীবনে কি ফল।
জীবন ত্যজিতে ব্রজ হইল চঞ্চল ॥
মনোদুঃখে ধারা চক্ষে কাতর অন্তরে।
ধীরে ধীরে যায় ব্রজ চকের ভিতরে ॥
সেই চকে আছে এক হিজলীকা বৃক্ষ।
জনরব আছে গাছে থাকে এক যক্ষ ॥
একাকী পাইলে তারে করয় সংহার।
রাত্রে কেহ নাহি যায় দিনে লাগে ডর ॥
আরো সেই গ্রামে ছিল শার্দ্দুলের ভয়।
দুরন্ত সদন্ত বরা চকেতে ভ্রময় ॥
হিজলীকা বৃক্ষমূলে ব্রজ বসে রয়।
নিশা কালে ব্যাঘ্র ডাকে ব্রজ ডাকে আয় ॥
শার্দ্দুল আসিয়া ব্রজনাথেকে ধরিল।
অঙ্গ ঘ্রাণ লয়ে ব্যাঘ্র ফিরিয়া চলিল ॥
দাঁতাল বরাহ আসে গণ গণ করি।
ব্রজ ডাকে আয় আয় বলে হরি হরি ॥
শার্দ্দুল না মারে মোরে তুই মোরে মার।
গুরুত্যাগী দেহে মোর নাহি দরকার ॥
শার্দ্দুলে বরাহ এসে তরাসে পলায়।
ব্রজ ভাবে থাক্ ওরা তারা নাহি খায় ॥
হিংস্রক শার্দ্দুল বরা হিংসা নাহি করে।
আশ্চর্য্য গণিয়া ব্রজ ভেবেছে অন্তরে ॥
এবে বুঝি মৃত্যু নাই মৃত্যু আছে পাছে।
না জানি আমাতে গুরুর কোন কার্য্য আছে ॥
তবে কেন মৃত্যু ইচ্ছা এ বড় প্রমাদ।
গুরু ঈশ্বরের কার্য্য কেন করি বাদ ॥
আমাতে কি কার্য্য আছে তার মনে আছে।
বাচিবার চেষ্টা করি উঠি গিয়া গাছে ॥
মারে কি বাচায় তার মনে যাহা লয়।
শ্রীগুরুর দেহ কেন আমি করি লয় ॥
বৃক্ষোপরে উঠিল সে ভক্ত ব্রজনাথ।
দেখে এক মহা মূর্ত্তি হইল সাক্ষাৎ ॥
বলে ব্রজা আলি কেন এই বৃক্ষোপর।
আমি কাল এই বৃক্ষে মম অধিকার ॥
ব্রজ বলে যেই মার সেই মোর কাল।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর শ্রীনন্দদুলাল

সে মহা পুরুষ কহে নাহি তোর কষ্ট।
আমি তোর কৃষ্ণ হই আমি তোর ইষ্ট॥
যশোদা দুলাল আমি ভকতবৎসল।
তোর জন্য বাছা আমি হ'য়েছি পাগল॥
গুরুমন্ত্র লয় জীবে মোরে পাইবারে।
এই আমি পশিলাম তোমার শরীরে॥
গুরুনিষ্ঠা লোক হয় আমার পরাণ।
তুই মোর প্রাণ বাছা আমি তোর প্রাণ॥
দুষ্টা দুশ্চারিণী তোর গুরুর রমণী।
গুরু দণ্ড করিল্ল তোমারে যাদুমণি॥
গুরুপাট নিকটেতে আর নাহি যেও।
হরি বলে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে খেও॥
এবে আমি হইয়াছি যশোমন্ত সুত।
তোমার দেহেতে হইলাম আবির্ভূত॥
মুকডোবা ছিনু বাসুদেব মূর্ত্তি ধরে।
যশোমন্ত সুত হৈনু রামকান্ত বরে॥
পরশুরামের দেহে বিষ্ণুতেজ ছিল।
রামের দেহেতে তেজ যেমন মিশিল॥
যশোমন্ত সুত দেখা যেখানে পাইব।
আমি গিয়া সেই দেহে মেসামেসি হ'ব॥
তোমা হেন ভক্ত ছেড়ে না যা'ব কখনে।
আমি তোর তুই মোর জীবনে মরণে॥
এতগুনি ব্রজনাথ ভ্রমিয়া বেড়ায়।
কখন বা বৃক্ষতলা কখন আলয়॥
মনে চিন্তা যশোমন্ত সুত কোন জন।
কবে তার শ্রীঅঙ্গ করিব দরশন॥
এদিকেতে সফলা নগরে প্রভু বাস।
ব্রজনাথ মিলনেতে মনে হ'ল আশ॥
উত্তরাভি মুখে প্রভু একদিন চলে।
ডাকে প্রভু আহারে ব্রজারে কোথা বলে॥
এমন সময় উপনীত ব্রজনাথ।
বসাইল্ল প্রভু তারে হাতে ধ'রে হাত॥
নাটু আর বিশ্বনাথ সঙ্গে দুইজন।
দোহে দেখে দুজনার অপূর্ব্ব মিলন॥
বার তের বৎসর বয়স এক ছেলে।
পরিধান পিতাম্বর বনমালা গলে॥
রতন বলয় হাতে চরণে নূপুর।
নবঘন শ্যাম বর্ণ মূরতি মধুর॥
শিরে শোভে শিখিপাখা করে শোভে বাঁশী।
বিধুমুখে মধুমাখা মৃদুমৃদু হাসি॥

ব্রজনাথ অঙ্গ হ'তে উঠে এক জ্যোতি।
সেই জ্যোতি হ'তে এই মধুর মূরতি॥
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম বাকা হাসি কথা কয়।
হরিচাঁদ শ্রীঅঙ্গেতে সে অঙ্গ মিশায়॥
ঠিক যেন ব্রজধামে যমুনা মাঝেতে।
বাসুদেব পড়ে বসুদেব হাত হ'তে॥
সেই দেহে আবির্ভূত গোলোকবিহারী।
বসুদেব সেই পুত্রে নিল কোলে করি॥
যশোদার গর্ব্ভে হয় যমক সন্তান॥
সেই পুত্র এই পুত্র দোহে মিশে যান॥
ভাগবতে শ্লোক আছে তাহার প্রমাণ।
ব্যাস বিরচিত শ্লোক সুক দেব গান॥

শ্লোক।

বসুদেবগৃহে জাত বাসুদেবঽখিলাত্মনি।
নীলনন্দসুতে রমা ঘনে সৌদামিনী যথা॥

গর্গোবাচ।

সত্যে শ্বেতবর্ণানি চ ত্রেতায়া রক্তবর্ণানি।
পীতবর্ণ তথা কলৌ এদানি কৃষ্ণতাং গতঃ॥

পয়ার।

পীতবর্ণ কলিকালে যখনে গৌরাঙ্গ।
দ্বাপরে নারদ কহে লীলর প্রসঙ্গ॥

নারদীয় পুরাণে॥

কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যামি।
সন্ন্যাসঃ গৌরবিগ্রহ সান্ত্বায় পুরুষোত্তমে॥

পয়ার।

স্বয়ং এর কার্য্যে জন্মে ব্রহ্মা ইন্দ্রে ভ্রম।
কভু নাহি হয় তার গর্ব্ভেতে জনম॥
শচীগর্ব্ভে অবতীর্ণ হইল প্রকাশ।
ভারতীর কাছে যবে লইল সন্ন্যাস।
হা কৃষ্ণ বলিয়া প্রেমে হইল বিভোর।
ভারতী কপিন দিল আর দিল ডোর॥
কি মন্ত্র দিবেন তাই ভারতী ভেবেছে।
বলেন গৌরাঙ্গ প্রভু ভারতীর কাছে॥
স্বপনে পেয়েছি মন্ত্র গুরু তোমা কই।
ভারতী বলেন সন্ন্যাসের মন্ত্র অই॥
সন্ন্যাস গ্রহণ হ'লে নামান্তর লাগে।
কি নাম রাখিব গুরু ভেবেছেন যোগে॥
হেন কালে শূন্য বাণী কহে থেকে শূন্য।
রাখ নিমাইর নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥

সেই কালে নিত্য বস্তু হৈল আবির্ভূত।
নৈলে কেনে দণ্ড ভাঙ্গে নিতাই অবধুত॥
এই ভাবে আবির্ভূত মিশামিশি হয়।
অবতারে নিত্য যোগ নাহিক সংশয়॥
নাটু আর বিশ্বনাথ এলীলা দেখিয়া।
হরি বলি বাহুতুলি উঠিল নাচিয়া॥
ঠাকুর বলেন শুন ওরে ব্রজনাথ।
যাবি না থাকিবি তুই আমাদের সাথ॥
ব্রজনাথ বলে আমি আর কোথা যাব।
প্রাণ থুয়ে কোথা গিয়া এদেহ জুড়াব॥
রসনা বাসনা করে ব্রজনাথ সঙ্গ।
ব্রজনাথ শান্তিনাথ দোহে এক অঙ্গ।

সফলানগরী শ্রীহরির আবির্ভাব ও শ্রীহরির অঙ্গে জ্যোতির্ম্মিলন।

পয়ার।

সফলানগরী শ্রীহরির আবির্ভাব।
ধন্য ধন্য বলিয়া হইল জনরব॥
শনিবার আর যে মঙ্গল বার হ'লে।
ঠাকুর বসিত ঝোকে ঝোকে হেলে দুলে॥
প্রাতঃসূর্য্য মত হ'ত ঠাকুরের মুখ।
কত লোকে গিয়া তথা দেখিত কৌতুক॥
প্রাতঃ হ'তে প্রহরেক থাকিত তেমন।
সকলে করিত হরিনাম সংকীর্ত্তন॥
ব্যাধিযুক্ত লোক যত সেই খানে যেত।
মুখের বাক্যেতে সব আরোগ্য করিত॥
এক দিন হরি ঠাকুরের বার মানি।
সফলানগরে হয় জয় জয় ধ্বনি॥
মহাপ্রভু বলে ব্রজ চল মোরা যাই।
কেমন হরির বার দেখে আসি তাই॥
তাহা শুনি ব্রজনাথ সঙ্গেতে চলিল।
দুই প্রভু একত্র হইয়া চলে গেল॥
শ্রীহরি ঠাকুর মধ্যে লোক চতুঃপার্শ্বে।
দুই প্রভু উপনীত হেনকালে এসে॥
যখনে শ্রীহরিচাঁদ উপনীত হ'ল।
প্রাতঃসূর্য্য বর্ণ মুখ বিবর্ণ হইল॥
দিবসে উঠিলে চন্দ্র হীনপ্রভ যেন।
শ্রীহরিদর্শনে তেম্নি সে হরি বিবর্ণ॥
ছিল যে ঠাকুর মুখ প্রাতঃসূর্য্য বর্ণ।
মুখ হ'তে বাহিরিল সে জ্যোতি সম্পূর্ণ॥
চতুঃপার্শ্বে লোক সব করিল দর্শন।
হরিচাঁদ অঙ্গে জ্যোতি হৈল আকর্ষণ॥
চুম্বকে চুম্বক দিয়া লৌহ টেনেলয়।
মেঘে সৌদামিনী যথা হ'ল তার প্রায়॥
ঠাকুরের জ্যোতি হরি ঠাকুরে মিসিল।
ব্রজনাথে লয়ে হরি নিলয় চলিল॥
সে ঠাকুর ডেকে বলে সবভক্ত ঠাই।
যে ছিল আমাতে বাপু সে আমাতে নাই॥
এত দিন যার ধনে ছিনু অধিকারী।
যার ধন সেই নিলে কি করিতে পারি॥
তবে যদি ভক্তি করি পার গো ডাকিতে।
মুক্তি পা'বে যার যার ভক্তির গুণেতে॥
যে মানুষ মম দেহে আবির্ভূত ছিল।
ঐ যে সে মানুষ মানুষে মিশে গেল॥
মানুষ-মানুষ সঙ্গে মিশে গেল আ'জ।
গেল রবি কহে ভাবি কবি রসরাজ॥

ব্রজনাথের দ্বারা মৃত গরুর জীবন দান।

পয়ার।

ব্রজা পাগ্লা ব্রজা পাগ্লা বলে হ'ল খ্যাতি।
হরিদাস হয়েছে সে ব্রজা পাগ্লার সাথি॥
সংসারী সংসার কাজ কিছুই করে না।
কোথও বসিলে আর উঠিতে চাহে না॥
ব্রজনাথ বিশ্বনাথ নাটু হরিচাঁদ।
কয়জনে পাতিয়াছে পীরিতির ফাঁদ॥
কভু বৃক্ষশাখামূলে কভু বৃক্ষমূলে॥
কভু গোচরণমাঠে কভু ভূমিতলে॥
বসিয়া থাকেন কয় প্রভু একতর।
কোন কোন দিন গিয়া খায় কারু ঘর॥
কেহ কেহ ডেকে লয় সেবার জন্যেতে।
বিশার জননী দেন প্রায় সময় খেতে॥
বেশী থাকে বিশ্বাইর মাতার কাছেতে।
মনে হ'লে কোন কাজ করে তৎক্ষণাতে॥
তিনজনে কভু যদি কোন কাজ ধরে।
দশ কৃষাণের কাজ করে দিতে পারে॥
কোন দিন কার্য্য নাহি করে দিন ভরি।
বড় কাজ করে যদি দণ্ড দুই চারি॥

তাহাতে যে কার্য্য করে হেন জ্ঞান হয়।
দশদিনের কর্ম্ম করে মুহূর্ত্ত সময় ॥
বিশ্বনাথ বাড়ী কভু নাটুদের বাড়ী।
কোন দিন কার্য্য প্রভু করে নিজবাড়ী ॥
অধিকাংশ কাজ করে বিশেদের বাড়ী।
অল্প অল্প কাজ করে নাটুদের বাড়ী ॥
মধ্যমাংশ কাজপ্রভু করে নিজালয়।
হয় করে নয় করে হরিগুণ গায় ॥
কোন দিন বসি প্রভু ঘুড়ী উড়াইত।
নির্ম্মিয়া মানুষ ঘুড়ি উড়াইয়া দিত ॥
প্রভু বলে ওরে বিশে দেখ তোরা চেয়ে।
এই ভাবে গুণ ধরি দিয়াছি উড়া'য়ে ॥
ব্রজনাথ বিশে আর নাটুয়া পাগল।
তাহা দেখি আনন্দে বলিত হরিবোল ॥
একদিন তিন জন প্রেমানন্দভরে।
পতিত ভূমিতে ব'সে বাটীর উত্তরে ॥
ঠাকুরের নিজের পালের শ্রেষ্ঠ গরু।
ব্যাধি হ'য়ে হইয়াছে মরিবার সুরু ॥
ক্রমেই বাড়িল ব্যাধি গরু লালাইয়া।
নাশারন্ধ্রে শ্লেষ্মা উঠে গিয়াছে পড়িয়া ॥
নোয়া কর্ত্তা সেজে কর্ত্তা গরুর নিকটে।
গরু লয়ে পড়েছেন বিষম সঙ্কটে ॥
বড় কর্ত্তা ছোট কর্ত্তা কহে উভয়েরে ॥
কেন বসিয়াছ মরা গরু কোলে করে ॥
পেট ফুলে উঠিয়াছে পা হ'য়েছে টান।
দাঁতে দাঁত লেগে গেছে উত্তার নয়ন ॥
বাঁচিবে না ঐ গরু প্রায় মরে গেছে।
উঠে এস, থাক কেন বলদের কাছে ॥
এত শুনি উঠে এল নিরানন্দ চিত।
হেন কালে কয় প্রভু এসে উপস্থিত ॥
বসিয়াছে তিন প্রভু দিবা অবশেষ।
বড় কর্ত্তা কৃষ্ণদাস রাগে করে দ্বেষ ॥
তিন জন ঠাকুরালী করিয়া বেড়াও।
কি গুণেতে বসে বসে এত ভাত খাও ॥
ঠাকুর কোলা'য়ে এত ভাত খেয়ে ফের।
গোগৃহে মরেছে গরু রক্ষা গিয়া কর ॥
বেড়াইয়ে খেয়ে খেয়ে করিলি পয়মাল।
এই গরু বাঁচিলে বুঝিব ঠাকুরাল ॥
বিশারে বাঁচালী বলে ওরে হরিদাস।
ই গরু বাঁচাইয়া খাওয়া দেখি ঘাস ॥
বড় সাধু ব্রজা তুই পাগল কোলা'স।
হরির সঙ্গেতে তুই অনেক বেড়া'স ॥
এই গরু আ'জ যদি না পা'র বাঁচাতে।
তাহ'লে তোদেরে আর নাহি দিব খেতে ॥
এত শুনি ব্রজ চাহে ঠাকুরের ভিতে।
ঠাকুর ব্রজকে ব'লে দিলেন ইঙ্গিতে ॥
যারে ব্রজ আমি তোরে দেই অনুমতি।
ওঠ বলি বলদেরে মার গিয়া লাথি ॥
হুঙ্কার করিয়া ব্রজ করি হরিধ্বনি।
বলদেরে লাথি গিয়া মারিল অমনি ॥
ওঠ ওঠ ওরে গরু র'লি কেন শুয়ে।
অমনি উঠিয়া গরু গেল দৌড়াইয়ে ॥
যে পতিত জমিতে ঠাকুর বসে ছিল।
সে জমিতে গিয়া ঘাস খাইতে লাগিল ॥
বড় কর্ত্তা বলে ওরে ব্রজ হরিদাস।
অপরাধী হইয়াছি তোমাদের পাশ ॥
আজ হ'তে চিনিলাম তোমা সবাকারে।
এত বলি বড় কর্ত্তা অনুনয় করে ॥
রচিল তারকচন্দ্র মহানন্দ ভাষে।
বড় কর্ত্তা সুখ নীরে মহানন্দে ভাসে ॥

বড় কর্ত্তার অনুনয়।

লঘু ত্রিপদী।

বড় কর্ত্তা, কহে বার্ত্তা, শুন হরিদাস।
তব খেলা, সব লীলা, জগতে প্রকাশ ॥
এত দিনে, নাহি চিনে, কত যে বলেছি।
ব্রজনাথে; বিশ্বনাথে, চিনেছি চিনেছি ॥
গেল চিন্তে, তোমা চিন্তে, আর চিন্তা নাই।
মনোভ্রান্তে, তোমা চিন্তে, পারিনা রে ভাই ॥
ধন্য মাতা, ধন্য পিতা, ধন্য তুমি ভাই।
তোমা হেন, ভাই যেন, জন্মে জন্মে পাই ॥
ধন্য বংশ, অবতংশ, তুমি যে আসিয়ে।
আমি ধন্য, জগন্মান্য, তোমা ভাই পেয়ে ॥
তুমি আদি, গুণনিধি, পালক পালিকা।
তুমি স্থূল, বৃক্ষ মূল, মোরা পত্রশাখা ॥
ভক্ত সঙ্গে, মনোরঙ্গে, ব'সে থাক ঘরে।
দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষা করে, খাওয়াব তোমারে ॥
আর তিন, ভাই দীন, তারা শাখা পত্র।
তব গুণে, জগজ্জনে, হইবে পবিত্র ॥

কর খেলা, সব বেলা, ভক্তগণ ল'য়ে।
ক্ষুধা হ'লে, সবে মিলে, যেওরে খাইয়ে॥
আমি ভৃত্য, চির নিত্য, খাটিব সংসারে।
তব সেবা, রাত্রি দিবা, করিব সাদরে॥
ভক্তি ময়, অনুনয়, করে বড় কর্ত্তা।
শ্রীতারক, সুরচক হরিলীলা বার্ত্তা॥

মহাপ্রভুর মহিমা প্রকাশ ও কুষ্ঠ ব্যাধি মুক্তির বিবরণ।

দীর্ঘ—ত্রিপদী।

হরিকথা রস রঙ্গে, ভক্তগণ ল'য়ে সঙ্গে,
লীলা করে কৈশোর সময়।
কৈশোরের অবশেষ, যৌবন প্রথমাবেশ,
ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হয়॥
হরি পিতা যশোমন্ত, নরলীলা করি অন্ত,
শ্রীধাম গোলোকে চলে গেছে।
শেষে ঘটিল প্রমাদ, জমিদার সঙ্গে বাদ,
সে প্রস্তাব লেখা হইতেছে॥
যবে রাম দিয়া যান, ব্রজনাথ সঙ্গে র'ন,
বিশ্বনাথ সঙ্গে বেড়ায়েছে।
নাটু এসে মিশে সঙ্গে, হরিনাম-প্রেমরঙ্গে,
প্রেমানন্দে মত্ত হ'য়ে আছে॥
এই ভাবে কত লীলা, রাখালের সঙ্গে খেলা,
একদিন নিভৃতে বসিয়া।
মুখে বলে হরিবোল, আসিয়া ব্রজ পাগল,
কহিতেছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
করি না সংসারকাজ, কহিতে বড়ই লাজ,
শুন প্রভু আমি বড় ভণ্ড।
আমি বড় অভাজন, মন্দ বলে গুরুজন,
ভাই সবে মোরে করে দণ্ড॥
প্রভু বলে তারা ভণ্ড, তোরে যারা করে দণ্ড,
তাহা আমি জানি ভালমতে।
করেছে চপটাঘাত, আর করে মুষ্ট্যাঘাত,
সে আঘাত আমার অঙ্গেতে॥
শ্রীঅঙ্গেতে ছিন্ন ভিন্ন, আছে প্রহারের চিহ্ন,
ভক্তগণে করে অনুযোগ॥
এ অঙ্গে করে প্রহার, যেই মূঢ় দুরাচার,
তার অঙ্গে হো'ক্ মহারোগ॥
মেরেছিল বড় ভাই, তিন দিনমধ্যে তাই,
ঘটিল যে তাহার কপালে।
মেরেছিল যে দিনেতে, সেই দিবস হইতে,
হস্ত তার উঠিয়াছে ফুলে॥
বিষম হস্ত বেদনা, মহাব্যাধির সূচনা,
গায় মুখে চাকা চাকা হ'ল।
কিছুদিনের পরেতে, গলিত হইল তাতে,
ক্লেদ রক্ত বহিতে লাগিল॥
যেদিন বলদ বাছে, অনেকে তাহা জেনেছে,
পরস্পর জানাজানি হয়।
কেহ করিল বিশ্বাস, কেহ করে অবিশ্বাস,
কেহ এসে গরু দেখে যায়॥
লোকমুখে শুনি কথা, ব্রজনাথ জ্যেষ্ঠভ্রাতা,
বলে ভাই ক্ষম অপরাধ।
ছোট ভাই বলে গণি, তোমাকে নাহিক চিনি,
দোষ করে ঘটিল প্রমাদ॥
ব্রজ বলে শুন ভাই, তব কিছু দোষ নাই,
কার কাজ কে বা যেন করে।
যার কাজ সেই করে, লোকে বলে লোকে করে,
যা করে শ্রীহরিচাঁদ করে॥
ক্ষমাকর্ত্তা, প্রেমকর্ত্তা, রোগের আরোগ্য কর্ত্তা,
কর্ম্ম কর্ত্তা কর্ম্ম অনুসারে।
কেটে যাবে কর্ম্মভোগ, আরোগ্য হইবে রোগ,
পার যদি ধর গিয়া তারে॥
ঠাকুরের পদে পড়ি, ভূমে লুঠি গড়াগড়ি,
শির কুটি বুকেতে কিলায়।
ক্ষমাকর অপরাধ, ওহে প্রভু হরিচাঁদ,
পতিত পাবন দয়াময়॥
বহু রোদনের পরে, হরিচাঁদ বলে তারে,
শোন যুক্তি মুক্তির বিধান।
ব্রজনাথ পদানত, হ'য়ে খা চরণামৃত,
কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠ করি মান॥
যেই মাত্র করে তাই, আর তার ব্যাধি নাই,
সবে করে জয় জয় ধ্বনি।
রোগেতে হইয়া মুক্ত, সে হ'ল প্রভুর ভক্ত,
ব্যক্ত হ'ল অমনি অবনী॥
ত্যজিয়া গোলোক পুরী, ওড়া কাঁদি এল হরি
অদ্বৈত গোলোক হুহুঙ্কারে।
সুকবি তারকচন্দ্র, বলে প্রভু হরিশ্চ
উর মম হৃদয় গহ্বরে॥

প্রভুদের জমিদার সঙ্গে বিবাদবিবরণ।

ত্রিপদী।

কৃষ্ণদাস হরিদাস, আর শ্রীবৈষ্ণব দাস,
তিন প্রভু যুবত্ব সময়।
কৈশোরেতে গৌরিদাস, আর শ্রীস্বরূপদাস,
পঞ্চদেহে এক প্রাণ প্রায়॥
প্রভুদের জমিদার, সূর্য্যমণি মজুমদার,
অষ্টমের লাটের সময়।
দুর্ভিক্ষে কষ্ট প্রজার, আদায় না হয় কর,
গোমস্তা ভাবিয়া নিরুপায়॥
সফলা ডাঙ্গা কাছারি, চিন্তাকুল হ'য়ে ভারি,
কিসে রক্ষা হবে রাজ্যপাট।
কাছারিতে টাকা নাস্তি, না দিলে অষ্টম কিস্তি,
জমিদারী হ'য়ে যায় লাট॥
গোমস্তা যাইয়া শেষে, বড় কর্ত্তা কৃষ্ণদাসে,
বলিলেন অতি সকাতরে।
আপনার জমিদার, সূর্য্যমণি মজুমদার,
এ বিপদে কেবা রক্ষা করে॥
শ্রেষ্ঠ প্রজা আপনারা, দায়ে ঠেকেছি আমরা,
বিপদে দিলাম এই ভার।
এই তালুক সমস্ত, যখনেতে বন্দোবস্ত,
আপনি যামিন ছিলেন তার॥
বড় কর্ত্তা দিল সায়, কহে কত মুদ্রাদায়,
করিব তাহার উপকার।
মুদ্রা ল'ব সাত শত, গোমস্তা করে শপথ,
পৌষমাসে শুধিব এ ধার॥
গোমস্তার শুনি বাণী, গৃহ হ'তে মুদ্রা আনি,
অমনি দিলেন গোমস্তায়।
গত হ'ল পৌষমাস, দুর্ভিক্ষ হ'ল বিনাশ,
ধার শোধিবারে নাহি যায়॥
উৎপাদন হ'ল ধান্য, ধান্যে ধরা পরিপূর্ণ,
প্রজাগণ হৈল বড় সুখী।
শেষ চৈত্র মাসশুদ্ধ, আদায় বকেয়া শুদ্ধ,
প্রজাদের কর নাহি বাকী॥
বড় কর্ত্তা, গোমস্তারে কহে বার্ত্তা,
কড়ার হইলে কেন ভ্রষ্ট।
হইল কর, বাকী না রহিল আর,
ভূস্বামীর নাহি কোন কষ্ট॥

গোমস্তা করে উত্তর, আদায় হ'য়েছে কর,
তোমাদের ধার শোধ দিতে।
রাজার হুকুম নাই, কারণ হ'য়েছে তাই,
বিশেষতঃ ভ্রম মম চিতে॥
এতেক শুনিয়া বার্ত্তা, ক্রোধে কহে বড় কর্ত্তা,
এ নহে সতের ব্যবহার।
বিশ্বাসী লোকের স্থলে, হেন রূপ নাহি চলে,
বৃথা হ'ল সত্য অঙ্গীকার॥
শুন বলি মহাশয়, নিবেদি তোমার পায়,
কহ গিয়া জমিদারের ঠাই।
বৈশাখে কি জ্যৈষ্ঠ মাসে, কিস্তি আদায়ের শেষে,
তখন আমার টাকা চাই॥
ফিরে আসিল গোঁসাই, গোমস্ত শুনিয়া তাই,
কহে গিয়া জমিদার পাশে।
অষ্টমের কিস্তি শেষে, আগামীতে জ্যৈষ্ঠ মাসে,
টাকা দিতে হ'বে কৃষ্ণদাসে॥
জ্যৈষ্ঠ মাস গত হ'ল, আষাঢ় শ্রাবণ গেল,
অষ্টম আদায় হৈল সায়।
ধার নাহি দিল শোধ, বড় কর্ত্তা হয়ে ক্রোধ,
গোমস্তার পার্শ্বে গিয়া কয়॥
দায় ঠেকে জমিদার, বিপদে হ'তে উদ্ধার,
ধার করে তোমার দ্বারায়।
হেন দায়ের কারণে, আপনার কথা শুনে,
টাকা দেই মুখের কথায়॥
এখন এরূপ কার্য্য, আর নাহি হয় সহ্য,
গ্রাহ্য নাহি ধার শোধিবারে।
ত্রেতা যুগে বিভীষণ, বলেছিল যে বচন,
তাই বুঝি ঘটিল আমারে॥
বলিল রামের ঠাই, রামায়ণে শুনি তাই,
রাজত্ব ব্রহ্মত্ব কলি কালে।
রাজা হবে হিংসুক, ব্রাহ্মণ হবে মিথুক,
সেই দুই আমার কপালে॥
যাতায়াতে হ'য়ে ত্যক্ত, সহজে কহিয়া শক্ত,
বিরক্ত হইয়া অতিশয়।
নিজ গৃহে এল ফিরে, কহিলেন সবাকারে,
টাকা নাহি দিল গোমস্তায়॥
প্রবঞ্চনা মহাকষ্ট, ক্ষণে কাঁপে অধরোষ্ঠ,
টাকা বলে নহে কিছু ক্ষুণ্ণ।
মন্দের হ'ল সূচনা, কহে তারক রসনা,
বিশ্বরূপ ক্রোধে পরিপূর্ণ॥

জমিদারের অত্যাচার।

পয়ার

ভাদ্রমাসে জমিদার কাছারী আসিয়া।
অই সব বাচনিক শুনিল বসিয়া॥
গোমস্তা বলিল সব বাবুর গোচরে।
কৃষ্ণদাস কাছারি আসিয়া নিন্দাকরে॥
সহজে বিনয় করি রাময়ণ কয়।
নিন্দা করিয়াছে তার মনে যত লয়॥
বিভীষণের উপাখ্যান কহে বার বার।
কলির ব্রাহ্মণ রাজা দুয়ের আচার॥
শুনে বলিলেন মজুমদার মহাশয়।
টাকাগুলি না দেওয়াত বড়ই অন্যায়॥
গোমস্তা বলিল যদি টাকা নিতে পারে।
কাছারি আসিয়া কেন এত নিন্দা করে॥
আছে নয় কৃষ্ণদাস বড় মান্য মান।
তমে তম ভৎর্সে মম কিসে থাকে মান॥
মজুমদার বলে চল যাইব এখনে।
এত নিন্দা করে কেন আসি গিয়া শুনে॥
নৌকায় চলিল দুই পেয়াদা লইয়া।
গোমস্তার সঙ্গে ঘাটে উত্তরিল গিয়া॥
গোমস্তা কহিছে' কৃষ্ণদাসে ধ'রে আন।
দুই বৎসরের কর দেনা কি কারণ॥
পেয়াদা বাটিতে গিয়া বলে কৃষ্ণদাসে।
খাজনার জন্য বাবু ডাকে ঘাটে ব'সে॥
বড় কর্ত্তা মাঝে মাঝে খাইতেন সিদ্ধি।
সিদ্ধিমন্ত্র জপিতেন হইবারে সিদ্ধি॥
যে সময় পেয়াদা আসিয়া ডাক দিল।
সিদ্ধি সেবনের আয়োজন ক'রে ছিল॥
সাজিয়া গাজার কল্কি দিতেছে আগুণ।
সিদ্ধি সেবনের জন্য হইয়া নিপুণ॥
পেয়াদারে বলে থাক কিছু কাল বসি।
বল গিয়া জমিদারে গাজা খেয়ে আসি॥
ধরিয়া গাজার কল্কি করজাপ করি।
গাজায় দিলেন টান বলে হরি হরি॥
ক্ষণকাল দোম করি না ছাড়ি নিশ্বাস।
হইল আরক্ত নেত্র যেন কীর্ত্তিবাস॥
পেয়াদাকে কহে বাণী অন্তর নির্ম্মল।
কোথা আছে জমিদার চল দেখি চল॥
ঠাকুর চলিল বড় হরষিত চিতে।
টাকা বুঝি পা'ব আজ ভাবিল মনেতে॥
বড় কার্ত্তা জমিদারে সবিনয় কন।
আ'জ মম সুপ্রভাত রাজ দরশন॥
আপনার বাড়ী এ যে আপনার ঘর।
দয়া করি আস্থন এ বাড়ীর উপর॥
গোমস্থা কহিছে তুমি কর যে দিলে না।
কর্ত্তা বলে আগে শোধ কর মম দেনা॥
গোমস্তা হুকুম দিল পেয়াদার পর।
বৈরাগীর কাছে লও দুই সনা কর॥
তব টাকা যেই জন হাওলাত নিছে।
আদায় করগে টাকা গিয়া তার কাছে॥
কর্ত্তা কহে আগে কি তোমার টাকা দিব।
কিম্বা আমাদের টাকা অগ্রেতে পাইব॥
খোদ কর্ত্তা জমিদার কহিল বিহিত।
আগে আগু পাছে পাছ এই ত উচিত॥
বড় কর্ত্তা কহে বার্ত্তা এই কথা ভাল।
বাবুর হুকুম মম টাকাগুলি ফেল॥
গোমস্তা হুকুম দিল পেয়াদার ঠাই।
আন ধ'রে বৈরাগীরে বাকী কর চাই॥
ঘাড় ধরে বৈরাগীরে নৌকা পরে আন।
এতেক আস্পর্দ্ধা ওরে কর অপমান॥
পেয়াদা এতেক শুনি গেল বাড়ী পরে।
ধরিবারে গেলে ধরে অপমান করে॥
পেয়াদার অপমানে গোমস্তা ধাইল।
ঠাকুরের কয় ভাই রাগিয়া উঠিল॥
গোমস্তারে ধরে দুই পেয়াদার সাথ।
মারিল চপটাঘাত মুষ্টিক আঘাত॥
এমতি মারিল মার দুষ্ট গোমস্তারে।
মৃত প্রায় হইয়া রহিল ভূমে পড়ে।
মজুমদার মহাশয় নৌকা পরে ছিল।
নৌকা ধ'রে টেনে এনে কুলে উঠাইল॥
ভয় পেয়ে জমিদার থরহরি কাপ।
বলে ওরে কৃষ্ণদাস তুমি মোর বাপ॥
প্রভু-হরিচাঁদ বলে ক্ষমা কর দাদা।
মার হইয়াছে যবে মেরেছ পেয়াদা॥
বিশেষ ব্রাহ্মণ জাতি ব্রহ্মবীজে জন্ম।
বিশেষত জমিদার মারিলে অধর্ম্ম॥
প্রভু মাতা অন্নপূর্ণা নিষেধে তখন।
শুন ওরে কৃষ্ণদাস মেরনা ব্রাহ্মণ॥

আমি যাহা বলি তাহা শুন রে সকলে।
ভাল ভাবে নৌকা নামাইয়া দেও জলে॥
পেয়াদা গোমস্তা দেও নায় উঠাইয়া।
হোক্ গিয়া বড় মানুষ এ টাকা না দিয়া॥
মাতৃআজ্ঞা পেয়ে শান্ত হল পাঁচ ভাই।
আজ্ঞা অনুসারে কার্য্য করিলেন তাই॥
বড় অপমান হ'ল পেয়াদা-গোমস্তা।
বাবু বলে কাজ হ'ল বড় অব্যবস্থা॥
ভদ্র ভাবে কৃষ্ণদাস কৈল সম্ভাষণ।
ধ'রে আন এ হুকুম দিলে কি কারণ॥
কি দোষেতে করি এ প্রজার অপমান।
না দেখি পাতকী আর আমার সমান॥
এখনে প্রজার ঠাঁই করি পরিহার।
ধর্ম্ম থাকে শোধ হ'লে এই ঋণ ধার॥
এবে আর অন্য প্রজা মোরে না মানিবে।
এই অপমানে সবে অবজ্ঞা করিবে॥
ইহার বিধান কিবা করি বল তাই।
গোমস্তা চল রে চল আগে দেশে যাই॥
গোমস্তা ব্যবস্থাহীন প্রমাদ ঘটা'ল।
রসরাজ কহে কাজ নহে কভু ভাল॥

জমিদার কর্তৃক প্রজা উচ্ছন্ন বিবরণ।

পয়ার

নিজ ভবনেতে এসে মন্ত্রিগণ ল'য়ে।
মন্ত্রণা করিল সবে একত্র হইয়ে॥
বড় জমিদার কহে মন্ত্রণাপ্রবীণ।
বন্দোবস্ত সময়েতে তাহারা যামিন॥
যে সময় জমিদারী বন্দোবস্ত হ'ল।
শ্রেষ্ঠ প্রজা কৃষ্ণদাস যামিনাত ছিল॥
প্রজা দমনের তরে এই পরামিশ।
শরীক সাব্যস্ত করি করহ নালিশ॥
শরীকের অংশ নেয় কর নাহি দেয়।
কণ্ডিবিসনের নালিশ হ'ল সায়॥
তালুকের শরীক যে করিল সাব্যস্ত।
কর নাহি দেয় বলি করিল দরখাস্ত॥
কোনরূপ জবাব না দিলেন গোঁসাই।
তের হাজারের ডিক্রী হইলেন দায়ী॥
আদালতের পিয়ান আসিয়া বাটী পরে।
অস্থাবর মাল বিক্রী করিলেন পরে॥
মজুমদার নিজ নামে খরিদ করিল।
অস্থাবর সম্পত্তি সকল লুঠে নিল॥
ঠাকুরেরা পাচঁ ভাই হ'ল ফেরয়ার।
বিষয় সম্পত্তি কিছু না রহিল আর॥
সম্পত্তি লুঠিয়া নিল না হইল বাদী।
সব ছাড়ি পাঁচভাই এল ওড়াকাঁদি॥
প্রথম ভাদ্রেতে গোমস্তাকে মারিলেন।
শেষ ভাদ্রে পাঁচ ভাই বাটী ত্যজিলেন॥
বিষয় সম্পত্তি যত সব দিল ছাড়ি।
রাম দিয়া থাকিলেন সেনদের বাড়ী॥
সবলুঠে নিয়া নিল উত্তরের ঘর।
করিল কাছারী ঘর কাছারীর পর॥
সাত দিন পরে সে কাছারী পুড়ে গেল।
দুই গোলা ধান্য পুড়ে ভস্মীভূত হ'ল॥
সূর্য্যমণিমজুমদার পার্ব্বতীচরণ।
দুই ভাই করিলেন কথোপকথন॥
কি অধর্ম্ম করিলাম বৈরাগীর বাটী।
মিথ্যা করি বিষয়াদি আনিলাম লুঠি॥
প্রজার বাসর ঘর করিনু কাছারি।
দাহ হ'য়ে গেল সব পাপ ছিল ভারি॥
সূর্য্যমণি বলে ভাই পার্ব্বতীচরণ।
জমিদারী রবেনারে পাপ আচরণ॥
পার্ব্বতী বলিল দাদা এত যদি জান।
ভিটার প্রজাকে তবে ক'য়ে ব'লে আন॥
আশ্বিন কার্ত্তিক মার্গশীর্ষ পৌষ মাস।
রাম দিয়া সেনদের বাটী কৈল বাস॥
কখন কখন যাইতেন ওড়াকাঁদি।
কখনও সফলাডাঙ্গা যাইতেন যদি॥
দুইদিন কিম্বা একদিন মাত্র থাকি।
আনিতেন কোন দ্রব্য মূল্যবান দেখি॥
কতদিন পরে সেই রাম দিয়া ছাড়ি।
থাকিলেন ভজরাম চৌধুরীর বাড়ী॥
চৌধুরীর বাসবাড়ী ওড়াকাঁদি গ্রাম।
পরম বৈষ্ণব জপে রাধাকৃষ্ণ নাম॥
প্রভুর মাতুলবংশ পঞ্চ সহোদর।
রামচাঁদ স্বরূপ যে অতি গুণাকর॥
ঠাকুরেরা তার পিতৃস্বসার কুমার।
কয় ভাই সেই বাটী বাঁধিলেন ঘর॥
এক আত্মা এক প্রাণ তুল্য দশ ভাই।
পিস্তাতমামৃতাত ভ্রাতা ভিন্ন ভেদ নাই॥

বৈষ্ণবের শিরোমণি ছিল ভজরাম।
প্রভুদের সঙ্গে সদা করে হরিনাম॥
হরিকথা কৃষ্ণকথা হ'য়ে একতর।
কোন কোন নিশি হ'ত অই ভাবে ভোর॥
চৌধুরীর বাটী ছিল পঞ্চ সহোদর।
একা প্রভু আমভিটা বাঁধিলেন ঘর॥
তথা আসি পারিষদ্গণের মিলন।
রাত্রি দিবা করিতেন হরিসংকীর্ত্তন॥
তার পূর্ব্ব অংশে ছিল পোদ্দারের বাটী।
চারি ভাই সেইখানে বাঁধিলেন ভিটী॥
অই বাটী পূর্ব্বকালে বিশ্বনাথ ছিল।
সেজন বৈরাগী হ'য়ে বৃন্দাবনে গেল॥
এ ভাবে করিল সবে ওঢ়াকাঁদি বাস।
কবি বলে শুনিলে পাপের হয় নাশ॥

প্রভুদের প্রতি জমিদারের বিনয়।

পয়ার।

স্থানত্যাগী ওঢ়াকাঁদি আছে পঞ্চভাই।
জমিদারে লুঠে নিল বিত্ত কিছু নাই॥
পার্ব্বতীচরণ বাবু ওঢ়কাঁদি গিয়া।
প্রভুদের বলিলেন বিনয় করিয়া॥
বহু স্তুতি মিনতি করিল বারেবার।
সফলা নগরে যেতে করি পরিহার॥
কৃষ্ণদাস বলে শুন শুন মহাশয়।
আর না হইব প্রজা তোমার ভিটায়॥
তুমি রাজা নাহি তব উচিত বিচার।
তোমার সমান অধার্ম্মিক নাহি আর॥
একবার যার সঙ্গে হ'য়েছে শত্রুতা।
পুন তার সঙ্গে কেহ না কর মিত্রতা॥
নারীকে রাজাকে নাহি বিশ্বাস করিবে।
চাণক্য পণ্ডিতবাক্য-মিথ্যা নাহি হ'বে॥
বিশেষ বিভীষণের প্রতিজ্ঞা র'য়েছে।
সে বাক্য মোদের পক্ষে সকল ফ'লেছে॥
জমিদার কহে তোমাদের টাকা দিব।
সাতশত টাকা সুদ সহ শোধ হ'ব॥
ধান্য গোলা ঘর গরু যত লুঠিয়াছি।
নিহেতু আমরা বড় দুষ্কর্ম্ম করেছি॥
ইহকালে আমাদের হইল দুনাম।
আখেরে হইবে মন্দ বুঝে দেখিলাম॥

জমাজমি তোমাদের ছিল যে সমস্ত।
অন্যের সহিতে করি নাই বন্দোবস্ত॥
যত লুঠ করিয়াছি অস্থাবর মাল।
বুঝে দিব খাট পাট ঘটি বাটি থাল॥
যা হ'বার হ'য়েছে আমিত জমিদার।
তোমাদের নিকটেতে করি পরিহার॥
পঞ্চ ভাই জমিদার নিকটে আসিয়া।
কহিলেন ভূস্বামীরে বিনয় করিয়া।
আমাদের ক্রোধ আর নাহি তোমা প্রতি।
এখানে আসিয়া মোরা হইয়াছি স্থিতি॥
রাজারামরত্ন রায় মহিমা অপার।
হইয়াছি তার প্রজা করে অঙ্গীকার॥
এখনে তাহাকে ত্যাগ করা বড় লাজ।
বিনা দোষে ভিটা ছাড়া অধর্ম্মের কাজ॥
বিনা অপরাধে বল কেবা ছাড়ে বাপ।
এখন তোমার ভিটা যেতে যাওয়া পাপ॥
এত শুনি বাবু তবে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।
নিজ ঘরে গেল ফিরে হইয়া নৈরাশ॥
স্বচ্ছন্দে আনন্দ চিতে সুখে করে বাস।
বড় কর্ত্তা কৃষ্ণদাস করিল প্রকাশ॥
হরি হরি বল ভাই নাম কর সার।
তারক কহিছে হরি হ'বে কর্ণধার॥

পঞ্চ ভাই পৃথগন্ন ও মুদ্রা বণ্টন।

লঘু ত্রিপদী

পঞ্চ ভাই, এক ঠাই, বসিয়া হরিষে।
হৃষ্টমনে, ভ্রাতৃগণে, কৃষ্ণদাস ভাষে॥
কল্য দিনে, মম মনে, ভাবিয়াছি যাহা।
হৃদি খুলে, সবে স্থলে, বলি ভাই তাহা॥
দেখ ভাই, এক ভাই, করে ঠাকুরালী।
পারে যদি, করে বিধি, মন্দ নাহি বলি॥
যে সময়, ত্যাগ হয়, সফলা নগরী।
এর আগে, হ'তে লাগে, প্রকাশ ঠাকুরী॥
তাহা যত, অবগত, লিখিব সে লীলে।
শুন বার্ত্তা, বড় কর্ত্তা, এবে যা কহিলে॥
হ'লে বংশ, বহু অংশ, হইব পৃথক।
সরাজিতে, একালেতে, হইব বণ্টক॥
কর্ম্ম ছাড়া, ঘর ছাড়া, হ'য়েছি নাচার।
যে অবস্থা, এ ব্যবস্থা, হওরে পৃথক।

চারি ভাই, শুনে তাই, বাক্যে দিল সায়।
বড় কর্ত্তা, কহে বার্ত্তা, য'বে লুঠ হয় ॥
মোর ঠাই, আছে ভাই, মুদ্রা দশশত।
দ্বিশতক, এক এক, ভাগ পরিমিত ॥

পয়ার।

মহাপ্রভু বলে ভাই আমার নিকটে।
এইক্ষণ পঞ্চশত টাকা আছে বটে ॥
তৈলের দোকান করিয়াছি বিনা হাটে।
এই টাকা লভ্য আছে আমার নিকটে ॥
এর এক এক শত পাবে একজন।
এই টাকা সবে লহ করিয়া বণ্টন ॥
যার যার অংশ সেই সেই বুঝে নিল।
তিন শত টাকা একজনে অংশে পেল ॥
বিশ্বনাথ ভিটা পরে চারি সহোদর।
মহাপ্রভু র'ল আমভিটা বেঁধে ঘর ॥
জমিদার ফিরে গেল সফলা নগরী।
করিল বহু বিলাপ আসিয়া কাছারী ॥
কহিল নিষ্ঠুর বাণী তারা পঞ্চ ভাই।
উচ্ছন্ন করেছি প্রজা ভাল করি নাই ॥
রাজার মিনতি আর বণ্টনের লীলা।
শ্রবণে গৃহেতে লক্ষ্মী থাকেন অচলা ॥

শ্রীধাম শ্রীওড়াকাঁদি প্রভুর বিরাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ ॥

ব্রজনাথের জীবন ত্যাগ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

প্রভু যবে রামদিয়া, ব্রজনাথ সঙ্গে গিয়া,
প্রভু সঙ্গে রঙ্গেতে বেড়ায়।
পরে উড়িয়া নগরে, মহাপ্রভু বাস করে,
ব্রজনাথ সফলাডাঙ্গায় ॥
ফিরে এল জমিদার, প্রভু না আসিবে আর,
ওড়াকাঁদি হ'ল বাসস্থান।
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাণী, বুকে করাঘাত হানি,
ব্রজনাথ ত্যজিল পরাণ ॥
গিয়া উত্তরের ঘরে, মধ্য চৌকি খাম্বা ধ'রে,
দাদা বলে ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দাড়া'য়ে ত্যজিল তনু, বাহিরায় পরমাণু,
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যায় তার ॥
যেন শশী প'ল খসি, ব্রজনাথ জ্যোতি আসি,
হরিচাঁদ পদে লুকাইল।
তার ভ্রাতাগণ যত, করিল অগ্নি সংস্কৃত,
কবি কহে রবি ডুবে গেল ॥

পঞ্চম তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণ দাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস ॥
জয় শ্রীস্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈল অবতার ॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন ॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময় ॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি সবে কর আত্মসাৎ ॥

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক কৃষিকার্য্য।

পয়ার।

বর্ণনা অতীত ঠাকুরের লীলা যত।
আর দিন হইলেন কৃষিকার্য্যে রত ॥
সফলানগরী প্রভু যবে কৈল বাস।
ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরত্ব হইল প্রকাশ ॥
একদিন শুভদিন রজনী প্রভাত।
তিন ডাক ছাড়ে প্রভু কোথা বিশ্বনাথ ॥
মুহূর্ত্তেক পরে বিশ্বনাথ উপস্থিত।
বলে প্রভু ডাক কেন কহ মনোনীত ॥
সকলে বিস্ময় মানি আশ্চর্য্য গণিল।
কোথা হ'তে ডাকিল বা কোথা হ'তে এল ॥

বহুদিন বিশ্বনাথ হ'ল দেশান্তরী।
শুনিয়াছি বৃন্দাবনে হ'য়েছে ভিখারী॥
বিশ্বনাথ নিকটে কহেন হরিচাঁদ
ওরে বিশে আমার হ'য়েছে এক সাধ॥
বসিয়া বসিয়া বৃথা গত হ'ল কাল।
আয় মোরা একদিন চাষ করি হাল॥
সর্ব্বকার্য্য হ'তে শ্রেষ্ঠ কৃষিকার্য্য হয়।
এ কার্য্য না করা আমাদের ভাল নয়॥
এক দিন হাল ধরি আর না ধরিব।
বলরাম ভক্ত মোরা আজ হ'তে হ'ব॥
বিশ্বনাথ বলে প্রভু যে ইচ্ছা তোমার।
হ'ল ধর হ'য়ে অদ্য শোধিত কড়ার॥
হালুয়ারা হাল ধরে হাসি কয় কথা।
ভাল হ'ল অদ্য পা'ব লাঙ্গলের গাতা॥
প্রভু বলে পা'ব হাল মোরা গিয়া লই।
আ'জ মোরা সবে গিয়া হলধর হই॥
একবার হ'য়েছিনু তৈলের দোকানী।
হাল ধরা চাষ করা মোরা নহে জানি॥
সর্ব্ব কর্ম্ম করা ভাল গৃহীজন পক্ষে।
গৃহস্থের করা ভাল সর্ব্ব কার্য্য শিক্ষে॥
মোরা যে যোগাল দেই তোরা নিস হাল।
মোরা আজ হাল ধরি তোরা যে যোগাল॥
এত বলি মহাপ্রভু নিজে হাল নিল।
বিশ্বনাথ এক হাল স্কন্ধেতে করিল।
গোগৃহের গরু যত বাহির করিয়া।
ধেনু বৎস্য বলদ লইল চালাইয়া॥
একবন্দ জমি দুই বিঘা পরিমাণ।
বহুদিন সে জমিতে নাহি হয় ধান॥
সব জমি মধ্য হ'তে লোণা উথলিয়া।
বুনাইলে ধান্য যায় করা'টে হইয়া॥
চারি বর্ষ সে জমিতে হাল চাষে নাই।
সেই জমি চাষ কর্ত্তে লাগিল গোঁসাই॥
লোকে বলে এ জমিতে ধান্য নাহি ফলে।
বৃথা পরিশ্রম প্রভু কর বা কি বলে॥
এত শুনি হাসি মুখে কহেন গোসাই।
অফলা জমিতে আমি সুফল ফলাই॥
যশোমন্ত পুত্র আমি নাম হরিচাঁদ।
এবার করিব যত পতিত আবাদ॥
এদেশে আবাদী তোরা চিনিলি না কেহ।
মাটী যে অফলা থাকে এ বড় সন্দেহ॥
পতিত আবাদ জন্য আশা এ দেশেতে।
কি ফল ফলিবে টের পাবি ভবিষ্যতে॥
খাটি মাটি হ'লে ফল নাহয় বিফল।
ভক্তি করে ডাকে তারে দেই প্রেমফল॥
যে ফল চাহিবি তোরা সে ফল পাইবি।
কল্প-বৃক্ষমূলে যদি প্রার্থনা করিবি॥
সফলা নগরী রই যে চাহে যে ফল।
বিফল না হয় ফল সে পায় সে ফল॥
বীজ আন বুনি ধান ফল পাবি শেষে।
ধান্য সতী তার পতি আছে এই দেশে॥
যেদিন করিল চাষ সেদিন বুনিল।
বুনাইয়া পুন চাষ আরম্ভ করিল॥
এমন সময় হ'ল মেঘের লক্ষণ।
ঘন ঘন ঘন করে ভীষণ গর্জ্জন॥
উত্তরে যাইয়া মেঘ বেগ বহে বাতে।
ঘোর অন্ধকার নিশি হইল দিবাতে॥
চিকি চিকি তড়িৎ তাহাতে আলোময়।
বিদ্যুৎজ্যোতি ঠাকুরের অঙ্গে লীন হয়॥
প্রভুর অঙ্গেতে জ্যোতি এক একবার।
মাঝে মাঝে ঝলসিছে বিদ্যুৎ আকার॥
বরষণ ঘন ঘন হয় বহু বহু।
শীলাপাত বজ্রাঘাত হয় মুহুর্মুহু॥
চতুর্দ্দিকে হয় বৃষ্টি ঠাকুর যে ভূমে।
একবিন্দু পাত নাহি হয় কোন ক্রমে॥
ভাদ্রমাসে স্রোত যেন মহাবেগে ধায়॥
তেমতি বৃষ্টির ধারা পতিত ধরায়॥
চতুর্দ্দিকে বৃষ্টিজলে স্রোত বহি যায়।
প্রভু যে জমিতে জল নাহি প্রবেশয়॥
সে ভূমি হইতে উচ্চ বিঘত প্রমাণ।
বহে জল ঠাকুরের ভূমিতে না জান॥
হাল উঠাইল যবে চাষ হ'ল সারা।
তখন জমিতে বহে বিন্দু বিন্দু ধারা॥
বীজ বপনের হ'ল সুযোগ তাহাতে।
ধান্যাঙ্কুর উপজিল সপ্তম দিনেতে॥
এমতে হইল সব চারার পত্তন।
রহে পরিষ্কার ভূমি না হইল বন॥
আউস হইল আর হইল আমান্য।
দুই বিঘা জমিতে দ্বিগুণ হৈল ধান্য॥
প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
হরিচাঁদ অবতীর্ণ হ'ল অবনীতে॥

প্রথমে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম তৈলের দোকান।
বাণিজ্যপ্রণালী শিক্ষা সবে কৈল দান ॥
হাতে করে কাম মনে মুখে করে নাম।
রসরাজ করে তার চরণে প্রণাম ॥

নিষ্কাম বা আত্মসমর্পণ।

পয়ার।

এইমত ঠাকুরাণী হইল প্রকাশ।
পরে এসে ওঢ়াকাঁদি করিলেন বাস ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভুর যে শ্রীগুরুচরণ।
তাহার অনুজ নাম শ্রীউমাচরণ ॥
বাস কৈল ওঢ়াকাঁদি আমভিটা খ্যাত।
পুরাতন ভিটা ছিল না ছিল বসত ॥
ঠাকুরের পুত্র কন্যা কিছু না জন্মিতে।
অলৌকিক লীলা সব করেন ক্রমেতে ॥
আমভিটা ঘর করি মহাপ্রভু কয়।
দেখি কার্য্য না করে কি খেতে পাওয়া যায় ॥
দিবারাত্রি খাটি কেহ না পারে আটাতে।
অন্নহীন যায় দিন ভ্রমে পথে পথে ॥
কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ম্ম করে আশা হয় হানি।
দোকান পাতিয়া লভ্য না পায় দোকানী ॥
অর্থ-লোভে কার্য্যক্ষেত্রে জীবন কাটায়।
আত্মস্বার্থ খাটাইয়া লভ্য কই পায় ॥
কেহ না করিয়া কার্য্য রাজ্যপ্রাপ্ত হয়।
কোটি লোকে দাস হ'য়ে পড়ে তার পায় ॥
সুখদুঃখ সংসারের যত বাহ্য কার্য্য।
যে করায় তারে কেহ নাহি করে গ্রাহ্য ॥
যখন গৌরাঙ্গ প্রভু লীলা প্রকাশিল।
কি কার্য্য করিল সবে কেবা খেতে দিল ॥
মুনি ঋষি যোগী ন্যাসী তপস্যা করিত।
কহ দেখি কে কোথায় না খেয়ে মরিত ॥
বহু জীব মীন পাখী কীট পতঙ্গম।
আত্মস্বার্থ কর্ম্মত্যাগী নিষ্কাম নিয়ম ॥
আজ হ'তে কাজ কর্ম্ম সব ত্যজিলাম।
পবিত্র চরিত্র নামে রুচি রাখিলাম ॥
যদ্যপি আমরা নহে সে কাজের কাজি।
পাই কিনা পাই খেতে ব'সে থেকে বুঝি ॥
এত বলি মহাপ্রভু নামধ্বনি দিল।
ভক্তগণে হরি বলি নাচিতে লাগিল ॥

এ ভবসংসারে প্রভু বৃথা দিন যায়।
রসনা-বাসনা পাদ-পদ্ম মধু পায় ॥

বৈশ্য দস্যুর প্রস্তাব।

পয়ার।

নররূপে লীলা জীবশিক্ষার কারণ।
শিখাইল জীবগণে আত্মসমর্পন ॥
বসিতেন মহাপ্রভু ভক্তগণ ল'য়ে।
কেহ এসে নিয়া যেত নিমন্ত্রণ দিয়ে ॥
পথে যেতে ভক্তগণ নামগান করে
কত লোক কাঁদিতেন প্রভুপদ ধরে ॥
কেহ বা দাঁড়া'ত পথে হস্ত প্রসারিয়া।
বাঞ্ছা পুরাইত তার গৃহেতে যাইয়া ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত অন্ন পায়স পিষ্টক।
ভক্তমনোনীত দ্রব্য যত আবশ্যক ॥
কোন দিন মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
থাকিতেন সুধাময় কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
নাম গান প্রেম কথা সর্ব্বদা আনন্দ।
ডাকিয়া হাকিয়া বলে বল রে গোবিন্দ ॥
একদিন হরিচাঁদ বসিয়া বিরলে।
নিষ্কাম প্রবন্ধে পুরাতন কথা বলে ॥
শুন শুন ভক্তগণ কথা পুরাতন।
রাঢ় দেশে ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দোহে বড়ই দুঃখিত।
ব্রাহ্মণ সে দস্যু, জ্ঞান নাহি হিতাহিত ॥
বনমধ্যে গিয়া চুরি ডাকাইতি করে।
ধন সব লুটে লয় লোকে মরে ডরে ॥
রাজা টের পেল এই দুরীত ব্রাহ্মণ।
দস্যুবৃত্তি করি করে ধন উপার্জ্জনে ॥
মহারাজ একদিন মহাক্রোধ করি।
লোক দিয়া লুঠিল সে ব্রাহ্মণের বাড়ী ॥
নিযুক্ত করিল গ্রামে চারিটী সিপাই।
কোন খানে ব্রাহ্মণের যেতে সাধ্য নাই ॥
ভিখারী হইয়া ভিক্ষা করিবারে যায়।
দস্যু বলি কেহ তারে ভিক্ষা নাহি দেয় ॥
এখনে তাহাকে কেহ ভয় নাহি করে।
নির্ভয় হইল সবে দস্যু মরে ডরে ॥
ব্রাহ্মণের ঘরে আর নাহি মিলে অন্ন।
দূর দূর করে সবে গেলে ভিক্ষা জন্য ॥

উপায় নাহিক আর অন্ন নাহি পায়।
অন্ন বিনে দৈন্য দশা জীর্ণ শীর্ণ কায়॥
ব্রাহ্মণী কহিছে এবে উপায় কি করি।
অন্য কষ্টে ইচ্ছা হয় ফাঁসী ল'য়ে মরি॥
ব্রাহ্মণ কহিছে তবে ব্রাহ্মণীর ঠাই।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ অদ্য আমি ভিক্ষা লাগি যাই॥
যদি ভিক্ষা নাহি পাই মরিব পরাণে।
শেষে তুমি প্রাণ ত্যজ মম মৃত্যু শুনে॥
এত বলি দস্যু কাননেতে চলে গেল।
গলে ফাঁস ল'য়ে দ্বিজ ঝুলিতে লাগিল॥
তাহা দেখি রাজদূত ফিরাইয়া আনে।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দোহে দিল রাজা স্থানে॥
হুকুম হইল এরা সাত দিন তরে।
বন্দিভাবে থাকিবেক রাজ কারাগারে॥
আর সাত দিন এরা বাটীতে থাকিবে।
রাজদূত সঙ্গে করি ভিক্ষা মেগে খাবে॥
এই ভাবে কষ্টে করে কালের হরণ।
জীয়ন্তে মরণ সম না হয় মরণ॥
কাঞ্চিগ্রামে এক বিপ্র বৈষ্ণব সুজন।
লীলাজী বলিয়া নাম প্রেম মহাজন॥
সেই গ্রামে বৈশ্য সাধু এক সদাগর।
সাধু বৈষ্ণবের সেবা করে নিরন্তর॥
বৈশ্য সাধু বাড়ী সাধু আসে আর যায়।
অন্য ঠাই ভ্রমি আসে সাধুর আলয়॥
সাধু বৈশ্য বৈষ্ণব সেবায় মন কৈল।
শত শিষ্য সঙ্গে করি লীলাজী চলিল॥
দস্যু দুষ্ট বৃদ্ধ দ্বিজ ভেবেছেন মনে।
এ সব লোকেরে সাধু খেতে দেয় কেনে॥
পায়স পিষ্টক ঘৃত দুগ্ধাদি শাল্যন্ন।
লুচি পুরী ছানা দধি জল পান জন্য॥
মালা ল'য়ে সাধ হ'য়ে অঙ্গে করে ফোঁটা।
কি বুঝিয়া খেতে দেয় সদাগর বেটা॥
এবে আমি সাধু হ'য়ে ভুলাইব লোক।
ভিক্ষা করি খেতে পা'ব পরিয়া তিলক॥
লীলাজী যাইতে পথে দস্যু ধরে পায়।
বলে প্রভু এক ছড়া মালা দেও আমায়॥
লীলাজী বলেন তোর মালাতে কি কাজ।
দস্যু বলে সাধু হ'ব ল'ব সাধু সাজ॥
হাসিয়া দিলেন সাধু এক খণ্ড মালা।
ব্রাহ্মণ বলেন মোর গেল [illegible] জ্বালা॥
মালাটী লইয়া গলে লইলেন ফোঁটা।
চুল ফিরাইয়া মাথে বাঁধে উভ ঝুটা॥
হরি হরি বলি ছাড়ে ঘন ঘন ডাক।
সদাগর ভবনেতে দিল গিয়া হাক॥
সদাগর ভাবিলেন দস্যু এ ব্রাহ্মণ।
এর যদি হ'য়ে থাকে হরিনামে মন॥
বেশী করি সমাদর করিব উহারে।
তাতে যদি দস্যুবৃত্তি হ'তে মন ফিরে॥
সেবাসুশ্রুষাদি বহু মতে তারে কৈল।
তাহাতে দস্যুর আরো গাঢ় ভক্তি হৈল॥
ভাবে মনে বহু দিন করি দস্যুবৃত্তি।
এই মত খেতে দিয়া কেবা করে ভক্তি॥
অন্নাভাবে দুটা ভাত খাইবার লাগি।
ভাব ধ'রে হইয়াছি কপট বৈরাগী॥
তাহাতে যে খেতে মেলে কহন না যায়।
প্রকৃত বৈরাগী হ'লে আরো কিবা হয়॥
অন্বেষী কাঁচের পাত্র প্রাপ্ত হৈনু সোণা;
সাধুপদরজ বাঞ্ছে তারক রসনা॥

দস্যুর দীক্ষাগ্রহণ।

পয়ার।

লীলাজীর কাছে গিয়া কেঁদে কেঁদে কয়।
প্রভু মোরে শিষ্য করি দেহ পদাশ্রয়॥
লীলাজী তাহাকে দিল কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষে।
বলে আমি হরি বলে মেগে খাব ভিক্ষে॥
সদাগর ভবনেতে ছিল যে বৈষ্ণব।
হরি হরি বলে উঠে নৃত্য করে সব॥
সবে বলে চেয়ে দেখ বৈষ্ণবের গণ।
বৈষ্ণব হইয়া গেল এ দস্যু ব্রাহ্মণ॥
সদাগর ভাবে ডাকাইত এ ব্রাহ্মণ।
দায় ঠেকে হরি বলে পাইতে ভোজন॥
অধিকাংশ ধন দিলে বলিবেক হরি।
খেতে পেলে আর নাহি করিবেক চুরি॥
এত ভাবি সদাগর তারে দিল ধন।
রজত সহস্রমুদ্রা করিল অর্পণ॥
আশাতীত ধন পেয়ে আনন্দ বাড়িল।
দৃঢ় করে ব্রাহ্মণ বলিছে হরি বল॥
ধন লয়ে ভক্ত হ'য়ে দ্বিজ গেল বাড়ী।
ব্রাহ্মণীকে কহে পূর্ব্ব বুদ্ধি দিনু ছাড়ি

হরি বলে ধন পাই আরো পাই খেতে।
ইচ্ছা নাই আর যাই ডাকাতি করিতে॥
ব্রাহ্মণ বৃত্তান্ত তারে কহিল সকল।
ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী মিলে বলে হরিবল॥
রাজ দূত তাহা শুনি রাজাকে জানায়।
শুনিয়া রাজার মন হরষিত হয়॥
রাজা বলে প্রজা যদি হইল বৈরাগী।
রাজভেট উপহার লও তার লাগি॥
দুই রাজদূত দুই রাজভেট ল'য়ে।
স্তব করে ব্রহ্মণেরে রাজ ভেট দিয়ে॥
দ্বিজ ভাবে বৈষ্ণবের সাজের কি গুণ।
বেশ দেখে বৈশ্য মোর সেবায় নিপুণ॥
আরো যবে কৃষ্ণমন্ত্র করিনু গ্রহণ।
তাহা দেখি সদাগর মোরে দিল ধন॥
পরম বৈষ্ণব ধর্ম্ম ধন্ত ধন্য মানি।
রাজা দিল ভেটে দূতে কহে স্তুতি বাণী॥
বিশুদ্ধ বৈরাগী আমি যখনে হইব।
নাহি জানি তখনে কি হ'ব কিনা হ'ব॥
এ হেন বৈরাগ্য আমি কবে বা পাইব।
কবে ব্রজে যাব আমি কবে দীন হ'ব॥
এ হেন বৈষ্ণব ধর্ম্ম আমাকে ছাড়িয়া।
কোথা ছিল হরিনাম আমাকে বঞ্চিয়া॥
যখন হইল মম দস্যুবৃত্তি মন।
কোথায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ছিলরে তখন॥
যে নামে জগৎ ভুলে প্রেমে মত্ত হ'য়ে।
সেই নাম মোরে ত্যজে ছিল লুকাইয়ে॥
পেয়েছি তোমাকে যদি আর কি ছাড়িব।
যে দেশে তোমাকে পাব সেই দেশে যাব॥
আর না করিব আমি কর্ম্ম দুরাচার।
অভেদ নামনামীন বুঝিলাম সার॥
দস্যুবৃত্তি করি নিত্য ভুঞ্জিয়াছি দুঃখ।
একদিন বৈরাগী হইয়া কত সুখ॥
কল্য যারা আমাকে ক'রেছে দূর দূর।
তাহারা আদরে বলে বৈষ্ণব ঠাকুর॥
রাজ দূত দণ্ড দিত আমাকে ধরিয়া।
রাজা মোরে দণ্ড দিছে কারাগারে নিয়া॥
সেই রাজা সেই দূতে ব'য়ে দেয় ভেট।
বোধ হয় যমরাজা মাথা করে হেট॥
কিবা মন্ত্র লীলাজী দিলেন শিখাইয়া।
গৎ বৈষ্ণব হো'ক আমাকে দেখিয়া॥
কিবা বৈষ্ণবের গুণ কহা নাহি যায়।
বেশ ধরিলেই মাত্র চোর সাধু হয়॥
একদিনমাত্র আমি সাধুসাজ পরি।
আর ফিরে মোর মনে না আইসে চুরি॥
একবার নাম নিলে যত পাপ হরে।
পাপীর কি শক্তি আছে তত পাপ করে॥
এই জন্যে নামে হ'ল ব্রহ্মাদেব দীক্ষে।
অভেদ নাম নামীন পাইনু পরীক্ষে॥
এই জন্যে নামে হৈল বৈষ্ণবী পার্ব্বতী।
এই জন্য রত্নাকর ছাড়ে দস্যুবৃত্তি॥
নারায়ণ অংশে রত্নাকর জন্ম ধরে।
নামের মাহাত্ম্য জানাইতে পাপ করে॥
যার নাম সেই এই মাহাত্ম্য জানা'ল।
আর এক কথা মোর মনেতে হইল॥
জেনে তত্ত্ব নামে মত্ত শঙ্কর গোঁসাই।
যার নাম তার অঙ্গ তারাই তারাই॥
পাপী করে পাপ তাপ সাধুসঙ্গ লয়।
একবার নাম নিলে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়॥
অন্নকষ্ট ছলা করে বেশ ধরিলাম।
অনিচ্ছাতে নাম ল'য়ে বৈষ্ণব হৈলাম॥
আমি যে বৈষ্ণব হই আমি কেন কই।
ইহাতে কি আমি বড় অপরাধী হই॥
আমি যে বৈষ্ণব আমি যদি নাহি কই।
তাহা না বলিলে নামে গুণ থাকে কই॥
লীলাজী গুরু যে মম তার গুণ কই।
পরশ পরশে আমি বৈষ্ণব যে হই॥
পরশ পরশে যেন লৌহ হয় সোণা।
বৈষ্ণব পরশে কেন বৈষ্ণব হ'ব না॥
হাতে তালী দিয়া বলিল যে সাধু সব।
চোর ছিল দ্বিজসুত হইল বৈষ্ণব॥
বৈষ্ণবের মুখপদ্ম বাক্য অখণ্ডিত।
অই বলে আমি সাধু হইনু নিশ্চিত॥
খেতে সুতে বসিতে আমার চিন্তা নাই।
ভুক্তি দাসী লক্ষ্মীমাতা কুবের সেবাই॥
জীব সৃষ্টি করে সে কি আহার দিবে না।
নিরবধি কৃষ্ণপ্রেম করহ ভাবনা॥
যে কিছু দেখহ ভাই কৃষ্ণের সকল।
আর সব ধাঁধাঁ বাজী বল হরিবল॥
একদিন লীলাজীউ মহোৎসবে যেতে।
সদাগর বাটী যায় বহু শিষ্য সাতে॥

লীলাজীর মন হ'ল দস্যু ব্রাহ্মণেরে।
দিয়াছিনু মন্ত্র দেখে যাই সে কি করে॥
এতেক ভাবিয়া সাধু বাহুড়ী চলিল।
দস্যু শিষ্য বাটী এসে উপনীত হ'ল॥
দূরে থেকে লীলাজীকে করি দরশন।
ঊর্দ্ধবাহু করি নৃত্য করে'ছে ব্রাহ্মণ॥
ক্ষণে কক্ষবাদ্য ক্ষণে করে দণ্ডবৎ।
লীলাজী চরণে নত হ'ল দণ্ডবৎ॥
লীলাজীকে স্কন্ধে করি নাচিতে নাচিতে।
হরি হরি বলি ল'য়ে চলিল বাটীতে॥
রাজভেট সামগ্রী যতেক ছিল ঘরে।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তাতে গুরু সেবা করে॥
গ্রাম্য লোকে করে সুখে জয় জয় ধ্বনি।
খাও খাও লও লও এই মাত্র শুনি॥
ব্রাহ্মণের প্রেম দেখি বৈষ্ণব সকল।
গ্রাম্য লোক সঙ্গে মিশে বলে হরিবল॥
নগরবাসিনী রামাগণে বলে হরি।
সাধুসেবা জন্য আনে চা'ল তরকারী॥
সাধু সেবা মহোৎসব তাহাতে হইল।
দ্রব্যাদি উদ্বর্ত্ত আরো কতই রহিল॥
সদাগরদত্ত সহস্রেক মুদ্রা ছিল।
লীলাজী চরণে দস্যু সব এনে দিল॥
লীলাজী বলিল সব দিলে যে আমায়।
খাইতে পরিতে বাপু তোর কি উপায়॥
বিপ্র বলে এত দিন দেখেছি খাইয়া।
খাইয়া ফুরাতে নারি আপনার দয়া॥
যে ধন আমারে প্রভু করেছেন দান।
ত্রিভুবনে ধন নাই তাহার সমান॥
সত্যভামা ব্রতকালে দান নিল মুনি।
উদ্ধব লিখিয়া দিল নাম চিন্তামণি॥
সে ধনমিশ্রিত রস যে বা করে পান।
সুস্বাদ নাহিক আর সে সুধা সমান॥
দয়া করি সেই সুধা খেতে দিলে মোরে।
পেট ভরে খেলে সুধা আরো ক্ষুধা বাড়ে॥
হেন যদি জ্ঞান করি আমি বড় দীন।
উচ্চ শৃঙ্গে টেনে তুলে তোমার কপিন॥
ভবগৃহে তব ভাবশয্যায় শয়ন।
নিদ্রা দেবী চৌকিদেন থাকিয়া চেতন॥
তব আশীর্ব্বাদে মোর বাস বহির্ব্বাস।
বাসে বাসে দেশে দেশে গৌরদেশে বাস॥
রাজদূতে দণ্ড দিত ঘোর চোর জেনে।
দূত রাজাভেট দেয় রাজলক্ষ্মী সনে॥
তোমার মহিমা প্রভু জানিল সকলে।
কল্য চোর অদ্য সাধু তব কৃপা বলে॥
তব মন্ত্র বল এবে হইল প্রকাশ।
ব্রহ্মপদ হ'তে উচ্চপদ কৃষ্ণদাস॥
এ সব বৈভব দেখে মনে হয় হাসি।
ভুক্তি সহ মুক্তি দেবী হইয়াছে দাসী॥
এত শুনি লীলাজীউ ধরি দিল কোল।
প্রেমানন্দে সাধুগণে বলে হরিবোল॥
গুরু কহে এবে কর তীর্থ পর্য্যটন।
দ্বিজ কহে তীর্থ-রাজ তব শ্রীচরণ॥
গুরু কহে সব লোকে করে গিয়া তীর্থ।
গয়াধামে পিণ্ড দিলে ত্রিকুল পবিত্র॥
শিষ্য বলে কর্ণে মন্ত্র দিয়াছ যে মাত্র।
তদবধি কোটি কুল স্বর্গে করে নৃত্য॥
পতিতপাবন যত বৈষ্ণবসমাজ।
গেল দিন কহে দিন কবি-রসরাজ॥

শাপভ্রষ্টা ব্রাহ্মণীর টিকটিকী রূপ ধারণ ও মোক্ষণ।

পয়ার।

গুরু সঙ্গে শিষ্য কহে মধুর বচন।
হেনকালে শুন এক আশ্চর্য্য ঘটন॥
দৈবে চাল হ'তে এক টিকটিকী পড়ি।
গর্ব্ভিণী অবস্থা গেল পেট ফেটে মরি॥
টিকটিকী মরে গুরু সাক্ষাতে পড়িয়া।
দ্বিজ কৃষ্ণদাস কাঁদে গড়াগড়ি দিয়া॥
গুরুর সম্মুখে কেন জীবহত্যা হ'ল।
পেট ফাড়ি গড়াগড়ি কত কষ্টে মল॥
তাহাতে এতেক কষ্ট টিকটিকী পেল।
কি হ'ল কি হ'ল বলে কাঁদিতে লাগিল॥
এত কষ্টে গুরু হে জেষ্ঠীর মৃত্যু হয়।
দেখে দুঃখে বুক ফাটে প্রাণ বাহিরায়॥
হরি হরি বলি দ্বিজ কাঁদিতে লাগিল।
ভগ্ন ডিম্ব হ'তে ছানা বাহির হইল॥
গুরু কহে ছানা বাচে আর কাঁদ বৃথা।
বিপ্র কহে কষ্ট পেল এই মম ব্যথা॥

লীলাক্ষী বলেন বাছা আর কাঁদ মিছে।
কষ্ট নহে জেষ্ঠী মরে কৃষ্ণ পাইয়াছে ॥
সাধু সঙ্গে মধু মাখা কৃষ্ণ আলাপন।
হেন মরা ভবে বল মরে কোন জন ॥
বিপ্র বলে তবে ওর সার্থক জীবন।
মৃত দেহ,সৎকার করহ এখন ॥
গুরু বলে মৃত দেহ দেহ গঙ্গাজলে।
বিপ্র দিল সাধু পদ ধৌত জলে ফেলে ॥
অমনি জেষ্ঠীর দেহ হ'য়ে গেল লয়।
মৃত দেহ না দেখিয়া সকলে বিস্ময় ॥
কেহ বলে মৃত দেহ কি হ'ল কি হ'ল।
কেহ বলে পাদোদকে প্লাবিত হইল ॥
বলিতে বলিতে জল শুকাইয়া যায়।
মৃত দেহ না দেখিয়া সকলে বিস্ময় ॥
বৈষ্ণবেরা বলে দেহ মিশে গেল নীরে।
হরি বলে প্রেমানন্দে সবে নৃত্য করে ॥
এমন সময় শূন্যে হ'ল দৈববাণী।
আমি জেষ্ঠী পূর্ব্ব জন্মে ছিলাম ব্রাহ্মণী ॥
স্বামী নাম ছিল রাম কেবল ব্রাহ্মণ।
সর্ব্বদা করিত সাধু বৈষ্ণব সেবন ॥
বড় রূপবতী আমি তখনে ছিলাম।
রূপের গৌরবে স্বামী নাহি মানিতাম ॥
বৈষ্ণব সেবায় আমি ছিলাম কপট।
সর্ব্বদা স্বামীর সঙ্গে করিতাম হট ॥
একদিন মধ্যাহ্নিক ভোজনান্ত কালে।
এক সাধু গৃহে এসে উপনীত হ'লে ॥
স্বামী গিয়া বৈষ্ণবের পূজিল চরণ।
আমাকে বলিল শীঘ্র করগে রন্ধন ॥
আমি বলি এই আমি করিনু রন্ধন।
অগ্নি তাপ আর মম না সহে এখন ॥]
স্বামী সঙ্গে ক্রোধভরে কথোপকথন।
বৈষ্ণব সহিতে করি স্বামীকে ভৎর্সন ॥
স্বামী কহে সাধুসেবা জন্য টকটকি।
জন্মান্তরে নিশ্চয় হইবি টিকটিকী ॥
কতদিন পরে মম হইল মরণ।
এবে জেষ্ঠীরূপে মোর জনম ধারণ ॥
নানা ঠাই ভ্রমিয়া আইনু এই ঘরে।
দেখি এই বিপ্র সাধু সাধু সেবা করে ॥
সাধু সঙ্গে নামসংকীর্ত্তন যবে হয়।
সেই প্রেমনাম এসে লাগে মোর গায় ॥
শরীর দ্রবিল মম বলে হরি হরি।
ইচ্ছা হ'ল এই প্রেমমধ্যে পড়ে মরি ॥
নামমন্ত্র বীজ রস ঢোকে ঢোকে খাই।
ইচ্ছাতে হইল ডিম্ব সঙ্গ করি নাই ॥
ইচ্ছা হ'ল সংকীর্ত্তনে পরমাণু থাক্।
উদর হইতে মম ডিম্ব পড়ে যাক্ ॥
আছাড়িয়া অঙ্গ ছাড়ি পড়িনু প্রত্যক্ষে।
সে ফল পাইনু সাধুসঙ্গ কল্পবৃক্ষে ॥
এই আমি সেই মুনিপত্নী যে ছিলাম।
নিজ মনসিজ বীজ কীর্ত্তনে পেলাম ॥
উদকে পড়িয়া দেহ উদকে মিশিল।
ধনঞ্জয় বায়ু মোরে উর্দ্ধে আকর্ষিল ॥
এবে আমি দিব্য দেহ করিয়া ধারণ।
পুষ্পরথে চড়ি করি বৈকুণ্ঠে গমন ॥
এই কথা প্রভুমুখে করিয়া শ্রবণ।
নৃত্যকরে প্রভুর যতেক ভক্তগণ ॥
প্রভুর ভকত এক নামেতে মঙ্গল।
কক্ষবাদ্য করি বলে জয় হরিবল ॥
রামচাঁদ আর রাম কুমার ভকত।
ধরণী লোটা'য়ে কাঁদে শুনি কথামৃত ॥
গোবিন্দ মতুয়া করে বাহু আস্ফোটন।
নৃত্যকরে হরি বলে করেন রোদন ॥
প্রেম সম্বরণ করি বাটীর নিম্নেতে।
নিভৃতে বসিল পরে গম্ভীর ভাবেতে ॥
উথলিল ভক্তদের চিন্তাতরঙ্গিণী।
কবি কহে সাধুমুখে মধুরস বাণী ॥

প্রভুর ধর্ম্মকন্যার বিবরণ ॥

পয়ার।

ওলপুর ছিল এক দাসী দুশ্চারিণী।
চৌধুরীবাটীতে সেই ছিল চাকরাণী ॥
বাটীর কর্ত্তার সঙ্গে বিবাদ করিয়া।
বের হ'ল মোটা মালা তিলক পরিয়া ॥
কক্ষে এক ভিক্ষাঝুলি করিয়া ধারণ।
ভিক্ষা করি সেই নারী করয় ভ্রমণ ॥
বৈষ্ণবীর বেশ ধরি হ'য়ে পরিপাটী।
উপনীত হ'ল গিয়া ঠাকুরের বাটী ॥
দণ্ডবৎ করে গিয়া লক্ষ্মীমার পায়।
বলে মাগো কিছু দিন থাকিব হেথায় ॥

একা একা কর মাগো সংসারের কার্য্য ।
আমাকে রাখগো দাসী কর না গো ত্যজ্য ॥
তোমার নিকটে থাকি ঘুচাইব তাপ ।
তুমি মম জননী ঠাকুর মম বাপ ॥
শুনি লক্ষ্মীমাতা বলে ঠাকুরের ঠাই ॥
এসেছে মেয়েটী এরে রাখিবারে চাই ।
ঠাকুর বলেন প্রিয়ে ! যে ইচ্ছা তোমার ॥
থাকে থাক্ যায় যাক্ যে ইচ্ছা উহার ।
দাসী বলে এসেছিত অবশ্য থাকিব ।
হেন মাতা পিতা আর কোথা গিয়া পা'ব ॥
আমার বলিতে আর নাহিক জগতে ।
ঠাকুরাণী মাতা মম তুমি মম পিতে ॥
মহাপ্রভু বলে তবে শান্তিদেবী ঠাই ।
তোমার ইচ্ছা যেমন মম ইচ্ছা তাই ॥
মেয়ে ছেলে আমি তার নাহি ধারিধার ।
রাখ বা না রাখ এরে সেইচ্ছা তোমার ॥
ঠাকুরাণী বলে পিতা বলেছে তোমায় ।
আমাকে বলিয়া মাতা লোটাইল পায় ॥
তাতে এত বেশী লোক নাহি তব ঘরে ।
অবশ্য রাখিতে হয় শরণাগতেরে ॥
ঠাকুরাণী বলে বাছা তুমি মম মেয়ে ।
গৃহে যাও খাও লও কাজ কর গিয়ে ॥
অমনি উঠিয়া দাসী গৃহে প্রবেশিল ।
কাজ করে খায় পরে কত দিন গেল ॥
আপন ভাবিয়া দাসী করে প্রাণপণ ।
গৃহকার্য্য করে যেন আপন আপন ॥
এই ভাবে দাসী থাকে কিছু দিন যায় ।
দাসীর নিকটে মাতা নানা কথা কয় ॥
শরীক বিভাগ কালে যে টাকা পাইল ।
ধর্ম্ম মেয়ে কাছে মাতা সকল বলিল ॥
বাহির করিল মাতা মেয়ের সাক্ষাতে ।
টাকা তিন শত রাখে পুরিয়া থলিতে ॥
বড় এক হাড়ি মাঝে টাকা রাখে সেরে ।
তাহার মধ্যেতে রাখে ধান্য পূর্ণ করে ॥
নীচের হাড়িতে টাকা তাতে ধান্য পুরে ।
আর দুই ভাণ্ড রাখে তাহার উপরে ॥
কাজকর্ম্ম করে মাতা কহে নানা কথা ।
কন্যা প্রতি লক্ষ্মীমার বাড়িল মমতা ॥
যে খানেতে তিনশত টাকা সেরে রাখে ।
সময় সময় গিয়ে মায় ঝিয়ে দেখে ॥

এই ভাবে কন্যাকে রাখেন সমাদরে ।
নিজের কন্যার মত মা ভাবেন তারে ॥
আড়াই প্রহর কালে ভোজন করিয়ে ।
বসিলেন প্রভু যত ভক্তবৃন্দ ল'য়ে ॥
নামপদ গানে হৃষ্ট ইষ্ট গোষ্ঠ করে ।
কন্যাগৃহে রাখি মাতা যান কার্য্যান্তরে ॥
বেলা প্রহরেক আছে এমন সময় ।
ধর্ম্মকন্যা দাসী ছিল একা সে আলয় ॥
যে হাড়িতে ধান্য ছিল তাহা ভূমে ঢালি ।
দাসীকন্যা টাকা ঝা'ল ল'য়ে গেল চলি ॥
ঝা'ল কোমরেতে বাঁধে এমন সময় ।
লক্ষ্মীমাতা গৃহদ্বারে হ'লেন উদয় ॥
মাতা বলে ধান্য ঢালি কি করিস ঘরে ।
বলিতে বলিতে দাসী চলিল বাহিরে ॥
বাহিরেতে গিয়া দাসী দ্রুত গতি ধায় ।
দৌড় দিয়া পড়িল সে বাড়ীর নীচায় ॥
বৃক্ষ আদি নাহি আর নাহি তৃণ বন ।
বসতি বাটীর নীচে ধান্য উপার্জ্জন ॥
পলাইতে নাহি পারে বেগে চলি যায় ।
দু চারি পা যায় আর ফিরে ফিরে চায় ॥
লক্ষ্মীমাতা বলে এত করিয়া মমতা ।
মোরে থুয়ে টাকা ল'য়ে তুই যা'স্ কোথা ॥
আরো বেগে ধায় দাসী উত্তর না দেয় ।
ঠাকুরাণী গিয়া তাহা ঠাকুরে জানায় ॥
আপনি আছেন হেথা দাসী ছিল ঘরে ।
আমি গিয়াছিনু মেয়ে রেখে কার্য্যান্তরে ॥
শূন্য ঘর পেয়ে গেল টাকা ল'য়ে চলি ।
ধান্যভাণ্ডে টাকা ছিল ধান্য ফেলে ঢালি ॥
অই যায় চোরা কন্যা টাকা ল'য়ে যায় ।
দ্রুতগতি যায় আর ফিরে ফিরে চায় ॥
এইজন্য বুঝি মাতা পিতা ব'লে ছিল ।
তিন শত টাকা ল'য়ে অই যে চলিল ॥
কেহ বলে টাকা নিল চোরে ধ'রে আনি ।
ঠাকুর বলেন নাহি ব'ল হেন বাণী ॥
পিতার থাকিলে ধন পুত্র কন্যা পায় ।
ধন ধান্যে ইহা বই আর কিবা হয় ॥
ছিল ধন নিল কন্যা তাতে কিবা ক্ষতি ।
দেখি ধন বিনা মোর কিবা হয় গতি ॥
নিজ কন্যা হ'তে আরো ধর্ম্ম কন্যা ভারি ।
কন্যা নিল পিতৃধন কেবা কয় চুরি ॥

ধর্ম্মকন্যা ধর্ম্মে দিল ধর্ম্মে নিল ধন।
ধর্ম্মের নিকটে নাহি অধর্ম্ম কখন॥
ধর্ম্ম করিয়াছে কর্ম্ম অধর্ম্ম এ নয়।
কন্যাকে বলিলে চোর অধর্ম্ম সঞ্চয়॥
আগে কন্যা বলি যারে করিলা বিশ্বাস।
এবে চোরা বলিলে বিশ্বাস ধর্ম্ম নাশ॥
লক্ষ্মী দেবী থাকে সদা ধর্ম্মের আশ্রয়।
ধর্ম্মের সহিত অর্থ লক্ষ্মী যে যোগায়॥
এই ধন ছিল সেই লক্ষ্মীর গোচরে।
সেই লক্ষ্মী এই ধন দেখাইল তারে॥
সর্ব্বান্তর্য্যামিনী লক্ষ্মী সব জানতে পারে।
যেনে সেই লক্ষ্মী কেন যান স্থানান্তরে॥
যবে টাকা ল'য়ে যায় লক্ষ্মীদৃষ্টি করে।
দেখে কেন সেই লক্ষ্মী ধরিল না তারে॥
ধর্ম্মমাতা পিতা যার লক্ষ্মী নারায়ণ।
সে কেন পাবে না বল এ সামান্য ধন॥
কন্যা নিল টাকা তাত পরে লয় নাই।
তব মনে যাহা প্রিয়ে মম মনে তাই॥
ধন উপার্জ্জন করে বসিয়া খাইতে।
দেখি মোরা ধন বিনে পাই কিনা খেতে॥
খেতে কি দিবেনা কৃষ্ণ সৃষ্টি করে জীব।
এই ধন বিনা মোরা হ'ব কি গরীব॥
কোথা হ'তে আসে ধন কোথা চলে যায়।
কে বা দেয় কেবা লয় কে চিনে তাহায়॥
এই ধন ফিরিতেছে সব ঘরে ঘরে।
কোথা কার ধন ইহা কে বা রক্ষা করে॥
ধনেশ কুবের ছিল কনকলঙ্কায়।
ধনচ্যুত করি তাকে রাবণ তাড়ায়॥
রাবণের গৃহে লক্ষ্মী করিত রন্ধন।
ইন্দ্রমালাকার অশ্ব রক্ষক শমন॥
বিষ্ণু অবতার রাম রাজার কুমার।
ভার্য্যা সহ বনবাসী চৌদ্দ বৎসর॥
কার লঙ্কা কার হ'ল কে বা নিল ধন।
কোথা সে ত্রিলোকজয়ী লঙ্কেশ রাবণ॥
রাজপুত্রবধূ রাজকন্যা সেই সীতা।
বৈকুণ্ঠঈশ্বরী দেবী শ্রীরামবনিতা॥
কোথা র'ল রাজ্য ধন কোথা র'ল পতি।
আজন্ম বনবাসিনী কতই দুর্গতি॥
হরি বল ঈশ্বরের লীলা এ সকল।
সত্য কিন্তু কর্ম্ম অনুসারে ফলে ফল॥

একই মানুষ সব একই সহরে।
একই ব্যবসা করে একই বাজারে॥
কেহ দুঃখী কেহ সুখী কেহ পরাধীন।
কেহ লক্ষপতি হয় কার হয় ঋণ॥
অর্থে কিবা স্বার্থ শুধু অনর্থের গোল।
কৃষ্ণপদ স্বার্থ ভেবে বল হরি বল॥
একদিন লক্ষ্মীমাতা বাক্যের প্রসঙ্গে।
মধু মাখা বাক্যে ঠাকুরকে বলে রঙ্গে॥
লক্ষ্মীমাতা বলে প্রভু নাহি কর কার্য্য।
পুত্রকন্যা জন্মিয়াছে নাহি কর গ্রাহ্য॥
ঠাকুরালী কর সদা ল'য়ে ভক্তগণ।
কেমনে চলিবে এদের ভরণ পোষণ॥
ইহাদের কি হইবে নাহি ভাব মনে।
আমি একা কি করিব তব দয়া বিনে॥
ঠাকুর বলেন আমি কি কার্য্য করিব।
যাহা করে জগবন্ধু গৃহে ব'সে র'ব॥
জমি ভূমি কৃষিকার্য্য কিছুই না মানি।
জনমে জনমে মাত্র গরু রাখা জানি॥
জমি জমা চাষ কার্য্য কিছু না করিব।
এই মত ঠাকুরালী করিয়া ফিরিব॥
দেখি ঈশ্বরের দয়া হয় কি না হয়।
দেখি প্রভু মোরে খেতে দেয় কিনা দেয়॥
ইহা বলি মহাপ্রভু ফিরিয়া ঘুরিয়া।
দুই তিন দিন ওঢ়াকাঁদিতে রহিয়া॥
নিজ বাটী না আইসে রহে অন্য ঘর।
চারি দিন পরে গেল রাউৎখামার॥
রাউৎখামার রাম চাঁদ বাড়া যান।
রামচাঁদ প্রভুকে করেন হরি জ্ঞান॥
রাউৎখামার প্রভুর বিহার বিরাজ।
রচিল তারকচন্দ্র করি রসরাজ॥

রাউৎখামার গ্রামে প্রভুত্ব প্রকাশ ও ভক্তসঙ্গে নিজালয় গমন।

পয়ার।

আত্মা সমর্পিয়া ভক্তি করে রামচাঁদ।
ভক্তিতে হ'লেন বাধ্য প্রভু হরিচাঁদ॥
শ্রীবংশীবদন আর শ্রীরামসুন্দর।
বাসীরাম কাশীরাম শ্রীরামকিশোর॥
বালা দের বাড়ী দিন দুদিন থাকিল।
বালারা সগণ সহ মাতিয়া উঠিল॥

ভক্তগণ সঙ্গে করি হরিপ্রেম রসে।
নাম গান ভাবে মত্ত মনের উল্লাসে॥
দেশ ভরি শব্দ হ'ল মধুর মধুর।
যশোমন্ত ছেলে হরি হ'য়েছে ঠাকুর॥
রোগযুক্ত লোক যত প্রভু স্থানে যায়।
কীর্ত্তনের ধুলা অঙ্গে মাখিবারে কয়॥
অমনি সারিয়া ব্যাধি করে সংকীর্ত্তন।
কেহ বা লোটায় ধ'রে প্রভুর চরণ॥
কেহ কেহ মনে মনে করেন মানসা।
ব্যাধিমুক্তি হোক্ মোর পূর্ণ হোক আশা॥
হরিলুঠ দিব এনে শ্রীহরির স্থানে।
কেহ কেহ মুদ্রা দিব মনে মনে মানে॥
কীর্ত্তনে আসিয়া কেহ গায় মাখে ধূলি।
রোগমুক্ত হ'য়ে নাচে দুই বাহু তুলি॥
কখন কখন প্রভু নিজ ভক্ত সঙ্গে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় কৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥
কখন কখন প্রভু নিশ্চিন্ত থাকয়।
কোন ব্যাধিযুক্ত লোক এমন সময়॥
রোগীরা মানসা সব করিত হরিষে।
আরোগ্য হইলে ব্যাধি দাস হ'ব এসে॥
কেহ বা কহিত দাস হইনু এখনে।
মনঃ প্রাণ দেহ সপিলাম শ্রীচরণে॥
দেহের এ রোগ মম হউক আরোগ্য।
অর্থ কিছু তাম্রমুদ্রা দিয়া যাব শীঘ্র॥
কেহবা কহিত দিব সোয়া পাঁচ আনা।
কেহবা কহিত আমি দিব সোয়া আনা॥
কেহবা কহিত আমি দিব পাঁচ সিকা।
কেহবা কহিত দিব সোয়া পাঁচ সিকা॥
কেহবা যাইত মনে মানসা করিয়া।
আরোগ্য হইলে ব্যাধি দিতেন আনিয়া॥
প্রভুর মুখের বাক্যে রোগ মুক্ত হয়।
এইমত রোগী কত আসে আর যায়॥
পাঁচ সাত গ্রামে ক্রমে শব্দ হ'ল ভারি।
কত লোকে আসিত দেখিব্ বলে হরি॥
যে খানে থাকিত প্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
চাউল মজুত হত দুই তিন মন॥
টাকাগুলি যত সব রোগীরা আনিত।
কতক হইত ব্যয় কতক থাকিত,
প্রভুর সম্মুখে এনে হাজির করিত।
ঠাকুর তাহার কিছু হাতে না ধরিত॥
ভক্তগণ রাখিতেন আর আর স্থানে।
হরিলুঠ কত জনে দিত সংকীর্ত্তনে॥
এইভাবে প্রভু রহিলেন তিনমাস।
একদিন ভক্তগণ বসি প্রভু পাশ॥
প্রভুর নিকটে কহে কর যোড় করি।
যাইব আমরা সবে আপনার বাড়ী॥
প্রভু বলে কেবা আত্ম কেবা কার পর।
আমি কার কে আমার মায়া বাড়ী ঘর॥
ভক্তগণে বলে প্রভো! দয়া হয় যদি।
ল'য়ে চল সকলে শ্রীধাম ওড়াকাঁদি॥
শুনিয়া হাসিয়া কহে প্রভু ইচ্ছাময়।
কর ইচ্ছা যাহা তোমাদের ইচ্ছা হয়॥
হ'য়ে তুষ্ট মহাহৃষ্ট পরস্পর কয়।
শ্রীধামে কে যাবি তোরা আয় আয় আয়॥
এত বলি সবে মেলি সাজিল তরণী।
যার বাড়ী যাহা ছিল দ্রব্য দিল আনি॥
তাম্রমুদ্রা রৌপ্যমুদ্রা কেহ দিল ধান্য।
কেহ দধি কেহ ঘৃত পাত্র পরিপূর্ণ॥
কেহ দিল তরকারী কুষ্মাণ্ড কদলী।
পক্ক রম্ভা থোড় মোচা পদ্মমূল কলি॥
ছোলা বুট মুগ মাস মটর ডাউল।
বস্তা দশ পরিপূর্ণ নূতন চাউল॥
ছানা দধি সন্দেশাদি গুড় দশখান।
আতপ তণ্ডুল দশমন পরিমাণ॥
দুইশত নারিকেল হাজার সুপারি।
পাঁচ হাত মুখে এক সাজাইল তরী॥
তরী পরিপূর্ণ করি ঠাকুরে উঠায়।
হরি বলে তরী খুলে ওড়াকাঁদি যায়॥
ওড়াকাঁদি ঘাটে তরী লাগইল এসে।
ভক্তগণে দ্রব্য আনে ঠাকুরের বাসে॥
প্রভু যায় আগু আগু পিছে ভক্তগণ।
যাইতে আসিতে পথে করে সংকীর্ত্তন॥
ঠাকুর আসিয়া বসিলেন নিজ ঘরে।
ভক্তগণ দ্রব্য এনে রাখে ভারে ভারে॥
টাকা সিকি আধুলী তাম্রের মুদ্রা যত।
সব শুদ্ধ পরিমাণ টাকা এক শত॥
প্রিয় ভক্ত রামচাঁদ সেই টাকা ল'য়ে।
লক্ষ্মীমার নিকটেতে দিলেন আনিয়ে॥
ঠাকুর বলেন তবে ইহা তুলে লও।
কি তব বাসনা মনে আর কিবা চাও॥

লক্ষ্মী মাতা বলে মম বাসনা কি আর।
চির দাসী অভিলাষী শ্রীপদ তোমার॥
ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হ'ল ভকত সমাজ।
রচিল তারক চন্দ্র কবি রসরাজ॥

ষষ্ঠ—তরঙ্গ।

বন্দনা

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণ দাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ॥

ভক্ত-গণের মহা সংকীর্ত্তনোচ্ছাস॥

পয়ার।

এই ভাবে হরিচাঁদ করে ঠাকুরালী।
প্রভু-সঙ্গে ভক্ত সদা থাকে মেলামেলি॥
ঐশ্বর্য্য প্রকাশী প্রভু আসিলেন বাসে।
লক্ষ্মী মাতা পদসেবা করিল হরিষে॥
রন্ধন করিয়া ভক্তগণে ডাক দিল।
ভক্তগণে হরি বলে ভোজনে বসিল॥
ঠাকুরাণী ডাক দিয়া রামচাঁদে বলে।
তিন চারি মাস বাপ কোথায় বেড়া'লে॥
তোমরা বেড়াও সদা বলে হরি বোল।
কোথায় পাইলে বল এ দ্রব্য সকল॥
রামচাঁদ বলে তুমি শুন লক্ষ্মী মাতা।
তোমার কৃপায় পাই আর পা'ব কোথা॥
প্রভু বলে রামচাঁদ বল্ তোর মাকে।
সর্ব্ব ফল ফলে এক কৃষ্ণকল্পবৃক্ষে॥
শূন্যে রহে কল্পবৃক্ষ ঈশ্বর ইচ্ছায়।
কল্প বৃক্ষ কৃষ্ণভক্তে কল্পনা করয়॥
কৃষ্ণপ্রেম রসিকের রসময় দেহে।
সে দেহের ছায়া সেই কল্পবৃক্ষে চাহে॥
মাতা বলে অর্থে আর নাহি প্রয়োজন।
জন্মে জন্মে চাই তব যুগল চরণ॥
শুনি সব ভক্তগণে বলে হরি বোল।
অর্থ ত্যাগী প্রেমোন্মত্ত ভাবের পাগল॥
প্রেম অনুরাগে সব ভকত জুটিল।
"মতুয়া" বলিয়া দেশে ঘোষণা হইল॥
মঙ্গল নাটুয়া বিশে পূর্ব্ব পারিষদ।
ওড়াকাঁদিবাসী পারিষদ রামচাঁদ॥
ভজরাম চৌধুরীর ছোট ভাই যেই।
ঠাকুরের ঐকান্তিক পারিষদ সেই॥
কুবের বৈরাগী রামকুমার ভকত।
প্রভুর ভকত সেই হ'য়েছে ব্যকত॥
গোবিন্দ মতুয়া আর স্বরূপ চৌধুরী।
প্রেমাবেশে ভাবে মেতে বলে হরি হরি॥
চূড়ামণি বুধই বৈরাগী দুই ভাই।
হরিচাঁদ পেয়ে আনন্দের সীমা নাই॥
জগদ্বন্ধু বলে ডাক ছাড়িত যখন।
সুমেরুর চূড়া যেন হইত পতন॥
মঙ্গল যখন হরিকীর্ত্তন করিত।
সম্মুখেতে মহাপ্রভু বসিয়া থাকিত॥
মঙ্গলের নাশা অগ্রে কফ বাহিরিত।
প্রেমে অশ্রুপূর্ণ হ'য়ে বক্ষ ভেসে যেত॥
ক্ষণে দিত গড়াগড়ি ক্ষণে উঠে বসে।
ক্ষণে নেচে ভেসে যেত প্রেমসিন্ধু রসে॥
ক্ষণে বীর অবতার ক্ষণেক বিমর্ষ।
উত্তরাক্ষ রোদতি বিকট ভঙ্গি হাস্য॥
গাইতে গাইতে শ্লেষ্মা উঠিত মুখেতে॥
ঘন মুখ ফিরাইত ডা'ন বাম ভিতে॥
উর্দ্ধ অধঃ মুখ ঝাকি করতালি দেয়।
বালকেতে অগ্নিদণ্ড যেমন ঘুরায়॥

তাতে মাত্র দেখা যায় অগ্নির মণ্ডল।
দণ্ড না দেখায় অগ্নি দেখায় কেবল।
তেমতি মঙ্গল যবে ঘুরাইত মুখ।
এক মঙ্গলের দেখাইত শত মুখ॥
ষড় প্রেম উথলিয়া পড়িত গোবিন্দ।
কক্ষ বাদ্য করি হেলি দুলিয়া আনন্দ॥
পিছেতে প্রভুকে রাখি বিমুখ হইয়া।
প্রভুর মুখেতে মুখ থাকিত চাহিয়া॥
প্রেমে ঝাকা ঝাকি নাকে শ্লেষ্মা উঠিয়া।
প্রভুঅঙ্গে পড়িত যে ছুটিয়া ছুটিয়া॥
নাকে মুখে চখে যাহা যেখানে পড়িত।
যত্ন করি প্রভু তাহা অঙ্গেতে মাখিত॥
কক্ষবাদ্য করি রামকুমার ভকত।
কীর্ত্তন মধ্যেতে হেলে দুলিয়া পড়িত॥
এইরূপে ভক্ত বৃন্দ হ'য়ে একতর।
দিক নাই কে পড়িত কাহার উপর॥
মহাভাবে চিত্তানন্দ হৃদয় আহ্লাদ।
গম্ভীর প্রকৃতি যেন প্রভু হরিচাঁদ॥
ভক্তগণে প্রেমোন্মত্ত হইত যখন।
বিকৃতি আকার প্রভু হইত তখন॥
ক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষণে গৌরাঙ্গ বরণ।
রক্ত জবা তুল্য হ'ত যুগল লোচন॥
ক্ষণে দুর্ব্বাদল শ্যাম ক্ষণেক পাটল।
ক্ষণে নীলৎপল বর্ণ নয়নযুগল॥
ভক্তগণে হুঙ্কারিত বলে হরিচাঁদ।
সে ধ্বনি শ্রবণে যেন মত্ত সিংহনাদ॥
সবেলোকে মত্ত হয়ে দিত হরিধ্বনি।
তাহাতে হইত যেন কম্পিতা মেদিনী॥
কেহ না জানিত দিবা কিভাবেতে গেল।
না জানিত যামিনী কি ভাবে গত হ'ল॥
প্রেমানন্দ সদানন্দ আনন্দে বিভোল।
ভণে শ্রীতারক চন্দ্র বল হরিবল॥

প্রভুর নূতন বাটী বসতি।

পয়ার।

একদা প্রভুর জ্যেষ্ঠ নামে কৃষ্ণদাস।
ঠাকুরেকে কহে ডেকে শুন হরিদাস॥
আমরা সকলে থাকিলাম এক বাড়ী।
তুমি বা একাকী কেন থাক সবে ছাড়ি॥
এস সবে একেত্রেতে সুখে করি বাস।
তাহা শুনি মহাপ্রভু যেতে কৈল আস॥
এ সময় জমিদার এসে ওড়াকাঁদি।
পূর্ব্ব বাড়ী যাইবারে করে কাঁদাকাঁদি॥
না হইল পঞ্চ ভাই তাহাতে স্বীকার।
কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরে গেল জমিদার॥
আমভিটা ত্যজি প্রভু পোদ্দার বাটীতে।
পাঁচ ভাই বসতি করিল এক সাতে॥
নড়াইল বাসীবাবু নাম রামরত্ন।
জমিদার বসাইল করি বহু যত্ন॥
রামরত্ন হরনাথ আর সীতানাথ।
এ তিনের নাম নিলে হয় সুপ্রভাত॥
তেলীহাটী পরগণে ইহারা মালেক।
আমিরারাজ ওড়াকান্দী জমিদার এক॥
এই ওরাকাঁদি প্রভু করেন বসতি।
সমাদরে জমিদার করিলেন স্থিতি॥
ভকত ভবনে প্রভু যাতায়াত করে।
ভক্ত সঙ্গে থাকে রঙ্গে আনন্দ অন্তরে॥
ওড়াকান্দি আর ঘৃতকান্দী মাচকাঁদি।
কুমারিয়া চন্দ্রদীপ আর আড়ো কান্দী॥
ইত্যাদি অনেক গ্রাম চতুঃপার্শ্বে রয়।
ভক্তি করি যে ডাকে তাহার বাড়ী যায়॥
ভক্তবৃন্দ পান করে কৃষ্ণ প্রেম রস।
হাসে কাঁদে নাচে গায় অন্তরে উল্লাস॥
দুই পুত্র তিন কন্যা ল'য়ে ঠাকুরাণী।
সুখের সাগরে ভাসে লোচন নন্দিনী॥
ভকত ভবনে ফিরে প্রভু হরি চাঁদ।
বাঞ্ছা পূর্ণ করে হরি যার যেই সাধ॥
যেখানে যেখানে আছে প্রভুর ভকত।
ক্রমে এসে এক ঠাই হয়েন একত্র।
এই ভাবে ওড়াকাঁদি কালাতিবাহিত।
ভক্তগণে আসে যায় হয়ে হরষিত॥
কোন কোন দিন প্রভু ভক্তগণে ল'য়ে।
পুষ্করিণীতীরে গিয়ে থাকেন বসিয়ে॥
পরিধান এক বস্ত্র অর্দ্ধাংশ গলায়।
শীতগ্রীষ্মে সমভাব ছেড়া কন্থা গায়॥
শয্যাহীন দুর্ব্বাসনে থাকিত বসিয়া।
একে একে ভক্ত সব মিলিত আসিয়া॥
কখন বসিত প্রভু তৃণাসন করি।
ভক্তগণে বসিয়া বলিত হরি হরি॥

ভাব যেন দীনহীন পথের কাঙ্গাল।
ডাকিতেন কোথা কৃষ্ণ যশোদাদুলাল॥
হা কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র করুণানিধান।
ভক্ত ভাব প্রকাশিত নিজে ভগবান॥
কভু হরি বলি হরি হইত বিস্মৃতি।
কখন ও বদনে হ'ত সূর্য্য সম জ্যোতি॥
এই ভাবে ওঢ়াকাঁদি লীলা প্রকাশয়।
ঐশ্বর্য্যের মধ্যে শুধু মাধুর্য্য লুকায়॥
গার্হস্থ্য প্রশস্ত ধর্ম্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
দীননাথ হরি অবতীর্ণ অবনীতে॥
ভক্তগণ অনুক্ষণ নাহি ছাড়ে সঙ্গ।
ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে লীলার প্রসঙ্গ।
কিছু দিন এক বাড়ী সুখে করি বাস।
শ্রীবৈকুণ্ঠদাস আর শ্রীস্বরূপ দাস॥
দুই ভাই পদ্মবিলা করিল বসতি।
তিন ভাই থাকিলেন ওঢ়াকাঁদি স্থিতি॥
ওঢ়াকাঁদি বাস না করিত বহু দিন।
একমাসমধ্যে মাত্র দুই একদিন॥
অন্য সব থাকিতেন ভক্তের আলয়।
যেখানে সেখানে থাকি হরি গুণ গায়॥
মুহূর্ত্তেক প্রভু যদি কোথা বসিতেন।
ব্যাধিযুক্ত রোগযুক্ত লোক আসিতেন॥
যারা হ'ত রোগমুক্ত মানসি করিয়া।
মানসিক মুদ্রা সব দিতেন আনিয়া॥
সেই মুদ্রা ভক্তগণ লইয়া সাদরে।
আনিয়া দিতেন লক্ষ্মী মাতার গোচরে॥
অল্প দিন রহে প্রভু নিজ ভদ্রাসনে।
অধিকাংশ রহে প্রভু ভক্তের ভবনে॥
অল্প সময় থাকে অন্য ভক্ত ঘরে।
সদা ব্যস্ত যাইতে সে রাউৎখামারে॥
হরিচাঁদ চরিত্র পবিত্র সুধা ভাণ্ড।
কবি কহে শ্রবণেতে খণ্ডে যমদণ্ড॥

রোগের ব্যবস্থা।

পয়ার।

লোক আসে প্রভু স্থানে হ'য়ে রোগযুক্ত।
সংকীর্ত্তনে গড়ি দিলে রোগ হয় মুক্ত॥
রোগ জানাইয়া সব বলিত কাতরে।
রোগমুক্ত হ'ত প্রভু দিলে আজ্ঞা করে॥
প্রভু বলিতেন যদি রোগ মুক্তি চাও।
যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই গিয়া খাও॥
তিন সন্ধ্যা ধূলী মাখ তুলসীর তলা।
জ্বর হ'লে পথ্য দেন তেতুলের গোলা॥
বেদনা অজীর্ণ বমি কিম্বা অম্ল পিত্তে।
তেতুল গুলিয়া খায় পিত্তলের পাত্রে॥
মহারোগে অঙ্গে মাখে গোময় গোমূত্র।
কেহবা আরোগ্য পায় প্রভু আজ্ঞামাত্র॥
রোগ জানাইয়ে যায় মানসা করিয়ে।
মানসিক টাকা দেয় রোগমুক্ত হ'য়ে॥
মানসা করিত লোকে যার যেই শক্তি।
একান্ত মনেতে যার যেই রূপ ভক্তি॥
মুদ্রা পানে প্রভু নাহি চাহিত ফিরিয়া।
উঠে যাইতেন প্রভু সে মুদ্রা ফেলিয়া॥
ভক্তে জিজ্ঞাসিত প্রভু কোথা রাখি ধন।
প্রভু বলে যার ধন তাহার সদন॥
ভক্তগণ এই সব ইঙ্গিত বুঝিয়া।
লক্ষ্মীর নিকট ধন দিতেন আনিয়া॥
পৌষেতে আমন ধান্য কাটিয়া কাটিয়া।
মোচনা করিয়া ভক্ত দিত পাঠাইয়া॥
দধিদুগ্ধ ঘৃত নানা বিধ তরকারী।
পায়স পিষ্টক চিনি সন্দেশ মিছরী॥
কমলা কদলী কুল দাড়িম্ব সুন্দর।
আম জাম নারিকেল খাদ্য মনোহর॥
ভক্তগণে দ্রব্য আনে প্রভুর সেবায়।
লক্ষ্মীর নিকটে সব আনন্দে যোগায়॥
কালেতে যখন যে নূতন দ্রব্য পেত।
ভক্তগণে এনে তাহা ওঢ়াকাঁন্দি দিত॥
কেহ কেহ ল'য়ে যেত আপন বাসরে।
নিজগৃহে লইয়া প্রভুর সেবা করে॥
নূতন আমন ধান্য হইলে বিপুল।
আগ ধান্য রাখে কেহ আতপ তণ্ডুল॥
প্রভুভক্ত সুচরিত্র যেন শুধু মধু।
কবি কহে কর্ণ ভরি পিয় সব সাধু॥

রামকুমারের অঙ্গে কালসর্পাঘাত।

পয়ার।

এইভাবে হইতেছে কালের হরণ।
একদিন শুন সবে দৈব নির্ব্বন্ধন॥

প্রভু প্রিয় ভক্ত রামকুমার ভকত।
তার বাড়ী যান প্রভু ভক্ত সঙ্গে কত ॥
তৃতীয় প্রহর রাত্রি নাম সংকীর্ত্তন।
কীর্ত্তনান্তে করিলেন গৃহেতে গমন ॥
সকল ভকতগণ বিদায় করিয়া।
গৃহে যান প্রভু রামকুমারে লইয়া ॥
গোবিন্দ মতুয়া সঙ্গে হইয়া মিলন।
কীর্ত্তনের ভাব অঙ্গে আছে তিনজন ॥
গোবিন্দ পিছেতে ধায় মধ্যেতে কুমার।
সকলের অগ্রেতে ঠাকুর অগ্রসর ॥
গোবিন্দ নিকটবর্ত্তী প্রভু কিছুদূরে।
হেনকালে সর্পাঘাত করিল কুমারে ॥
থর থর করি গাত্র কাঁপিতে লাগিল।
বলে প্রভু কাল সাপে আমারে কাটিল ॥
প্রভু বলে কি সর্প তা জানিলে কেমনে।
গোক্ষুর কি কাল সাপ দেখেছ নয়নে ॥
কুমার বলিল জ্যোৎস্নায় দেখা যায়।
অই সেই সর্প মোরে দংশে চ'লে যায় ॥
ঠাকুর বলেন তার বুকে দিয়া কর।
গাত্র যেন কাঁপে তোর বুক ধড়ফড় ॥
সর্পের দংশনে তোর কেন হ'ল ভয়।
দেখ সাপ ধ'রে আনি কেমনে দংশয়।
দাঁড়া তুই আমি সেই সর্প ধরে আনি।
যার বিষ চুমকিয়া লবে সেই ফণী ॥
কহিছে রামকুমার তাহা না পারিব।
পুন সাপ দেখে প্রভু শঙ্কায় মরিব ॥
ঠাকুর কহিছে তুই আয় মম কাছে।
দেখি তোরে কোনখানে সাপে দংশিয়াছে ॥
দেখাইয়া দিল ঘা ভকত মহাশয়।
দেখে দংশিয়াছে বাম পায়ের পাতায় ॥
দক্ষিণ পদ অঙ্গুলি ঠাকুর তখনে।
সর্পকাটা ঘায় ছোয়াইল ততক্ষণে।
সর্প কোথা বিষ কোথা কেন রে ভাবিস্।
সর্পের নিকটে থাকে মানুষের বিষ ॥
ব্রহ্মার কুমার দক্ষ মানুষাবতার।
সবে জানে ষাটি কন্যা জন্মিল তাহার ॥
মানুষ কশ্যপমুনি তের কন্যা লয়।
যুগ ধর্ম্ম অষ্ট কন্যা করে পরিণয় ॥
একাদশ কন্যা তার রুদ্রে বিয়া করে।
সাতাইশ কন্যা দিল নিশাকর করে ॥
নররূপ প্রজাপতি জাতিতে মানুষ।
তার কন্যা বিয়ে করে অনাদি পুরুষ ॥
দক্ষপুরে সতী ত্যাগ করিল জীবন।
শব শীরে করি শিব করিল রোদন ॥
নয়নজলেতে সেই বিষ বাহিরিল।
সমুদ্র মন্থন কালে সে বিষ উঠিল ॥
জাতি সর্প অনন্ত বাসুকী যারে কয়।
মানুষ কশ্যপমুনি তার পিতা হয় ॥
বাসুকী বন্ধন দড়ি তখনে হইল।
সমুদ্র মন্থন কালে বিষ উগারিল ॥
বিষে বিষ মিশিল খাইল শূলপাণি।
পার্ব্বতীর দুগ্ধপানে নির্ব্বিষ অমনি ॥
বিষহরি বিষহরি নিল সে সময়ে ॥
জটাচার্ব্ব বংশে জরৎকারুকরে বিয়ে ॥
সেই পদ্মা বিষকর্ত্রী তার কাছে বিষ।
বিষ মানুষের নারী ভয় কি করিস্ ॥
মহতের কোপে হয় বিষ উপার্জ্জন।
সাপে কি করিতে পারে করিয়া দংশন ॥
বিষ খাইয়াছে সর্প তোমাকে দংশিয়া।
মরিবে ও সর্প কল্য দেখিও আসিয়া ॥
শেষে গিয়া বসিলেন প্রভুর শ্রীধামে।
যামিনী প্রভাতা হ'ল কৃষ্ণকথা প্রেমে ॥
প্রাতঃকৃত্য করি হরি কথার আলাপ।
বলে চল দেখে আসি কামড়ানে সাপ ॥
ঠাকুর সঙ্গেতে গিয়া ভক্ত মহাশয়।
দেখে গিয়া সেইখানে সর্প মরি রয় ॥
ঠাকুর বলেন সর্প বিষ খাইয়াছে।
তোর অঙ্গ বিষে সর্প মরিয়া রয়েছে ॥
যখন করিল কৃষ্ণ কালীয় দমন।
কৃষ্ণঅঙ্গে রাগে নাগে করিল দংশন।
কালীয়ের ফণা ভাঙ্গি করিল দমন।
শিরে দিল পদচিহ্ন কালীয় দমন ॥
সেই হ'তে গরুড়ের ভয় তার গেল।
বিনতানন্দন তারে কিছু না বলিল ॥
গরুড়ে আরূঢ় হইতেন ভগবান।
সে গরুড় মুনিপত্নী বিনতাসন্তান ॥
কৃষ্ণভক্ত গরুড়ের সহায় সংসারে।
সাপের কামড়ে কোথা কৃষ্ণ ভক্ত মরে ॥
কংস যবে পুতনাকে ব্রজে পাঠাইল।
পুতনা রাক্ষসী স্তনে বিষ মাখাইল

কংস দিল আজ্ঞা করে সাপুড়িয়াগণে।
কালকূট বিষ পুতনাকে দেও এনে॥
আজ্ঞা পেয়ে সাপুড়িয়া কালফণী ধরে।
দন্ত ভেঙ্গে সাপুড়িয়া বিষ বের করে॥
যে কালে সর্পের গলা চাপিয়া ধরিল।
এ সময় কাল সর্প কাঁদিতে লাগিল॥
তবু দন্ত ভেঙ্গে বিষ করিল বাহির।
কাঁদিয়া সে ফণীবর হইল অস্থির॥
দূত বলে ওরে সর্প কাঁদ কি লাগিয়া।
দন্ত ভঙ্গ এইটুকু বেদনা পাইয়া॥
রাজকার্য্য তোমা হ'তে সাহায্য হইবে।
ঔষধ লাগা'য়ে দিলে বেদনা ঘুচিবে॥
সর্প বলে ওরে দূত মনে দেখ ভেবে।
সামান্য বেদনা পেয়ে সর্প কাঁদে ক'বে॥
তবে যে কেঁদেছি আমি চক্ষে বহে বারি।
এই ব্যথা হ'তে মম ব্যথা আছে ভারী॥
এই বিষ পুতনা মাখিয়া যা'বে স্তনে।
বিষমাখা দুগ্ধ খাওয়াইবে ভগবানে॥
যে মুখে যশোদা দেয় ক্ষীরসরননী।
সেই মুখে বিষ দিবে কংস নৃপমণি॥
এতদিন বিষ ধরি আমি বিষধর।
এ বিষ করিবে পান হরি বিষহর॥
তাহা বলে নাহি কাঁদি ভাঙ্গিবে দশন।
কৃষ্ণমুখে বিষ দিবে কাঁদি সে কারণ॥
সাধন ভজন কিছু করিবারে নারি।
আরো মম বিষপান করিবেন হরি॥
এজন্য আমাকে সৃজিলেন জগদীশ।
অমল কমল মুখে দিবি মম বিষ॥
ভাবিয়া দেখিনু মম জনম বিফল।
এই মনোদুঃখে মম চক্ষে পড়ে জল॥
আমারে ধরিলি আমি কোন অপরাধী।
জগদীশ খা'বে বিষ এই দুঃখে কাঁদি॥
সেই সর্প অই দুঃখে করিল বিলাপ।
তোমারে দংশিল এই কোন দেশী সাপ॥
নিজে কৃষ্ণ কষ্ট পেলে কষ্ট নাহি তায়।
ভক্তে কষ্ট পেলে তার কষ্ট অতিশয়॥
ক্রূর জাতি সর্প ওর পাপ উপজিল।
বিনা অপরাধে তোরে দংশি ম'রে গেল॥
সর্পের দংশনে কভু সজ্জন মরে না।
সজ্জনের কোপ হ'লে সর্পই বাঁচে না॥

যে কালেতে কালীদহে কালীয়ের বিষ।
সেই বিষ উর্দ্ধগামী যোজন পঁচিশ॥
পক্ষী উড়ে কালীদহেপার হ'তে নারে।
কালীয়ের বিশে পুড়ে পক্ষী যেত মরে॥
সেই কালীদহতীরে কদম্বের বৃক্ষ।
অদ্যপি বাচিয়া আছে কেবা তার পক্ষ॥
গরুড় যে কালে স্বর্গে ইন্দ্রজয়ী হয়।
চন্দ্র আসি জননীর দাসীত্ব ঘুচায়॥
গরুড়ের মুখ হ'তে সুধাবিন্দু পড়ে।
তাহাতে অমর বৃক্ষ এখনও না মরে॥
সুধার গুণেতে বাঁচে কদম্বের দ্রুম।
যাহার শরীরে আছে কৃষ্ণভক্তি প্রেম॥
কৃষ্ণপ্রেম মহারস সুধা যে বা খায়।
সে কেন মরিবে সর্প বিষের জ্বালায়॥
কিছার সে স্বর্গসুধা যথা প্রেমসুধা।
প্রেমসুধা খাইলে নিবৃত্তি ভবক্ষুধা॥
তার নিদর্শন দেখ মরিয়াছে সর্প।
হরিবল দূরে গেল শমনের দর্প॥
শমনের দর্প সর্প মাররে সকলে।
খণ্ডাও বিষয় বিষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥
মুখে খাও কৃষ্ণরস হাতে কর কাজ।
কহিছে তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

ভক্তগণের উদার ভাব।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

রাউৎখামার গ্রামে, শ্রীরামসুন্দর নামে,
প্রভুর এক ভকত মহান্।
ভক্তগণ ল'য়ে সাথ, তার ঘরে যাতায়াত,
সদা করে হরিগুণ গান॥
একদিন সবে মেলি, নাচে গায় বাহু তুলি,
গোবিন্দ মতুয়া সঙ্গে রয়।
কোলেতে বালক ছিল, এক ঘরে শোয়াইল,
এককন্যা সে ঘরে আছয়॥
ভগবান প্রেমরসে নাচে গায় কাঁদে হাসে,
ভাবাবেগে মত্ত মাতোয়াল॥
গাইয়া যশোদা উক্তি, কেহ বা করয় ভক্তি,
ননী খাও বাপরে গোপাল॥
কেহ নিজ স্তন ধরে, একজন বলে আরে,
গ্রীবা ধরে বলে বাপধন।

শুকায়েছে চন্দ্রমুখ, দেখে মুখ ফাটে বুক।
কোলে বসি পান কর স্তন॥
আর জন কহে বাণী, শুনগো যশোদা রাণী,
তোর কৃষ্ণ খেল তোর স্তন।
আমার বলাই সঙ্গে, গোচারণে গিয়া রঙ্গে,
গোবর্দ্ধনে চরা'ল গোধন॥
একজন কেঁদে কহে, এতকি পরাণে সহে,
তোর কৃষ্ণ চোর-শিরোমণি।
কল্য গেল মোর ঘরে, নাজানি কেমন ক'রে,
ভাণ্ড ভেঙ্গে খেয়ে এল ননী॥
কেহ কেহ কেঁদে কহে, তোর কৃষ্ণ কালীদহে,
ডুবিয়াছে গিয়া দৈব দোষে।
বিষজল করি পান, আছে কি ত্যজেছে প্রাণ,
কিম্বা রাগে কালীনাগে গ্রাসে॥
ফলে স্বপনের ফল, ব্রতের ফল বিফল,
কর্ম্মফলে হারালি কানাই।
ডাক মা কাত্যায়ণীরে, চল কালীদহ তীরে,
কানায়েরে পাই কি না পাই॥
বলরামে লও সঙ্গে, বলা বাজাউক সিঙ্গে,
তাতে যদি পাই কৃষ্ণ ধনে।
তবে সে পাইব ত্রাণ. নতুবা ত্যজিব প্রাণ,
কালীদহে বিষ জল পানে॥
কেহ ধরি কার হাত, শিরে হানি করাঘাত,
আছাড়িয়া লোটায় ধরণী।
মঙ্গল কহিছে ডেকে, বলাই দাদার ডাকে,
পাইলাম তোর নীলমণি॥
ঠাকুর কহিছে ডাকি, আমি না কিছুই দেখি,
কোথা কৃষ্ণ রাখালাদিগণ।
গান ক'রে হরি বলে, করেছিস গোষ্ঠ লীলে,
এই কি তোদের বৃন্দাবন॥
কি বলিতে কি বলিস, কি কহিতে কি কহিস্,
এ তোদের প্রেমের প্রলাপ।
আমি যে কি দেখিলাম, নিজে যে কি হইলাম,
ভয় বাসি করিতে আলাপ॥
আমি মৃগ গোচারণে, চরাইতে গেনু বনে,
খেতে যাই মলয়ার পত্র।
কল্য কার একজনে, আমারে বিঁধিল বাণে,
বলে আমি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র॥
সেবনে এসেছে সীতে, বিপ্রলম্ব জালপেতে,
জালগাতে মোরে বাঁধে তথা।
এ বনে নাহিক ফল, এ বনে নাহিক খল,
সুনির্ম্মল পত্র ভক্তি লতা॥
প্রেমতরু ফল দানে, ফল ভোগী ভক্তগণে,
ফলে ফল ভক্তি লতিকায়।
শ্রীআনন্দ তরুবরে, আশা পত্র শোভা করে,
সে পত্র হরিণে লুঠে খায়॥
ইহা বলি কৃপা ডোরে, হাতে গলে বাঁধে মোরে,
বলে হারে কোথায় পালাবি।
করি যজ্ঞ জীবোদ্ধার, হরিনাম মন্ত্র তার,
সহজাগ্নি শূন্যে যায় হবি।
যজ্ঞকর্ত্তা শ্রীগৌরাঙ্গ, হোতা গোলোক ত্রিভঙ্গ,
যজ্ঞেশ্বরী সেই রাধারাণী।
তোমারে আহুতি নিতে, রহিয়াছি হাত পেতে,
আত্মাধিক আত্ম করি আনি॥
আমি তারে ব'লে ক'য়ে, আসিয়াছি ছাড়াইয়ে,
ছুটিয়া না যা'ব রক্ষাং কুরু।
করি যত কাঁদা কাঁদি, হারায়েছি বাঁধা বাঁধি,
আর না লুঠির পত্রতরু॥
নাম সংকীর্ত্তন ক্ষান্ত, প্রলাপের হ'ল অন্ত,
রাত্রি পোহাইল এই দিকে।
হরি হরি হরি বলে, যাত্রা করে সবে মিলে,
গোবিন্দ উঠিল সেই ঝোকে॥
গোবিন্দ মতুয়া ছেলে, যে বিছানে রেখেছিলে,
তথা ছিল গৃহস্থের মেয়ে।
প্রেমপ্রলাপের ঝোকে, নিজ পুত্র তথা রেখে,
চলিলেন সেই মেয়ে ল'য়ে॥
আসিয়া কতক দুরে, কহে মৃদু মধু স্বরে,
গোবিন্দ কে দয়াল ঠাকুর।
দেখ দেখি দৃষ্টি করে, কি আনিলে কোলে করে,
হাটিয়া আসিলে এত দুর॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য, বালিকার প্রতি লক্ষ্য,
ক'রে বলে আনিয়াছি কায়।
কি আনিতে কারে আনি, এ যে কাহার নন্দিনী,
এ বালিকা মম পুত্র নয়॥
সবে করে পরিহাস্য, ভাবাবেশে এ ঔদাস্য,
যস্য কন্যা তস্য স্থানে লৈয়া।
কন্যা রাখিয়া নন্দনে, লইয়া ঠাকুর স্থানে,
সংকীর্ত্তনে মিলিল আসিয়া॥
এই ভাবে করে লীলা, ভক্তগণ সঙ্গে খেলা,
করে দীনদয়াল আমার।

হরিচাঁদ লীলাসুধা,　　　পানে নাশে ভবক্ষুধা,
কহে দীন রায় সরকার।

রাজমাতার প্রভু মাতার নিকট অনুনয়।

পয়ার।

ঠাকুরের ঠাকুরালী হ'তেছে প্রকাশ।
তিন ভাই করিছেন ওঢ়াকাঁদি বাস॥
প্রভুমাতা অন্নপূর্ণা মাতা ঠাকুরাণী।
জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাস সাধু শিরোমণি॥
তাহার ভক্তিতে বাধ্য হইলেন মাতা।
শ্রীকৃষ্ণ দাসের প্রতি হইল মমতা॥
ক্রমে সবে পৃথক্ হইয়া করে বাস।
অন্নপূর্ণা মাকে সেবা করে কৃষ্ণদাস॥
কৃষ্ণদাস একান্নে র'য়েছে অন্নপূর্ণা।
এ দিকেতে জমিদার ক'রেছে ভাবনা॥
পার্ব্বতীচরণ মকস্বলে আসে যায়।
কখন সফলাডাঙ্গা কাছারীতে রয়॥
ঠাকুরের ঠাকুরত্ব প্রকাশ জানিয়া।
পার্ব্বতী কহেন সূর্য্যমণি স্থানে গিয়া॥
বড় কর্ত্তা শুন বার্ত্তা কহি মূলসূত্র।
বড় ঠাকুরালী করে যশোমন্ত পুত্র॥
কার্য্য দেখে জ্ঞান হয় স্বয়ং অবতার।
বার কি আশ্রয় নহে লীলা বুঝা ভার॥
মুখের কথায় মহাব্যাধি দুর হয়।
কত লোক সারিতেছে বলা নাহি যায়॥
পালাক্রান্ত রোগাক্রান্ত লোক যতছিল।
হরিনামে পাপ তাপ রোগ বিনাশিল॥
নন্দসুত মিশ্র পুত্র হ'ল নদীয়ায়।
তেমতি হয়েছে যশোমন্তের তনয়॥
শব্দে শুনি রামকান্ত দিয়াছিল বর।
যশোমন্ত পুত্র হ'বে বাসুদেবেশ্বর॥
অনুরাগী সাধু রামকান্ত মহাভাগ।
শালগ্রামে প্রণমিলে হ'ত অষ্ট ভাগ॥
কার্য্য দেখে বিশ্বাস হ'তেছে মোর তাই।
করেছি অধর্ম্ম দাদা আর রক্ষা নাই॥
ওঢ়াকান্দী বসতি ক'রেছে তিন ভাই।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত গোঁসাই॥
দাদা গো এমন প্রজা গিয়াছে ছাড়িয়া।
অপযশ হইয়াছে জগৎ জুড়িয়া॥
অধর্ম্ম হ'য়েছে বড় নষ্ট পরকাল।
পাপের নাহিক সীমা ভেঙ্গেছে কপাল॥
সময় সময় প্রাণ কাঁদে তাই ভেবে।
আমাদের জমিদারী বুঝি না থাকিবে॥
দুই ভাই এইরূপ কথোপকথন।
এই কথা রাজমাতা করিল শ্রবণ॥
বৃদ্ধা ঠাকুরাণী কহে কি কহ কি কহ।
বিস্তারিয়া সব কথা আমাকে বলহ॥
বিশেষ বৃত্তান্ত তবে শুনি ঠাকুরাণী।
কহিলেন কি ক'রেছ ওরে সূর্য্যমণি॥
মহৎ হউক কিম্বা হউক দরিদ্র।
কিম্বা সে ঠাকুর হো'ক কিম্বা হো'ক ক্ষুদ্র॥
রাজা হ'য়ে প্রজার করিলে অত্যাচার।
প্রজাদ্রোহী রাজার যে রাজ্য রাখা ভার॥
তোমরা থাকহ বাপ আমি একা যাই।
বলিব সে কৃষ্ণদাস হরিদাস ঠাই॥
আমি ব্রাহ্মণের কন্যা যাইব তথায়।
তারা যদি না শুনে বলিব তারমায়॥
এত বলি ঠাকুরাণী করিল গমন।
পথে যেতে ঠাকুরাণী ভাবে মনে মন॥
ধারিয়া প্রজার ধার শোধ নাহি দেয়।
এই অপরাধ করে মম পুত্রদ্বয়॥
প্রজা হ'য়ে রাজার করিল অপমান।
এই অপরাধে তারা ত্যজে বাসস্থান॥
কহিব এসব কথা ঠাকুর গোচরে।
দেখি অপরাধ ক্ষমা করে কিনা করে॥
ঠাকুরাণী উত্তরিল এসে ওঢ়াকাঁদি।
মহাপ্রভু সেদিন ছিলেন মল্ল কাঁদি॥
যথোচিত বলিলেন কৃষ্ণদাস ঠাই।
পূর্ব্ব ভদ্রাসনে চল এই ভিক্ষা চাই॥
কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণীর চরণ ধরিয়া।
কহিলেন বহুমত বিনয় করিয়া॥
নাগো মাতা পূর্ব্ব বাটী আমরা যাবনা।
কিদোষে ছাড়িব ভিটা ভাবিয়া দেখনা॥
পুণ্যাত্মা মহান্ বাবু রামরত্ন রায়।
ভালবাসী দিয়াছেন মোদেরে আশ্রয়॥
দুই ভাই করিয়াছে পদ্মবিলাঘর।
আমরা এখানে আছি তিন সহোদর॥
এখনে এঘর বাড়ী ত্যজিব কেমনে।
কেমনে যাইব মোরা পূর্ব্ব ভদ্রাসনে॥

ব'লনা এমন বাণী করি তাই মানা।
তোমার এ বাক্য রাখা কিছুতে হ'বে না ॥
এতশুনি ঠাকুরাণী ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।
উপস্থিতা হৈলা মাতা অন্নপূর্ণা পাশ ॥
কহিছে ব্রাহ্মণ কন্যা অন্নপূর্ণা ঠাই।
শুন গো মা তব ঠাই এই ভিক্ষা চাই ॥
অপরাধ করিয়াছে মম পুত্রদ্বয়।
দোষ ক্ষমা করি মাগো চল নিজালয় ॥
মাতা অন্নপূর্ণা বলে কি কথা বলহ।
এ কথা বলিলে হয় অনর্থ কলহ ॥
দ্বিজ কন্যা কহে অতি মিনতি করিয়া।
তব পুত্রগণ আসে বসতি ছাড়িয়া ॥
তব পুত্রে মম পুত্রে করে অপমান।
সেই রাগে তাদেরে ছাড়া'ল বাসস্থান ॥
ধারিয়া প্রজার ধার নাহি করে শোধ।
পুত্র অপরাধী তাই করি অনুরোধ ॥
এই তুচ্ছ অপরাধ মোরে কর ক্ষমা।
তব নিজ আশ্রমে এখনে চল গো মা ॥
কহিছেন প্রভুমাতা হ'য়ে অসন্তোষ।
তোমার পুত্রের এই ভাব তুচ্ছ দোষ ॥
এ হ'তে কি বড় দোষ আছে এ ধরায়।
এ দোষ ধরিতে ধরা স্বীকার না হয় ॥
বিশ্বাস ঘাতকী দোষ শাস্ত্রে আছে দেখি।
মহাপাপী যেইজন বিশ্বাসঘাতকী ॥
অত্যাচারে ভিটা ছাড়ি মনে হয়ে দুঃখী।
শেষে ঋণ শোধ দিলে পাপ হ'ত নাকি ॥
কহিলেন দ্বিজকন্যা কটু না বলিও।
কর বা না কর ক্ষমা যা ইচ্ছা করিও ॥
জন্মিয়াছি ব্রহ্মবংশে ব্রাহ্মণের কন্যে।
করিলাম অনুরোধ নিন্দহ কি জন্যে ॥
বাক্য যদি নাহি মান আমি ফিরে যাই।
আমি মন্যু করিলে তাতে কি ভয় নাই ॥
কহিছেন প্রভু মাতা মন্যু আর কিসে।
রাজকোপে দেশ ছাড়া কত কষ্ট শেষে।
এক্ষণেতে মন্যু কর কিম্বা দেও শাপ।
তাতে কোন তাপ নাই করি নাই পাপ ॥
যে হউক সে হউক আমি বলি এই।
তুমি বা কি শাপ দিবে আমি শাপ দেই ॥
যেমন আমার পুত্র হ'ল দেশান্তরী।
হউক তোমার পুত্র কড়ার ভিখারী ॥
মম পুত্রগণে পায় দেশ ছেড়ে ক্লেশ।
তেমন তোমার পুত্র ছাড়া হো'ক দেশ ॥
এতশুনি রাজমাতা গেলেন ফিরিয়া।
অশ্রুপূর্ণা নেত্র, দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ॥
কালক্রমে সেই শাপ আসিয়া ফলিল।
সেই ঠাকুরাণীর দুই পৌত্র যে ছিল ॥
দুজনার নাম হয় বিনোদ, বিহারী।
ঋণদায়ী হইয়া গেল সে জমিদারী ॥
ঘৃতকাঁদি আসিলেন হ'য়ে দেশান্তরী।
একাকী আছেন মাত্র সব গেছে মরি ॥
অবশ্য মহৎ বাক্য নহে ব্যভিচারী।
অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দিন দুই চারি ॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় চরাচরে ব্যাপ্ত।
অতলে ভূতলে আর আছে স্বর্গ সপ্ত ॥
অধর্ম্ম কারণে রাজপুত্র দুইজন।
রাজ্যভ্রষ্ট তাহাও দেখিল সর্ব্বজন ॥
কালক্রমে ধর্ম্মাধর্ম্মে ফলে ফলাফল।
কহিছে তারকচন্দ্র হরি হরি বল ॥

ভক্তগণের মতুয়া খ্যাতিবিবরণ।

পয়ার।

ওড়াকাঁদি রাউৎখামার মল্লকাঁদি।
ভ্রমণ করেন হরিচাঁদ গুণনিধি ॥
সঙ্গে ভক্তগণ ফিরে পরম আনন্দে।
নাম সংকীর্ত্তন গান হ'তেছে স্বচ্ছন্দে ॥
নিজ গ্রামে শ্রীধামের পশ্চিম অংশেতে।
উপনীত হইলেন দাসের বাটীতে ॥
একে একে বহু ভক্ত আসিয়া মিলিল।
সভাকরি ভক্তগণ সকলে বসিল ॥
হরিকথা কৃষ্ণকথা নামপদ গায়।
মধ্যবর্ত্তী মহাপ্রভু বসিয়া সভায় ॥
একে একে গ্রামের অনেক লোক আসি।
সভাকরি বসিলেন যত গ্রামবাসী ॥
পূর্ব্ব দিকে মহাপ্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
গ্রামী লোক দক্ষিণে প্রভুর বাম দিকে ॥
পশ্চিম দিকেতে বসি ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
ভক্তগণ প্রেমাবেশে করে ঢলাঢলি ॥
কিছু দূর উত্তরে বসিয়া রামাগণ।
হুলুধ্বনি দিতেছে শুনিয়া সংকীর্ত্তন ॥

হেন কালে তিন জন ব্রাহ্মণ আসিল।
সভামধ্যে আসিয়া তাহারা দাণ্ডাইল॥
সবে বলে বসুন বিছনা আছে অই।
তারা বলে হরিচাঁদ প্রভু তিনি কই॥
ভক্তগণ বলে যদি নাহি চিন কই।
জগতের ঠাকুর বসিয়া তিনি অই॥
এক দৃষ্টে তাহারা প্রভুর পানে চায়।
তপস্বী বৈরাগী উঠে হেন কালে কয়॥
দেখিলি ঠাকুর ওরে ঠাকুর তনয়।
ঠাকুর দেখিলে পরে প্রণামিতে হয়॥
তিনি বিপ্র একজন মধ্যম বয়স।
আর দুটি বয়সেতে পৌগণ্ডের শেষ॥
এই দুই ব্রাহ্মণ তাহার একজন।
ঠাকুরে প্রণাম করে শুনি সে বচন॥
একটী প্রণামে দাড়াইয়া আর জন।
কৈশোর প্রথমাবস্থা সেই যে ব্রাহ্মণ॥
চাহিয়া ঠাকুর পানে নেত্র তার স্থির।
সেই ব্রাহ্মণের ছিল অসুস্থ শরীর॥
তপস্বী বৈরাগী তবে উঠে সভা হ'তে।
ব্যাধিযুক্ত ব্রাহ্মণেরে লাগিল কহিতে॥
ঠাকুর দেখিতে এলে প্রণমিতে হয়।
দেখিলেত ঐ বিপ্র প্রণমিল পায়॥
এখন পর্য্যন্ত কেন দাঁড়াইয়া রও।
ঠাকুর দেখিয়া কেন প্রণাম না হও॥
এতেক বলিয়া ব্রাহ্মণের গ্রীবা ধরি।
মত্ত মাতালের প্রায় বলে হরি হরি॥
গ্রীবাধরি চাপমারী ভূমিতে ফেলায়।
বলে বাবা দেরে সেবা ঠাকুরের পায়॥
চাপ পেয়ে সেই দ্বিজ প্রণাম করিল।
মঙ্গল দাঁড়া'য়ে বলে হরি হরি বল॥
হরিচাঁদ পাদ হ'তে পদরজঃ এনে।
ব্রাহ্মণের মস্তকেতে দেয় টেনে টেনে॥
এই মত তিনবার ধূলি দিল গায়।
অঙ্গেতে যে ব্যাধি ছিল তাহা সেরে যায়॥

ব্যাধিমুক্ত হ'য়ে দ্বিজ সভাজনে কয়।
অবতীর্ণ সামান্য মানুষ ইনি নয়॥
ক্ষণেক থাকিয়া তবে দ্বিজেরা চলিল।
সভাসদ বিপ্র যত রাগান্বিত হ'ল॥
গ্রামবাসী বহিরঙ্গ লোক যত ছিল।
তাহাদের অতিশয় রাগ উপজিল॥
ব্রাহ্মণে লইয়া করে বিরোধাচরণ।
ইহা দিকে কৃষ্ণভক্ত বলে কোন জন॥
কি পেয়েছে কি হ'য়েছে ঠাকুরালী করে।
ঠাকুর বলয় যশোমন্তের কুমারে॥
অবৈধ সকল কাজ বিধি নাহি মানে।
সমাজের বাধ্য নয় এই কয় জনে॥
শুন সবে প্রতিজ্ঞা করিনু আজ হ'তে।
ইহাদের সঙ্গে না করিব সমাজিতে॥
নাহি মানে দেব দ্বিজ আলাহিদা পথ।
ইহারা হ'য়েছে এক হরিবলা মত॥
আহারাদি না করিব ইহাদের সঙ্গ।
অদ্য হ'তে গ্রাম ভাব করিলাম ভঙ্গ॥
সে হইতে গ্রামবাসী হ'ল ভিন্নদল।
সে অবধি হরি বোলা পৃথক সকল॥
বিবাদীরা বলে ওরা হ'য়েছে পাগল।
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাহি বলে হরি বোল॥
হরি বোলা দেখে উপহাস করে কত।
সবে বলে ও বেটারা হরি বোলা ম'তো॥
কেহ বলে জাতি নাশা সকল মতুয়া।
দেশ ভরি শব্দ হ'ল মতুয়া মতুয়া॥
অন্য কেহ যদি হয় হরিনামে রত।
সবে করে উপহাস অই বেটা ম'তো॥
অন্য অন্য গ্রাম আড়োকাঁদি ওঢ়াকাঁদি।
সে হইতে হ'য়ে গেল মতুয়া উপাধি॥
তাহা শুনি ডেকে বলে প্রভু হরিচাঁদ।
ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা মতুয়া আখ্যান॥
মতুয়া উপাধি খ্যাতি জগতের মাঝ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

সপ্তম তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস-জয় গৌরিদাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোক চন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
দাস ক'রে তারকেরে কর আত্মসাৎ॥

প্রভুর-আনারস ভক্ষণ।

পয়ার।

রাউৎখামার গ্রামে বংশী মহাভাগ।
ঠাকুরের প্রতি তার দৃঢ় অনুরাগ॥
একদিন হাটে গিয়া সে বংশীবদন।
আনারস দেখে হৈল প্রভুর স্মরণ॥
সুমধুর আনারস গোটা দশ কিনে।
সুপক্কটী সেরে রাখে যতনে গোপনে॥
ধান্যের ডোলের মধ্যে কেহ নাহি জানে।
অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিলেন মনে॥
বংশীর বাটীতে প্রভু উপস্থিত হ'ল।
একে একে ভক্তগণ আসিয়া মিলিল॥
আনন্দে বলেছে বংশী প্রভু এল ঘরে।
প্রভুর সঙ্গেতে গিয়া নামপদ করে॥
প্রভু বলে ওরে বংশী আমারে আনিলি।
এতক্ষণমধ্যে মোরে খেতে নাহি দিলি॥
ব্যস্ত হ'য়ে বংশী তার রমণীরে কয়।
কি দিবা কি দিব বল প্রভুর সেবায়॥
বংশীর স্বভাব ছিল দেখিলে গোঁসাই।
বাহ্য স্মৃতি হারাইত আ'জ হ'ল তাই॥
বংশীর রমণী যায় পাকশালা ঘরে।
আয়োজন করিল রন্ধন করিবারে॥
প্রভু বলে ওরে বংশী আশা যে আশাতে।
বড় ইচ্ছা হৈল মম আনারস খেতে॥
আনারস গৃহেতে বংশীর মনে নাই।
প্রভু বলে আনারস আন, রস খাই॥
শুনি বংশী রমণীকে ডেকে আনে ঘরে।
বলে আনারস খেতে দেও শ্রীপ্রভুরে॥
আনারস বানাইল মনে করি সাধ।
প্রভুর বাসনা যেটা সেটা র'ল বাদ॥
প্রভু বলে এইগুলি পরিপক্ক কম।
এই আনারসে সেবা না'হবে উত্তম॥
বংশীর রমণী কহে হ'য়ে করপুট।
এই আনারসে তবে হো'ক্ হরিলুঠ॥
যেই মাত্র বংশীর রমণী করে ব্যক্ত।
কাড়াকাড়ি করিয়া খাইল সব ভক্ত॥
প্রভু বলে এই লুঠে আমি তৃপ্ত নই।
আমার লুঠের যেটা সেটা দিলি কই॥
ইহা বলি মহাপ্রভু বলে আন আন।
আনা আছে দিস নাই না দেয়াটা আন॥
এত বলি অন্তর্য্যামী উঠিল সত্বর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন ডোলের উপর॥
আনারস হাতে করি দিল আর লম্ফ।
ভূমিতে পড়িল যেন যায় ভূমিকম্প॥
বংশীরে বলেন প্রভু শোন্ তোরে বলি।
নিজে খাইবার জন্য ভালটা রাখিলি॥
এত বলি প্রভু সেই আনারস ধরে।
কামড়া'য়ে সে ফলের রস পান করে॥
চুষিয়া চুষিয়া খায় মুখ উর্দ্ধ করি।
প্রেমানন্দে ভক্তগণে বলে হরি হরি॥
বংশীর নয়ন জল অবিরত ঝরে।
দাঁড়াইয়া দৃষ্টি করে বাক্য নাহি সরে॥
রামচাঁদ বলে প্রভু নিবেদি চরণে।
কল্য ভোগ নিতে হ'বে আমার ভবনে॥
হরিষে বলেন প্রভু হৈল নিমন্ত্রণ।
প্রাতে উঠি চলিলেন ল'য়ে ভক্তগণ॥
দুই তিন বাটী প্রভু ভোজন করিল।
এমন সময় বেলা প্রহরেক হ'ল॥

পরে লইলেন ভক্ত শ্রীরামলোচন।
কবি কহে হরি হরি বল সর্ব্বজন॥

রামলোচনের বাটী মহোৎসব ও চৈতন্যবালার দর্পচূর্ণ।

পয়ার।

রামলোচনের বাটী স্বজাতি ভোজন।
গ্রামবাসী সবে আসি করে অয়োজন॥
রামাগণে আসে সবে পাক করিবারে।
চৈতন্য প্রধান জ্ঞানী গ্রামের উপরে॥
সকলে রাখিল ভার তাহার উপর।
যাহাতে হইবে এই কার্য্যের সুসার॥
রামচাঁদ আর রামলোচন বিশ্বাস।
শ্রীনবদ্বীপেতে যেন রামাই শ্রীবাস॥
ভাই ভাই ঠিক যেন তেমতি মিলন।
সেই দিন সেই বাটী প্রভু আগমন॥
মহা সমারোহ হ'বে স্বজাতি ভোজন।
পাকশালে পাক করে যত রামাগণ॥
এমন সময় প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে॥
রামলোচনের বাটী উত্তরিল রঙ্গে॥
শ্রীরামলোচন হয় কার্য্যকরণালা।
কার্য্যদক্ষ কর্তৃপক্ষ শ্রীচৈতন্যবালা।
হুকুম ক'রেছে কার্য্য করিবার তরে।
যাকে যাহা ব'লেছেন সেই তাহা করে॥
প্রাণপণে খাটিতেছে নাহিক বিরাম।
বাটীর ভিতর হইতেছে ধুমধাম॥
কোন নারী কক্ষে কুম্ভ আনিতেছে বারি।
কেহ ঝাল বাটে কেহ কাটে তরকারি॥
কেহ [illegible]রে ভারে ধৌত করিছে তণ্ডুল।
কে[illegible]য় কেহ লয় ধুতেছে ডাউল॥
ঠা[illegible]সিল জয় হরি বোল বলে।
ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করে কুতূহলে॥
বাটী[illegible] কাজের লোক যেখানে যে ছিল।
চতু[illegible]হরি হরি বলিতে লাগিল॥
সিংহনাদে ভক্তগণ বলে হরি হরি।
চতুর্দ্দিকে ঘাটে পথে হরি হরি হরি॥
অগণনা রামাগণে দিল হুলুধ্বনি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি উঠে জয় ধ্বনি॥

ঠাকুর গেলেন রামলোচনের ঘরে।
নাম গান পদ হয় গৃহে বহির্দ্বারে॥
মেয়েরা যতেক সবে ছিল পাকশালে।
শুনে ধ্বনি সব ধনী ভাসে অশ্রুজলে॥
কিসের রান্না কিসের বান্না কিসের হলুদ বাটা।
নয়ন জলে ভেসে যায় হলুদ বাটা পাটা॥
কুলবধূ ধাইতেছে হইয়া আকুল।
বাল্য বৃদ্ধ ধাইতেছে সব সমতুল॥
ঠাকুরে দেখিব বলে সকলের মন।
পাকশালে মেয়েলোক নাহি একজন॥
সকলে বলেছে গিয়া চৈতন্যবালায়।
অদ্য বুঝি জাতিকুল নাথাকে বজায়॥
নিমন্ত্রিত লোক যত সব এল এল।
পাকশালে লোক নাই উপায় কি বল॥
তাহা শুনি ক্রোধ করি বালা মহাশয়।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি মেয়েদেরে কয়॥
ঠাকুরে দেখিয়া কারু নাহি স্মৃতিবাক্।
পাকশালে লোক নাই কে করিবে পাক॥
বালাজী করেন রাগ কেহ নাহি মানে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে শুনেও না শুনে॥
কেহ বলে শুন বলি বালা মহাশয়।
জাতি গেল মান গেল কি হ'বে উপায়॥
সামাজিক লোক সব হ'য়ে একতর।
সভা করি বসিলেন বাটীর ভিতর॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালা মহাশয়।
সবে মিলে পরামিশ করিলেন সায়॥
ঠাকুরের কাছে গিয়া করহ বারণ।
চুপ করে থাক, কেন করে সংকীর্ত্তন॥
কিসের বা হরি ধ্বনী কিসের কীর্ত্তন।
চুপ ক'রে না থাকেত তাড়াও এখন॥
সবে বলে কে বলিবে ঠাকুরের ঠাই।
নিজে যান বালাজী অন্যের সাধ্য নাই॥
ঠাকুরের নিকটেতে যায় বলিবারে।
বলিব বলিব ভাবে বলিতে না পারে॥
এক এক বার যায় ক্রোধ করি মনে।
এবার তাড়া'ব গিয়া হরি বোলা গণে॥
ধেয়ে ধেয়ে যায় বালা অতি ক্রোধ ভরে।
যেই ঠাকুরের মুখ চন্দ্র দৃষ্টি করে॥
আর নাহি থাকে ক্রোধ হয় মহাশান্ত।
মৌন হয়ে বসে যেন নৈষ্টিক মোহান্ত॥

সভাসৎ লোক যত দেখিয়া বিস্ময়।
বলে একি হ'ল বল বালামহাশয় ॥
বড় ক্রোধ করি যাও তাড়া'বার তরে।
চুপ করে ফিরে এস বাক্য নাহি সরে ॥
দুই তিন বার গেলে হ'য়ে ক্রোধ মন।
বলিতে না পার কিছু কিসের কারণ ॥
বাণীসুত তুল্য বক্তা বাক্‌যুদ্ধে জয়।
কেন নাহি বাক্য আস্ফালন বা কোথায় ॥
বালা মহাশয় বলে তাই ভাবি মনে।
বলা কথা কেন যেন বলিতে পারিনে ॥
আমাকে ভুলায় হেন নাহিক ভুবনে।
নিশ্চয় ঠাকুর কি মোহিনী মন্ত্র জানে ॥
তাহা শুনি সব লোকে হাসিয়া উঠিল।
কেহ বলে মাতুব্বরের মাতুব্বরী গেল ॥
যে মত শ্রীকৃষ্ণ যায় হিত বুঝাইতে।
দুর্য্যোধনে বলে যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিতে ॥
দুর্য্যোধন নাহি মানে কৃষ্ণ ফিরে যায়।
তার বাড়ী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন নাহি খায় ॥
একত্রিত শত ভাই দুষ্ট দুর্য্যোধন।
রজ্জু পাকাইল কৃষ্ণে করিতে বন্ধন ॥
ভগবান বিশ্বরূপ ধারণ করিল।
কে করে বন্ধন সভা মোহ প্রাপ্ত হ'ল ॥
পরে কৃষ্ণ চলিলেন বিদুরের ঘরে।
বিদুরের পুরাতন ক্ষুদ সেবা করে ॥
চৈতন্য পাইয়া বলে রাজা দুর্য্যোধন।
কি মোহিনী মন্ত্র জানে দেবকীনন্দন ॥
সেই দিন অপমান হ'ল শত ভাই।
কেহ বলে বালাজীর হইয়াছে তাই ॥
কেহ বলে বালাজী কি হ'য়েছে পাগল।
কেহ বলে বালাজীকে দুর্য্যোধনই বল ॥
রামচাঁদ উপনীত ঠাকুরের ঠাই।
দণ্ডবৎ করি বলে কি হ'বে গোঁসাই ॥
যত রামা দেখে তোমা না হইল রান্না।
ঠাকুর বলেন পাক ঘরে অন্নপূর্ণা ॥
ঘর ছাড়ি মহাপ্রভু এসে বাহিরেতে।
মেয়ে দেরে বলিলেন পাক ঘরে যেতে ॥
দয়ার নিধান হরি প্রাঙ্গণে আসিল।
ভক্তগণ ল'য়ে সভা করিয়া বসিল ॥
সভায় বসিয়া হরি ডাক দিয়া কয়।
কোন জন শ্রীচৈতন্য বালা মহাশয় ॥
এ গ্রামেতে এতদিন আমি আসি যাই।
এ গ্রামে কে কর্ত্তা ব্যক্তি চিনা শুনা নাই ॥
সবে বলে অই ব'সে শ্রীচৈতন্যবালা।
প্রভু বলে আবশ্যক দুটা কথা বলা ॥
সবে দেখাইয়া দিল বসিয়া সভায়।
অই সেই শ্রীচৈতন্য বালা মহাশয় ॥
প্রভু বলে মহাশয় কহ দেখি শুনি।
বলিয়াছ আমি কি মোহিনী মন্ত্র জানি ॥
তুমি হও বড়জ্ঞানী সুধাই তোমারে।
শুনেছ মোহিনী মন্ত্র মন্ত্র বলে কারে ॥
শুনিয়া কহিছে বাণী বালা মহাশয়।
মুখেতে সরল ভাষা ক্রোধিত হৃদয় ॥
আমি এই পরগণে সবে যাহা বলি।
মোর কাছে সবে থাকে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি ॥
আমি যাই ক্রোধভরে তাড়াইয়া দিতে।
শ্রীমুখ দেখিয়া কিছু না পারি বলিতে ॥
সভামধ্যে কথা বলি লক্ষ জন মাঝে।
রাজদরবারে কিম্বা স্বজাতি সমাজে ॥
কাহার নিকট কিছু শঙ্কা নাহি করি।
আপনার কাছে কিছু বলিতে না পারি ॥
তাহাতে এমন আমি মনে অনুমানি।
আপনার যেন জানা আছে কি মোহিনী ॥
*বাণীনাথ কহে বাণী মৃদু মৃদু হাসি।
মোহিনী হইতে চাহে বৈষ্ণবের দাসী ॥
হরি বোলা সাধুদের ভক্তি অকামনা।
তন্ত্র মন্ত্র নাহি মানে ব্রজ উপাসনা ॥
বিশুদ্ধ চরিত্র প্রেমে হরি হরি বলে।
অন্য তন্ত্র মন্ত্র এরা বামপদে ঠেলে ॥
শুদ্ধাচার কৃষ্ণ মন্ত্র ভক্তে জাপ করে।
অন্য মন্ত্র জপ, তপ, পাপ গণ্য করে ॥
মোহিনী গণিকা কামবিলাসী পৈশাচী।
তার মন্ত্র হরিভক্তে স্পর্শিলে অশুচি ॥
হিংসা বুদ্ধি যারা তারা মিথ্যাভাষী সবে।
সব সভা জিনে এই মন্ত্রের প্রভাবে ॥
পরগণা মধ্যে তুমি বালা মহাশয়।
কোটি জনে কথা মানে তুমি একা জন।
ভক্তি শূন্য রসশূন্য ভাষ অপভাষ।
তথাপি সভার মধ্যে পাও বড় যশ ॥
অপকথা কও তবু লোকে মানে কেন।
নিশ্চয় মোহিনী মন্ত্র তোমরাই জান ॥

ক্রোধভরে তুমি কিছু বলিতে নারিলে।
বলিতে পারিবে কেন বলিতে না দিলে॥
দূর হ'তে কত লোকে করে আস্ফালন।
আসিলে তোমার ঠাই না স্ফুরে বচন॥
তা হ'লে মোহিনী মন্ত্রে তুমি কিসে কম।
আমি জানি মোহিনী এ তব মতিভ্রম॥
সমুদ্র মন্থনকালে যে হ'ল মোহিনী।
দেব দৈত্যে ভুলাইল ভুলে শূলপাণি॥
তার মন যে ভুলায় গাঢ় অনুরাগে।
তারঠাই তোমার এ মোহিনী কি লাগে॥
অন্ধকারে জোনাকের আলো হয় বনে।
সে জ্যোতি থাকিবে কেন সুধাংশুকিরণে॥
নিশা কর করে কর তারাগণ ঘিরে।
সবাকার অন্ধকার দিবাকর হরে॥
সেই দিবাকর যার নখরে উদয়।
সেই পাদপদ্ম সদা যাহার হৃদয়॥
দিবাকর নিশাকর এসে তার ঠাই।
কর যোড়ে স্তব করে বলিয়া গোঁসাই॥
তার সাক্ষী হনুমান রামভক্তি জোরে।
রামকার্য্যে সূর্য্য দেবে রাখে কর্ণে ভরে॥
ছাড় সব ধাঁ ধাঁ বাজী কাজে কাজী হও।
হরিপদ ভাবি কাল সুখেতে কাটাও॥
কি দোষ করেছি আমি মেতে হরি প্রেমে।
বল তব কি ক্ষতি হয়েছে হরিনামে॥
মেয়েরা করে না পাক ক্ষতি কি তাহাতে।
বসাইয়া দেও লোক পায় কিনা খেতে॥
এই অবকাশে লক্ষ্মীকান্ত কৃপাযোগে।
এ দিকেতে রান্না হইয়াছে দশ ভাগে॥
বালা বলে সবলোক বসাইয়া দিব।
অন্নে না কুলা'লে ঠাকুরালী দেখাইব॥
অল্প অন্ন অল্প অল্প ডা'ল তরকারী।
কেহ বাদ না থাকিও বৈস সারি সারি॥
শীঘ্র শীঘ্র ডেকে সব লোক বসাইল।
অবলীলা ক্রমে পরিপোষণ হইল॥
খেয়ে সব লোকে বলে অদ্য কিবা রান্না।
জ্ঞান হয় রেঁধেছে কমলা অন্নপূর্ণা॥
অল্প অন্ন বহু লোক হ'বে নাহি জানি।
ত্রিলোকে ফুরা'তে নারে এবে ইহা মানি॥
জ্ঞানশূন্য শ্রীচৈতন্যবালা মহাশয়।
মজুত অজুত লোকে মানিল বিস্ময়॥
বালা মহাশয় কিম্বা যত ছিল আর।
মহাপ্রভু পদে সবে করে পরিহার॥
কেহ বলে হরিরূপে হরি অবতীর্ণ।
কেহ বলে নমঃশূদ্রবংশ হ'ল ধন্য॥
শ্রীহরি চরিত্র সুধা যেই করে পান।
কর্ম্মক্ষুধা পাপে তাপে সেই পরিত্রাণ॥
আকাশ ভেদিয়া উঠে হরিনাম ধ্বনি।
হরি হরি ময় ময় আর নাহি শুনি॥
পিও সাধু নাম মধু রসনা আশয়।
দিন্‌ত অন্ত যাবে দুরন্ত কৃতান্ত ভয়॥
তারক রসনা কহে হরিচাঁদ লীলে।
হরিচাঁদ প্রীতে ডাক হরি হরি বলে॥

গোস্বামী গোলোকচাঁদের বংশাখ্যান।

পয়ার।

যে ভাবেতে উদাসীন হইল গোলোক।
গোলোক চরিত্র কিছু শুন সর্ব্বলোক॥
সাহাপুর পরগণা তাহার অধীনে।
নারিকেল বাড়ী গ্রাম জানে সর্ব্বজনে॥
এই বংশে যত জন সবে মহোদয়।
বংশ অনুরাগ হরিভক্ত অতিশয়॥
মহৎ পুরুষ ছিল কেনাই মণ্ডল।
কৃষ্ণ ভক্ত চূড়ামণি প্রেমেতে বিহ্বল॥
কেনাইর চারি পুত্র সবে গুণাকর
প্রথম অযোধ্যারাম প্রেমের সাগর॥
দ্বিতীয় নন্দন হ'ল হরেকৃষ্ণ নাম।
তৃতীয়তঃ সৃষ্টিধর সাধু অনুপম॥
নয়নমণ্ডল সর্ব্বানুজ হন তিনি।
করিতেন হরিনাম দিবস রজনী॥
সকলেই কৃষ্ণভক্ত সাধু সেবা মতি।
নয়নের অতি ভক্তি অতিথিয় প্রতি॥
মধ্যম হরেকৃষ্ণের দুইটি নন্দন।
রামনিধি জ্যৈষ্ঠহয় কনিষ্ঠ বদন॥
জ্যেষ্ঠ অযোধ্যারামের তিনটী নন্দন।
ঠাকুরদাস জ্যেষ্ঠ হয় অতি সুলক্ষণ॥
মধ্যম শ্রীজয়কৃষ্ণ নামে প্রেমে মত্ত।
হরিপ্রেমে মত্ত হ'য়ে করিতেন নৃত্য॥
সবার কনিষ্ঠ হয় চন্দ্রকান্ত নাম।
তিন ভাই হরিভক্ত বলে জয় রাম॥

ঠাকুরদাসের তিন পুত্র গুণাকর।
জ্যেষ্ঠ রামকুমার মধ্যম বংশীধর ॥
কনিষ্ঠ গোলোক চন্দ্র ভক্ত চূড়ামণি।
যার ঘোর হুহুঙ্কারে কম্পিতা মেদিনী ॥
শ্রীরাম কুমার সংসারের মধ্যে কর্ত্তা।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মিষ্টভাষী বক্তা ॥
গায় কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণ করে মহাজনী।
বাণিজ্য করেন আর নৌকার চালানি ॥
বংশীধর বংশধর অতি শিষ্টাচারী।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অধিকারী ॥
কভু নাই অনাচার সংসারে সংসারী।
সবে মানে রাজাস্থানে সত্য দরবারী ॥
সদা পর হিতে রত গৃহ কার্য্য করে।
রাজা ডাকে রাত্রে যান রাজদরবারে ॥
কনিষ্ঠ গোলোকচন্দ্র হইল গোঁসাই।
গৃহ কার্য্যে রত ছিল এই তিন ভাই ॥
গোলোক উন্মত্ত চিত্ত ঠাকুর ভাবিয়া।
উপাধি হইল শেষে পাগল বলিয়া ॥
কৃষি কার্য্য করিতেন গোস্বামী গোলোক।
ধান্যক্ষেত্র কার্য্যে ছিল বড়ই পারক ॥
হলধর দিয়া চাষে আইলে বসিয়া।
নির্জ্জনে বসিয়া জমি দেখিত চাহিয়া ॥
জমি মধ্যে কোন স্থান নিম্ন যদি রয়।
উচ্চ-স্থান মাটী এনে সে নিম্ন পুরায় ॥
উচু নীচ না রাখিত জমির মাঝেতে।
সমতল ধান্য ক্ষেত্র করিত স্বহস্তে ॥
যে জমির ধান্য কাটে আঠার কৃষাণে।
তিনি তাই কাটিতেন একা একদিনে ॥
বিষয় কার্যেতে ছিল এমত নিযুক্ত।
এবে শুন যে ভাবে হইল প্রভুভক্ত ॥
কণ্ঠ দেশ ফুলিয়া ক্রমশঃ হ'ল ভারী।
শয্যাগত রহিলেন হ'য়ে অনাহারী ॥
নাশারন্ধ্রে ঘন শ্বাস বাক্য নাহি সরে।
দুগ্ধ পান আদি বন্ধ হ'ল একেবারে ॥
রাউৎখামার রামচাঁদ মহাশয়।
ভক্তশ্রেষ্ঠ ঠাকুর নিকটে আসেযায় ॥
রোগযুক্ত রোগী যত রামচাঁদে ধরে।
ঠাকুরের নামেতে রাখিয়া রোগ সারে ॥
গোলোকের জ্যেষ্ঠ রামকুমার বিশ্বাস।
দশরথ নিকটেতে করিল প্রকাশ ॥

গোস্বামীর খুল্লতাত জয়কৃষ্ণ নাম।
তার পুত্র সহস্রলোচন গুণধাম ॥
সাধুসঙ্গ সদা মতি হৃদয় আনন্দ।
তাহার কুমার দশরথ মহানন্দ ॥
শ্রীরামকুমার কহে দশরথ ঠাই।
চল বাপ রামচাঁদে আনিবারে যাই ॥
গোলোকে দেখিয়া আর স্থির নহে মন।
ঠিক যেন গোলোকের নিকট মরণ ॥
শুনেছি রামচাঁদের অপার মহিমে।
রোগ সারে হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে ॥
বড় বড় রোগে রোগী তার কাছে যায়।
যাওয়ামাত্র রোগ মুক্ত যদি দয়া হয় ॥
দশরথ দিল মত চল তবে যাই।
খুল্লতাত রোগ সারে এই ভিক্ষা চাই ॥
ত্বরা যায় রামচাঁদ ঠাকুরে আনিতে।
উপনীত ত্বরান্বিত রাউৎখামারেতে ॥
বালা বাড়ী গেলে মাত্র সর্ব্বজনে কয়।
হেথা বৈস সে ঠাকুর আসিবে হেথায় ॥
গিরিধর বালা আছে জ্বরে অচেতন।
রামচাঁদে আনিবারে যাইব এখন ॥
পরিশ্রম করি কেন তোমরা যাইবা।
আমরা আনিলে হেথা বসিয়া পাইবা ॥
বলিতে বলিতে লোক আনিবারে গেল।
রামচাঁদ ঠাকুরেকে সত্বরে আনিল ॥
রামচাঁদ ঠাই রামকুমার বলে'ছে।
ভাই মোর গোলোক সে আছে কিনা আছে ॥
বড় দায় ঠেকে আসিয়াছি দৌড়া দৌড়ি।
দয়া করে যেতে হ'বে নারিকেল বাড়ী ॥
তাহা শুনি রামচাঁদ না কহিল বাক্।
বাবা হরিচাঁদ বলে ছেড়ে দিল ডাক ॥
হরিচাঁদ হরিচাঁদ বলে ডাক ছাড়ে।
হুঙ্কারিয়ে দুই হাতে গিরিধরে ঝাড়ে ॥
ডাকে বাবা হরিচাঁদে করি করজোড়।
সজোরে গিরির পৃষ্ঠে মারিল চাপড় ॥
মুহূর্ত্তেক মধ্যে ব্যাধি আরোগ্য হইল।
রোগমুক্ত গিরিবালা উঠিয়া বসিল ॥
রোগমুক্ত হল যদি গিরিধর বালা।
ঝাড়িতে লাগিল রামকুমারের গলা ॥
বাবা হরিচাঁদ বলে ঘন ডাক ছাড়ে।
রামকুমারের গলা রামচাঁদ ঝাড়ে ॥

দোহাই ওড়াকাঁদির বাবা হরিচাঁদ।
গলা ঝাড়ে ডাক ছাড়ে যেন সিংহনাদ॥
দণ্ডমাত্র রামকুমারের গলা ঝাড়ি।
বলে আমি যাইব না নারিকেলবাড়ী॥
তোমরা গৃহেতে যাও আমি গৃহে যাই।
দেখ গিয়া গোলোকের গলা ফুলা নাই॥
রামচাঁদ যাহা যাহা ব'লে দিয়াছিল।
বাটীতে আসিয়া সত্য তাহাই দেখিল॥
সেই সব প্রকাশিল বাটীতে আসিয়া।
গোলোক উন্মত্ত হ'ল সে কথা শুনিয়া॥
প্রভুকে দেখিব বলে ওড়াকাঁদি যায়।
লোটাইয়া পড়ে গিয়া ঠাকুরের পায়॥
প্রভু বলে এত দিন কেন নাহি আলি।
ব্যাধিযুক্ত হ'য়ে কেন এত কষ্ট পা'লি॥
এতদিন পরে যদি এলি মম ঠাই।
যাও বাপ গৃহে যাও আর ভয় নাই॥
শুনিয়া গোলোক প্রেমে কম্পিত হইল।
অনিমিষ নেত্রে রূপ দেখিতে লাগিল॥
শঙ্খচক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজধারী।
পরিধান পিতাম্বর মুকুন্দ মুরারী॥
রূপ দেখি ঝোরে আঁখি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
বলে আমি আর না করিব গৃহবাস॥
গোলোক বলেন আমি কা'র বাড়ী যা'ব।
চরণে নফর হ'য়ে পড়িয়া রহিব॥
প্রভু বলে ঘরে যাও ওরে বাছাধন।
চির দিন মোরে ব'লে থাকে যেন মন॥
গোলোক বলেন হরি চিনেছি তোমায়।
চির দাস বিক্রীত হইনু তব পায়॥
প্রভু বলে বিকাইলি পাইলাম তোরে।
কর গিয়া গৃহকার্য্য যা'ব তোর ঘরে॥
গোলোক চলিল ঘরে প্রভুর কথায়।
সময় সময় ওড়াকাঁদি আসে যায়॥
মাসান্তর পক্ষান্তর সপ্তাহ অন্তরে।
মাঝে মাঝে যাইত প্রভুকে দেখিবারে॥
দশরথ মহানন্দ মাতিল তাহাতে।
গ্রাম্য লোক প্রমত্ত হইল সেই মতে॥
হরিচাঁদ গোলোকের ভাব প্রেমবশে।
আশা যাওয়া করে প্রভু গোলোকের বাসে॥
এই ভাবে হরি বোলা হইল গোলোক।
হরি হরি বল সাধু কহিছে তারক॥

বদন-ঠাকুরের উপাখ্যান।

পয়ার।

গোলোক পাগল হ'ল ঠাকুরের ভক্ত।
ভক্তি ভাবে আত্মহারা সদাই উন্মত্ত॥
গাঢ় অনুরাগ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।
নাহি মানে বেদবিধি বীর অবতার॥
বীরেতে বীরত্ব যেন তুল্য হনুমান।
ধীর রসে শ্রীঅদ্বৈত শক্তি অধিষ্ঠান॥
উন্মত্ত স্বভাব সদা নাহি ছুটে কভু।
শয়নে স্বপনে ভাবে হরিচাঁদ বিভু॥
অনুক্ষণ আসে প্রভু গোলোকের ঠাই।
ক্রমে প্রেমে ভাবাবিষ্ট বদন গোঁসাই॥
গোলোকের খুল্লতাত ঠাকুর বদন।
সেই যে বদন হরেকৃষ্ণের নন্দন॥
হইল অসাধ্য ব্যাধি উদরে বেদনা।
অহরহ বেদনায় বিষম যাতনা॥
আয়ুর্ব্বেদ নিদান মতের চিকিৎসক।
খণ্ডজ্ঞানী মুষ্টিযোগ সুমন্ত্র পারক॥
অনেকে দেখিল রোগ আরোগ্য না হয়।
অবশেষে দেখিলেন এক মহাশয়॥
তিনি এসে বলিলেন বেদনা সারিব।
উদরেতে ফোঁটা দিয়া ঘা বানা'য়ে দিব॥
গাছড়ার রসদ্বারা দিল ষোল ফোঁটা।
চর্ম্মে ঠোসা পড়ে শেষে ঘা হ'ল ষোলটা॥
মাসেক পর্য্যন্ত সেই করে মুষ্টিযোগ।
নিদারুণ জ্বালা হ'ল নাহি সারে রোগ॥
একেত ঘায়ের ব্যথা ব্যথা পুরাতন।
উভয় ব্যথার জ্বালা নাহি নিবারণ॥
ক্রমে বৃদ্ধি বেদনাতে অস্থিচর্ম্মসার।
অদ্য কিম্বা কল্য মৃত্যু এরূপ আকার॥
কেহ বলে চিকিৎসায় নাহি প্রয়োজন।
কেহ বলে বৈদ্য নাথ প্রতি দেহ মন॥
কেহ বলে আর কিছু নাহি হরি বল।
কেহ বলে বাঁচ যদি ওড়াকাঁদি চল॥
জগত জীবন তিনি জগতের কর্ত্তা।
মরিলে বাঁচা'তে পারে সবে কহে বার্ত্তা॥
আত্ম স্বার্থ সমর্পণ করহ তাহায়।
চল যাই ওড়াকাঁদি ঠাকুর কি কয়॥

শুনিয়া বদন বড় হরষিত হ'ল।
বলে সবে মোরে ল'য়ে ওড়াকাঁদি চল॥
দশরথ বলে আমি লইয়া যাইব।
ব্যাধিমুক্ত হ'লে মোরা তার দাস হ'ব॥
শয্যাগত মৃত্যুবৎ ওষ্ঠাগত প্রাণ।
ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণেক অজ্ঞান॥
উত্থান শকতি নাই থাকেন শয্যায়।
তরণী সাজিয়া চলে দুই মহাশয়॥
দুই জনে তরী বাহে ত্বরান্বিত হ'য়ে।
বদন রহিল সেই নৌকাপরে শুয়ে॥
দুই জন তরী বাহে হরিগুণ গায়।
অশ্রুজলে বদনের বক্ষঃ ভেসে যায়॥
মনে ভাবে যদি কিছু সময় পেতাম।
মনোসাধ মিটায়ে নিতা'ম হরিনাম॥
ভাবিতে ভাবিতে কিছু উপশম পায়।
সকাতরে ধীরে ধীরে হরিনাম লয়॥
ঠাকুরের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন।
প্রভু করিলেন অন্তঃপুরে পলায়ন॥
বাহির বাটীতে এসে পড়িল বদন।
ধরায় শয়ন করি করে'ছে রোদন॥
বদন রোদন করে হইয়া পতন।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ শ্রীমধুসূদন॥
ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আসিল বাহিরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে বদনের পরে॥
গালাগালি দিয়া বলে উঠ বেটা দুষ্ট।
বল দেখি তোর কেন হ'ল এত কষ্ট॥
বেয়েছ বাঁচাড়ি নৌকা পাছা নাচাইয়া।
আড়ঙ্গ করেছ জয় বাহিছ খেলা'য়া॥
দেহ খাটাইয়া লোক ধন উপার্জ্জয়।
সেই ধন কাকেরে বকেরে কে খাওয়ায়॥
এখন সে সোর শব্দ রহিল কোথায়।
একা আশা একা যাওয়া সাথি কেবা হয়॥
বদন বলিছে প্রভু মরিয়াছি আমি।
ভগ্ন তরী ডুবে মরি কর্ণধার তুমি॥
ঠাকুর বলেন-চিনে সে কাণ্ডারীধর।
মরিলি যগুপি বেটা ভাল ক'রে মর॥
বদন বলেন মম ডুবু ডুবু তরী।
আর কি চিনিতে যা'ব চিনেছি কাণ্ডারী॥
বদন বলেন তরী সবে যায় বেয়ে।
ডুবা তরী যেই বাহে তারে বলি নেয়ে॥
বদন বলেন হরিপদ তরী দেও।
ছাড়িলাম দেহতরী বাও বা না বাও॥
হরি হরি হরি বলি উঠিল বদন।
ধরণী লোটা'য়ে ধরে প্রভুর চরণ॥
সঙ্গে আসিয়াছে যারা রহে যোড় করে।
ঠাকুর বলেন তোরা ফিরে যারে ঘরে॥
বাটী গিয়া বল সবে মরেছে বদন।
যে দারুণ পেট ব্যথা না রবে জীবন॥
কেহ যদি থাকে সে করুক শ্রাদ্ধ আদি।
বল গিয়া বদন ম'রেছে ওড়াকাঁদি॥
মৃত দেহ এনে তোরা রাখিলি এখানে।
এখনে মরিবে ওরে কে ফে'লাবে টেনে॥
ইহা বলি তা সবারে পাঠাইল ঘরে।
পদ দিল বদনের পেটের উপরে॥
জীয়ন্তে কাহার পেটে কে করয় ছিদ্র॥
পেটের ঘায়ের পর দিল পাদপদ্ম॥
অমনি পেটের ঘা শুকাইয়া গেল।
হরি হরি হরি বলি বদন উঠিল॥
ঠাকুর বলেন তোর পেটে ছিল যেই।
দেখ বাছা তোর পেটে আছে কিনা সেই॥
বদন বলেন মোর পেটে যেই ছিল।
শ্রীপদপরশে সেই মুক্তি হয়ে গেল॥
হরি ভিন্ন বদনে বলে না অন্য বোল।
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি ব'লেছে কেবল॥
বায়ু যবে পশে তার হৃদয় মাঝেতে।
শত হরি নাম লয় প্রতি নিশ্বাসেতে॥
বায়ু যবে বের হয় তাহার সঙ্গেতে।
পঞ্চাশৎ হরিনাম করে সেকালেতে॥
কেহ যদি কাছে এসে জিজ্ঞাসা করয়।
নাম সঙ্গে কথা কয় নামে করে লয়॥
কোন কালে নাম করা ক্ষান্ত নাহি হয়॥
হাতে মুখে চখে ঈষৎ ইঙ্গিত দেখায়॥
কেহ যদি বলে কিছু খাওরে বদন।
বলে হরি দেও হরি করিব ভোজন॥
ঠাকুর বলেন যদি বাড়ী যেতে বোল।
বলে হরি হে হরি যা'ব না হরি বোল॥
ঠাকুর বলেন তবে মম সঙ্গে আয়।
হরি হরি হরি বলি পিছে পিছে ধায়॥
বাসস্থান পূর্ব্ব দিকে ধান্যভূমি ছিল।
তার মধ্যে উচ্চ এক স্থান আছে ভাল॥

সেই স্থানে আছে এক হিজলের গাছ।
পূর্ব্বমুখ বসিলেন গাছ করি পাছ॥
ঠাকুর বলেন তোর ক্ষুধা লাগে নাই।
বলে হরি বল হরি চল হরি খাই॥
সেখানে দেখিল প্রভু একটী সুড়ঙ্গ।
সুড়ঙ্গ হইতে বের হইল ভুজঙ্গ॥
ঠাকুর বলেন তোর হরিনাম শুনে।
ভুজঙ্গ বাহির হ'য়ে চলে গেল বনে॥
ভুজঙ্গের মুখে লাল দেখ দৃষ্টি করি।
অবশ্য ভুজঙ্গ কোন ধনের অধিকারী॥
হরি বল হরি বল কহিছে বদন।
বল হরি গর্ত্তে হরি আছে হরিধন॥
ঠাকুর বলেন তবে কর্‌রে খনন।
হরি হরি বলি মাটি কাটিল বদন।
দুই চাপ মাটি ফেলে তাহার তলায়।
পাইল ধনের ঘড়া কালুব্যাধ প্রায়॥
ঠাকুর বলেন ধন আন রে বদন।
এই ধন ল'য়ে গৃহে করহ গমন॥
বহুদিন বেদনায় ভুগিলি বদন।
করিতে নারিলি বাছা অর্থ উপার্জ্জন॥
সংসারের কার্য্য কিছু করিতে না পার।
এই ধন ল'য়ে সংসারের কার্য্য কর॥
তোর হরিনামেতে প্রহরী তুষ্ট হ'ল।
নিশ্চয় বুঝিনু ধন তোরে দিয়া গেল॥
বদন বলেন হরি হরি বল মুখে।
আমি কি করেছি ধন, দিবে সে আমাকে॥
কেন হরি মোরে হরি দেহ এই ধন।
তুচ্ছ হরি ধন হরি দিয়া বুঝ মন॥
ওহে হরি ধনে হরি নাহি প্রয়োজন।
তুচ্ছ হরি ধনে হরি নাহি লয় মন॥
হরি লক্ষ্মী হরিণাক্ষী দৃষ্টি করে যারে।
হরি বল হরি ধন থাকে তার ঘরে॥
হরি বল বিমলা কমলা যার দাসী।
হরি বল যে পদ সেবিকা দিবানিশী॥
হরি বল যেই ধন বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত।
হরি বল সেই ধনে ক'র না বঞ্চিত॥
হরি বল সেই ধন করহ অর্পণ।
হরি বল সেই ধন তব শ্রীচরণ॥
হরি বল কত আমি দেখেছি খাটিয়া।
হরি বল দেখিয়াছি ধন উপার্জ্জিয়া॥
হরি বল হেন ঘড়া পূর্ণ ছিল ঘরে।
হরি বল সেই ধন কেবা রক্ষা করে॥
হরি বল কোথা ধন আমি বা কোথায়।
হরি বল খাই নাই মরি বেদনায়॥
হরি বল ক্ষিতি অর্থ লোভে কত লোক।
হরি বল খুন করি খাটিছে ফাটক॥
হরি বল হরি বিনে শান্তি নাহি মনে।
হরি বল কিবা হয় ধনে আর জনে॥
হরি বল এ ধনে আমার কার্য্য নাই।
হরি বল ধন হরি চল হরি যাই॥
হরি বলে অর্থ যদি অনর্থ কেবল।
হরি ধন হরি ল'বে চল হরি বল॥
হরিকে ডাকেন হরি আর অজগর।
হরি ধন হরিব না মোরা যাই ঘর॥
শুনি অজগর তবে বাহুড়ী আসিল।
ঠাকুরে প্রণাম করি সুড়ঙ্গে পশিল॥
প্রভু সঙ্গে বদন থাকেন একতর।
কভু ঠাকুরের বাড়ী কভু ভক্ত ঘর॥
কোন কোন লোক যদি হয় ব্যাধিযুক্ত।
ঠাকুরের কাছে আ'সে হ'তে ব্যাধি মুক্ত॥
কারু কারু আজ্ঞা দেন মুষ্টি যোগ করে।
কারু বলে ল'য়ে যাও বদন ঠাকুরে॥
ঠাকুর বলেন তবে বদন ঠাকুরে।
যেই তুমি সেই আমি একই শরীরে॥
মনুষ্যজীবন মৃত্যু একই সমান।
তুই রে বদন মম ধন মন প্রাণ॥
তোর দেহ নিলাম আমার ইচ্ছামতে।
তোর ইচ্ছা যাহা হয় মোর ইচ্ছা তাতে॥
ঠাকুরের আজ্ঞা শুনি বদন উঠিল।
ঘুরে ফিরে নাচে যেন মত্ত মাতোয়াল॥
চরণ চঞ্চল চিত্ত স্থির নাহি হয়।
হরি হরি হরি বলে দৌড়িয়া বেড়ায়॥
হরি বলি যায় চলি নামে করি ভর।
মুখ ফিরে যায় বামস্কন্ধের উপর॥
মহাবেগে চ'লে যান সিংহের সমান।
হরিনাম ক্ষান্ত নাই আড়ল পয়ান॥
ক্ষণেক বিপথে যান ক্ষণে পথে আ'সে।
ভুজঙ্গ গমন যেন বক্রভাবে বিষে॥
অলসেতে চলি কভু করিত শয়ন।
ঈষৎ আবেশ নিদ্রা চৈতন্য জীবন॥

ঈষন্নিদ্রাপূর্ণ চৈত্য করিত বিশ্রাম।
তার মধ্যে হরিনাম নাহিক বিরাম॥
হরি হরি ব'লে যবে করিত ভোজন।
মন্ত্র ভুলে হরি বলে আত্ম নিবেদন॥
হরি জল খা'ব বলে দেও ব'লে ডাকে।
ভুলে ভোজনের দ্রব্য তুলে দেয় মুখে॥
নামের সহিত দ্রব্য দুই হাতে তুলি।
বদন বদনে দিত হরি হরি বলি॥
এই ভাবে উদাসীন হইল বদন।
এই ভাবে ঠাকুরের সঙ্গেতে মিলন॥
অবিরাম হরিনাম করে অনুক্ষণ।
ইচ্ছামত করিতেন গমনাগমন॥
কক্ষবাদ্য করতালি কখন কখন।
কভু ওঢ়াকাঁদি কভু গৃহেতে গমন॥
কখন বা রাস্তা দিয়া করিত পয়ান।
কভু পথ বিপথ বা না থাকিত জ্ঞান॥
হরি বলি কখন চলিত বেগভরে।
খাল নাল লম্ফ দিয়া যাইতেন পারে॥
জঙ্গল কণ্টক কিম্বা জলমগ্ন স্থান।
আড় ভাবে হরি বলি করিত পয়ান॥
ঘোরা ফিরা নাহি ছিল দৌড়াইত সোজা।
এমন মহত ভাব নাহি যেত বুঝা॥
মলমূত্র ত্যাগে হরি নাহিক বিশ্রাম।
নাহি ক্ষান্ত অবিশ্রান্ত করে হরিনাম॥
ব্যাধিযুক্ত কেহ যদি হ'য় নিরুপায়।
কাঁদিয়া ধরিত গিয়া বদনের পায়॥
হরিচাঁদ বলিয়া দিতেন আজ্ঞা করে।
অমনি সারিত ব্যাধি আজ্ঞা অনুসারে॥
বদনের শুভাখ্যান শুনে যেই লোক।
শ্রবণেতে মহাসুখ বিজয়ী ত্রিলোক॥
ওঢ়াকাঁদি শেষ লীলা অলৌকিক কাজ।
ভণে শ্রীতারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

আদিখণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীহরি-লীলামৃত।

মধ্য খণ্ড।

প্রথম তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণ দাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস ॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার ॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন ॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দময় ॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ ॥

অথ মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের উপাখ্যান।

পয়ার।

মল্লকাদি গ্রামে মৃত্যুঞ্জয় মহাভাগ।
যে ভাবে ঠাকুর প্রতি বাড়ে অনুরাগ ॥
নিত্যানন্দ মহা সাধু দানধর্ম্মেরত।
কৃষ্ণ ভক্তি সাধু সেবা করে অবিরত ॥
তাহার নন্দন হ'ল নাম মৃত্যুঞ্জয়।
সুভদ্রা নামিনী মাতা পতিব্রতা হয় ॥
সেই রত্নগর্ভজাত হ'ল মৃত্যুঞ্জয়।
পরম বৈষ্ণবী দেবী সুভদ্রা সে হয় ॥
নিত্যানন্দ পরলোকে করিলে গমন।
পতিশোকে সুভদ্রার সতত রোদন ॥
যতি ধর্ম্মাশ্রয় করি শিখার মুণ্ডন।
শুদ্ধমতি এক সন্ধ্যা করিত ভোজন ॥
শিক্ষা কৈল হরিদাস বাবাজীর ঠাই।
সদা মনে কৃষ্ণচিন্তা অন্য চিন্তা নাই।
অঙ্গে ছাপা জপমালা তুলসী সেবন।
তুলসীর বেদী নিত্য করিত লেপন ॥
নিশাকালে অল্প নিদ্রা তেমতি বিশ্রাম।
ঘুমেতে থাকিয়া করিতেন হরিনাম ॥
ব্রহ্ম মুহূর্ত্তের কালে করি গাত্রোত্থান।
প্রেমভরে ডাকিতেন গৌরাঙ্গরে প্রাণ ॥
কোথারে নিতাই মোর কোথা রে গৌর।
দাসীকে করহ দয়া দয়াল ঠাকুর ॥
বাপরে চৈতন্য মোর বাপরে নিতাই।
দাসীকে করহ দয়া এসে দুটি ভাই ॥
হরি বলি রোমাঞ্চিত প্রেমেতে পুলক।
প্রাতঃকৃত্য স্নান করি পরিত তিলক ॥
হরিনাম পদছাপা সর্ব্ব অঙ্গে পরি।
নিতাই বলিতে চক্ষে ঝরে অশ্রু বারি ॥
তৈল মৎস্য বিনে নিজ হাতে করি পাক।
নিতাই চৈতন্য বলে ছাড়িতেন ডাক ॥
সেই রত্নগর্ভজাত সাধু মৃত্যুঞ্জয়।
শাস্ত্রশ্লোক বক্তা ছিল ধীর অতিশয় ॥
শাস্ত্র আলাপনে অতি ছিলেন সমর্থ।
করিতেন শাস্ত্রের মাঝেতে নিগূঢ়ার্থ ॥
সাধু সঙ্গে ইষ্ট গোষ্ঠ করে নিরবধি।
দৈবেতে হইল তার রসপিত্ত ব্যাধি ॥
ভাবিলেন আমি হেন লোকের সন্তান।
আমার এ ব্যাধি হ'ল না রাখিব প্রাণ ॥
কোন্ মুখে এই মুখ লোকেরে দেখা'ব।
ভাবিলেন বিষ খেয়ে জীবন ত্যজিব ॥
ওঢ়াকাঁদি হ'ল হরি ঠাকুর প্রচার।
আশা যাওয়া করে প্রভু রাউৎখামার ॥
এ দেশ এ গ্রাম সব ধন্য হইয়াছে।
আমিও যাইব সেই ঠাকুরের কাছে ॥

গোলোক মাতিল আর মাতিল বদন।
নারিকেল বাড়ী ধন্য তাঁদের কারণ॥
ঠাকুর পাইয়া হ'ল জগতে আনন্দ।
মাতিয়াছে দশরথ আর মহানন্দ॥
ইহা দেখি দ্রবীভূত নহে মম মন।
যেমন মানুষ আমি হ'য়েছে তেমন॥
জ্ঞান হয় ওড়াকাঁদি স্বয়ং অবতার।
তিনি বিনে পতিতের বন্ধু নাহি আর॥
রাউৎখামার হ'ল প্রেমের বাজার।
প্রেমের পাথারে সবে দিয়াছে সাঁতার॥
ওড়াকাঁদি হ'তে প্রেম বন্যা উথলিল।
আমি বিনে জগতের সকলে ডুবিল॥
মরিলে ঠাকুর দেখে পরকাল পা'ব।
শেষে বিষ খেয়ে আমি আত্মঘাতী হ'ব॥
বিষ কিনে লইলেন কাপড়ে বাঁধিয়া।
এ বিষ খাইব ঠাকুরের কাছে গিয়া॥
বিষ ল'য়ে ওড়াকাঁদি উপনীত হ'ল।
প্রভুর নিকটে গিয়া কাতরে বসিল॥
প্রভু বলে মৃত্যুঞ্জয় এলি ওড়াকাঁদি।
পরিধান কাপড়েতে কি আনিল বাঁধি॥
অমনি বিস্ময়ান্বিত হ'ল মৃত্যুঞ্জয়।
মুখপানে চেয়ে র'ল কথা নাহি কয়॥
বসন টানিয়া প্রভু বিষ খসাইল।
বাহির করিয়া নিজে বিষ পান কৈল॥
এলি এই বিষ খেয়ে মরিবার তরে।
ওড়াকাঁদি এলে কিরে বিষে লোক মরে॥
এই বিষ খেয়ে বাছা মরিতে কি তুমি।
এই ত খেলাম বিষ মরিত না আমি॥
মৃত্যুঞ্জয় মনে মনে ভাবিতে লাগিল।
ফাঁকি দিয়া বেণে বেটা বিষ নাহি দিল॥
বিষ না দিয়া বণিক দিয়াছে সে কুড়।
বিষ নহে এতে কেন মরিবে ঠাকুর॥
পুন ভাবে এই বিষে ঠাকুর মরিলে
প্রহ্লাদ মল না কেন অগ্নিবিষানলে॥
বিষপানে মরিল না ভোলা বিশ্বনাথ।
কালীয় শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গে কৈল দন্তাঘাত॥
হইলে সামান্য লোক হইত নিপাত।
নিশ্চয় বুঝিনু ইনি প্রভু জগন্নাথ॥
বিষপানে মরিতেন মানব হইলে।
আমার মনের কথা কেমনে জানিলে॥
আমি যে এনেছি বিষ গোপন করিয়া।
কেহ নাহি জানে আনি কাপড়ে বাঁধিয়া॥
গোপনে রেখেছি কিসে পাইল সন্ধান।
অন্তর্য্যামী ইনিত স্বয়ং ভগবান॥
প্রভু কয় মৃত্যুঞ্জয় শুন রে বচন।
বিষ খেয়ে মরে যে সে মানুষ কেমন॥
নিজ দেহ প্রতি যার দয়ামায়া নাই।
সে ভাল বাসিবে পরে বিশ্বাস না পাই॥
মৃত্যুঞ্জয় কহে প্রভু তোমার সাক্ষাতে।
মরিব বিষের বিষে ভয় কি তাহাতে॥
প্রভু বলে যদি তোর মরিবার ইচ্ছে।
মরিলিত ভাল ক'রে মর মোর কাছে॥
পড়ে পদে মনোখেদে বলে মৃত্যুঞ্জয়।
দোষ ক্ষমা করি প্রভু রেখ রাঙ্গা পায়॥
দীন দয়াময় দয়া কর একবার।
আমিও তোমার প্রভু এ দেহ তোমার॥
প্রভু বলে যদি মোরে দেহ দিলি ধরি।
ব্যাধি মুক্ত হ'ল, তুই বল হরি হরি॥
শ্রীনাথশ্রীমুখবাক্য যখন বলিল।
ব্যাধিমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় নাচিতে লাগিল॥
মৃত্যুঞ্জয় ধরি হরিচরণযুগল।
বলে হরিবল হরিবল হরিবল॥
মৃত্যুঞ্জয় পাইল প্রভুর শ্রীচরণ।
কহিছে তারক হরি বল সর্ব্বজন॥

শ্রীহীরামন পাগলের উপাখ্যান।

পয়ার।

মৃত্যুঞ্জয় হরি বোলা হ'ল ভাগ্যক্রমে।
যাতায়াত করে প্রভু মল্লকাঁদি গ্রামে॥
মৃত্যুঞ্জয় ভবনে আসেন হরিচাঁদ।
সস্ত্রীক সেবেন হরি চাঁদের শ্রীপদ॥
দুই চারি দিন বাটী থাকেন নির্জ্জনে।
হরিচাঁদ গুণ গায় শয়নে স্বপনে॥
হরিচাঁদে না দেখিলে প্রাণ উঠে কাঁদি।
ঠাকুরে দেখিতে যেত ক্ষেত্র ওড়াকাঁদি॥
ঠাকুরের পাদপদ্ম দরশন করে।
কভু মল্লকাঁদি গ্রামে আনে নিজ ঘরে॥
মৃত্যুঞ্জয়ের রমণী কালীশ্বরী নাম।
সাধ্বী সতী পতিব্রতা জপে হরিনাম॥

ঠাকুর আসিলে তাকে ডাকে মা বলিয়া।
ঠাকুর সেবায় থাকে নিযুক্ত হইয়া ॥
একটী পুত্র কামনা হইল অন্তরে।
মুখে না বলিয়া বৈসে ঠাকুর গোচরে ॥
অন্তরে জানিয়া তাহা প্রভু অন্তর্য্যামী।
কাশীশ্বরী মাকে বলে পুত্র তোর আমি ॥
মম ভক্ত ভাগবত যত যত হ'বে
তাহারা সকলে তোরে মা বলে ডাকিবে ॥
বহু পুত্র হবে তার মধ্যে একজন।
সেই হ'তে পুত্রকার্য্য হ'বে সমাপন ॥
এতেক শুনিয়া দেবী আনন্দিত মনে।
কভু পুত্রভাব কভু পিতা তুল্য মানে ॥
বাৎসল্য মমতা ভাবে মর্ম্মান্তিক মর্ম্ম।
কভু পুত্র ভাবে ভাবে কভু ভাবে ব্রহ্ম ॥
কখন যশোদা ভাব মনেতে আসিয়া।
সস্নেহে ধরেন মাতা বাহু প্রসারিয়া ॥
ঠাকুর আসিলে ঘরে খাদ্য দ্রব্য এনে।
নিজ হাতে তুলে দেন শ্রীচন্দ্র বদনে ॥
নিজ হাতে তৈল মাখি দেন শ্রীঅঙ্গেতে।
বসাইয়া ঠাকুরে উত্তম আসনেতে ॥
আপনি আনিয়া বারি স্নানাদি করায়।
অঙ্গ ধৌত পাদ ধৌত পাদোদক খায় ॥
একদিন প্রভু যান মল্লকাঁদি গায়।
সুগন্ধী অনেক পুষ্প আনে মৃত্যুঞ্জয় ॥
পদ্মবন হ'তে আনে শতদল পদ্ম।
পূজিতে শ্রীপাদ শ্রীনাথের পাদপদ্ম ॥
দুটি শতদল দিল দুটি কর্ণ প'রে।
এক কোকনদ পদ্ম দিল শিরোপ'রে ॥
রাউৎখামার বাসী হীরামন নামে।
প্রভু প্রিয় ভক্ত বড় অপার মহিমে ॥
কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিবারে যায়।
সেই সঙ্গে ধান্য ভূমি আবাদ ইচ্ছায় ॥
চলেছেন একগোটা বাঁশ কাঁধে করি।
কৃষাণের সঙ্গে রঙ্গে যায় সারি সারি ॥
পাঁচ সাতজন কিম্বা দশ বারো জন।
দলে দলে সারি সারি চলে সর্ব্বজন ॥
এক দলে সাত জন চলে এক তরে।
হীরামন সেই সঙ্গে চলে গাতা ধরে ॥
ত্যুঞ্জয় ফুল সাজে সাজিয়া ঠাকুরে।
ব'সায়েছে উত্তর গৃহের পীড়িপ'রে ॥
বাটীর দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে।
চ'লে যায় হীরামন পরম কৌতুকে ॥
এমন সময় হীরামন ফিরে চায়।
ঠাকুরের অই সজ্জা দেখিবারে পায় ॥
সকল কৃষকে ডেকে বলে হীরামন।
চল সবে করি গিয়া ঠাকুর দর্শন ॥
নহে তোরা অগ্রেতে যা পরে আমি যাব।
নহে তোরা সবে চল ঠাকুর দেখিব ॥
এত বলি অগ্রে চলে বালা হীরামন।
বাটীর উপরে গিয়া উঠিল তখন ॥
ঠাকুরের মনোহর ফুলসাজ দেখি।
এক দৃষ্টে চেয়ে রহে ঠাকুর নিরখি ॥
ঠাকুর চাহিয়া বলে হীরামন পানে।
রামাবতারের বীর ছিল কোন্ খানে ॥
আমাকে দেখিবে বলে প্রাঙ্গণে দাঁড়ায়।
রামাবতারের বীর দেখ মৃত্যুঞ্জয় ॥
কথা শুনি হীরামন পূর্ব্বস্মৃতি হ'ল।
একদৃষ্টে প্রভুপানে চাহিয়া রহিল ॥
মহাপ্রভু ডেকে বলে সেই হীরামনে।
রামাবতারের কথা পড়ে তোর মনে ॥
লঙ্কাদগ্ধ বনভঙ্গ সাগরলঙ্ঘন।
রাজপুত্র বনবাসী নারীর কারণ ॥
ভেবে দেখ মনে তাহা হয় কি না হয়।
যে সকল কার্য্য বাছা করিলি ত্রেতায় ॥
প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ বিরূপাক্ষ সমুদ্ভব।
দ্বিতীয় মহান, রুদ্র অযোনীসম্ভব ॥
তৃতীয় শ্রীহনুমান রাম নাম অঙ্গে।
চতুর্থে মুরলীগুপ্ত শচীসুত সঙ্গে ॥
পঞ্চমে তুলসীদাস ষষ্ঠে হীরামন।
আদি, হী, অন্তে, ন, মধ্যে রামনারায়ণ ॥
হনুমান দ্বিনকার একোন কারণ।
হীন হ'য়ে হীনমধ্যে শ্রীরাম স্থাপন ॥
উমার উকার পঞ্চজন্ম সঙ্গ করি।
লীলার প্রধান সঙ্গ শক্তিরূপ ধরি ॥
যুগে যুগে মহাপ্রভু অপূর্ব্ব মিলন।
বলে কবি গেল রবি হরি বল মন ॥

প্রভুর শ্রীরাম মূর্ত্তি ধারণ।

পয়ার।

আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া হীরামন।
অবারিত অশ্রুধারে ভেসেছে বয়ন॥
হীরামন হীরামন আর বাক্য নাই।
শিথিল সবল দেহ ঘন ছাড়ে হাই॥
অনিমিষ নেত্রে রূপ দেখে হীরামন।
যাশোমন্ত রূপ হরি লুকা'ল তখন॥
অভিনব রূপ নব দুর্ব্বাদল শ্যাম।
দেখিতে দেখিতে হ'ল দাশরথি রাম॥
আর যত লোক ঠাকুরের ঠাঁই ছিল।
সবে দেখে প্রভু হরিচাঁদ দাঁড়াইল॥
হীরামন দেখিল সাক্ষাৎ সেই রাম।
শিরে জটা বাকলাটা সুন্দর সুঠাম॥
একা হীরামন দেখে রাম দয়াময়।
সে রূপের আভামাত্র দেখে মৃত্যুঞ্জয়॥
বাম পার্শ্বে কুক্ষিমধ্যে দেখে ধনুগুর্ণ।
কটিতে বাকল শিরে জটা কক্ষে তুণ॥
বনবাসে যেই বেশে যান ঋষ্য মুখে।
তেম্নি অপরূপ রূপ হীরামন দেখে॥
রামরূপে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়াছিল।
হীরামন পানে চাহি অমনি বসিল॥
হীরামন পানে প্রভু একদৃষ্টে চায়
নিরীখ ধরিয়া হীরামন চেয়ে রয়॥
হীরামন স্কন্ধে ছিল বাঁশ এক খণ্ড।
থোড়া বাঁশ ধান্য তৃণ আকর্ষণীদণ্ড॥
স্পন্দহীন বাক্য রোধ ভুজে নাহি বল।
পড়ে গেল থোড়া বাঁশ চক্ষে বহে জল॥
লোমকূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটন আকার।
স্বেদ বহে শরীরে চমকে বার বার॥
অবশ বইল অঙ্গ পড়িল ধরায়।
প্রভু বলে ওরে ধর ধর মৃত্যুঞ্জয়॥
মৃত্যুঞ্জয় ব্যস্ত হ'য়ে ধরে তার হাতে।
বসাইল আনিয়া প্রভুর সম্মুখেতে॥
দ্বিমুহূর্ত্ত মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত ছিল হীরামন।
রাম রাম বলে পরে মেলিল লোচন॥
আত্মহারা হীরামন বাক্য নাহি মুখে।
থেকে থেকে ক্ষণে উঠে চমকে চমকে॥
প্রহরেকজড়প্রায় রহিল বসিয়া।
থেকে থেকে মাঝে মাঝে উঠে শিহরিয়া॥
নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রমে হয়ে এল বন্ধ।
মুখে না নিশ্বরে বাণী কণ্ঠ হ'ল রুদ্ধ॥
এমন সময় মহাপ্রভু ডেকে কয়।
ফিরে প'ল হীরে ওরে ধর মৃত্যুঞ্জয়॥
মৃত্যুঞ্জয় গিয়া হীরামনে স্পর্শ করে।
অস্থিরতা ঘুচে সাধু শান্ত হৈল পরে॥
মৃতুঞ্জয় কর্ণেতে শুনায় হরিনাম।
হীরামন বলে কোথা পূর্ণব্রহ্ম রাম॥
হীরামন বলে প্রভু মোরে দেখা দেও।
আরবার রামরূপ আমারে দেখাও॥
প্রভু কহে কহি তোরে ওরে হীরামন।
যদি কেহ কারু কিছু করে দরশন॥
অসম্ভব দেখে জ্ঞানী প্রকাশ না করে।
শুনিলে সন্দেহ হয় লোকের অন্তরে।
শৈল মাঝে অগ্নি থাকে জানে সর্ব্বলোক।
ঠুক্নি লোহাঘাতে জ্ব'লে উঠে সে পারক॥
তেমনি পাথর মাঝে রহিয়াছে অগ্নি।
দেখিতে পাইবা পুন যদি থাকে ঠুক্নি॥
কিন্তু সে আগুণ যদি জ্বালাইয়া লয়।
শীলাকাষ্ঠ পুড়ে যায় কিছু নাহি রয়॥
তুমি আছ আমি আছি তাতে কিবা ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে যাও নিজালয়॥
প্রভুবাক্যে হীরামন গৃহেতে চলিল।
তারক কহিছে সাধু হরি হরি বল।

হীরামনের জ্বর ও জ্ঞাতি কর্ত্তৃক ত্যাগ ও পুনর্জ্জীবন।

পয়ার।

রামরূপ হেরি হ'ল জীবন চঞ্চল।
সে হইতে সংসারের কার্য্য ছাড়ি দিল॥
কৃষাণী কার্য্যেতে ছিল পারক অত্যন্ত।
কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত হ'লে নাহি দিত ক্ষান্ত॥
স্বাভাবিক যাহারা করেন কৃষিকার্য্য।
তাহা হ'তে দশগুণ নাহি ছিল ধৈর্য্য॥
এই মত কার্য্য করিতেন মহাভাগ।
এবে সংসারের কার্য্য করিলেন ত্যাগ॥

জ্ঞাতি বন্ধু সব লোকে ভাবে মনে মনে।
এ বেটা সংসারকার্য্য তেয়াগিল কেনে ॥
কেহ বলে যে দিন ঠাকুর দেখ্‌তে যায়॥
সেই দিনে পাগল করেছে মৃত্যুঞ্জয় ॥
মৃত্যুঞ্জয় বাটীতে ঠাকুর এসেছিল।
মৃত্যুঞ্জয় গৃহিণী ঠাকুরে সাজাইল ॥
মৃত্যুঞ্জয় এনেছিল শতদল পদ্ম ॥
সেই ফুলে পূজে ঠাকুরের পাদ পদ্ম ॥
পরমা বৈষ্ণবী সেই মৃত্যুঞ্জয়মাতা।
ঠাকুরে পূজিয়াছিল শুনিয়াছি কথা ॥
সে ঠাকুরে দেখিবারে গিয়াছিল হীরে।
মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়েছিল দেখে সে ঠাকুরে ॥
মৃত্যুঞ্জয় ওর কর্ণে বলে হরি বোল।
সেই হ'তে হীরামনা হ'য়েছে পাগল ॥
রাউৎখামার গ্রামে মেতেছে সকল।
তারা সবে প্রেমে মেতে বলে হরিবোল ॥
কেহ বলে দুর্ল্লভ মধুর হরি বোল।
তবে কেন হীরামনা হইল পাগল ॥
সবে মিলি দেখিয়াছি ঠাকুরের রূপ।
আমরা জানি যে তিনি স্বয়ং স্বরূপ ॥
সব হরিবলা করে সংসারের কার্য্য।
হীরামনা কিজন্য করিল কার্য্য ত্যাজ্য ॥
কেহ ভাল কেহ মন্দ করে কাণাকাণি।
যাহার যেমন মন সে কহে তেমনি ॥
কেহ বলে ও দেখেছে প্রভু হরিচাঁদ।
স্বয়ং দর্শনে হ'ল কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ ॥
হীরামন কার্য্যত্যাগী দেখিয়া বিশেষ।
ঠাকুরের প্রতি কারু জন্মিল বিদ্বেষ ॥
শ্রীচৈতন্য বালা হীরামনের সে খুড়া।
ঠাকুরের প্রতি দ্বেষ করে সেই বুড়া ॥
শ্রীঅক্রুরচন্দ্র বালা শ্রীগুরুচরণ।
কনিষ্ঠ শ্রীকোটীশ্বর অতি সুলক্ষণ ॥
ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত তিন সহোদর।
তাহারা বলেন প্রভু স্বয়ং অবতার ॥
প্রভুর সঙ্গেতে তারা ভ্রমে সর্ব্বক্ষণ।
প্রভুর সঙ্গেতে করে নামসংকীর্ত্তন ॥
ভক্তি বাধ্য মহাপ্রভু সেই বাড়ী যান।
তাহারা বলেন ইনি স্বয়ং ভগবান্ ॥
মনে নাহি কোন দ্বেষ হীরামন ব'লে।
তারা বলে বংশের ভাজন এই ছেলে ॥

রত্নগর্ভে জন্মিয়াছে মহারাজ পুত্র।
এ হইতে বালাবংশ হইবে পবিত্র ॥
কার্য্যত্যাগী হীরামন্ করে হরিনাম।
কতদিনে দৈবযোগে হইল ব্যারাম ॥
জ্বর হ'য়ে ছমাস পর্য্যন্ত হ'ল ভোগ।
উদরে হইল প্লীহা যকৃতাদি রোগ ॥
অদ্য মরে কল্য মরে প্রাণ ওষ্ঠাগত।
সেই রোগে ক্রমে ক্রমে হ'ল মৃত্যুবত ॥
একদিন ডেকে বলে শ্রীচৈতন্য বালা।
পাগলারে ল'য়ে তোরা ওড়াকাঁদি ফেলা ॥
রোগে মরে তবু বেটা ঔষধ না খায়।
আমাদের কথা নাহি শুনে দুরাশয় ॥
আমাদের সংসারের কার্য্য নাহি করে।
আমরা কেহত নয় ও কার্ বাড়ী মরে ॥
অসার সংসার বলে কেহ কারু নয়।
যত বেটা মতুয়রা এই কথা কয় ॥
মতুয়া হইল এরা কি ধন পাইয়া।
বেদবিধি না মানে ফিরেছে লাফাইয়া ॥
কেবা কার, কার কেবা, কার জন্যে কাঁদে।
আত্ম স্বার্থ সমর্পণ বাবা হরিচাঁদে ॥
হরি বলে দিন রাতি করে সোরা সোরি।
বাবা যদি হরি চাঁদ যা'ক সেই বাড়ী ॥
খুড়া জেঠা ভাই বন্ধু কেহ কারু নয়।
দেখি ওর কোন বাবা এখনে কুলায় ॥
হয় নেও ওড়াকাঁদি নয় মল্লকাঁদি।
ও মরুক ম'তোরা করুক কাঁদাকাঁদি।
হরিদাস মৃত্যুঞ্জয় দোহে নাকি ব্রহ্ম।
এ মরা বাচা'তে পারে তবে জানি মর্ম্ম ॥
মরা গরু বাচাইয়া জহরী প্রকাশ।
এই মরা বাচা'য়ে লউক হরিদাস ॥
শুনিয়া এতেক বাণী কেহ কেহ কয়।
ভাল কথা বলেছ হে বালামহাশয় ॥
উহার কারণে মায়া করা নিরর্থক।
গতপ্রাণী জন্যে আর করিও না শোক ॥
ডুবু তরী যদি হরিচাঁদ করে রক্ষা।
কেমন ঠাকুর তবে বুঝিব পরীক্ষা ॥
তিলক মণ্ডল ভৃত্য সেই ডেকে বলে ॥
পাগলারে ওড়াকাঁদি আমি আসি ফেলে ॥
এত বলি তিলক সে সাজাইল তরি।
হীরামনে ল'য়ে গেল ওড়াকাঁদি বাড়ী ॥

প্রভুর নিকটে গিয়া উপনীত হ'ল।
তাহা দেখি প্রভু গিয়া গৃহে লুকাইল ॥
সেই খানে তিলক সে কাহারে না দেখে।
হীরামনে তুলে এক গাছতলা রাখে ॥
ভজন পোদ্দার বলে বাড়ী তোর কোথা।
মরা শব ফেলাইয়া যা'স কেন হেথা ॥
তিলক মণ্ডল শুনি উঠিল নৌকায়।
ত্বরা করি খুলে তরী পলাইল ভয় ॥
ভজন বলেছে কোথা যা'স কুলাঙ্গার।
সবে কয় কোথা যায় শীঘ্র ওরে ধর ॥
বড় কর্ত্তা কৃষ্ণদাস অগ্রজ প্রভুর।
বলে ওরে ধ'রে আন যায় কত দুর ॥
এত বলি বড় কর্ত্তা ধাববান হয়।
মহাপ্রভু এসে তথা অগ্রজে শান্তায় ॥
প্রভু বলে দেখ দাদা হ'য়ে আগুয়ান।
একেবারে মরেছে কি? আছে ওর প্রাণ ॥
বড় কর্ত্তা দেখে গিয়া নাকে শ্বাস নাই।
কণ্ঠ দেশে বাম পার্শ্বে ল'ড়ে দেখে তাই ॥
মহাপ্রভু এসে চটকার গাছতলা।
দেখে বলে এ দেখি সে হীরামন বালা ॥
বসিলেন হীরামনে রাখিয়া সম্মুখে।
রহিলেন মহাপ্রভু উত্তরাভিমুখে ॥
প্রভু কহে দেখহে পোদ্দার মহাশয়।
প্রাণ আছে একেবারে মরা শব নয় ॥
বড় কর্ত্তা বলে হরি ব্রজা ম'রে গেছে।
মরা যে বাঁচাতে পারে সেত নাই বেঁচে ॥
মরা গরু বাঁচাইল তোর সঙ্গী ব্রজা।
পার যদি তুও মরা বাচা'বার ওঝা ॥
রাউৎখামারের লোক মরা ফেলে যায়।
বালা গুষ্ঠী এত বৃদ্ধি পেয়েছে কোথায় ॥
প্রভু হরিচাঁদ তবে কহেন অগ্রজে।
এরা যেন মরা ফেলে গেছে কি গরজে ॥
এক রাত্রে নির্জ্জনেতে ব'লে হরি হরি।
এ রোগী চিকিৎসা আমি করিবারে পারি ॥
কৃষ্ণদাস বলে কর পার যদি ভাই।
রাউৎখামারের লোকের কোনও দোষ নাই ॥
যাও তথা, খাও তথা, তথা কর লভ্য।
তাহারা তোমার বাটী আনে কত দ্রব্য ॥
সেই গ্রামে হরি বোলা মতুয়ার দল।
ভকত বাচাও ভাই ভকতবৎসল ॥

কিন্তু যদি এ মরা বাঁচাতে নার ভাই।
বালার বালাহী যাবে আর রক্ষা নাই ॥
মাতুব্বর চ'তে বাগার এত কি আস্পর্দ্ধা।
কৃষ্ণদাস নাম বুঝি শোনে নাই গাধা
কার মরা এনে ফেলাইল কার বাড়ী।
বাঁচা'তে পারত যশ হবে দেশ ভরি ॥
যদি বাঁচাতে না পার ব'লে হরি হরি।
বালাদের নামে আমি করিব ফৌজদারী ॥
প্রভু কহে বড় কর্ত্তা দেখ বিদ্যমান।
একেবারে মরে নাই দেহে আছে প্রাণ ॥
নাসাগ্রে ঈষৎমাত্র বহিতেছে শ্বাস।
বাঁচিলে বাঁচিতে পারে হ'তেছে বিশ্বাস ॥
কথোপকথনে হ'ল দিবা অবসান।
হেন কালে লক্ষী মাতা এল সেই স্থান ॥
মাতা বলে তবে কেন ক'রেছ বিলম্ব।
নিশ্চয় চৈতন্য বালা করেছে এ কর্ম্ম ॥
আপনার ঠ'কুরালী তথায় বেড়েছে।
পরীক্ষা করার জন্য ইহা করে গেছে ॥
প্রভু বলে যাহা গো'ক সবে যাহ ঘরে।
আমি দেখি চেষ্টা করে ঈশ্বর কি করে ॥
সবে গেল প্রভুমাত্র রহিল একেলা।
মরা হীরামনে ল'য়ে সেই গাছতলা ॥
যামিনীর শেষ যামে সঞ্চারিল প্রাণ।
নীরোগ শরীর হ'ল পূর্ণ শক্তিমান ॥
উঠিয়া চরণ ধরি বলে ওহে নাথ।
এ অধমে কৃপা করি কর আত্মসাৎ ॥
যে দিন তোমার দেখা পাই মল্লকাঁদি।
পিঞ্জিরা রাউৎখামার পাখী ওড়াকাঁদি ॥
ঠাকুর বলেন আমি জানি তা সকল।
সে কথায় কাজ নাই হরি হরি বল ॥
এমত আমার কর্ম্ম রোগ ভোগ দিয়ে।
সংসার হইতে তো'রে নিলাম উঠা'য়ে ॥
তোর প্রতি আর কারু থাকিল না দাবি।
মায়াতীত হ'লি এবে হরিগুণ গা'বি ॥
হেথা হ'তে লুকাইয়ে যারে বেদ ভিটে।
তথা হ'তে যা'স্ কল্য অন্য নায় উঠে ॥
এখানে থাকিলে তুই জনরব হ'বে।
প্রতিষ্ঠা বাড়িলে মোরে কেহ না ছাড়িবে ॥
যুগে যুগে বাঁধা আছি আমি তোর ঠাই।
তোমা আমা এক দেহ ভিন্ন ভেদ নাই ॥

সংসারের মাঝে তুই কারু দায়ী নাই।
এক মাত্র দায়ী রৈলি রমণীর ঠাঁই ॥
যাও বাছা দিন কত করগে সংসার।
শোধ দিয়া এস গিয়া রমণীর ধার ॥
জন্মিলে একটী পুত্র তাঁহার গর্ভেতে।
রমণীর ধার ত'বে পার শোধ হ'তে ॥
গোলোক নাথের বাক্য শুনে শান্ত হ'ল।
হীরামন প্রতি সবে হরি হরি বল ॥
সভক্তি অন্তরে যেবা করেন শ্রবণ।
ধনেবংশে বৃদ্ধি অন্তে গোলোকে গমন ॥
হীরামন দেহে পুনর্জ্জীবন সঞ্চার।
হরি বল কহিছে তারক সরকার ॥

হীরামনের স্তব।

পয়ার।

পুনর্ব্বার লোটাইয়া শ্রীনাথচরণে।
স্তব করে অশ্রুধারা বহে দ্বিনয়নে ॥
যেরূপে আমার মন করিলে হরণ।
আর বার সেই রূপ করহ ধারণ ॥

লঘু-ত্রিপদী।

তব তত্ত্ব, জানেমাত্র, দেব শূলপাণি।
আমি অজ্ঞ, অসৌভাগ্য, কিছুই না জানি ॥
তুমি হর্ত্তা, তুমি কর্ত্তা, সৃষ্টি অধিকারী।
তুমি আদি গুণনিধি ক্ষীরোদবিহারী ॥
ক্ষীরোদেতে, যে কালেতে ছিলেহে শয়নে।
দেবগণ, উচাটন, তোমার কারণে ॥
দেব সব, করে স্তব, রাবণের ভয়।
লঙ্কানাথ শঙ্কাতীত, করহ অভয় ॥
অবনীতে, অযোধ্যাতে, রামরূপ ধরে।
জনমিলে, ক্ষত্রকুলে, দশরথ ঘরে ॥
সূর্য্যবংশে, চারি অংশে, শ্যামল সুন্দর।
দূর্ব্বাদল, নীলোৎপল, নব জলধর ॥
চারুপদ, কোকনদ, জিনি শতদল।
মীন অক্ষ, রোমসূক্ষ্ম, ভ্রুযুগ শ্যামল ॥
দেহি গতি, সীতাপতি ভকতবৎসল।
ত্যজিবাস, পীতবাস, পিন্ধ হে! বল্কল ॥
রক্তকর, ধনুঃশর, শোভা করে করে।
রক্ষবংশ, কর ধ্বংস, গিয়া লঙ্কাপুরে ॥
রাম বলে, ভাসে শীলে, সাগর ভিতর।
তবগুণে, বাধ্য বনে, ভল্লুক বানর ॥
পশুগণ, অনুক্ষণ, রামগুণ গায়।
কি গুণেতে, সাথে সাথে, কাঁদিয়া বেড়ায় ॥
কিমাশ্চর্য্য, দয়া ধৈর্য্য, দেখা'লে সকলে।
মিতা বলে, গিয়াছিলে, চণ্ডালের কোলে ॥
ব'লে মিত্র, সুপবিত্র, সুগ্রীবে করিলে।
ঋষ্যমুখে, এ দাসকে, প্রেমভক্তি দিলে,
যে রূপেতে, প্রথমেতে, ভুলাইলে মন।
সেইরূপে, মন সপে, পবননন্দন ॥
বায়ুছেলে, জিজ্ঞাসিলে, কিবা তব নাম।
তাঁর স্থলে, বলে ছিলে, মম নাম রাম ॥
বীজ বর্ণ, শুনি কর্ণ, সব্য কর্ণ দিয়ে।
রামনাম গুণধাম, দিলে শুনাইয়ে ॥
পুনছলে, জিজ্ঞাসিলে, কি নাম তোমার।
গুণধাম, সেই নাম, বল আর বার ॥
পুনর্ব্বার, নাম তার, বাম কর্ণমূলে।
যত্ন করি, রাবণারি, উচ্চৈঃস্বরে বলে ॥
যেই রূপ, নাম রূপ, শুনা'লে দাসেরে;
সেরূপেতে, মনোরথে, উর দয়া করে ॥
তুমি রাম, ভৃগুরাম, বামনাবতার।
দ্বাপরেতে, মথুরাতে, জনম তোমার ॥
নিশীকালে, গোপকুলে, গেলে নন্দঘরে।
বাল্যখেলা, গোষ্ঠলীলা, ব্রজরাজপুরে ॥
মথুরায়, দ্বারকায়, লীলা চমৎকার।
ব্রহ্মদেশে, হ'লে শেষে, বুদ্ধ অবতার ॥
কলিকালে, জনমিলে, শচীগর্ভ মাঝে।
জীবদায়, এ ধরায়, ভক্তভাব সেজে ॥
সার্ব্বভৌম, মনোরম, দেখে ষড়ভুজ।
রামরূপ, সুধাকূপ, দেখিল সে দ্বিজ ॥
শ্রীমুরারি, বিশ্বহরি, রামরূপ দেখে।
সেইরূপ, সে স্বরূপ, দেখা'লে দাসেকে ॥
এবে লীলে, প্রকাশিলে, বড়ই অদ্ভুত।
শান্তদান্ত, কৃপাবন্ত, যশোমন্ত সুত ॥
আমি অতি, মূঢ়মতি, মরিয়াছিলাম।
ভগবান, প্রাণদান, এবে পাইলাম ॥
কোথা যাব, কার হ'ব, আর কেহ নাই।
এ বিপদে, ও শ্রীপদে, দাসে দেহ ঠাঁই ॥
রোগযুক্ত, করলে মুক্ত, পাশমুক্ত কর।
বিশ্বরূপ, অপরূপ, রামরূপ ধর ॥
যেরূপেতে, প্রথমেতে, মোহিলে আমায়।
মল্লকাঁদি, কাঁদিকাঁদি, দেখিনু তোমায় ॥

স্তবশুনে, ততক্ষণে, রামরূপ হ'ল।
ধনুধরি, জটাধারী, অমনি দাঁড়া'ল॥
সৌম্যতনু, রম্যজানু, করি দরশন।
স্থিরনেত্রে, বায়ুপুত্র, হইল তখন॥
নবঘন, রূপঘন, নিরীক্ষণ করে।
চাতকিনী, কুতুকিনী, যথা ঘন হেরে॥
রাম হ'য়ে, দেখা দিয়ে, পুন লুকাইল।
বাতাহত, বৃক্ষবত, মূর্চ্ছিত হইল॥
দয়া করি, করে ধরি, হীরামনে তোলে।
বলে হীরে, কেন ফিরে, ভাস অশ্রুজলে॥
আমি তোর, তুই মোর, কিছু নাহি আন।
তবে কেন, হ'লি হেন, তুই মোর প্রাণ॥
সঙ্গোপনে, হীরামনে, প্রভু কন বাণী।
বাছাধন, যা এখন, থাকিতে যামিনী॥
এ তারক, অপারক, পীতে এই সুধা।
ভক্তলোকে, পীয় সুখে, যা'বে ভবক্ষুধা॥

হীরামনের নিজালয়ে গমন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ঠাকুরের বাণী শুনি, নৈষ্ঠিকের শিরোমণি,
বীররাগে করি বীরদাপ।
রাম রাম রাম বলে, ভেসেছে নয়নজলে,
অগাধ সলিলে দিল ঝাঁপ॥
যবে পদ দিল জলে, মৃত্তিকা ঠেকিল তলে,
পদতরী হ'ল ভাসমান।
বিমানে উড়িতে পারে, ডুবেনা অগাধ নীরে,
পূর্ব্বরূপ হৈল শক্তিমান॥
পূর্ব্বে বৈদ ভিটা বেটা, নামজাদে বেদভিটা,
তারাচাঁদ মালু দুটি ভাই।
প্রভুদের নিজ জ্ঞাতি, সেখানে করে বসতি,
ভাই ভাই সম্পর্ক সবাই॥
জলে হ'ল ভাসমান, মনে করে অনুমান,
জাহিরীতে নাহি প্রয়োজন।
জপ জপ শব্দ করে, চলেছে অগাধনীরে,
লোক এলে করে সন্তরণ॥
কভু পদতল জল, কভু হয় কোটি জল,
কখন বা হয় জানুজল।
জলে চলে মহাভাগ, বুকে ছিল জলদাগ,
জন্মদেশে বিখ্যাত সকল॥

হরেরাম হরেরাম, জয়রাম সীতারাম,
অবিরাম গায় নামগীত॥
বেদভিটা সেই বাটী, প্রভু জ্ঞাতি ভাই দুটি,
সে বাটীতে হ'ল উপনীত॥
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত সময়, তারাচাঁদ-বের হয়,
দাদা বলি মালুকে ডাকিল॥
জপ জপ করি নীরে, হরিনাম জপ করে,
বাড়ীপরে কে যেন উঠিল॥
হীরামনে গিয়া ধরে, দুভাই সুধায় তারে,
বলে কেরে তুই মহাবল।
বল দেখি মনোখুলে, আ'জ এই রাত্রিকালে,
কি কারণে আলি তাহা বল॥
হীরামন্ কহে কথা, কি কব মম বারতা,
শুন খুল্লতাত তারাচাঁদ।
অঞ্জনা আমার মাতা, বানর কিশোরী পিতা,
প্রাণদাতা বাবা হরিচাঁদ॥
রামদাস-বায়ুপুত্র, মহারাজ বালাক্ষেত্র,
অনুচর সুগ্রীব রাজার।
হিয়া নাহি হয় ধৈর্য্য, জ্ঞান নাহি অন্তর্ব্বাহ্য,
ত্যজ্য আর্য্য চৈতন্য বালার॥
কি বলিতে কিবা বলি, বুঝিতে নারি সকলি,
না জানি জলে কি স্থলে যাই।
হরিচাঁদ রূপরসে, দেহতরি ডুবে ভাসে,
ভাটি খেলি আবার উজাই॥
হরিচাঁদ ইচ্ছাময়, সকলি তাঁর ইচ্ছায়,
না জানি কি ইচ্ছা তার মনে।
সেই ভ্রমাইলে ভ্রমি, দেখিতে জনম ভূমি,
স্বনৌকায় চলেছি দক্ষিণে॥
খাসকাটা নায় চড়ী, যা'র বালাদের বাড়ী,
দিন কত আশা যাওয়া সার।
ইচ্ছিল শ্রীহরিচাঁদ, করিতে পতিত আবাদ,
বালাবাড়ী বাড়ীও খামার॥
তারাচাঁদ মালুরাম, বলে, বাছা চিনিলাম,
তোরে ল'য়ে হ'ল হুড়াহুড়ি।
তুই ছিলি মরা শব, জুঠিয়া বালারা সব,
তোরে ফেলে যায় অই বাড়ী॥
শব ছিলি এই রাত্রে, প্রাণপ্রাপ্ত এইমাত্রে,
এ মাহাত্ম্য সে মেঝে দাদার।
প্রতিষ্ঠা বাড়িবে বলে, তোরে ভাসা'য়েছে জলে,
মনে তোর রাম অবতার॥

হরিচাঁদ রূপনীরে, বাঞ্ছাধন সে পাথারে,
একেবারে দিয়াছিল ঝাঁপ।
যাহা কহ তাহা ঠিক, শুনিতে যেন বিদিক,
রামলীলা ভাবের প্রলাপ॥
দণ্ডেক নিশী থাকিতে, হীরামন তথা হ'তে,
গৃহে যায় এক নায় উঠে।
মল্লকাঁদি গ্রামে এসে, খালকুলে নামি শেষে,
রাউৎখামার যায় হেটে॥
হীরামনে দরশনে, সকলে আশ্চর্য্য গণে,
হইল হৃদয় প্রফুল্লিত।
রামাগণে বামাস্বরে, হুলুধ্বনি সবে করে,
জ্ঞাতিবন্ধু সবে পুলকিত॥
হীরামন প্রাণ পান, ব্যাধিমুক্ত দেশে যান,
শ্রীহরিচরিত্র সুধাধার।
এ দুস্তার ভবার্ণবে, হরিতরী কর সবে,
কহে দীন রায় সরকার॥

হীরামনের দেশাগমনে সকলের শ্রীহরির প্রতি ঐশভাব প্রকাশ ও হীরামনের পুত্রের জন্ম ও মৃত্যু।

পয়ার।

হীরামনে দরশনে শ্রীচৈতন্য বালা।
কহে হরি ঠাকুরের কি আশ্চর্য্য লীলা॥
এ কভু সামান্য নহে পুরুষপ্রধান।
এখনে আমার যে হ'তেছে ব্রহ্মজ্ঞান॥
নলিয়া জামালপুরে হ'য়েছিল বার।
সেই হরি ওঢ়াকাঁদি হ'ল অবতার॥
নলিয়া যখন বার হইল বিখ্যাত।
মুখের কথায় কত ব্যাধি সেরে যেত॥
তদধিক রূপে এই হরি বর্ত্তমান।
মরা গরু বাঁচে মরা দেহে পায় প্রাণ॥
ইতিপূর্ব্বে বার হ'ল সফলাডাঙ্গায়।
সফলাডাঙ্গার বার হরিচাঁদ পায়॥
হরি এসে হরিদাসে আবির্ভূত হ'ল।
মরা হীরামনে হরি তাই সে বাঁচাল॥
নলিয়া যে বার মোর মনে হেন লয়।
সেই বার এসেছিল সফলাডাঙ্গায়॥
তার পর সেই বার হরিদাস পায়।
দিন থাকে হেন বিশ্বাস না হয়॥

মৃদুভাসে হেসে হেসে হীরামন বলে।
চিনেও চিনিতে নারে দুরদৃষ্ট হ'লে॥
দেশে এসে হীরামন গৃহধর্ম্ম করে।
এক ছেলে হ'লে তার কিছুদিন পরে॥
প্রভু আজ্ঞা নারী ঋণ শোধ হ'লে পরে।
ত্যজিয়া সকল কার্য্য হরিনাম করে॥
সবে বলে এ কেন বাচিয়া এল দেশে।
মরিলেই ভাল হ'ত এই সর্ব্বনেশে॥
দিবসেতে ঘরে থাকে দ্বার বন্ধ করি।
ঝুকি ঝুকি গায় গুণ বলে হরি হরি॥
নিশাভাগে থাকে যোগে গিয়া সে শ্মশানে।
কখনে কি করে তাহা কেহ নাহি জানে॥
হীরার রমণী যত মেয়েদিকে কয়।
তোমরা না জান উনি রাত্রে কোথা রয়॥
কোথা যায় নিশিতে না থাকে মোর কাছে।
কার সঙ্গে যেন ওর গুপ্ত প্রেম আছে॥
সব নারী বলে হীরামনের নারীকে।
তুই কেন দেখিস না কোথা গিয়া থাকে॥
যখন উঠিয়া যায় টের যদি পা'স্।
অলক্ষিতে তুই ওর সাথে সাথে যা'স্॥
তাই শুনি সেই ধনী জাগরিতা রয়।
যখনে সে হীরামন শ্মশানেতে যায়॥
লুকাইয়া পিছে পিছে সঙ্গে সঙ্গে গেল।
দেখিলেন পতি গিয়া শ্মশানে বসিল॥
গৃহে এসে সেই নারী সকলে ব'লেছে।
শ্মশানেতে থাকে ওরে ভূতে পাইয়াছে॥
শেষ রাত্রে হীরা এসে ডাকে ঘনে ঘনে।
তার নারী জাগরিতা ডাক নাহি শুনে॥
ঘুচাইতে দ্বারে হীরামন মারে লাথি।
তবু দ্বার ছাড়িল না সেই দুষ্টামতি॥
হীরামন শান্ত মন র'ল বাহিরেতে।
সে ধনীর ছিল এক বালক কোলেতে॥
সকালে হইল ব্যাধি দিন গত হয়।
শ্বাসবদ্ধ মৃত্যু হ'ল সন্ধ্যার সময়॥
সবে বলে হীরামনে পাগলামি কর।
মরিয়াছে পুত্র তব পা'র যদি সার॥
নহে এই ছেলে ল'য়ে ওঢ়াকাঁদি যাও।
যেমতে বাঁচিলে তুমি সে মতে বাঁচাও॥
সে কথা শুনিয়া হীরমন গৃহে গেল।
গৃহদ্বার বন্ধ করি যোগেতে বসিল॥

কেমনে সারিব পুত্র মনেতে ভেবেছে।
যোগবলে প্রাণ দিব বাঁচে কি না বাঁচে ॥
এত বলি হরি বলি প্রহরেক পরে।
ছেলের জীবন দিতে মাথা চেপে ধরে ॥
হীরামনের রমণী কহিছে তাহারে।
মরা ছেলে রাখ কেন ফেলে এস ওরে ॥
মুখ কাছে মুখ দিয়া দেহে দিবে প্রাণ।
বালকের মুখ যবে করিছে ব্যাদন ॥
তাহা দেখি সেই ধনী করিছে চীৎকার।
মরা খায় মরা খায় এ কি ব্যবহার ॥
আমাদের উহারে যে পাইয়াছে ভূতে।
মরা ছেলে হা করিয়া লেগেছিল খেতে ॥
এতেক শুনিয়া সাধুর ক্রোধ উপজিল।
বালক ত্যজিয়া তবে বাহিরে আসিল ॥
বালকে লইয়া সবে ফেলাইয়া দিল।
ক্রোধেতে চৈতন্যবালা কহিতে লাগিল ॥
আমরা ভেবেছি সবে বেঁচে এল হীরে।
হরিচাঁদ বাঁচায়েছে হরিনাম জোরে ॥
তাহা কভু নহে ওরে ভূতে পাইয়াছে।
নিশা কিম্বা ব্রহ্মদৈত্য জীবন দিয়াছে ॥
নাহি করে গৃহকার্য্য মানুষ এ নয়।
মানুষ হইলে গৃহকার্য্যে মন লয় ॥
হীরার যে রীতি নীতি সব গেল বোঝা।
ভূত ছাড়াইতে আন খণ্ডজ্ঞানী ওঝা ॥
হরিপ্রেম বিকারেতে হীরামন রোগী।
কবি কহে ভব ব্যস্ত এ রোগের লাগি ॥

গোস্বামী হীরামনের প্রতি কালাচাঁদ ফকিরের অত্যাচার বিবরণ।

পয়ার।

সাহাপুর মধ্যেতে আঁধার কোটাগ্রাম।
সেখানে ফকির আছে কালাচাঁদ নাম ॥
সে ফকির পরিচয় কহিব এখন।
নাম কালাচাঁদ নমঃশূদ্রের নন্দন ॥
বাওয়াল করিত গিয়া বাওয়ালীর সনে।
শিক্ষা তার মুসলমান ফকিরের স্থানে ॥
লক্ষ্মীকালা ফকির সে ব্রাহ্মণের ছেলে।
বাদায় থাকিত সেও ফকিরামী নিলে ॥
তাহার নিকটে শিক্ষা করে কালাচাঁদ।
ফকিরামী শিখে বাদা করেন আবাদ ॥
আদি যে ফকির সেও মুসলমান ছিল।
সে ফকির হইতে ইহারা শিক্ষা নিল ॥
চকে গিয়া দিত গাজী কালুর দোহাই।
চকে চকে বনে বনে নামিত সবাই ॥
কালীর দোহাই দিত মনসা পূজিত।
বরকোত বিবি, লক্ষ্মী কালাকে ডাকিত ॥
মাদার মুরসিদ বলি ছাড়িত জিগীর।
খোদার ফকির মুই আল্লার ফকির ॥
আল্লা আলি হজরত আর লক্ষ্মীকাঙ্গা।
হিন্দু ছেলে দিত গলে তছমীর মালা ॥
হেলেল্লা হেলেল্লা বলে হইত আকুল।
হাতে ছিল লক্ষ্মীকালা দত্ত এক রুল ॥
চকে গিয়া লোকে সুন্দরী কাঠ কাটিত।
রুল দিয়া গাছে এক আঘাত করিত ॥
সেই আঘাতের শব্দ যতদুর যেত।
তাহার মধ্যেতে সব সুন্দরী ছেদিত ॥
দুরে গিয়া একজনে শব্দ শুনিত।
চারিদিকে চারিজনে দাঁড়ায়ে রহিত ॥
যত দুর শব্দ করি উঠিত সে রুল।
তাহার মধ্যেতে নাহি থাকিত শার্দ্দুল ॥
এই ধর্ম্ম ছিল তার লোকমুখে শুনি।
হিন্দুধর্ম্ম কিয়দংশ সকল যাবনি ॥
শূকর কচ্ছপ নাহি করিত ভোজন।
মেষ অজা পেজ রসুন কুকুড়া ভক্ষণ ॥
কচ্ছপ বরাহ মাংস বলিত হারাম।
রুলের আঘাতে করে রোগের আরাম ॥
জ্ঞাতিগণে ডেকে বলে শ্রীচৈতন্য বালা।
এই ফকিরকে এনে সার এ পাগলা ॥
লোক পাঠাইয়া সেই ফকির আনিল।
লোক সঙ্গে করিয়া সে ফকিরে আসিল ॥
বাটীর উপরে যবে উঠিল ফকির।
হক আল্লা বলিয়া সে ছাড়িল জিগীর ॥
যথা ছিল হীরামন সেইখানে যায়।
রুলখানা ধরি হীরামনকে দেখায় ॥
এক একবার রুল উর্দ্ধেতে ফেলায়।
ফেলাইয়া শূন্য হ'তে পুন ধরি লয় ॥
লোফালোফী করে রুল হীরামন আগে।
দর্প করি হীরামনে কহে রাগে রাগে ॥

হারেরে পাগলা কেন কর পাগলাই।
তোরে সারিবারে এল লক্ষ্মী কালা সাই ॥
রুলাঘাতে করিব রে পাগলাই দুর।
দেখিব কেমন তুই পাইলি ঠাকুর ॥
মম বাক্য না রাখি করিস্ বাড়াবাড়ি।
পাগলামি করিলে মারিব রুলের বাড়ী ॥
সারিবি কি না সারিবি বলরে এখন।
শুনিবি কি না শুনিবি আমার বচন ॥
দৃক্‌পাত তাতে নাহি করে হীরামন।
ঝুঁকে ঝুঁকে করে হরি নাম সংকীর্ত্তন ॥
প্রেমোন্মত্ত হীরামন উঠিয়া দাঁড়ায়।
ফকিরের পানে হীরে ফিরে ফিরে চায় ॥
ফকির কহিছে তুই আয় হীরামন।
বাহিরে আসিয়া বাছা লহরে আসন ॥
তাহা শুনি হীরামন উঠিয়া দাঁড়ায়।
আসন পাতিয়া এসে বসিল তথায় ॥
ফকির তখন রুল হস্তেতে করিয়া।
মাটীতে আঘাত করে হক আল্লা বলিয়া ॥
পুনঃ পুনঃ করে রুল মাটীতে আঘাত।
হীরামন তাতে নাহি করে দৃষ্টিপাত ॥
ফকির বলেন তুই এসেছিস কেরে।
হকের বাজারে মোরে পরিচয় দেরে ॥
কথা শুনি হীরামন চাহে এক দৃষ্টে।
ফকির রুলের বাড়ী মারে তার পৃষ্ঠে ॥
তাহাতে ও হীরামন কিছুই না বলে।
পুনশ্চ আঘাত করে বাহুসন্ধি স্থলে ॥
তাহাতেও হীরামন মৃদু মৃদু হাসে।
স্থির হ'য়ে থাকে সাধু আসনেতে ব'সে ॥
ফকির সে হীরামনে ওঠ্ ওঠ্ কয়।
অমনি সে হীরামন উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
ফকির যখনে বলে বয় বয় বয়।
হীরামন আসনে বসেন সে সময় ॥
ফকির বলেন তবে সবারে ডাকিয়া।
দেখ সবে গেছে এর পাগল সারিয়া ॥
যাহা কহি তাহা করে ব্যাধিমুক্ত হ'ল।
বিদায় করহ মোরে বিপদ ঘুচিল ॥
তা শুনে চৈতন্যবালা ফকিরে কে কয়।
অদ্য থাক কল্য মোরা করিব বিদায় ॥
সংসারের কার্য্য হীরে করিবে যখন।
তোমাকে বিদায় মোরা করিব তখন ॥

ফকির বলিল হীরে দণ্ডবৎ কর।
আসন ছাড়িয়া বাছা উঠে যারে ঘর ॥
পরদিন ফকিরেকে বলে সব বালা।
পাগল সেরেছে নাকি দেখ লক্ষ্মীকালা ॥
হীরামনে ডাক দিয়া আনহ প্রত্যক্ষে।
আরোগ্য হ'য়েছে কি না দেখহ পরীক্ষে ॥
হীরামনে ডাক দিয়া তখনে আনিল।
আসন উপরে হীরামন বার দিল ॥
ফকির বলেছে বাছা কহ শুনি কথা।
হেট মুণ্ডে রহে সাধু নাহি তুলে মাথা ॥
মাথা নাহি তুলে সাধু শ্বাস ছাড়ে দীর্ঘ।
সবে বলে কই হ'ল রোগের আরোগ্য ॥
রুষিয়া উঠিল তবে ফকির বর্ব্বর।
বড়সী পোড়ায়ে ধরে গ্রীবার উপর ॥
সারিয়া না সারিস্ করিস্ অপযশ।
এরূপে যাতনা দেয় সপ্ত দিবস ॥
ফকিরেকে কহে সবে যদি নাহি পার।
তবে আর কেন মিছে পরিশ্রম কর ॥
ফকির এ কথা শুনি দড়ি পাকাইল।
পিট মোড়া দিয়া হীরামনকে বাঁধিল ॥
দল কাটা বেকী অস্ত্র পোড়ায়ে আগুনে।
গ্রীবার উপরে অগ্নি ধরিল তখনে ॥
কিছু নাহি কহে হীরামন মৃদু হাসে।
ফকির কহিছে ইহা সহে কি মানুষে ॥
ইহাকে সারিতে আমি হইলাম ত্যক্ত।
সারা বড় কষ্ট হ'ল দৃষ্টি বড় শক্ত ॥
ইহাকে যে ধ'রেছে করিব তারে ধ্বংস।
খাওয়াইতে হবে কাঁচা কচ্ছপের মাংস ॥
চেষ্টা করি কাঠা আন আর আন ঢা'লো।
তারে খাওয়াইব এরে যে এসে ধরিল ॥
আনিয়া কচ্ছপমাংস তাহাকে খাওয়ায়।
হাত পেতে এনে মাংস গ্রাসে গ্রাসে খায় ॥
তবু হীরামন নাহি হ'য়েন সদ্‌ভাব।
ফকির বলেছে এযে বড় অসম্ভব ॥
পুন পৃষ্ঠ মোড়া দিয়া দুবাহু বাঁধিল।
হস্তদ্বয় বাঁধি তার একত্র করিল ॥
সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া তার বাঁধিল যে কর।
দুই দুই অঙ্গুলী করিয়া একতর ॥
ওঝা বলে ছেড়ে যা'বি কি না যা'বি বোঝ।
এত বলি অঙ্গুলির মধ্যে মারে গোঁজ ॥

খর্জ্জুর কণ্টক তবে চারিটী আনিয়া।
নখতলে মাংসমধ্যে দিল বিধাইয়া॥
ভাল রজ্জু দিয়া দিল পিঠ মোড়া বাঁধা।
নাহি তাতে হাহা হুঁহু নাহি তাতে কাঁদা॥
কেহ যদি বলে কেন এত কষ্ট কর।
ওঝা বলে তোমরা তা বুঝিবারে নার॥
হাহা হুঁহু নাহি করে পাও নাহি দিসে।
যার দৃষ্টি তার কষ্ট ওর কষ্ট কিসে॥
হীরাতে কি হীরা আছে সে হীরা এ নয়।
তা হ'লে কি হারামের কাঁচা মাংস খায়॥
পুনর্ব্বার বেকি অস্ত্র আগুনে পোড়ায়।
পোড়া ঘা উপরে যবে ধরিবারে যায়॥
এমন সময় উঠি হুঙ্কার করিয়া।
গাত্র মোড়া দিয়া দড়া ফেলিল ছিঁড়িয়া॥
হাত ঝাড়া দিলে কাঁটা খসিয়া পড়িল।
আঙ্গুল বন্ধন হাত মোড়ায়ে ছিঁড়িল॥
স্বাভাবিক ভাবে যে শরীর তার ছিল।
ভয়ঙ্কর দেহ তার দ্বিগুণ বাড়িল॥
বেকি অস্ত্র কাড়িয়া লইল অতি কোপে।
আরক্তলোচন ক্রোধে ওষ্ঠাধর কাঁপে॥
দাঁড়াইল হীরামন অপরূপ দেহ।
যে দেখিল সে হইল জ্ঞান হারা মোহ॥
ভুমিকম্প প্রায় বাড়ী লড়িয়া উঠিল।
স্ত্রীপুরুষ নাহি হুষ ঢলিয়া পড়িল॥
ছিল সে চৈতন্যবালা পীড়ির উপরে।
তার দিকে ধেয়ে যায় বেকি অস্ত্র ধরে॥
কত দিনে শাস্তি ভোগী মনে বড় কোপ।
ক্রোধভরে চৈতন্যেরে মারে এক কোপ॥
সে কোপ লাগিল গিয়া চালের উপরে।
চাল কাটি খাম্বা কাটি লাগে তার শিরে॥
চেঁচা'য়ে চৈতন্য বলে রক্ষা করে কেবা।
রাখরে রাখরে ওরে কালাচাঁদ বাবা॥
কিয়দংশ কোপ লাগে চৈতন্যের শিরে।
রক্ত বয় মোহ যায় বাক্য নাহি সরে॥
মোহ প্রাপ্ত ফকির সে চৈতন্য পাইল।
বাবারে চাচারে বলে চেঁচায়ে দৌড়িল॥
ফকিরের প্রতি পরে হৈল ধাববান।
ফেলিয়া মারিল সেই বেকী অস্ত্রখান॥
পাও কাটে ফকিরের বেকি অস্ত্র পশি।
দৌড়িয়া ফকির গেল চারি পাঁচ রসি॥
রুধিরের ধারা বহে পাও গেল কাটি।
অজ্ঞান হইয়া ভুমে করে ছট ফটি॥
এল এল বলে ওঝা উঠে আর পড়ে।
কৃষকেরা বলে দুর শালা পাতি নেড়ে॥
দলে দলে কৃষাণ রয়েছে মাঠ যুড়ে।
সবে বলে দুর দুর শালা পাতি নেড়ে॥
ফকিরে তাড়ায়ে পরে গৃহেতে প্রস্থান।
হীরামনে দেখে সবে ভয়ে কম্পমান॥
সবে চিত ভয় ভীত ভূতবৎ রয়।
সবে ভাবে যেন কবে প্রমাদ ঘটায়॥
সাধুজনে বলে এযে কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদ।
এ জনায় মন হরিয়াছে হরিচাঁদ॥
অক্রুর গুরুচরণ আর কোটীশ্বর।
তারা বলে এ মানুষ রুদ্র অবতার॥
মন মানুষেতে মন হ'য়েছে ইহার।
সামান্য মানুষ নহে উগ্র কলেবর॥
যে ভাব ঘটেছে সেই ভাবেতে থাকুক।
কেহ কিছু না বলিও যা ইচ্ছা করুক॥
বিনয় চৈতন্য বলে শুন ওরে বাপ।
অপরাধী তোর ঠাই করিয়াছি পাপ॥
শুনি কথা হীরামন মৃদুভাষে বলে।
লাফিয়া প্রস্রাব কর কমলের দলে॥
হারে কটা ভেক বেটা কর কট্ কট্।
ষট্‌পদে সুধাস্বাদে তুমি কর হট্॥
এই ভাবে কিছু দিন নিজালয় থেকে।
চলিলেন হীরামন উত্তরাভিমুখে॥
হরি হরি হরি হরি হরি হরি বল।
হরি বলি রসনা শ্রীহরিধামে চল।

গোস্বামীর শ্রীধামে গমন।

পয়ার।

সোজা সোজি চলিলেন উত্তার নয়নে।
পথ কি বিপথ তাহা কিছুই না জানে॥
বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে থেকে কিছুক্ষণ।
ঝুকে ঝুকে করে হরিনাম উচ্চারণ॥
পরিধানবস্ত্র ফেলে, কিঞ্চিৎ ছিঁড়িয়া।
চলিলেন মাত্র এক লেংটী পরিয়া॥
সম্মুখে বাধিল অগ্রে বিল খাগাইল।
মল্লবিল, হাটঝাড়া, তালতলা বিল॥

বেথুড়িয়া ঘৃতকাঁদি বিল খাল যত।
কতক হাটিয়া পার সাঁতারেতে কত ॥
জপিতে গাইতে হরে কৃষ্ণরাম নাম।
উপনীত ওড়াকাঁদি প্রভুর শ্রীধাম ॥
বীররসে রাগাত্মিকা ভাবের উদয়।
দেখি প্রভু হীরামনে ক্রোড়েতে বসায় ॥
হীরামনে পুকুরের ঘাটে ল'য়ে পরে।
শ্রীকরেতে শ্রীনাথ শ্রীঅঙ্গ ধৌত করে ॥
কর্দ্দম শৈবাল অঙ্গে লেগে রহিয়াছে।
কমল কণ্টক অঙ্গ ক্ষত করিয়াছে ॥
ধৌত করি হস্ত ধরি গৃহেতে লইল।
কর্পূর মিশ্রিত তৈল অঙ্গে মাখাইল ॥
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে ওরে হীরামন।
কেমনে করিলি সহ্য যবন পীড়ন ॥
এত কষ্ট দিল দুষ্ট পাপিষ্ঠ যবন।
এত মানা নেড়েরে মানিলি কি কারণ ॥
ঘৃণা কি হ'ল না কিছু ওরে বাছাধন।
কচ্ছপের কাঁচা মাংস করিতে ভোজন ॥
হীরামন বলে মন সকলই ত জান।
জেনে শুনে তবে আর জিজ্ঞাসিলে কেন ॥
সকলে কেবল কহে ফকির ফকির।
হক আল্লা ব'লে নেড়ে ছাড়িল জিগীর ॥
আমি ভাবী হক আল্লা বলিল মুখেতে।
হক ছাড়া না হ'ক সে করিবে কি মতে ॥
পোড়াইয়া দিল অঙ্গ তাহা করি সহ্য।
তবু ভাবি এই বুঝি করে হক কার্য্য ॥
পোড়া অস্ত্র ধরে গ্রীবা মেরুদণ্ডপর।
তবু আমি ভাবি এত আল্লার নফর ॥
আল্লার ফকির ব'লে আগে মানিলাম।
ঠগ মানিলাম শুনে হক্ আল্লা নাম ॥
আল্লারূপা রাধা আল্লা কৃষ্ণ আহ্লাদিনী।
প্রণয় বিকৃতি রাধা কৃষ্ণপ্রণয়িনী ॥
"কামবীজ কৃষ্ণ" "কাম গায়ত্রী রাধিকা।
কৃষ্ণমন্ত্র বীজ রাধাপ্রধানা নায়িকা ॥
কৃষ্ণবীজ কলিম, রহিম বীজ শক্তি।
"ক"কারে "ল" কার"ই" কার চন্দ্রবিন্দু যুক্তি ॥
"ক" "ল" "ই" বিন্দু বিসর্গ অনুস্বার।
"ম" কারে অনুস্বার ইহা কৈলে একতর ॥
তাতে হয় কৃষ্ণবীজ বীজরূপা রাধা।
করিম শক্তির বীজ শ্রীকৃষ্ণ আরাধা ॥

শ্লোক।

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্ম-
দেকাত্মনিবপি ভুবি পুরা দেহভেদৌ
গতৌ তৌ, চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা,
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

পয়ার।

সেই ত হ্লাদিনী শক্তি সবাকার হক্।
সেই হক তুমি হরি সবার জনক ॥
যার মনে যেই মত সেই পথ ধায়।
যে ভাবে যে ভাবে ডাকে ডাকে হে তোমায় ॥
তাহাতেই মানিলাম তুমি আল্লা হক্।
তোমাকে ডাকিল ভাবি তোমায় সেবক ॥
তাই ভাবি মানিয়া অমান্য কিসে করি।
যাহা কহে তাহা করি থাকি ধৈর্য্য ধরি ॥
এ বুঝি হকের কার্য্য হয় ফকিরের।
তাই ভেবে কাঁচা মাংস খাই কচ্ছপের ॥
প্রভু কহে তবে কেন মারিলিরে বাপ।
মানিয়া না মানিলে ত হ'তে পারে পাপ ॥
হীরামন বলে পাপপুণ্য নাহি জানি।
আমি জানি তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা রঘুমণি ॥
সে বলে যে পাগলারে খাওরে হারাম।
তার বাক্য শুনে মনে জাগে সীতারাম ॥
হারাম শুনিয়া রসনায় বাড়ে ক্ষুধা।
দিল মাংস খাইলাম সুধাধিক সুধা ॥
পিটমোড়া দিয়া টেনে বাঁধে দুই কর।
বাঁধিয়া মারিল গোঁজ নখের ভিতর ॥
এই মত শাস্তি দিল যবনের বেটা।
নখতলে বিঁধাইল খেঁজুরের কাঁটা ॥
তথাপি ভাবিনু যেই বলে আল্লা হক।
সে মেরেছে এতে নয় খ'সে যাবে নখ ॥
বেকী দাঁ পোড়ায়ে যবে আনে পুনর্ব্বার।
এ দেহে তখনে সহ্য না হইল আর ॥
এ সময় তোমাকে দেখিনু গদাধর।
গদা হাতে দাঁড়াইলা মস্তক উপর ॥
ক্রোধে কাঁপে ওষ্ঠাধর আজ্ঞা দিলে মোরে।
মার ফকিরেরে মার চৈতন্য বালারে ॥
তব শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি পায় হীরে।
ব্রহ্মাণ্ড ডুবা'তে পারে গোষ্পদের নীরে ॥

ত্রেতাযুগে তব শ্রীমুখের আজ্ঞা পাই।
আঠার বর্ষের পথ এক লম্ফে যাই ॥
আনিনু গন্ধমাদন তব কৃপাগুণে।
কপিতনু ধরি হনু ভানুকে শ্রবণে ॥
ব্রাহ্মণ অগস্ত্য মুনি তব কৃপা লেশে।
সপ্ত সমুদ্রের জল খাইল গণ্ডূষে ॥
চন্দ্রসূর্য্য শূন্যে চলে অচল সচল।
বাসুকিরে দিলে শিরে ধরা ধরা বল ॥
মম শিরে দাড়াইয়া আজ্ঞা দিলে তাই।
যবনে মানিশ কেনে ওতে কিছু নাই ॥
তব পাদপদ্ম দৃষ্টি করি দয়াময়।
ঝাকি দিলে বন্ধন কণ্টক খ'সে যায় ॥
কোপদৃষ্টে কটা ভেক পানেতে চাহিয়া
কোপ দিলে ভেক বেটা পড়িল শুইয়া ॥
ঈষৎ আঘাতমাত্র লাগিল মাথায়।
লাগিল সামান্য কোপ ফকিরের পায় ॥
মারিতে দিলে না প্রভু তুমি কৈলে মানা।
মারিতে আমার মনে হ'ল বড় ঘৃণা ॥
সকল তোমার খেলা কি খেলা খেলাও।
করিয়া করাও রঙ্গ মারিয়া মারাও ॥
মহাপ্রভু বলে আর কহিতে হবে না।
জানি সব তবু ইচ্ছা তোর মুখে শুনা ॥
বাছা তোর অঙ্গ ধৌত করেছি যখন।
বাহু নখ ব্যথা মম ঘুচিছে তখন ॥
পোড়া অস্ত্রে অঙ্গ পুড়ে করে কৃষ্ণবর্ণ।
চেয়ে দেখ মম অঙ্গে সেই সব চিহ্ন ॥
তাহা দেখি হীরামন কেঁদে ছাড়ে হাই।
এই জন্য আমি কোন কষ্ট পাই নাই ॥
হীরামন বলে আজ্ঞা কর শ্রীনিবাস।
যবনের সবংশেতে করিব বিনাশ।
প্রভু বলে তোর কিছু হবেনা করিতে।
স্বকর্ম্মে হইবে ধ্বংস আপন পাপেতে।
মম প্রাণাধিক তুই উত্তম পুরুষ।
পরাধীন নহ বাছা খাসের মানুষ ॥
যথা তথা আছ বাছা তথা আমি আছি।
তোর কাছে বাছা আমি বিক্রীত হ'য়েছি ॥
ত্রেতাযুগে বিভীষণে বলে ভগবান।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান ॥
অমনি বাহির হ'ল বিবর্ত্ত পাগল।
অনুক্ষণ মহা ভাবে থাকেন বিহ্বল ॥

অদ্ভুত করুণ হাস্য রসেতে বিভোলা।
কভু থাকে গৃহেতে কখন বৃক্ষতলা ॥
কভু থাকে শ্মশানে কখন থাকে জলে।
কভু থাকে বনে কভু ধান্যভূমি আ'লে ॥
কখন বসিয়া থাকে কখন শুইয়ে।
অবিরাম করে নাম ঝুকিয়ে ঝুকিয়ে ॥
যেচে দিলে কিছু খায় নৈলে অনাহার।
অন্ন ব্রহ্ম জ্ঞান নাহি জাতির বিচার ॥
প্রখর রৌদ্রবর্ষণে নাহি ছায়াছত্র।
শীতে গ্রীষ্মে সমভাব নাহি পাখা বস্ত্র ॥
কখন উলঙ্গ কভু পরে মাত্র লেংটী।
বিলখাল নদ নদী পার হয় হাটী ॥
ভাদ্র মাসে মধুমতী বাণস্রোত বয়।
হিল্লোল কল্লোল করে দেখে লাগে ভয় ॥
সেই জলে হীরামন হেটে পার হয়।
তরঙ্গ উঠিলে মাত্র জানু ডুবে যায় ॥
কভু বিল মধ্য দিয়া হেটে পার হয়।
কভু বক্ষ ডুবে কভু সাঁতারিয়া যায় ॥
জলে ভাসে হীরামন হংসের আকার।
কেহ বলে গোঁসাই উঠহে নৌকাপর ॥
ধরিতে পারে না কেহ বলেন গোঁসাই।
কার নৌকা বাহিব নিজের খানা বাই ॥
এই ভাবে গোস্বামীর বিহার বিরাজ।
কহিছে তারকচন্দ্র কবি রসরাজ ॥

ফকিরের শেষ বিবরণ।

পয়ার।

ফকির বাওয়ালে গিয়া রুল বাজাইত।
রুলশব্দে ব্যাঘ্র স্তব্ধ বাওয়াল করিত ॥
হীরামনে শাস্তি দিয়া গেল বাওয়ালেতে।
পারিলনা চক্র মধ্যে লোক নামাইতে ॥
গাছেতে আঘাত করে ধরে সেই রুল।
শব্দ নাহি হয় ক্রোধে হুঙ্কারে শার্দ্দূল ॥
কাঠ কটিবারে নারে আইল ফিরিয়ে।
দেশে এসে রহিল সে ব্যাধি যুক্ত হ'য়ে ॥
দেখিলে সে ফকিরেকে নাহি মানে লোকে।
রোগ না সারিতে পারে কেহ নাহি ডাকে ॥

হীরামনে মেরে হইয়াছে মহা পাপী।
রোগে ভোগে ক্রমে ক্রমে জনমিল হাপী॥
প্লীহা হ'য়ে ক্রমে হ'ল প্লীহা আমরেখী।
গণ্ড স্থল খ'সে প'ল জিহ্বা লকলকী॥
রস পৈত্তিকের রোগে হাতে ঘা হইয়ে।
অঙ্গুলী খসিয়া প'ড়ে গেল সে মরিয়ে॥
একেবারে ফকিরের হইল নির্ব্বংশ।
বাতি দিতে না রহিল পরিবার ধ্বংশ॥
কেহ কেহ বলে ভাই দেখরে সকল।
হীরামনে হিংসা ক'রে ধ'রেছে কি ফল॥
কহিছে তারক চন্দ্র কবি রসরাজ।
সাধু হিংসা যে করে তাহার মুণ্ড বাজ॥

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোক চন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজদাস করি মোরে কর আত্মসাৎ॥

মহা সংকীর্ত্তনে শমনাবির্ভাব।

পয়ার।

ঠাকুরের আগমন রাউৎ খামারে।
হরি সংকীর্ত্তন হয় প্রতি ঘরে ঘরে॥
প্রভু সঙ্গে ফিরে ভক্ত সকল সময়।
হাসে কাঁদে নাচে গায় প্রফুল্ল হৃদয়॥
ওঢ়াকাঁদি হ'তে যান রাউৎ খামার।
মাস পক্ষ সপ্তাহ থাকিয়া যান ঘর॥
প্রভু অল্প সময় থাকেন নিজ ঘর।
বেশী থাকে মল্লকাঁদি রাউৎখামার॥
মল্লকাঁদি মৃত্যুঞ্জয় ভক্ত শিরোমণি।
কাশীশ্বরী নাম ধরে তাহার গৃহিণী॥
তাহার সেবায় বাধ্য প্রভু অহর্নিশি।
প্রভু সেবা কার্য্য করে যেন সেবা দাসী॥
দুই তিন দিন কিম্বা সপ্তাহ পর্য্যন্ত।
মৃত্যুঞ্জয় ভবনে থাকেন শান্ত কান্ত॥
মল্লকাঁদি রাউৎখামার দুই গ্রামে।
থাকিতেন যতদিন সদামত্ত প্রেমে॥
যেদিন থাকেন প্রভু যাহার আলয়।
তাহার হইত চিত্ত প্রেমানন্দ ময়॥
আন কথা আন শব্দ না ছিল কেবল।
ঘরে ঘরে পরস্পরে সুধা হরিবোল॥
কৃষিকার্য্য কৃষকেরা করে দলে দলে।
সতত সবাই মুখে হরি হরি বলে॥
গৃহ কার্য্য সমাধা করিত দিবসেতে।
প্রভুর নিকট যেত সন্ধ্যার অগ্রেতে॥
যে গৃহেতে ঠাকুরের ভোজন হইত।
হইত লোকের ঘটা দুই তিন শত॥
কৃষ্ণ কথা হরিনাম সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
সারা রাত্রি কাটাইত ঠাকুরের সঙ্গে॥
এক ঠাই হ'য়ে লোক দুই তিন শত।
নাম সংকীর্ত্তন রঙ্গে রাত্রি কাটাইত॥
এই মত নাম গান হইত যে স্থান।
কেমনে যামিনী গত না থাকিত জ্ঞান॥
কখন হইত ভানু উদিত গগণে।
ভাবে মত্ত তাহা না জানিত কোন জনে॥
খেয়েছে কি না খেয়েছে তাহা মনে নাই।
চৈতন্য হইয়া বলে দেও দেও খাই॥
সময় সময় হেন হইত উতলা।
কেহ বলে ভাইরে ঘুচিল ভব জ্বালা।

কেহ বলে পেয়েছিরে মনের মানুষ।
কেহ বা হুষেতে বলে কেহবা বিহুষ॥
গড়াগড়ি পড়াপড়ি জড়াজড়ি হয়।
কেহ কার গায় পড়ে কেহবা ধরায়॥
ঢলাঢলি ফেলাফেলি কোলাকোলি হয়।
ধরাধরি করি কেহ কাহারে ফেলায়॥
কেহ বলে পড়িয়াছি আর উঠা নাই।
পড়িয়াছি ভব কুপে তুলে নেরে ভাই॥
কেহ বলে কি শুনালি কহিলি কি রূপ।
হরি প্রেম বাজারে কি আছে ভবকূপ॥
কেহ বলে কি কহিলি হারাইলি দিসে।
এসেছে দয়াল হরি ভবকূপ কিসে॥
বীর রসে কেহ করে বীরত্ব প্রকাশ।
কেহ বলে শমনের লেগেছে তরাস॥
কেহ বলে ওরে ভাই আমি যে শমন।
মম ত্রাস নাই তার স্বার্থক জীবন॥
কেহ বা প্রলাপ করে হইয়া পুলক।
কেহ বলে কিসে তোর জনম স্বার্থক॥
এত বলি কেহ ধরে শমনের চুল।
আজ রে শমন তোরে করিব নির্ম্মূল॥
সেজন কহিছে ভাই মের না আমারে।
কি দোষ করেছি আমি তোদের গোচরে॥
যে জন করয় পাপ তারে দেই সাজা।
পবিত্র চরিত্র যার তারে করি পূজা॥
কোন জন বলে যম কি কহিলী কথা।
পতিত পাবন এল পাপ আছে কোথা॥
তুই না করিতি যম পাপীর তাড়ন।
তেই তোরে বেঁধে ছিল লঙ্কার রাবণ॥
রাবণ মারিয়া তোরে যে করে উদ্ধার।
সেই প্রভু হরিচাঁদ দয়াল অবতার॥
যে হরি করেছে তোর এত উপকার।
তার উপকার কিবা করিলি এবার॥
ওঢ়াকাঁদি হরিচাঁদ হ'য়েছে প্রকাশ।
পাপ তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ॥
হরিনামে জয় ডঙ্কা বেজেছে সংসারে।
এ দেশে প্রাতকী নাই নিবি তুই কারে॥
কহিছে শমন যেবা করে হরিনাম।
তাহার শ্রীপদে মম অনন্ত প্রণাম॥
গিয়াছে আমার গর্ব্ব মেরনারে ভাই।
কি দোষ করেছি আমি হরিভক্ত ঠাই॥

এসেছে দয়াল হরি বলা'য়েছে হরি।
তোমাদের স্পর্শ হেতু হরিনাম করি॥
উপকারী হই আমি অপকারী কিসে।
হরিভক্ত হয় লোকে আমার তরাসে॥
হরি ভক্ত হ'য়ে কেন ধর মম চুল।
আমি হই হরিপদ ভজনের মূল॥
মম ডরে সবে করে সাধন ভজন।
হরিভক্ত রক্ষা কারী আমি একজন॥
যে জন প্রভুর ভক্ত যুগেতে যুগেতে।
অহৈতুকী হরিভক্তি বিনা আকাঙ্ক্ষাতে॥
ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্ব পদ তুচ্ছ তার আগে।
আছি কিনা আছি আমি মনেও না জাগে॥
তার সাক্ষী শুন ভাই পাণ্ডব গীতায়।
কুন্তী যে প্রার্থনা করে শ্রীকৃষ্ণের পায়।

শ্লোক।

স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনীং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষিকেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে॥

পয়ার।

কলি রাজ্যে পাপ কার্য্যে সবে হ'ত পূর্ণ।
আমার ভয়েতে কেহ না করে সাহস॥
আমি যদি রাজ কার্য্যে না থাকিরে ভাই।
হরি ভক্ত চূর্ণ হ'ত পাপীদের ঠাই॥
এনেছি তুলসী দল মিশ্রিত চন্দন।
ছেড়ে দেরে পূজি হরি চাঁদের চরণ॥
হরি ভক্ত সঙ্গে অদ্য হইব মিলন।
করিব মধুর হরি নাম সংকীর্ত্তন॥
সবে বলে যম এসে কীর্ত্তনে মাতিল।
শমনের প্রতি ভাই হরি হরি বল॥

অপিচ ব্রহ্মার বাচনিক ও মৃত্যু-কন্যার আবির্ভাব।

পয়ার।

এহেন কীর্ত্তন হয় মৃত্যুঞ্জয় বাড়ী।
দৈবে কোথা হ'তে এসে নাচে এক বুড়ী॥
সে কহিছে যম ভগ্নি আমি মৃত্যু কন্যে।
এসেছি দয়াল বাবা দেখিবার জন্যে॥
কর্ণেতে কলম দিয়া যমের মুহুরী।
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে বলে হরি হরি॥

দেখিব দয়াল হরি দুনয়ন ভরি।
মুখে বলে হরি হরি হরি হরি হরি॥
বৃন্দাবন রাউৎ খামার মল্লকাঁদি।
নবদ্বীপ ওড়াকাঁদি কর যোড়ে বন্দি॥
মহাভাবে এই রূপ প্রলাপাদি হয়।
তার মধ্যে দুইজন উঠিয়া দাঁড়ায়॥
তারা কহে মোরা দোহে শমনের দূত।
সান্দিপণি মুনিবংশ ব্রাহ্মণের সুত॥
আর এক মেয়ে নাচে হ'য়ে প্রেম স্ফূর্ত্তি।
বলে আমি যমভার্য্যা নাম মোর মূর্ত্তি॥
যমপুরী শূন্য করি আসি পুরীশুদ্ধ।
আমরা পূজিব হরিচাঁদপাদপদ্ম॥
শূন্যে থেকে দৈববাণী হইল দৈবাৎ।
আবির্ভাবে হরিপদে করি প্রণিপাত॥
কমলে পূজিব হরি শ্রীপদকমল।
প্রেমানন্দে তোরা সবে হরি হরি বল॥
রাউৎখামার মল্লকাঁদি দুই গ্রাম।
এই মত হ'য়ে মত্ত করে হরি নাম॥
ক্রমে বন্যা বেগে চলে হ'ল ধন্য ধন্য।
উচু নীচু ভেদ নাই দেশ পরিপূর্ণ॥
দিবা রাত্রি গত হয় হ'য়ে জ্ঞানশূন্য।
কীর্ত্তন ছাড়িয়া লোক পাইল চৈতন্য॥
আয়োজন দশবিশ জনের রন্ধন।
শতেক দ্বিশত লোকে করিল ভোজন॥
ঘরে কিম্বা বাহিরে কি ঘাটে আর পথে।
হরি বল হরি বল সবার মুখেতে॥
মনোভৃঙ্গ মধুপায়ী শ্রীহরিপাদাজে।
পিপাসু তারক চন্দ্র কবি রসরাজে॥

ভক্ত দশরথ বৈরাগীর উপাখ্যান।

পয়ার।

সাধুসুত দশরথ উপাধি বৈরাগী।
রাউৎখামার বাসী মহা অনুরাগী॥
প্রভু যবে লীলাখেলা করে এই মতে।
এ সময় দশরথ প্রেমে যায় মেতে॥
প্রভুর সঙ্গেতে ফিরে সেই দশরথ।
হইলেন প্রভুপ্রিয় পরম ভকত॥
প্রভু স্থানে আসে লোক হয়ে ব্যাধিযুক্ত।
প্রভুর আজ্ঞায় তারা হয় ব্যাধিমুক্ত॥
তাহা দেখি মনে দুঃখী দশরথ ভক্ত।
রোগা ভক্ত প্রভুকে করয় বড় ত্যক্ত॥
মনোদুঃখে দশরথ গিয়া প্রভুস্থানে।
করযোড়ে নিবেদিল প্রভুর চরণে॥
বহু লোক রোগযুক্ত হ'য়ে বহু দেশে।
রোগে মুক্তি পাইতে তোমার ঠাই আসে॥
আত্মসুখী রোগা ভক্ত ব্যাধিমুক্তে তুষ্ট।
তাহাতে আমার মনে হয় বড় কষ্ট॥
আমার মনের ইচ্ছা যত লোক রোগী।
সবাকার রোগ ল'য়ে আমি একা ভোগী॥
ওহে দয়াময় হরি আজ্ঞা কর তাই।
সবাকার রোগ লয়ে একা কষ্ট পাই॥
রোগী না থাকিলে ভবে কেহ আসিবে না।
তোমাকে ওরূপ করে ত্যক্ত করিবে না॥
অহৈতুকী ভক্তিমান ভক্ত আছে যারা।
প্রেমের পিপাসু হ'য়ে আসিবেক তারা॥
সেই সঙ্গে হ'বে সুখে প্রেম আলাপন।
দয়া করি বল নৈলে ত্যজিব জীবন॥
প্রভু বলে দশরথ একি কথা কও।
সংসারের রোগ কি উঠা'য়ে নিতে চাও॥
কর্ম্মক্ষেত্র সংসারেতে কর্ম্ম মহাবল।
সকলেই পায় কর্ম্মঅনুযায়ী ফল॥
তবে তোর বাঞ্ছা হেতু দিব তোরে রোগ।
বার বৎসরের পরে হ'বে তোর ভোগ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা হইল সন্তুষ্ট।
বার বছরের পরে হ'ল তার কুষ্ঠ॥
ঠাকুর বলেন বাছা আর কিবা চাও।
সংসার ছাড়িয়া এবে ভিক্ষা করি খাও॥
কত দিনে এই ভাবে ভিক্ষায় প্রবর্ত্ত।
আজ্ঞামতে পরে নিল অযাচক বৃত্ত॥
একদা ঠাকুর তারে বলিল গোপনে।
ভিক্ষার্থে বেড়াও বাছা যেই যেই স্থানে॥
চাহিয়া কহিয়া ভিক্ষা কর না কখন।
হেটে যেতে সেধে দিলে করিও গ্রহণ॥
তাই লয়ে সন্ধ্যাকালে নৌকায় আসিও।
তাহাই রন্ধন করি এক বেলা খেও॥
বর্ষা আর শরৎ হেমন্ত গত হ'লে।
পদব্রজে ভিক্ষা মেগে খাইও সেকালে॥
বেড়াইও পদব্রজে ভিক্ষার নিমিত্ত।
যাচিয়া না লইও এ অযাচক বৃত্ত॥

বাক্‌বন্ধ করিয়া থাকিবা ছয় মাস।
মরিলেও কিছু নাহি করিও প্রকাশ॥
রাত্রিতে থাকিও এক গৃহস্থ আলয়।
বাহিরে থাকিও এক কন্থা দিয়া গায়॥
একমাত্র ডোর আর একটী কপিন।
খুলিও না পরিয়া থাকিবা রাত্রিদিন॥
যে ডোর কপিন কন্থা করিবা ধারণ।
অন্য বস্ত্র কন্থা না পরিবা কদাচন॥
ছয় মাস গত হ'লে দিবসে বেড়াইও।
ভাবের ভাবুক হ'লে তার বাড়ী যেও॥
নিশিতে থাকিয়া তার সঙ্গে বল কথা।
তাহা ভিন্ন অন্য কথা না কহিও কোথা॥
দশরথ বলে যাহা চাই দিবে তাই।
প্রভু বলে, আমি তোর বাসনা পুরাই॥
তোর যে ভাবনা আছে বহু দিন হ'তে।
ভাবিলে ভাবনা সিদ্ধি পারিলে ভাবিতে॥
যে যাহা ভাবনা করে ঠাকুরের স্থান।
অবশ্য অভীষ্ট পূর্ণ করে ভগবান॥
মোর ঠাই যেই ইচ্ছা করে সেইজন।
আমি তা জানিতে পারি সকল কারণ॥
যে যাহা প্রার্থনা করে এসে মম ঠাই।
সেই গীত আমি তার সাতে সাতে গাই॥
কর্ম্মকর্ত্তা ফলভোগে না হ'য়ে কি যায়।
সুকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম ফল অবশ্যই হয়॥
তা না হ'লে ঈশ্বরের ব্যবস্থা থাকে না।
কিন্তু দৈবে সাধুসঙ্গ পায় যেই জনা॥
তার কাটে কর্ম্মসূত্র সাধুর কৃপায়।
কর্ম্মপাশমুক্ত সেই দৈব ভাগ্যে হয়॥
নিস্বার্থ ভাবেতে যেই পর উপকারী।
অকামনা শুদ্ধ প্রেম তারে ব্যাখ্যা করি॥
আত্মসুখে কর্ম্ম করে তাকে বলে কাম।
পরসুখে কর্ম্ম করে ধরে প্রেমনাম॥
মম কষ্ট ভেবে মম সুখের নিমিত্তে।
তব ইচ্ছা সদা পর উপকার অর্থে॥

শ্লোক

আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥

পয়ার।

ভাগবত তুমি তাহা জানিলাম সত্য।
তোমার প্রেমেতে আমি হইনু বিক্রিত॥
সর্ব্বত্যাগী সর্ব্ব রোগী সর্ব্ব ভোগী যেই।
মাধুর্য্যের পাত্র মহাভাগবত সেই॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি বাছা পরিলে কৌপিন।
সর্ব্ব রোগী সর্ব্ব ভোগী হ'লে উদাসীন॥
কি ব্যাখ্যা করিব তোরে নাহি বলাবল।
কি ফল ব্যাখ্যিব তোরে নাহি ফলাফল॥
শুনিয়া পড়িল সাধু দণ্ডবৎ করি।
শ্রীহরি বলিয়া অগ্নি করিল শ্রীহরি॥
দশরথ বলে আমি বড়ই জঘন্য।
তব বাক্য সত্য আমি আজ হ'তে ধন্য॥
অযাচক বৃত্তি ভিক্ষা প্রবৃত্ত হইল।
দেশে দেশে অই ভাবে ভ্রমিতে লাগিল॥
ভ্রমণ করেন ঠাকুরের আজ্ঞা মত।
সে ভাবে জীবিকা রক্ষা করে অবিরত॥
ছেঁড়া কাঁথা গায় ডোর কৌপিন পরিয়া।
ছেঁড়া কানি মস্তকেতে চিবুকে বাঁধিয়া॥
বাক্ বদ্ধ অন্তরে জপিত হরি বোল।
ভিক্ষা করিতেন করে করি কমণ্ডল॥
মল্লকাঁদি ছিলেন বিশ্বাস মৃত্যুঞ্জয়।
মল্লকাঁদি ছেড়ে কালীনগরে উদয়॥
মাঝে মাঝে ঠাকুর আসেন মল্লকাঁদি
অনুক্ষণ মৃত্যুঞ্জয় যান ওড়াকাঁদি॥
একদিন ঠাকুর বলেন মৃত্যুঞ্জয়।
করগে কালীনগরে বসতি আশ্রয়॥
তাহাতে ত্যজিয়া মল্লকাঁদির বাসগ্র।
ভিটা ছাড়ি করে বাড়ী সে কালীনগর॥
দৈবযোগে একদিন সেই ভদ্রাসনে।
দশরথ উপনীত দিবা অবসানে॥
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ সূর্য্য নারায়ণ।
তার মধ্যে হইলাম আমি একজন॥
কহিতেছে দশরথ হরষিত মনে।
কল্য বাছা আমারে যে মেরেছে যবনে॥
মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞাসিল কেমনে মারিল।
হাসিয়া হাসিয়া সাধু কহিতে লাগিল॥
ঠাকুরের কথা আছে কথা না কহিব।
অযাচকবৃত্তি দ্বারা জীবন রাখিব॥

আউচপাড়া যুধিষ্ঠির বিশ্বাস ভবনে।
উপস্থিত হইলাম দিবা অবসানে॥
বাকবদ্ধ প্রভুআজ্ঞা কথা নাহি বলি।
পাগল বলিয়া সবে হাতে দেয় তালি॥
রাখালে জিজ্ঞাসা করে আসিয়া নিকটে।
কথা নাহি বলি তারা সবে মারে ইটে॥
রাখালের যন্ত্রণায় হইনু অস্থির।
আমাকে দেখিতে পায় সেই যুধিষ্ঠির॥
রাখালে তাড়িয়া দিয়া মোরে ডেকে লয়।
তিনি কন এ কখন পাগল ত নয়॥
সেখানেতে ছিল রামকুমারের ভগ্নী।
নড়াইল নিবাসিনী ভবানী নামিনী॥
তিনি কন আমি চিনি পাগল নহেত।
মোদের ওড়াকাঁদির ঠাকুরের ভক্ত॥
যুধিষ্ঠির যত্ন করি করান ভোজন।
শাল্যন্ন ও দধি দুগ্ধ সঘৃত ব্যঞ্জন॥
ভোজন হইল বেলা অপরাহ্ণ কালে।
প্রতিষ্ঠার ভয় আমি আসিলাম চলে॥
দিন ভরি ভিক্ষা করি যাই কসাবাড়ী।
সন্ধ্যাকালে গিয়াছিনু মিয়াদের বাড়ী॥
ঠাকুরের বাক্য আছে গৃহে যেতে মানা।
মিয়াদের বাড়ীতে কাছারি একখানা॥
সেই বাড়ী যখন হইনু অধিষ্ঠান।
মেয়েরা সকলে বলে এল ম্যাজমান॥
তাহারা বলিছে কাছারীতে ব'স এসে।
আমি বসে রহিলাম খেড়পালা পাশে॥
মেয়েরা সকলে এসে সুধায় আমায়।
বাড়ী কোথা তব বল যাইবা কোথায়॥
আমি নাহি কথা বলি হইয়া কাতর।
এক মিয়া বলে বেটা হ'বে বুঝি চোর॥
দশবার জনে ঘিরে করে গণ্ডগোল।
কেহ চোর কেহ কহে বোবা কি পাগল॥
ধর চোর মার চোর করে হুড়াহুড়ি।
এক মিয়া এসে মোর টেনে ধ'রে দাড়ি॥
মিয়া কহে হারে চোরা কথা না কহিলি।
গরু চুরি করিবারে বসিয়া রহিলি॥
মিয়া মোর দাড়ি টেনে ধরিল যখনে।
আমি চাই উঠে যেতে দাড়ি ধ'রে টানে॥
মিয়া বলে গরুচোর পলাইতে চায়।
দাড়ি ছাড়ি ধরি চুল পৃষ্ঠেতে কিলায়॥
কিল খেয়ে পলাইতে চাই শীঘ্র গতি।
আর মিয়া এসে মোর পৃষ্ঠে মারে লাথি॥
আর মিয়া এসে মোর দাড়ি ছাড়াইল।
ঘাড় ঘুল্লা দিয়া মোরে ঠেলিয়া আনিল॥
সেই মোর গ্রীবা ধ'রে যবে দেয় ঠেল্লা
সে মিয়া কহিছে এর গলে দেখি মালা॥
সে মিয়া কহিছে এর মালা মোটা মোটা।
এ দেখি বৈরাগী এরে চোর বলে কেটা॥
হাতে দেখি ভিক্ষা হাড়ি তাহাতে চাউল।
ভিক্ষুক বৈরাগী হ'বে নেড়া কি বাউল॥
ইহাকে মারিতে মন হ'তেছে মমতা।
এত অপমান করি নাহি কয় কথা॥
কাহাকে মারিলি তোরা ধরে দাড়ি চুল।
কাহাকে মারিলি তোরা হারে নামাকুল॥
টানিয়া লইল মোরে বাড়ীর উপরে।
ফেলিয়া গায়ের কাথা দেখে দীপ ধরে॥
এত যে মারিনু তবু হাহা হুহু নাই।
এ কোন মহৎ হ'বে মনে ভাবি তাই॥
চোর যদি কুষ্ঠ ব্যাধি কেন ওর গায়।
এভাব ধরেছে কোন্ মহতের কথায়॥
রস পৈত্তিকের ঘা দেখি যে গাত্র ভরা।
এই দায় ঠেকে বুঝি এই ভাব ধরা॥
না জেনে আমারে মারে আরো করে রোষ।
মনে মনে বলি হরি না লইও দোষ॥
সংসারের দুঃখ দেখে লইয়াছি রোগ।
মেয়াদের দোষ হ'লে মোরে দেও ভোগ॥
হেসে হেসে দশরথ এই কথা কয়।
তাহা শুনি হাসিয়া কহেন মৃত্যুঞ্জয়॥
সাধে সেধে নিলে ব্যাধি হইলে অতুর।
ঠাকুর পরীক্ষা করে সহ্য কত দূর॥
এই ভাবে দশরথ ভ্রমে ঠাই ঠাই।
রসনা বাসনা হরি হরি বল ভাই॥

দেবী জানকী কর্তৃক মহাপ্রভুর ফুলসজ্জা।

পয়ার।

নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য আর শ্রীঅদ্বৈত।
তিন সহোদর হয় অতি সুচরিত॥

নিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠা কন্যা নামে কলাবতী।
চণ্ডীচরণের নারী অতি সাধ্বী সতী ॥
পদুমানিবাসী রামমোহন মল্লিক।
তাহার তনয় চণ্ডীচরণ নৈষ্ঠিক ॥
নিত্যানন্দের আর এক কন্যা রসবতী।
মৃত্যুঞ্জয়ের কনিষ্ঠা অতি সাধ্বী সতী ॥
গোবিন্দ মতুয়া প্রভু ভক্তশিরোমণি।
রসবতী সতী হয় তাহার ঘরণী ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারী গোবিন্দ মতুয়া।
হরিনাম করিতেন নাচিয়া নাচিয়া ॥
প্রভাতী গাইত যবে প্রভাত সময়।
শুনিয়া সবার চিত্ত হ'ত দ্রবময় ॥
গোগৃহে থাকিত গরু উর্দ্ধ মুখ চেয়ে।
নয়নজলেতে তারা যাইত ভাসিয়ে ॥
পক্ষিগণ এসে সব উড়িয়া পড়িত।
বৃক্ষপরে পক্ষিগণ বসিয়া শুনিত ॥
পক্ষী সব দিত স্বর গানের স্বরেতে।
জ্ঞান হত পক্ষী গান করে সাথে সাথে ॥
ভাস্কর উঠিলে শেষে গান ভঙ্গ হ'ত।
পক্ষিগণ চিচি কুচি রবে উড়ে যেত ॥
হেনই গায়ক ছিল গোবিন্দ মতুয়া।
নাচিত কীর্ত্তন মাঝে যেমন নাটুয়া ॥
রসবতী সতীর কনিষ্ঠা সহোদরা।
সাধ্বী সতী সুকেশা সুন্দরী মধুস্বরা ॥
সবার কনিষ্ঠা ধনী জানকী নামেতে।
তাঁর বিয়া হ'ল গৌর চন্দ্রের সঙ্গেতে ॥
শ্রাবণ মাসেতে বিকাশিতা কৃষ্ণকলি।
ফুল দেখে জানকী হইল কুতুহলী ॥
ভেবেছেন এই ফুল গেথে বিনা সুতে।
এ হার দিতাম হরি চাঁদের গলেতে ॥
এমত জানকী দেবী মনেতে ভাবিয়া।
ফুল পানে একদৃষ্টে রহিল চাহিয়া ॥
দেখে ফুল প্রাণাকুল হ'ল উত্তরাক্ষ।
চক্ষের জলেতে তার ভেসে যায় বক্ষঃ ॥
অবসন্নমনা ফুল কাছে উপনীত।
মনে মনে কহে ফুল কেন বিকশিত ॥
প্রভু এলে যদি তুই বিকসিতা হতি।
তাহ'লে প্রভুর গলে যাইতে পারিতি ॥
অদ্য বিকশিতা হলি কল্য হ'বি বাসী।
ঝরিয়া পড়িবি তুই জলে যাবি ভাসী ॥
পুষ্প পানে চেয়ে র'ল না পালটে আঁখি।
পিছে হাটি পিছাইয়া চলিল জানকী ॥
ঘরের পীড়ির প'র বসিল তখনে।
আত্ম হারাইয়া চেয়ে আছে ফুল পানে ॥
তথা বসি মনে মনে গাথিলেন হার।
ধবল লোহিত ফুল হরিদ্রা আকার ॥
তিন বর্ণে ফুল তুলে বর্ণে বর্ণে গাথি।
থরে থরে গাথনি করিল সাধ্বী সতী ॥
চারি চারি সাদা ফুল চারি চারি লাল।
চারিটী হরিদ্রা ফুল করিয়া মিশাল ॥
এই ভাবে পুষ্পহার করিয়া গ্রন্থন।
প্রভুর শ্রীকণ্ঠে দিল করিয়া যতন ॥
হরিচাঁদে ফুলসাজে সাজিয়া জানকী।
মনোহর রূপ দেখে অনিমিষ আঁখি ॥
আরোপে শ্রীরূপ দেখে স্পন্দহীনা রয়।
ঠিক যেন ধ্যানধরা যোগিনীর ন্যায় ॥
প্রহরেক কাল গত এরূপে বসিয়া।
এই ভাবে একেশ্বরী আছেন চাহিয়া ॥
মৃত্যুঞ্জয় গিয়াছিল দক্ষিণ পাড়ায়।
এসে গৃহে এই ভাব দেখিবারে পায় ॥
সম্বোধিয়া কহে মৃত্যুঞ্জয়ের রমণী।
প্রহরেক এই ভাবে তোমার ভগিনী ॥
অঙ্গের স্পন্দন নাহি শ্বাস আছে মাত্র।
চক্ষের নিমিষ নাহি যেন শিবনেত্র ॥
দক্ষিণাভিমুখ ছিল দণ্ড চারি ছয়।
উত্তরাভিমুখ এই দণ্ড দুই হয় ॥
আহারান্তে ননদিনী ছিলেন শয়নে।
নিদ্রাভঙ্গে গিয়াছিল ফুলের বাগানে ॥
বিকশিতা কৃষ্ণকলী দেখিল চাহিয়া।
ফিরে না আসিল গৃহে এল পিছাইয়া ॥
জানকীর সেই ভাব মৃত্যুঞ্জয় দেখি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে তারে জানকি ! জানকি ॥
চিৎকার ঈষৎমাত্র শুনিল জানকী।
জ্ঞান নাই অঙ্গে মাত্র দিল একঝাকী ॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দেয়।
তিনবার অঙ্গকম্প যোগ ভঙ্গ নয় ॥
শুভদ্রা কহিছে ডেকনারে মৃত্যুঞ্জয়।
এ যেন কৃষ্ণ আরোপ হেন জ্ঞান হয় ॥
মৃত্যুঞ্জয় জননীকে কহে কাঁদি কাঁদি।
জানকীরে দেখ আমি যাই ওড়াকাঁদি ॥

ওঢ়াকাঁদি প্রভুধামে যান মৃত্যুঞ্জয়।
উপনীত হ'ল গিয়া সন্ধ্যার সময়॥
ঘোর হয় নাই সন্ধ্যা দীপ জ্বলে ঘরে।
ঠাকুর বসিয়াছেন গৃহের বাহিরে॥
প্রণমিল মৃত্যুঞ্জয় ঠাকুরের পায়।
অপরূপ ফুলসজ্জা দেখিবারে পায়।
কৃষ্ণকলী পুষ্পহার প্রভুর গলায়।
কি শোভা হয়েছে তাহা কহা নাহি যায়॥
চারি চারি শ্বেতপুষ্প চারি চারি লাল॥
চারিটী হরিদ্রাবর্ণ তাহাতে মিশাল॥
চারি পুষ্পশ্বেত আর চারি পুষ্প লাল।
চারিটী হরিদ্রাবর্ণ থরে থরে মাল॥
এই মালা দুই সারি প্রভুর গলায়।
আর দুই সারি মালা দিয়াছে মাথায়॥
মস্তকের পার্শ্ব দিয়া আকর্ণ বেষ্টিত।
ঝুমকা আকাঁর হার গলেতে দোলিত॥
এক সারি বক্ষঃপর রয়েছে সাজান।
আর এক সারি নাভি পর্য্যন্ত ঝুলান॥
অপরূপ তাহাতে হয়েছে কিবা সাজ।
গোপীরা সাজায় যেন কুঞ্জবন মাঝ॥
ফুলহার ঈষৎ ঈষৎ ঝুলিতেছে।
তার মাঝে দলগুলি ঈষৎ লড়িছে॥
বহিতেছে মন্দ মন্দ দক্ষিণে বাতাস।
ফুল হ'তে বহিতেছে অপর্য্যাপ্ত বাস॥
একেত শ্রাবণ মাস আরও সন্ধ্যাকালে।
অল্পক্ষণ দিনমণি গেছে অস্তাচলে।
আকাশে বিচিত্র শোভা স্থকিত বরুণ।
এদিকে উদিত যেন দ্বিতীয় অরুণ॥
মৃত্যুঞ্জয় এসে তাই করে দরশন।
অপরূপ রূপ যেন মদনমোহন॥
জ্ঞানহারা প্রায় যেন হইল অধৈর্য্য॥
ভেবেছেন মৃত্যুঞ্জয় এই কি নিকুঞ্জ॥
মৃত্যুঞ্জয় বলে প্রভু বল বল বল।
কোন গোপী ব্রজভাবে তোমাকে সাজা'ল॥
প্রভুকন মল্লকাঁদী জানকী নামিনী।
আমাকে সাজিয়ে গেল সেই যে গোপিনী॥
তুমি যারে দেখে এলে যেন ধ্যান ধরা।
উত্তার দেখিলে যার নয়নের তারা॥
মানসেতে মনস্থতে মালা গেথে ফুলে।
মনে মনে মালা গেথে দিল মোরগলে॥

আরোপেতে দেখে মোরে বাক্য নাহি স্কুরে।
এসেছ যাহার ভাব জানা'তে আমারে॥
কি কহিবি তার কথা বল বল বল।
দেখিব দেখিব তারে চল চল চল॥
মৃত্যুঞ্জয় ধরায় পড়িল কাঁদি কাঁদি।
প্রভু বলে চল শীঘ্র যাই মল্লকাঁন্দী॥
মহাপ্রভু নৌকাপ'রে উঠিল অমনি।
আস্তে আস্তে মৃত্যুঞ্জয় বাহিল তরণী॥
শুক্লপক্ষ শুভাষ্টমী তিথির সময়।
তরী পরে হরি, তরী বাহে মৃত্যুঞ্জয়॥
ক্রমে ক্রমে নিশাকর কর প্রকাশিল।
ঈশানে ঈষৎ মেঘ ক্রমে দেখাদিল॥
গগণে নক্ষত্র সব হ'য়েছে উদয়।
তার মধ্যে চন্দ্রোদয় কিবা শোভা তায়॥
শোভা দেখি মৃত্যুঞ্জয় আনন্দ অপার।
জয়ধ্বনী করে ক্ষণে করে হুহুঙ্কার॥
স্বেদ কম্প পুলকিত মৃত্যুঞ্জয় দেহ।
বলে তোরা হেন শোভা দেখিলিনা কেহ॥
বিস্মিত হইল ঠাকুরের পানে চেয়ে।
প্রভুকয় যারে বাছা ত্বরা তরী বেয়ে॥
ধীরে ধীরে বাহে,তরী মালা দেখি মোহে।
নিরখি নিরখি নীর নিরবধি বহে॥
বহিতেছে বাহিতেছে মোহিতেছে মালা।
উপনীত হ'ল আসি খাল তালতলা॥
মৃত্যুঞ্জয় গিয়াছেন উড়িয়া নগরী॥
আশাপথ চেয়ে তার নারী কাশীশ্বরী।
নিবাসী নিশ্চিন্তপুর তপস্বী সদ্‌জ্ঞানী।
দেবী কাশীশ্বরী তার প্রাণের নন্দিনী॥
মৃত্যুঞ্জয় গিয়াছেন যেই পথ দিয়া।
ঠাকুরাণী সেই পথে আছেন বসিয়া॥
প্রাণকান্ত গিয়াছেন প্রাণকান্ত স্থানে।
ভাবে কান্ত হেরি কান্ত আসে কতক্ষণে॥
ক্ষণেক বসিয়া থাকে উত্তরাভিমুখে।
ক্ষণে গৃহ কার্য্য করে পুনঃ গিয়া দেখে॥
গৃহ কার্য্য করি যায় গৃহের বাহিরে।
পুনঃ গৃহ পিছে এসে আশাপথ হেরে।
আবার আসিয়া গৃহ কার্য্য করে ক্ষণে।
ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টি করে জানকীর পানে॥
নিভৃতে বসিল গিয়া গৃহের পশ্চাতে।
আসে কিনা আসে নাথ দেখে আরোপেতে॥

নয়ন মুদিয়া প্রায় অর্দ্ধদণ্ড ছিল।
আরোপে দেখিল প্রভু তালতলা এল।
হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল ঠাকুরাণী॥
সত্বরে আসিল যথা যোগে ননদিনী॥
কহে ডাকি সে জানকী ননদীর ঠাঁই।
ঠাকুর এসেছে তোর আর চিন্তা নাই॥
কতক্ষণ এইরূপে আরোপে থাকিবা।
অনুমান ছাড়িকর বর্ত্তমান সেবা॥
কৃষ্ণকলি হার শোভে ঠাকুরের গলে।
সুখে হাসে সৌদামিনী জলদের কোলে॥
বার বার ডাকিতেছে উঠ ঠাকুর-ঝি।
ঠাকুর ঠাকুর ল'য়ে অই এল বুঝি॥
মৃত্যুঞ্জয় মাতা সে সুভদ্রা ঠাকুরাণী।
করিছেন মালা জপ বসি একাকিনী॥
কহিছে বধুর কাছে তোরা কি কহিস।
ঠাকুর এসেছে কথা, কোথা কি শুনিস॥
বধু কহে ঠাকুরাণী কি কহিব আর।
ঠাকুর ঝি গেথেছে ফুলে মালা মনোহর॥
সেই মালা গলে কিবা সেজেছে ঠাকুরে।
অই আসিতেছে নৌকা আর নাহি দূরে॥
হেন মতে হইতেছে কথোপকথন।
মল্লকাঁদি ঘাটে নৌকা আসিল তখন॥
ভকত বৎসল হরি দ্বৈত হরি রূপে।
ইচ্ছিলেন আসিবেন জানকী সমীপে॥
অসম্ভব ক্রিয়া যত তাহাতে সম্ভব।
প্রহ্লাদে রাখিতে যথা স্তম্ভেতে উদ্ভব॥
এক কৃষ্ণ যথা নন্দ গৃহে বন্ধ রয়।
আর কৃষ্ণ কণ্ব মুনি অন্নমেরে দেয়॥
একমূর্ত্তি মৃত্যুঞ্জয় নৌকাপরে থাকি।
এক মূর্ত্তি দেখে সুখে সুভদ্রা জানকী॥
ঠাকুরের কথা শুনি সুভদ্রা জননী।
বধুকে কহিল বধু কহিলি কি বাণী॥
জানকী দিয়াছে মালা ঠাকুরের গলে।
দেখিলি সে মালা তুই তোর ভক্তি বলে॥
তোরা দোহে মালা দিয়া কৈলি দেখাদেখি।
আমি অভাগিনী শুধু মালা ল'য়ে থাকি॥
হেনরূপে হইতেছে কথোপকথন।
উপস্থিত হরিচাঁদ হইল তখন॥
জানকী আসিয়া প্রভু পদে প্রণমিল।
কাশীমাতা গৃহে গিয়া আসন পাতিল॥
গললগ্নী কৃতবাসা হইয়া তখনে।
প্রভুকে বলেন বাপ! এস হে আসনে॥
শুনিয়া ঠাকুর গিয়া আসনে বসিল।
সুভদ্রা আসিয়া পদে প্রণাম করিল॥
করযোড়ে কহিলেন ঠাকুরের ঠাঁই।
কি দিয়া জানকী তোমা সাজা'ল গোসাই॥
ঠাকুর কহিছে তুমি জানিলে কিরূপে।
সুভদ্রা কহিছে বধূ-দেখিল আরোপে॥
বধূ কহে হরিচাঁদে সাজা'লে যতনে।
পদ্ম দিয়া পাদপদ্ম সাজিলে না কেনে॥
বলাবলি উভয়েতে করে ঠারে ঠোরে।
তাই শুনে আমি শেষে জিজ্ঞাসি বধূরে॥
বধূ বলে জানকী যে আরোপেতে ছিল।
কৃষ্ণকলী ফুল হারে তোমারে সাজিল॥
এই সেই ফুল হারে সাজিলে গোসাই।
তব গলে মালা দেখি মানিলাম তাই॥
ওদিকে প্রভুকে ল'য়ে আসে মৃত্যুঞ্জয়।
মল্লবিলে পদ্মপুষ্প দেখিবারে পায়॥
ভাবিছেন প্রভুকে লইয়া নিজঘরে।
এই পদ্ম ফুল দিয়া সাজা'ব ঠাকুরে॥
পদ্ম-বনে ফুল তোলে বসিয়া নৌকায়।
মহাপ্রভু বলে কি করিস্ মৃত্যুঞ্জয়॥
মনের মানসা ফুল করিয়া যতন।
চন্দন মাখিয়া ফুলে পূজিব চরণ॥
মৃত্যুঞ্জয় ভবনেতে বসিয়া আসনে।
অন্তর্য্যামী গোসাই ভেবেছে মনে মনে॥
কাশী মাতা হরিচাঁদে বসা'য়ে শয্যায়।
চরণে চন্দন দেন আনন্দ-হৃদয়॥
হেনকালে মৃত্যুঞ্জয় আনিলেন ফুল।
ফুল দেখে কাশী মাতা আনন্দে আকুল॥
চন্দনে মাখিয়া পদ্ম দেন পাদপদ্মে।
তুলসীর দাম দেন তার মধ্যে মধ্যে॥
দেবী কাশী হাসি হাসি কহিছেন বাণী।
ঠাকুরের শোভা কিবা দেখ ঠাকুরাণী॥
শুনিয়া সুভদ্রা মাতা একদৃষ্টে চায়।
দ্বিগুণ উজ্জ্বল শোভা দেখিবারে পায়॥
একে জানকীর দত্ত আরোপের মাল।
পাদ পদ্মে পদ্ম, ভক্তি চন্দন মিশাল॥
স্ফটিক উপরে যেন হীরকের চাকা।
চূড়ার উপরে যেন ময়ূরের পাখা॥

দেখি ঠাকুরাণী পড়ে পদে লোটাইয়া।
মৃত্যুঞ্জয় পড়িলেন চরণ ধরিয়া।
জানকী পতিতা পদে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
প্রেম বন্যা উথলিয়া চলিল বহিয়া॥
কাশীশ্বরী সবে তোলে ধরিয়া ধরিয়া।
ঠাকুর বলেন সবে লহ উঠাইয়া॥
সকলে বসিল এসে ঠাকুরের ঠাঁই।
মহাপ্রভু পদ ধরি কাঁদিছে সবাই॥
এ সময় মৃত্যুঞ্জয় প্রেমেতে মাতিয়া।
হরি হরি হরি বলে নাচিয়া নাচিয়া॥
মহাপ্রভু ডাকে আয় আয় মৃত্যুঞ্জয়।
আমরা এখানে তুই নাচসি কোথায়॥
এত শুনি মৃত্যুঞ্জয় নৃত্য সম্বারীল।
শ্রীহরির শ্রীপদে শ্রীপাদ লোটাইল॥
ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রেম-সম্বরিল।
ফুলের বাগান দিকে নজর পড়িল॥
সন্ধ্যাগ্রে দেখিছে ফুলে শাখা পরিপূর্ণ।
এবে দেখে ফুল নাই শাখা সব শূন্য॥
ফুল ছিল বাগানেতে ঘেরা পরিপাটী।
এবে দেখে মাঝে মাঝে দুটি কি একটি॥
এসে গৃহে মৃত্যুঞ্জয় কহিছেন বাণী।
ধন্য মাতা ধন্য পিতা ধন্য মোর ভগ্নী॥
মাতা মোর রত্ন-গর্ভা যে গর্ভে ভগিনী।
হেন গর্ভে অগ্রে আমি তাহে ধন্য মানি॥
যে গৃহে অনাথ নাথ গৃহ ধন্য মানি।
যে গৃহে তোমাকে সেবে ধন্য সে গৃহিনী॥
তব পাদ পদ্মে প্রভু এই ভিক্ষা চাই।
জনমে জনমে তোমা এই রূপে পাই॥
ঠাকুর বলেন বাছা তুইরে সাধক।
জনমে জনমে তুই আমার সেবক॥
যাবচ্চন্দ্র দিবাকর জনমে জনমে।
তব প্রেমে বাধ্য আমি তোমার আশ্রমে॥
মৃত্যুঞ্জয় বলে প্রভু আর নাহি চাই।
অহৈতুকী ভক্তি যেন জন্মে জন্মে পাই॥
জানকী আরোপ মনোরম্য ফুলসাজ।
কহিছে তারক চন্দ্র কবিরসরাজ॥

মৃত্যুঞ্জয়ের কালীনগর বসতি

পয়ার।

মল্লকাঁদি গ্রাম্যজমি হ'য়ে গেল জলা।
উর্ব্বরা যতেক জমি হইল অফলা॥
গ্রাম মাঝে কৃষি কার্য্য করিত যাহারা।
নানারূপ বাণিজ্যাদি করিল তাহারা॥
হরিচাঁদ বলে শুন ওরে মৃত্যুঞ্জয়।
এ দেশে অজন্মা হ'ল কি হবে উপায়॥
সকলে বাণিজ্য করি হইল ব্যাপারী।
তুমি-ত বেড়াও শুধু বলে হরি হরি॥
জননী তোমার হয় পরমা বৈষ্ণবী।
কিসে হবে মাতৃ সেবা মনে মনে ভাবি॥
গৃহস্থের গৃহধর্ম্ম রক্ষা সুবিহিত।
কর্ম্মক্ষেত্রে গৃহকার্য্য করাই উচিত॥
ভার্য্যা তব সাধ্বী সতী অতি পতিব্রতা।
কার্য্য কিছু না করিলে খেতে পাবে কোথা॥
তুমি যাও মধুমতী নদীর ওপার।
দিন কত থাক গিয়া বাছারে আমার॥
থাক গে চণ্ডী চরণ মল্লিকের বাড়ী।
জমি রাখ ধান্য পাবে কৃষি কার্য্য করি॥
মম অন্তরঙ্গ ভক্ত হবে সে দেশেতে।
তোমারে করিবে ভক্তি একাগ্র মনেতে॥
হরিনাম সংকীর্ত্তন কর দিবা রাত্রি।
তাহা হ'লে সবে তোমা করিবেক ভক্তি॥
কোকিলা নামিনী রাম সুন্দরের কন্যা।
পদুমা নিবাসী দেবী নারীকুল ধন্যা॥
রাম সুন্দরের ভার্য্যা তিন কড়ি মাতা।
সে বৃদ্ধা পরমা ধন্যা সতী পতিব্রতা॥
গিয়াছিল ক্ষেত্রে জগন্নাথ দরশনে।
জগন্নাথ রূপ তার লাগিল নয়নে॥
দেশে এল জগদ্বন্ধু করি দরশন।
জগদ্বন্ধু বলি সদা করিত রোদন॥
ভোর রাত্রি-সুখতারা করি দরশন।
তখন হইত প্রেম ভাব উদ্দীপন॥
সূর্য্যোদয় অষ্ট সাত্বিক ভাবের উদয়।
স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প রৌদ্র বীরভয়॥
কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধা হয়েন উন্মত্তা।
উত্তার নয়ন হন ধরাতে লুণ্ঠিতা॥
প্রভাতে উদিত হ'লে তরুণ তপন।
দেখেন জগদ্বন্ধুর শ্রীচন্দ্র বন্দন॥

সেই রত্নগর্ভ জাতা শ্রীকোকিলা দেবী।
সতী অংশে জন্ম সেই পরমা বৈষ্ণবী॥
মায়ে ঝিয়ে তাহারা তোমার ভক্ত হবে।
আত্ম স্বার্থ ত্যজি তোমা ভকতি করিবে॥
তাহা শুনি হৃষ্ট চিত্তে কহে মৃত্যুঞ্জয়।
যে আজ্ঞা তোমার প্রভু যাইব তথায়॥
একামাত্র গেল পদুমায় মৃত্যুঞ্জয়।
চণ্ডীচরণের বাটী হইল উদয়॥
বৎসরেক পদুমায় থাকিলেন গিয়া।
নিরবধি হরি গুণ বেড়ান গাইয়া॥
দিবা মধ্যে প্রহরেক গৃহকার্য্য করে
হরি কথা কৃষ্ণ কথা গোষ্ঠে কাল হরে॥
ঠাকুরের যুগ ধর্ম্ম করিল প্রচার।
ক্রমে সব লোক ভক্ত হইল তাঁহার॥
সবে বলে আপনাকে যেতে নাহি দিব।
আমরা সেবক হ'য়ে এদেশে রাখিব॥
পূর্ব্বে প্রভু শ্রীমুখে করিয়াছিল ব্যক্ত।
সমাতৃক কোকিলা হইল তার ভক্ত॥
হরি নাম মহামন্ত্র জপে নিরবধি।
অল্প দিনে কোকিলার হ'ল বাক্ সিদ্ধি॥
পদুমা আইচপাড়া শ্রীকালীনগর।
প্রভুর ভাবেতে সবে হইল বিভোর॥
কোকিলাকে ভক্তি করে এ দেশে সভায়।
কোকিলার দোহাই দিলে ব্যাধি সেরে যায়॥
ওলাউঠা, বিসুচিকা জ্বর অতিসার।
রসপিত্ত আর দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক জ্বর॥
থাকেনা তাহার ব্যাধি অমনি আরাম।
মহাব্যাধি সারে নিলে কোকিলার নাম॥
রোগী শোকী ভোগী যত জ্ঞানী কি অজ্ঞানী।
কোকিলাকে ডাকে সবে মাতাঠাকুরানী॥
বৎসরেক হরিনাম করিয়া প্রচার।
মৃত্যুঞ্জয় রহিলেন সে কালীনগর॥
সকলে সাহায্য করি তুলে দিল ঘর।
ঠাকুর করহ বাস ইহার ভিতর।
কাশীশ্বরী ভার্য্যাতার সুভদ্রা জননী।
দোহে আছে মল্লকাঁদি যেন কাঙ্গালিনী॥
মৃত্যুঞ্জয় ওড়াকাঁন্দী যাতায়াত করে।
মাঝে মাঝে দেখা দেন সুভদ্রা মায়েরে॥
কাশীশ্বরী মৃত্যুঞ্জয় সুভদ্রা সুমতি।
তিন জন প্রভুর সেবায় আছে ব্রতী॥
মহাপ্রভু আজ্ঞাদিল্ল তাঁহাদের প্রতি।
সকলে কালীনগরে করগে বসতি॥
অদ্য নিশি গতে কল্য প্রভাত সময়।
শুভক্ষণে কর যাত্রা বুধের উদয়॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি অমনি চলিল।
আসিয়া কালীনগর বসতি করিল।
গোসাই কালীনগর বসতি বিরাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

শ্রীগোলোক গোস্বামীর গোময় ভক্ষণ প্রস্তাব।

দীর্ঘ-ত্রিপদী

মৃত্যুঞ্জয়ের জননী, দেবী সুভদ্রা নামিনী,
সদাকরে নাম সংকীর্ত্তন।
গৌর নিত্যানন্দ বলে ভাসে দুনয়ন জলে,
ডাকে কোথা শচীর নন্দন॥
নিদ্রাতে হ'য়ে বিভোরা, বাপরে নিতাই গোরা,
ডাকিতেন নয়ন মুদিয়া।
নিদ্রা যোগে অঙ্গ ঝাকি ছল ছল দুটি আখি,
কাঁদিতেন চৈতন্য হইয়া॥
হায় হায় কি হইল, দেখা দিয়া লুকাইল,
বাপরে আমার নিত্যানন্দ।
ওরূপ করিত যবে রামাগণ এসে তবে,
প্রতিবাসী বলিতেন মন্দ॥
কোন কোন নারী আসি বলিতেন হাসি হাসি,
বাপ বল কোন নিতাইরে।
বলিত সুভদ্রা ধ্বনী আমার নিতাই মণি,
সবাকার বাপ এ সংসারে॥
কেহ বলে জানি আমি নিতাই তোমার স্বামী,
রমণী কি স্বামী নাম লয়।
কহ বাবা নিত্যানন্দ তাহাতে পরমানন্দ,
নিতাই কি তব বাবা হয়॥
কহে সুভদ্রা বৈষ্ণবী, আমি নিতাই বল্লভী,
নিত্যানন্দ জীবন বল্লভ।
নিত্যানন্দ দাসী আমি, নিত্যানন্দ মম স্বামী,
যাহা হ'তে জগৎ উদ্ভব॥
নিতাই আমার বাপ, মাতৃ বাপ পিতৃ বাপ,
পুত্রের কন্যার বাপ হয়।

জগৎ জনার বাপ, মোর বাপ তোর বাপ,
তারে বাপ বলিতে কি ভয় ॥
তোরা সব প্রতিবাসী, করিস কি হাসাহাসি,
নিত্যানন্দ দাসী হই আমি।
নিতাই জগৎ গুরু, প্রেম দাতা কল্পতরু,
নিত্যানন্দ বাপ ভাই স্বামী ॥
হেন ভাবে সর্ব্বক্ষণ, প্রেমাবিষ্ট তনুমন,
নিত্য কৃত্য প্রাতঃস্নান আদি।
অরুণ উদয় কালে, স্নান ক'রে কুহতুলে,
নিত্য লেপে তুলসীর বেদী ॥
একদা সকাল বেলা, লইয়া গোময় গোলা,
ঝাটা শলা দক্ষিণ করেতে।
লেপিছে বাহির বাড়ী, বাম করে গোলাহাড়ী,
হরি হরি বলেন মুখেতে ॥
এ হেন সময় কালে, জয় হরি বল বলে,
গোসাই গোলোক উপনীত।
দেখিলে সকল লোকে, পাগল বলে তাহাকে,
ভক্ত ওঢ়াকাঁন্দি ভাবাশ্রিত ॥
মলিন বসন ধারি, অঙ্গে কাঁথা বলে হরি,
প্রণমিল সুভদ্রার পায়।
গোময়ের গোলা পদে, গোসাই মনের সাধে,
পদ রজ চাটিল জিহ্বায় ॥
কহিছে সুভদ্রা ধনী, আমি বড় ঠাকুরাণী,
তুই বড় ভকতি জানিস্।
করিস কি ভারীভুরী, মানিনে ও সাধুগিরি,
কি বুঝিয়া আমাকে মানিস ॥
ওঢ়াকাঁদি হরি চাঁদ, যিনি বৃন্দাবন চাঁদ,
গৌর নিতাই চাঁদ যেন।
তার দায় দিয়া ফের, ভা'বো হ'য়ে ভাবধর,
মেয়েদের পদ চাট কেন ॥
কাঁথা খানি দিয়া গায়, হেটে বেড়া'লে কি হয়,
ভাব যে ঠাকুর হইলাম।
খাও মেয়েদের এঠে, মেয়েদের পদ চেটে,
অষ্ট অঙ্গে করহ প্রণাম ॥
আয় দেখি মোর ঠাই, দেখি কেমন গোসাই,
কত দূর ভাবেতে বিভোলা।
পদ চাটি কাঁদা খালী, এনেছি গোময়গুলি,
খা দেখি এ গোময়ের গোলা ॥
এ হেন বাক্য শুনিয়ে গোসাই মৃদু হাসিয়ে
দুই কর পাতিল অঞ্জলী।

গোসাই না কহে বাণী অমনি সুভদ্রা ধ্বনী,
হাড়ি ধরে গোলা দেয় ঢালী ॥
গোসাইর নাহি দুঃখ অমনি দিল চুমুক,
সে অঞ্জলি খাইল তখন।
পুনশ্চ অঞ্জলী দিলে সে অঞ্জলীও খাইলে,
এক বিন্দু না হ'ল পতন ॥
পুনশ্চ কহে বৈষ্ণবী, কিরে বাছা আরো খাবি,
অমনি গোসাই পাতে হাত।
দিলেন হাড়ি ঢালিয়ে তৃতীয় অঞ্জলী খেয়ে,
গোসাই করিল প্রণিপাত ॥
সুভদ্রা কহিছে ম'তো, দেখি তোর ভক্তি কত,
হস্ত ধৌত না করিও ধন।
গোসাই কহে কি করি, বুড়ী কহে শিরোপরি,
হস্ত দ্বয় করহ মার্জ্জন ॥
সুভদ্রা কহিল যাহা গোস্বামী করিল তাহা,
উত্তরাভিমুখে চলি যায়।
সদা মুখে হরিনাম আসিল পদুমাগ্রাম,
ফেলারাম বিশ্বাস আলয় ॥
এদিকে সুভদ্রা গিয়ে হস্তপদ পাখলিয়ে,
করেতে লইল জপ মালা।
মালা জপিতে জপিতে, কম্প উঠি অকস্মাতে,
গৃহ মাঝে প্রবেশ করিলা ॥
উঠিল পেটে বেদনা, তাহা না হয় সান্ত্বনা,
সুভদ্রা কহিছে হায় হায়।
উদর বেদনা জ্বালা, সেই গোময়ের গোলা,
ভেদ আর বমি সদা হয় ॥
নিতাই চৈতন্য ব'লে, ভাসে দুনয়ন জলে,
কিছুতে না হয় প্রতিকার।
যত বলে শ্রীচৈতন্য, বেদনা বাড়ে দ্বৈগুণ্য,
ভেদ বমি হয় বার বার ॥
মৃত্যুঞ্জয় এসে ঘরে, তাহা নিরীক্ষণ করে,
বলে কিবা হইল মায়ের।
গোময়ের গোলা যত, ভেদবমি অবিরত,
বুঝিতে না পারি কর্ম্ম ফের ॥
মৃত্যুঞ্জয়ের বনিতা, বলে কিবা কহিব তা,
দুষ্কার্য্য করেছে ঠাকুরাণী।
যেমন করেছে কার্য্য, তাহা নাহি মনে গ্রাহ্য,
কর্ম্মফল ফলে'ছে অমনি ॥
গোস্বামী গোলোক এসে, মা'বলে প্রণামি শেষে,
ঠাকুরাণীর খায় পদধুলা।

ঠাকুরাণী ক্রোধ করে, মোদের গোসাইজীরে,
খাওয়ায়েছে গোময়ের গোলা ॥
সেই গোলা উদ্বমন, হইতেছে সর্ব্বক্ষণ,
ভেদ হইতেছে সেই গোলা।
গলিত ধর্ম্ম শরীর, হ'তেছে ঠাকুরাণীর,
উদর বেদনা অঙ্গজ্বালা ॥
মৃত্যুঞ্জয় শুনে তাই, গিয়া জননীর ঠাই,
বলে মাতা কহ সমাচার।
শুনিয়ে সুভদ্রা ধ্বনী, কাতরে কহিছে বাণী,
বলে বাবা কি বলিব আর ॥
এসেছিল সে গোলোক, মাধুর্য্য ভাবের লোক,
জলন্ত পাবক প্রায় আজ।
আগে ক'রে দণ্ডবত, শেষে দিল পায় হাত,
আমি বলি কি করিস কাজ ॥
লইতে পায়ের ধূলা, খাইলি গোময় গোলা,
ভাব ধরে হরি হরি বোল্লা।
দেখি তোর কত ভক্তি, ধূলাতে কতই আর্ত্তি,
খা দেখি এ গোময়ের গোলা ॥
দিলাম গোময় গুলি, খেল তিনটি অঞ্জলী,
জ্বলে মম অস্থি চর্ম্ম মেদ।
হস্তপদ চক্ষু জ্বালা, সেই গোময়ের গোলা,
হইতেছে বমি আর ভেদ ॥
ওরে বাপ মৃত্যুঞ্জয়, পাগল গেল কোথায়,
সে না এলে আমি মরি প্রাণে।
করেছি যেমন কাজ, আমার মুণ্ডেতে বাজ,
মরি বাঁচি দেখা তারে এনে ॥
নির্ম্মল প্রেমের সাধু, আমি তারে শুধু শুধু,
করিয়াছি নিন্দন ভৎসন।
সাধু নিন্দা মহাপাপ, ভুঞ্জিতেছি সেই তাপ,
করি তার চরণ বন্দন ॥
কথাশুনি মৃত্যুঞ্জয়, দ্রুত অন্বেষণে যায়,
কোথা সেই গোলোক গোসাই।
পদুমায় দেখা পেয়ে, পদে দণ্ডবৎ হ'য়ে,
জানাইল গোসাইর ঠাই ॥
গোস্বামী গোলোক গিয়ে, নিকটে উদয় হ'য়ে,
সুভদ্রাকে দেখা দিয়া কয়।
শুন গোমা ঠাকুরাণী, আমি কিছু নাহি জানি,
সব হরি-চাঁদের ইচ্ছায় ॥
বৈষ্ণবী কহিছে বাপ, আমার হ'য়েছে পাপ,
সকলইত প্রভুর ইচ্ছায়।
ভাগবতে বাক্য শুনি, আছে মহাপ্রভু বাণী,
মহাপাপ বৈষ্ণব নিন্দায় ॥
বৈষ্ণব নিন্দুকজন, মিথ্যা সাধন ভজন,
হরি তারে নাহি ফিরে চায়।
জনমে জনমে তার, নাহি পাপের উদ্ধার,
বল মম কি হবে উপায় ॥
দেরে বাপ পদতরী, আমার হৃদয় পরি,
তরিব বৈষ্ণব অপরাধে।
ক্ষম মম অপরাধ, তুলে গোস্বামীর পদ,
বৈষ্ণবী ধরিল নিজে হৃদে ॥
সব জ্বালা দূরে গেল, বৈষ্ণবী ভাল হইল,
হরি ব'লে চক্ষে বহে নীর।
কহিছেন কাঁদি কাঁদি, ধন্য ধন্য ওঢ়াকাঁন্দী,
শুদ্ধ হ'ল আমার শরীর ॥
হরিচাঁদ ভক্ত যারা পতিত পাবন তারা,
বিষ্ণু অবতার বিষ্ণু অংশ।
বীর রসে ধীরোত্তম, সবে বিষ্ণুপরাক্রম,
বিষ্ণু তেজ সব বিষ্ণু বংশ ॥
যেমন শ্রীগৌরচন্দ্র, আর প্রভু নিত্যানন্দ,
ভক্তবৃন্দ সেই অবতার।
হৃদয় শোধন করি, বলাইল হরি হরি,
এ হেন দয়াল নাহি আর ॥
সেই প্রেম পেয়েছিল, তাহা জীবে পাসরিল,
ভুলিল প্রেমের মধুরত্ব।
ত্যজিয়া অমৃত ফল, জীব গেল রসাতল,
বিষ ফলে হইল প্রমত্ত ॥
খণ্ডাইতে কর্ম্ম বন্ধ, সেই প্রভু হরিশ্চন্দ্র,
এবে হল যশোমন্ত সুত।
হরিচাঁদ নাম ধরি ওঢ়াকাঁন্দী অবতরী,
নাম প্রচারিল প্রেম যুত ॥
তার যত ভক্তগণ তারা ভুবন পাবন,
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে।
আমিত অবিশ্বাসিনী, শ্রীহরি ভক্ত দ্বেষিনী,
শোধিল আমার কলেবরে ॥
গোলোক সুভদ্রাখ্যান, সুধার সমুদ্র বাণ,
পান কর প্রাণ বাঞ্ছাতরি।
কহিছে তারক চন্দ্র, মহানন্দের আনন্দ,
সাধু সব পির কর্ণভরি ॥

তৃতীয় তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণ দাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরি দাস॥
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোক চাঁদ জয় শ্রী লোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজে দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।

গোস্বামী দশরথোপাখ্যান।

পয়ার।

দশরথ নামে সাধু পদ্মবিলা বাসী।
তত্ত্বজ্ঞানী হরিনামে মত্ত অহর্নিশি॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ রতন।
করে একাদশী ব্রত তুলসী সেবন॥
তিন সন্ধ্যা মালা জপ তিলক ধারণ।
হরিনাম ছাপা অঙ্গে অতি সুশোভন॥
নিত্য নিত্য প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি তর্পণ।
গুরু পূজা কৃষ্ণ পূজা নৈবিদ্য অর্পণ॥
পক্ষে পক্ষে একাদশী শ্রীহরি বাসর।
স্তব পাঠ নাম পাঠ নাহি অবসর॥
চৈতন্য চরিতামৃত পঠে ভাগবত।
সাধু সেবা মহোৎসব করে অবিরত॥
দিবাহারী একসন্ধ্যা নাহি দ্বিভোজন।
আতপ তণ্ডুল অন্ন লাবড়া ব্যঞ্জন॥
তৈল মৎস্য ত্যাগী ভক্ষে দিনে একবার।
রাত্রে কিছু ফলাহার কভু অনাহার॥
হেন মতে সদা করে বিশুদ্ধ ভজন।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে সতত মগন॥
দৈবে ব্যধিযুক্ত হ'ল কার্ত্তিক মাসেতে।
জ্বর হ'য়ে ভুগিলেন কতদিন হ'তে॥
পালাজ্বর হ'ল তার দুই মাস পর।
একদিন হয় জ্বর এক দিনান্তর॥
মাঘ মাস এই ভাবে গেল গোস্বামীর।
জ্বরেব জ্বালায় আর নাহি পান স্থির॥
ফাল্গুণ মাসেতে জ্বর বাড়িল অধিক।
চৈত্রমাস শেষে জ্বর হইল ত্র্যাহিক॥
আরক পাচন বটী কত খাইতেছে।
ক্রমশঃ জ্বরের বৃদ্ধি দুর্ব্বল হ'তেছে॥
ভাল বৈদ্য চিকিৎসক কতই আসিল।
বাছিয়া বাছিয়া কত ঔষধ খাইল॥
তবু রোগ শান্তি নাই হইল কাতর।
শক্তি নাই যষ্টিমাত্র চলিতে দোসর॥
প্রচলিত হইয়াছে হরিবলা মত।
কত লোক ওড়াকাঁদি করে যাতায়াত।
ইহা শুনি দশরথ তবু নাহি যায়।
কি জানি কি ওড়াকাঁদি না হয় প্রত্যয়॥
যারা যায় তারা কয় হরি আবির্ভূত।
শ্রীকান্ত হয়েছে এবে যশোমন্ত সুত॥
গেলে মাত্র রোগ সারে করিলে প্রণতি।
কিংবা প্রভু আজ্ঞাদিলে হয় রোগ মুক্তি॥
মুখের কথায় মাত্র রোগের আরোগ্য।
বৈরাগ্য কেহ বা পায় যদি থাকে ভাগ্য॥
শুনে দশরথ কয় বিশ্বাস না হয়।
কোন হরি ওড়াকাঁদি হইল উদয়॥
না দেখিলে চক্ষুকর্ণ বিবাদ না ঘুচে।
অবশ্য যাইব দেখিবার ইচ্ছা আছে॥
কি ভাব সে ওড়াকাঁদি ভক্ত কিংবা হরি।
হেরিব মহাপুরুষে যদি যেতে পারি॥
কল্য প্রাতে দরশন করিব ঠাকুর।
অদ্য গিয়া নিশিতে থাকিব লক্ষ্মীপুর॥
বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধিমন্ত ইহা আমি জানি।
হরিভক্ত জ্ঞানী চূড়ামণি চূড়ামণি॥
শুনিয়াছি তারা যায় ঠাকুরের বাড়ী।
তারা যদি বলে তবে মানিবারে পারি॥
আদি অন্ত বৃত্তান্ত শুনিব সেই স্থানে।
কেমন ঠাকুর তিনি তারা ইহা জানে॥

এতবলি যান চলি লক্ষ্মীপুর গ্রামে।
রহিলেন গিয়া বুদ্ধিমন্তের আশ্রমে॥
ঠাকুরের কথা তথা সকল শুনিল।
শুনিয়া অন্তরে বড় ভক্তি জনমিল॥
প্রাতে উঠি চলিলেন ওঢ়াকাদি ধাম।
যষ্ঠি হাতে কষ্টেতে গমন অবিশ্রাম॥
ধীরে ধীরে চলিলেন বলবীর্য্য হীন।
চলে যায় মনে ভয় পালা সেই দিন॥
জ্বর আসিবার ভয়ে হরি হরি বলে।
হরিচাঁদ ব'লে ডাকে ভাসে অশ্রুজলে॥
হরি হরি বলি উতরিল ওঢ়াকাঁদি।
বস্ত্র গলে চক্ষু গলে দাড়াইল কাঁদি॥
ঠাকুর বলেন বাছা কি নাম তোমার।
দশরথ বলে আমি বড় দুরাচার॥
নাম মোর দশরথ পদ্মবিলা বাস।
প্রভু বলে তুমিত দশরথ বিশ্বাস॥
তুইত বিশ্বাস আমি বড় অবিশ্বাস।
তন্ত্রে মন্ত্রে শৌচাচারে না হয় বিশ্বাস॥
কেন বা আসিলি বাছা আমার নিকটে।
তুই শুদ্ধাচারী মোর শৌচ নাই মোটে॥
তিন বেলা সন্ধ্যাকর আর স্নানাহ্নিক।
স্নান পূজা সন্ধ্যাহ্নিক মোর নাহি ঠিক॥
কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।
বেদ বিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই॥
মোর ঠাই এলি বাছা কিসের কারণ।
কহ শুনি মনোকথা বুঝি তোর মন॥
প্রকাশিয়া বল শুনি ওরে দশরথ।
শুদ্ধচারী সাধু তোর কিবা মনোরথ॥
কি জানি কি ওঢ়াকাঁদি না হয় প্রত্যয়।
কোথাকার হরি এল ওঢ়াকাঁদি গায়॥
নদিয়াতে গৌর রূপে গোলোক বল্লভ।
ওঢ়াকাঁদি জন্ম তার কিসে অসম্ভব॥
মীন হৈনু কূর্ম্ম হৈনু, বরাহ, নৃসিংহ।
তা হ'তে কি হীন হৈনু ল'য়ে নরদেহ॥
মাতাকে কড়ার দিনু নদীয়া ভুবনে।
করিব মা! শেষ লীলা ঐশাণ্য কোনে॥
এই সেই লীলা এই সেই অবতার।
ইহার উপরে পূর্ণ লীলা নাহি আর॥
মন ঠিক কর বাছা চিন্তা নাই আর।
পালিয়েছে পালা আর না হইবে জ্বর॥

শ্রীগুরু চরণ চিন্তে ভব ব্যাধি নাশে।
ওঢ়াকাঁদি এলে তার জ্বর থাকে কিসে॥
দশরথ বলে প্রভু বুঝিনু এখন।
নিজদাস জানি প্রভু ছলা কি কারণ॥
যুগে যুগে ভক্তমন বুঝিয়া বেড়াও।
জেনে মন বুঝে মন ছলনা করাও॥
কর্ণকে ছলিতে প্রভু বৃদ্ধ বিপ্রবেশে।
পুত্র কেটে দিতে কও পারণা দিবসে॥
খাইবে মনুষ্য মাংস বলিলে সে কালে।
ব্রাহ্মণে মানুষ খায় বুঝিতে নারিলে॥
দান ধর্ম্মে রত কর্ণ নির্ম্মল সুজন।
বুঝে না মনুষ্য মাংস খায় কি ব্রাহ্মণ॥
বুঝিতে কর্ণের মন কিবা বাকি ছিল।
স্বর্ণ দগ্ধ পুনঃ পুনঃ ঐজ্জ্বল্য বাড়িল॥
সূর্য্য বংশে রঘু রায় বুঝি তার মন।
হ'য়েছিলে দ্বিজ ব্যাঘ্র তোমরা দুজন॥
তুমি হলে দ্বিজ ব্যাঘ্র হ'ল পঞ্চানন।
দ্বিজ সুতে খেতে ব্যাঘ্র করে আক্রমণ॥
দ্বিজ শিশু রূপে গেলে রঘুরাজ আগে।
বলে ছিলে রক্ষা কর মোরে খায় বাঘে॥
রঘু বলে ওরে বাঘ বলিরে তোমাকে।
ছাড় ছাড় খেওনারে ব্রাহ্মণ বালকে॥
ব্যাঘ্র বলে যদি আমি রাজ মাংস পাই।
তাহ'লে দ্বিজের সুতে ছেড়ে দিয়ে যাই॥
রাজা বলে আমায় অঙ্গের মাংস খাও।
শরণাগত বালকে ছেড়ে দিয়ে যাও॥
তাহা শুনি স্বীকার করিল ব্যাঘ্রবর।
রাজা দেন গাত্রমাংস ব্যাঘ্রে খাইবার॥
খাইল সকল মাংস অস্থি মাত্র সার।
হেন কালে পরিচয় দিল দিগম্বর॥
চেয়ে দেখ আমি ব্যাঘ্র নহে, পঞ্চানন।
মন বুঝিবারে দ্বিজ শিশু নারায়ণ॥
বর দিয়া রঘুরাজে গেলে দুইজন।
অন্তর্য্যামী হ'য়ে কি বুঝিতে হয় মন॥
শ্রীরাম রাঘব নাম নাশিতে রাবণ।
রঘুবর হ'তে তার মঙ্গলাচরণ॥
বিশেষত ভক্তগণে জানাইতে ভক্তি।
জগতের শিক্ষা হেতু এই সব যুক্তি॥
এই আমি মনে মনে ভাবি অনুক্ষণ।
গোপীদের মন বুঝা কোন প্রয়োজন॥

যে দিন করিলে হরি বসন হরণ।
জানা মন কি জানিয়ে হরিলে বসন ॥

শ্লোক।

লজ্জা ঘৃণা তথা ভয় চ্যুতি জুগুপ্সা পঞ্চম।
শোকং সুখং তথা জাতি অষ্ট পাশ প্রকীর্ত্তিত।

পয়ার।

লজ্জা ঘৃণা ভয় ভ্রষ্টা গ্লানি দুঃখ সুখ।
সপ্ত গেছে লজ্জা পাশে পরীক্ষা কৌতুক ॥
পতি ত্যজে বনে এসে করে প্রেম সজ্জা।
পরীক্ষিলে গোপীদের অছে কিনা লজ্জা ॥
কৃষ্ণ সুখে সুখিণী শ্রীকৃষ্ণ প্রতি আর্ত্তি।
শয়নে স্বপনে জাগরণে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি ॥
যারা যাচে দাসী পদ আপন গরজে।
রাধা বাস হরি হরি নিলে কিবা বুঝে ॥
বোঝা মন বুঝিবারে কিবা প্রয়োজন।
সেও বুঝি জগতের শিক্ষার কারণ ॥
প্রভু কহে শেষ লীলা বড় চমৎকার।
লীলা কারী যেই তার নিজে বোঝা ভার ॥
শুনি দশরথ পড়ে পদে লোটাইয়ে।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কহে চরণে ধরিয়ে ॥
সারে বা না সারে রোগ তাতে নাহি দায়।
দয়া করি হরি মোরে রেখ রাঙ্গা পায় ॥
প্রভু কহে এত তোর সাধন ভজন।
শুদ্ধাচারী বৈরাগীর ব্যাধি কি কারণ ॥
প্রভু কহে দশরথ তোমারে জানাই।
শৌচাচার ক'রে তোর হ'ল শুচি বাই ॥
স্নান না করিয়া কিছু খাওনা কখন।
স্নান না করিয়া অদ্য করগে ভোজন ॥
কল্য ভাত রাঁধিয়া রেখেছে জল দিয়া।
কাঁচা ঝাল দিয়া সেই ভাত খাও গিয়া ॥
শুনি অন্তঃপুরে যায় লক্ষ্মীর নিকটে।
মা! মা! বলিয়া সাধু ডাকে কর পুটে ॥
সাধুর মুখের ঐকান্তিক ডাক শুনি।
দশরথে দেখা দিল জগৎ জননী ॥
দশরথ বলে মা দেহি প্রসাদী ভাত।
খেতে আজ্ঞা দিয়াছেন প্রভু জগন্নাথ ॥
সাধু ভক্তগণ সব যায় উড়িষ্যায়।
সে আনন্দ বাজারে প্রসাদ মেগে খায় ॥
কল্য রাধিয়াছ ভাত তাতে দিলে জল।
সেই মাতা লক্ষ্মী তুমি এই সে উৎকল ॥
আনন্দ বাজার এই মেগেছি প্রসাদ।
পদ্ম হস্তে দেহ খেয়ে পুরাইব সাধ ॥
তব হস্ত রাধা অন্ন জগন্নাথ ভোগ।
দেহ অন্ন খাইয়া সারিব ভব রোগ ॥
বহির্দ্দেশে থাকিয়া বলেছে জগন্নাথ।
দশরথে দেহে কাঁচা লঙ্কা পান্থা ভাত ॥
জগন্মাতা দিল অন্ন আর কাঁচা লঙ্কা।
দশরথ বলে মোর গেল মৃত্যু শঙ্কা ॥
কিছার ত্র্যহিক জ্বর ভবরোগ গেল।
অন্নপাত্র ধরি সাধু মস্তকে রাখিল ॥
বহু দিন্‌ অরুচি না পারে কিছু খেতে।
অদ্য এত রুচি নাহি পারে ধৈর্য্য হ'তে ॥
বড়ই বেড়েছে রুচি বড়ই সুস্বাদ।
সাধু কহে আর বার দেহ মা প্রসাদ ॥
ভিড় দিয়া ডাক ছেড়ে কহে দশরথ।
কাহা লাবড়া ব্যঞ্জন কাহা জগন্নাথ ॥
মহা প্রভু বলে দশরথ এবে আয়।
পাইবি লাবড়া অন্ন মধ্যাহ্ন সময় ॥
কিনা কি এ ওঢ়াকাঁদি না পা'লি ভাবিয়ে।
আর দেখি ক্ষণ কাল বসি তোরে ল'য়ে ॥
উপজিল প্রেমভক্তি সেরে গেল জ্বর।
কবি চূড়ামণি কহে হরিনাম সার ॥

অথ দশরথ সঙ্গে ঠাকুরের ভাবালাপ।

পয়ার।

ঠাকুর বসিল গিয়া চটকা তলায়।
দশরথ গিয়া শীঘ্র প্রণমিল পায় ॥
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে পরেছ কৌপিন।
কৌপিনের মহিমা, না জানি এতদিন ॥
তিন বেলা স্নান ক'রে কে হয় বৈরাগী।
স্নান করে পানিকৌড়ি সেও কি বৈরাগী ॥
বিবেক বৈরাগ্য তাকি বাহ্য শৌচে হয়।
বনে বনে থাকিলে কি কৃষ্ণ পাওয়া যায় ॥
স্নান বল কারে শুধু উপরেতে ধোয়া।
আত্মা শুদ্ধ না হ'লে কি যায় তারে পাওয়া ॥
দশরথ বলে এতদিন কি ক'রেছি।
ইতি তত্ত্ব না জানিয়া ডুবিয়ে মরে'ছি ॥

অঙ্গ ধৌত বস্ত্র ধৌত ছাপা জপমালা।
বহিরঙ্গ বাহ্য ক্রিয়া সব ধুলা খেলা॥
যতদিন নাহি ঘুচে চিত্ত অন্ধকার।
তত দিন শৌচাচার ডুবাডুবি সার॥
ব্যাধি যুক্ত দোষে রসনাতে রুচি নাই।
জল ঢালাঢালি হ'য়েছিল শুচি বাই॥
যত করিয়াছি প্রভু সব শুচি বাই।
তব কৃপোদক বিনে চিত্ত ধৌত নাই॥
শ্যাম জলধর বলে চাতক যে হয়।
জলে ডুবি সেকি কভু শুদ্ধ হ'তে চায়॥
স্নান করিয়াছি অন্ন খেতে পারিনাই।
বিনা স্নানে ব্যাধি গেল চতুর্গুণ খাই॥
প্রভু বলে তবে বাপ আর কিবা চাই।
আ'জ হ'তে আর তোর স্নান পূজা নাই॥
প্রয়োজন নাই তোর ডুবাইতে জলে।
ডঙ্কা মেরে বেড়া গিয়ে হরি হরি বলে॥
হরি নাম ধ্বনী দিয়া মাতা গিয়া দেশ।
শোন্ বাছা দেই তোরে এক উপদেশ॥
মালাবতী নামে লক্ষ্মীকান্তের ভগিনী।
তারে বিয়া কর গিয়া সে তোর গৃহিণী॥
লক্ষ্মীকান্ত নিকটে বলিলে বিয়া হ'বে।
আমি ও বলিয়া দিব ভগিনী সে দিবে॥
তৈলকুপী আখড়ায় চলে যেও তুমি।
তথা আছে লোকনাথ নামেতে গোস্বামী॥
যে ধর্ম্ম জানায় তুমি করিবে সেই ধর্ম্ম।
সেই সে পরমধর্ম্ম তিন প্রভু মর্ম্ম॥
মালাবতী সঙ্গে ধর্ম্ম করিও যাজন।
যারে বলে ব্রজ সাধ্য গোপীর ভজন॥
হেন মতে হইতেছে কথোপকথন।
হইল অধিক লোক প্রভুর সদন॥
যার যে মনন কথা কহিয়া বলিয়া।
স্বীয় স্বীয় স্থানে সবে গেলেন চলিয়া॥
মধ্যাহ্ন সময় হ'ল কথোপকথনে।
প্রভু বলে দশরথ যাবি কোন খানে॥
খেতে সাধ আছে তোর লাবড়া ব্যঞ্জন।
চল বাছা খাই গিয়ে হ'য়েছে রন্ধন॥
সেবায় বসিল গিয়া প্রভু হরিচাঁদ।
দশরথ পাতে হাত লইতে প্রসাদ॥
দিলেন প্রসাদ দশরথ খায় সুখে।
হস্ত মুছে মস্তকে কপালে চক্ষে মুখে॥
রেঁধেছিল লাবড়া ঠাকুর ডেকে কয়।
দশরথে দেহ লক্ষ্মী যত খেতে চায়॥
মহাপ্রভু বলে খাও উদর পুরিয়া।
পাইয়াছ মুখে রুচি লহরে খাইয়া॥
জগৎ জননী লক্ষ্মী দিলেন পায়স।
সানন্দে ভোজন করে অন্তরে সন্তোষ॥
স্বহস্তে মা শান্তিদেবী দেন দশরথে।
উদর পুরিয়া সাধু খায় ভাল মতে॥
সেবা অন্তে ক্ষণকাল রহিল বসিয়া।
দিলেন ঠাকুর তায় বিদায় করিয়া॥
যাত্রা করে দশরথ যষ্ঠি ল'য়ে হাতে।
প্রভু বলে যষ্ঠি আর হ'বে না ধরিতে॥
ধরিয়া ত্রিশূল শিঙ্গা রক্ষা কর শীল।
যৈছে বোর ধান্য হয় যৈছে হয় তিল॥
কোন মন্ত্র লাগিবেনা শুধু হরিনাম।
বাসা কর গিয়া বাছা পাতিলার গ্রাম॥
তাহাতে যে ধান্য তিল পাইবা বৎসর।
সংসার খরচ কার্য্য চলিবেক তোর॥
প্রভুকে প্রণামী সাধু চলিল হাটিয়া।
পুষ্করিণী জলে যষ্ঠি দিলেন ফেলিয়া॥
নিজ বাটী আসিয়া কহিল ভ্রাতাগণে।
বিবাহ হইল শেষে মালাবতী সনে॥
ঠাকুর কহিল লক্ষ্মীকান্ত টিকাদারে।
লক্ষ্মী কান্ত ভগ্নি দিল আজ্ঞা অনুসারে॥
দশরথ বিবরণ মধু মাখা কথা।
কবি কহে হরি বল দিন গেল বৃথা॥

অথ দশরথের বাটী নায়েবেরর অত্যাচার।

পয়ার।

কিছু দিন পরে সাধু তৈলকুপী যায়।
গোস্বামীর নিকটেতে ধর্ম্ম শিক্ষা লয়॥
মালাবতী সঙ্গে তাহা করিল যাজন।
অকামনা প্রেমভক্তি ব্রজের ভজন॥
মালাবতী দশরথ মিলে দুইজনে।
মাঝে মাঝে আসে যায় ঠাকুরের স্থানে॥
কোন কোন সময় আসেন একাএকি।
ঠাকুরের সঙ্গে এসে করে দেখাদেখি॥

কভু দশরথ ঠাকুরকে ল'য়ে যান।
তিন চারি দিন তথা থাকে ভগবান॥
কৃষ্ণ গোষ্ঠ নাম পদ সঙ্কীর্ত্তন হয়।
নদীয়াতে যেন শ্রীবাসের আঙ্গিনায়॥
মাতিল অনেক লোক প্রেমে উতরোল।
ঘাটে পথে যেতে খেতে শুতে হরিবোল॥
গ্রামের পাষণ্ডী যারা বাধ্য নাহি তায়।
কাছারীতে নায়েবের কাছে গিয়া কয়॥
কি মত এ গ্রামে আনিয়াছে দশরথ।
গ্রাম্য লোক নষ্ট হ'বে থাকিলে এ মত॥
মেয়ে পুরুষেতে বসি একপাতে খায়।
মেয়েদের এঠে খায় পদ ধুলা লয়॥
পুরুষ ঢলিয়া পড়ে মেয়েদের পায়।
মেয়েরা ঢলিয়া পড়ে পুরুষের গায়॥
দিবা নিশি হরিনাম পেয়েছে কি মধু।
রাত্রি ঘুম পড়া নাই এ কেমন সাধু॥
ওড়াকাঁদি হ'তে হরি ঠাকুরকে আনে।
সে ঠাকুর যেন কি মোহিনী মন্ত্র জানে॥
বুঝিয়াছি ইহারা নিশ্চয় জানে যাদু।
হরি ব'লে যায় চ'লে সতী কুল বধূ॥
এ গ্রামে লেগেছে বাবু বড় হুলস্থুল।
গ্রাম্য নমঃশূদ্র দের গেল জাতি কুল॥
কশ্যপ মুনির বংশ গোত্রজ কাশ্যপ।
দশরথ হ'তে সেই মান্য হয় লোপ॥
ইহার বিচার কর আনিয়া কাছারী।
এই কাণ্ড আপনাকে দেখাইতে পারি॥
ঠাকুর আছেন দশরথের ভবনে।
সকল প্রত্যয় হবে দেখিলে নয়নে॥
রাত্রি কালে হুড়াহুড়ি শুনা যায় শব্দ।
ছয় সাত দিন মোরা হ'য়ে আছি স্তব্ধ॥
নায়েব বলিছে এবে যাও গো সকলে।
আমাকে লইয়া যেও কীর্ত্তনের কালে॥
সূর্য্যদেব ডুবে গেল সন্ধ্যাকাল এল।
নাম গান কীর্ত্তনেতে সকলে মাতিল॥
পুরুষ যতেক বসা পীড়ির উপরে।
মহাপ্রভু বসেছেন গৃহের ভিতরে॥
দরজা নিকটে খোল করতাল বাজে।
ঠাকুর আছেন বসি কীর্ত্তনের মাঝে॥
রামাগণ অনেক ব'সেছে গৃহভরা।
মাঝে মাঝে হুলুধ্বনী দিতেছে তাহারা॥
কেহ বা প্রভুর অঙ্গে দিতেছে বাতাস।
ঠাকুরের ঠাই বসি পরম উল্লাস॥
নাম গানে যবে প্রেম বন্যা বয়ে যায়।
রামাগণে বামা স্বরে হুলুধ্বনী দেয়॥
গৃহে বসিয়াছে রামাগণ সারি সারি।
প্রভু পার্শ্বে কাঁদিতেছে মালাবতী নারী॥
কোননারী ঠাকুরের চরণে লোটায়।
কোননারী পদ ধরি গড়াগড়ি যায়॥
কোননারী কেঁদেছে হা হরি জগন্নাথ।
শ্রীপদ ধোয়ায় কেহ করি অশ্রুপাত॥
হেন কালে গ্রামীরা নায়েরে ল'য়ে যায়।
বাড়ীর উপরে নিয়া তাহাকে বসায়॥
দুই ভাগ করিয়া পীড়ার লোক সবে।
চৌকি পাতি সমাদরে বসায় নায়েবে
যেস্থান হইতে ঠাকুরকে দেখা যায়।
এমন স্থানেতে নিয়া নায়েবে বসায়॥
রামাগণ বাহ্যজ্ঞান হারা সবে ঘরে।
নায়েব বসিয়া সেই ভাব দৃষ্টি করে॥
অজ্ঞান হইয়া কেহ প্রেমে গদ গদ।
হা নাথ বলিয়া কেহ শিরেধর পদ॥
চতুর্দ্দিকে নারী মালা মালাবতী বামে।
মৃদুস্বরে হরি বলে মত্ত হ'য়ে প্রেমে॥
মালাবতী ভেসেছেন নয়নের জলে।
স্কন্ধে হাত দিয়া হরি কেঁদনা মা বলে॥
বদনে তাম্বুল চাবা চর্ব্বন যা ছিল।
কাশী সহ সেই চাবা ঠাকুর ফেলিল॥
মালাবতী হস্ত পাতি ধরিল চর্ব্বন।
মস্তকে পরশ করি করিল ভক্ষণ॥
ভক্ত পদ রজ ভুক্ত পাদধৌত জল।
ভক্ত ভুক্ত শেষ এই তিন মহাবল॥
জগন্নাথ প্রসাদ কুক্কুর মুখ ভ্রষ্ট
লভিতে বিরিঞ্চি বিষ্ণু শিবের অভীষ্ট॥
স্বয়ং ভগবান মুখ চর্ব্বিত চর্ব্বন।
মালাবতী সতী তাহা করিল ভক্ষণ॥
শীলা যথা শত কুম্ভ জলে সিক্ত নয়।
প্রেমে দ্রবীভূত নয় পাষণ্ড হৃদয়॥
বিশেষ গ্রামী লোকের ছিল অনুরোধ।
তাহা দেখি নায়েবের উপজিল ক্রোধ॥
ডেকে বলে দশরথে ওরে বনগরু।
মজাইবি দেশশুদ্ধ ক'রে নিলি স্বরু॥

ওরে বেটা ভণ্ড তুই আয় দেখি শুনি।
কি বুঝিয়া ছেড়ে দিলি ঘরের রমণী ॥
এত মেয়ে লোক কেন দেখি তোর ঘরে।
ঠাকুরে লইয়া কেন এত প্রেম করে ॥
ভাল ভাল অই যদি ঠাকুর হইবে।
মেয়েদের সঙ্গে কেন এ রঙ্গ করিবে ॥
দশরথ বলে বাবু মোর দোষ কিসে।
যার যার নারী সেই সেই ল'য়ে আসে ॥
জেনে শুনে বল বাবু কেবা করে দোষ।
প্রভুকে আনিনু আমি হইয়া সন্তোষ ॥
ঠাকুর আছেন মত্ত হরিনাম গানে।
পাষাণ গলিত হয় এ নামের গুণে ॥
মেয়েরা এসেছে সবে নাম আকর্ষণে।
অগ্নি দেখে পতঙ্গিনী থাকিবে কেমনে ॥
নায়েব কহিছে কেন হুলুধ্বনী দেয়।
দশরথ বলে হ'য়ে আনন্দ উদয় ॥
নায়েব কহিছে কেন পদ ধরি পড়ে।
দশরথ বলে শুধু গাঢ় ভক্তি করে ॥
নায়েব কহিছে তোর নারী কোন প্রেমে।
ঠাকুরের কাছে বৈসে মেতে কোন নামে।
দশরথ বলে ইহা কভু নহে মন্দ।
এ আমার বহু ভাগ্য পরম আনন্দ ॥
নায়েব কহিছে ওরে ভণ্ড তপস্বী।
যাহা শুনিয়াছি তাহা দেখিলাম আসি ॥
এ হেন কুকর্ম্ম কেবা দেখেছে কোথায়।
ঠাকুরের ত্যজ্য চাবা তোর নারী খায় ॥
নারী লোক সঙ্গে করে হরিনাম গান।
শীঘ্র ভণ্ড তপস্বীরে বাহিরেতে আন ॥
কোন প্রেম করে নারী লোক সমিভ্যরে।
নিয়া আয় আমি তাই জিজ্ঞাসী ঠাকুরে ॥
দশরথ বলে বাবু স্থির কর মন।
আমি সব বলিতেছি ক্রোধ কি কারণ ॥
সাধু মুখামৃত খাবে শাস্ত্রে ইহা আছে।
গৌরাঙ্গ লীলায় এর প্রমাণ রয়েছে ॥
বৈষ্ণব বন্দনা মধ্যে মধুর আখ্যান।
গৌরাঙ্গের নিষ্ঠীবন নারী লোকে খান ॥
বন্দিব বৈষ্ণবী শ্রীমাধবী ঠাকুরাণী।
প্রভু যারে আলবাটী বলেন আপনি ॥
গৌরাঙ্গ যখন নিষ্ঠীবন ফেলাইত।
বদন ব্যাদান করি মাধবী খাইত ॥
থু থু করি যখন ফেলিত নিষ্ঠীবন।
মুখে মুখে মাধবী তা করিত গ্রহণ ॥
কাক্রী যে আধার আনি বাছারে খাওয়ায়।
তেমনি মাধবী দেবী খাইত সদায় ॥
বিশেষতঃ ভগবান্ মুখ নিষ্ঠীবন।
মম নারী খেল তার সফল জীবন ॥
নায়েব কহিছে বেটা ভাঙ্গিব ভণ্ডতা।
করেছিস্ এতদিন আজ যা'বি কোথা ॥
আন অই ঠাকুরেকে কাছারী লইব।
আ'জ অই ঠাকুরের মর্ম্ম কি শুনিব ॥
দশরথ বলে আমি প্রাণে যদি মরি।
সেও ভাল প্রভু কেন যা'বেন কাছারী ॥
করি মানা ঘরে নাহি যেও কোন জন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ॥
মালাবতী ঘরে থেকে শুনিলেন তাই।
ডেকে বলে এখানে আসিলে রক্ষা নাই ॥
দশরথ মস্তকেতে ছিল এক টিকি।
নায়েব ধরিয়া তাই দিল এক ঝাকী ॥
চর্ম্মের পাদুকা ছিল নায়েবের পায়।
গোড় বাঁধা লোহাতে কঠিন অতিশয় ॥
সেই জুতা খুলে মারে ক্রোধে পরিপূর্ণ।
দশরথ বলে নাহি ভাবি তার জন্য ॥
দশরথ মৃত্তিকায় শুইয়া পড়িল।
নায়েবের পদ ধরি পিট পেতে দিল ॥
দশজুতা মারিব তোরে রে দশরথ।
যাহাতে না যা'স্ আর ঠাকুরের সাথ ॥
এত বলি পৃষ্ঠে মারে দশজুতা বাড়ি।
জরিমানা ডেকে দশরথে দিল ছাড়ি ॥
ঠাকুরে না দিলি যদি ওরে বেটা বোকা।
জরিমানা করিলাম তোরে দশটাকা ॥
শীঘ্র ফেলা টাকা নৈলে আরো মা'র খা'বি।
টাকা যদি নাহি দিস্ কাছারী যাইবি ॥
প্রভু বলে মালাবতী শীঘ্র ঘরে যাও।
দশটাকা চাহে ওরে কুড়ি টাকা দেও ॥
তাহা শুনি মালাবতী কুড়ি টাকা এনে।
নায়েব নিকটে টাকা দিলেন তখনে ॥
ঘর হ'তে ঠাকুর কহেন নায়েবেরে।
আর দশটাকা আমি দিলাম তোমারে ॥
কত নিবে কত খা'বে প্রজা বেচে রৈলে।
ধনে বংশে মজাইলে যে মা'র মারিলে ॥

বারে বারে ইচ্ছা কর মোরে মারিবারে।
এই মা'র আমা ছাড়া মারিয়াছ কারে ॥
জরিমানা দিলাম যে দশটাকা বেশী।
এখন নায়েব বাবু হ'য়েছে কি খুসী ॥
এমন মধুর নামে পাষণ্ডী হইওনা।
এ জন্য দিলাম আমি বেশী জরিমানা ॥
এখন আমরা গান করিতে, কি পারি।
পরকাল যা'তে রহে বলে হরি হরি ॥
নায়েব কহিছে এবে আর কার ভয়।
দিবা নিশী হরি হরি বলহ সদায় ॥
অমনি বলিয়া সবে প্রভু হরিচাঁদ।
উচ্চৈঃস্বরে সবে করে নামপদ গান ॥
নামে প্রেমে দিসে হারা মাতিয়া উঠিল।
বিষাদে হরিষ হ'য়ে সুখেতে ভাসিল ॥
কারু মনে দুঃখ দশরথেরে মেরেছে।
তাহা মনে করি হরি বলি কাঁদিতেছে ॥
নায়েবের প্রতি কেহ ক্রোধ করি 'পড়ে।
সে ভাবেও হরি বলে দন্ত কড় মড়ে ॥
কোন মেয়ে বলে হরি আর ভয় নাই।
আনন্দে বলিল হরি আর কিবা চাই ॥
কি করিবে কোন বেটা বলে কোন মেয়ে।
নায়েব দিয়াছে আজ্ঞা জরিমানা নিয়ে ॥
কোন মেয়ে বলে সব মঙ্গল কারণ।
কি দিয়ে কি করে হরি বুঝে কোন জন ॥
একাকী বিশ্বাস মহাশয় মা'র খেল।
নির্ব্বিঘ্ন হইল দেশ ভয় দুরে গেল ॥
হরিনাম লইতে নির্ব্বিঘ্ন যদি হয়।
বিশজুতা বাড়ি খেলে তাতে কিবা ভয় ॥
কোন মেয়ে বলে কেন মোরে মারিলনা।
চল্লিশ জুতাতে মোর কিছুই হ'তনা ॥
কেহ বলে আমারে মারিলে ভাল হ'ত।
কেন মারিল না মোরে পঞ্চাশৎ জুত ॥
শ্রীহরি নামের গুণ বাড়ে যে প্রহারে।
তাহাতে কি ব্যথা হ'ত আমার অন্তরে ॥
ধন্য দশরথ ধন্য নায়েব প্রহার।
হরি নাম বিঘ্ন নাশ করে খেয়ে মা'র ॥
হরিচাঁদ হরিচাঁদ হরিচাঁদ বল।
কি করিতে পারে আর পাষণ্ডীর দল ॥
পাষণ্ডীর গণ সব এল ত্বরা করি।
দাস হ'য়ে হরি বলে দন্তে তৃণ ধরি ॥
তাহা দেখি সবে বলে জয় হরি জয়।
জয় মহাপ্রভু হরিচাঁদ জয় জয় ॥
কেহ বলে প্রেমানন্দে হরি হরি বল।
এই ভাবে মহাভাবে সবে মেতে গেল ॥
লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প পুলকিত অঙ্গ।
কেহ বা বেহুষ আর নহে প্রেম ভঙ্গ ॥
বিপক্ষেরা বলে গিয়া নায়েবের ঠাই।
বলে বাবু দেখ গিয়া আর রক্ষা নাই ॥
নায়েব কহিছে খুব কীর্ত্তন হউক।
প্রেমে মেতে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক ॥
তোদের কথায় আমি মিছা করি রোষ।
ঘরে দীপ বহু লোক কিবা করে দোষ ॥
পতিব্রতা সতী নারী পতি আছে সাথে।
দোষ যদি করে তাহা করে গোপনেতে ॥
এখন তাদের প্রতি নাহিক জুলুম।
নাম গান করিবারে দিয়াছি হুকুম ॥
মারিয়াছি দশরথে ভাগ্যে কিবা হয়।
এ ঠাকুর সামান্য ঠাকুর যেন নয় ॥
আজানুলম্বিত ভুজ আকর্ণ-নয়ন।
মানুষেতে নাহি মিলে এমন লক্ষণ ॥
দশটাকা জরিমানা বিশটাকা দিছে।
কিজানি ঠাকুর যেন মোরে কি করে'ছে ॥
স্বপ্নে দেখিয়াছি অই ঠাকুর আসিয়া।
হস্তের অঙ্গুলী মোর নিল খসাইয়া ॥
আরো দেখিলাম যেন আসিয়াছে পত্র।
গৃহ দাহ হইয়াছে ঘর নাহি মাত্র ॥
ইতি উতি কত যে কি দেখিনু স্বপনে।
নৃত্য করে বাম অঙ্গ শান্তি নাই মনে ॥
ফিরে গেল পাষণ্ডীরা অতি মৌন হ'য়ে।
এ দিকেতে সংকীর্ত্তন উঠিল মাতিয়ে ॥
যামিনী হইল ভোর নাম সংকীর্ত্তনে।
সবে প্রেমে মত্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি মানে ॥
সংকীর্ত্তন হইতেছে কার নাই হুষ।
ভেদাভেদ জ্ঞান নাই নারী কি পুরুষ ॥
বৃংহত বৃংহিত রবে হস্তী হস্তী যুঝে।
হেনরব হইতেছে কীর্ত্তনের মাঝে ॥
কীর্ত্তনের রব যেন মত্ত সিংহরব।
শৃগালের মত ভীত পাষণ্ডীরা সব ॥
হেন জ্ঞান হইতেছে সময় সময়।
প্রলয় ঝঞ্চাটে যেন গ্রাম উড়ে যায় ॥

ভেক প্রায় ভীরু হ'য়ে র'য়েছে পাষণ্ড।
এই রূপে বেলাহ'ল পাঁচ ছয় দণ্ড ॥
নিশী ভোর পুর্ব্বাকাশে শূন্যে স্থিত রবি।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গীত গায় কবি ॥

মহিলা-কাছারী এবং বিচার ও হুকুম ॥

পয়ার

মালাদেবী হুষ হ'য়ে সংকীর্ত্তন ভীতে।
বিনয়ে চরণে ধরি কহে দশরথে ॥
নিশী ভোর পুর্ব্বাকাশে উদয় তপন।
ক'রে দেন প্রভুর সেবার আয়োজন ॥
আপনার প্রতি কল্য দেখে অত্যাচার।
গজ্ঞ ভ্রিশী সকলে রয়েছে অনাহার ॥
দশরথ দশা ভঙ্গ ভকতের সঙ্গ।
স্থির হ'ল প্রেমনিধি থামিল তরঙ্গ ॥
প্রভু কহে মালাবতী পাক কর গিয়া।
কাছারী করিব অদ্য আহার করিয়া ॥
মাতাগণ যাও সবে নিজ নিজ ঘরে।
সকালে বিকালে এসে দেখে যেও মোরে ॥
মালাদেবী স্নান করি করিল রন্ধন।
আমান্ন তণ্ডুল অন্ন ষোড়শ ব্যঞ্জন ॥
ডা'ল ডাল্লা শাক শুক্তা ভাজা বড়া বড়ি।
চালিতা-অম্বল আমসির চড়চড়ি ॥
মহাপ্রভু সেবা করে হ'য়ে হৃষ্টমতি।
দশরথ গান করে ভোজন আরতি ॥
ভোজনান্তে মহাপ্রভু শয়ন করিছে।
মেয়েরা আসিয়া কেহ বাতাস দিতেছে ॥
পার্শ্ব লগ্ন শয্যায় উপরে পৃষ্ঠ দেশ।
ক্ষণকাল হইয়াছে নিদ্রার আবেশ ॥
এক মেয়ে বলে দিদি পাখা কর ত্যাগ।
ঠাকুরের পৃষ্ঠ দেশে দেখ একি দাগ।
থাগ থাগ দাগ হেন কভু দেখি নাই।
যামিয়া রয়েছে রক্ত চেয়ে দেখ ভাই ॥
নিদ্রা ভঙ্গে গাত্রোত্থান করিল গোসাই।
মেয়ে গণে জিজ্ঞাসিল ঠাকুরের ঠাই, ॥
একি দাগ দেখি প্রভু তব পৃষ্ঠোপরে।
ঠাকুর কহিছে কল্য মেরেছে আমারে ॥
দশরথ পৃষ্ঠে জুতা মারিল নায়েব।
আমার পৃষ্ঠেতে রাখিয়াছে গুরুদেব ॥
নারী গণে তাহা শুনে কাঁদিয়া উঠিল।
চক্ষু জলে সকলের বসন তিতিল ॥
যে অঙ্গ নির্জ্জনে বসি গঠিয়াছে বিধি।
সে অঙ্গে জুতার বাড়ি চেয়ে দেখ দিদি ॥
আহারে দারুণ বিধি এই ছিল মনে।
চাঁদেতে কলঙ্ক দিলি বিচার করলিনে ॥
তাহা দেখি দশরথ পড়ে ভূমিতলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল তার নয়নের জলে ॥
জটিলাকে বেত্রাঘাত করে তার গুরু।
সেই দাগ পৃষ্ঠে ধরে বাঞ্ছা কল্পতরু ॥
সেমতে আমাকে রক্ষা কৈল ভগবান।
হায় হায় কেন নাহি গেল মোর প্রাণ ॥
এই জন্য আমি কোন বেদনা না পাই।
নায়েব মেরেছে মোরে মনে ভাবি তাই ॥
মালাদেবী লুঠে পড়ে ঠাকুরের পায়।
ইহার বিচার প্রভু হইবে কোথায় ॥
প্রভু বলে তবে তোরা আয় সব নারী।
মিলাইব হাইকোর্ট মহিলা কাছারী ॥
ভাল ভাল বস্ত্র দিল চারি দিকে ঘিরে।
চৌকি সিংহাসন করি পাতি দিল ঘরে ॥
বেড়ায় সংলগ্ন করি দিলেন পাতিয়া।
তিনটা বালিশ দিল তার পর নিয়া ॥
ছাপ এক চাঁদর পাতিয়া দিল পরে।
নানা পুষ্প মালা মালা দিল থরে থরে ॥
তার পর বসাইয়া দিল এক মেয়ে।
কুসুম মুকুট তার মস্তকেতে দিয়ে ॥
পদ্ম পুষ্প মালা গাথি গলে দিল তার।
ঝুলাইয়া দিল মালা বক্ষের উপর ॥
উকিল মোক্তার হ'ল মেয়েরা সবায়।
হুজুর সেলাম বলি সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
যেই নারী মহারাণী সেজে বসেছিল।
রাজ-শ্রী রাজ-মুটুক শোভাতার হ'ল ॥
মহাপ্রভু হ'য়ে বাদী করি যোড় হস্ত।
জবানবন্দী করিল নালিশী দরখাস্ত ॥
দশরথে মেরেছে নায়েব মহাশয়।
সেই প্রহারের দাগ মম পৃষ্ঠে রয় ॥
সত্য মিথ্যা স্বচক্ষে দেখুন একবার।
সুবিচার করুণ হে ধর্ম্ম অবতার ॥
যে মেয়ে হইল রাজা সেই মেয়ে কয়।
প্রমাণ করহ শীঘ্র বিলম্ব না সয় ॥

প্রভু বলে আমি হইয়াছি ফরিয়াদী।
ধর্ম্মতঃ শপথ সত্য মম জবানবন্দী॥
আমার রাজ্যেতে মিথ্যা নাহি কহে কেহ।
আমার প্রমাণ ধর্ম্ম বিচার করহ॥
মেয়েয়া বলেছে এই ধর্ম্মের কাছারী।
আমরা দেখেছি গায় মারে দশ বাড়ী॥
রাজা কহে নায়েব সে বড় অত্যাচারী।
মোকর্দ্দমা জয় তব দিলাম এ ডিক্রী॥
এই শাস্তি হ'বে তার বংশের নির্ম্মূল।
কুষ্ঠ ব্যাধি খসিবেক হস্তের অঙ্গুল॥
গৃহদাহ হইবে নায়েবী কার্য্য যা'বে।
কল্য কাছারীতে বসি সংবাদ পাইবে॥
এ সব সংবাদ পেয়ে করিবে রোদন।
পরশ্ব করিবে বেটা গৃহেতে গমন॥
সবে বলে জয় শ্রীহরিচাঁদের জয়।
নাম গানে মাতিল কাছারী ভঙ্গ হয়॥
পরদিন বাটী হ'তে পঁহুছিল পত্র।
গৃহ দাহ হইয়াছে ঘর নাহি মাত্র॥
দৈবাৎ মরেছে তার সুযোগ্য নন্দন।
শিরে করাঘাত করি করিছে রোদন॥
লোক সহ পত্র এল রাজবাটী হ'তে।
বরখাস্ত হ'লে তুমি নায়েবী হইতে॥
কুষ্ঠ ব্যাধি হ'ল গায় চাকা চাকা দাগ।
বাড়ী চলে গেল করে নেয়াবতী ত্যাগ॥
হইল গলিতকুষ্ঠ খসিল আঙ্গুল।
স্বধনে সবংশে দুষ্ট হইল নির্ম্মূল।
সাধু হিংস্র নায়েবের হ'ল সর্ব্বনাশ।
গ্রাম বাসী পাষণ্ডের লাগিল তরাশ॥
সেই ভাবে সকলে রহিল মনোল্লাসে।
নাম গানে নিশীভোর হ'ল ভাবাবেশে।
কহিছে তারক চন্দ্র কবি-রসরাজ।
সাধু দ্বেষী যেই তার মুণ্ডে হেন বাজ॥

মহাপ্রভুর জোনাসুর কুঠি যাত্রা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

হাকিম হুকুম যাহা, প্রত্যক্ষ ফলিল তাহা,
নায়েব চলিয়া গেল বাড়ী।
গৃহ দাহ বার্ত্তা এল, কার্য্যেতে জবাব হ'ল,
ভয় প্রাণ কাঁপে থরহরি॥
বিপক্ষ গ্রামীরা যত, রাগে হ'ল জ্ঞান হ'ত,
বলে এত জুতা মারি পিঠি।
এতদিল জরিমানা, তবু কীর্ত্তন ছাড়ে না,
লাফালাফি ক'রে ভাঙ্গে মাটি॥
যত সব জাতিনাশা, নাহিক অন্য ব্যবসা,
কিসে চলে খায় ব'সে ব'সে।
কেহ অন্ন বস্ত্র হীন, বালক যুবা প্রবীণ,
কি কৌশলে সবে এসে মিশে॥
নায়েব দিল লাঞ্ছনা, বিশ টাকা জরিমানা,
কার্য্য গেল চলে গেল বাটী।
যত সব দুষ্ট খল, জুঠিয়া পাষাণ্ডী দল,
শেষে যায় জোনাসুর কুঠি॥
নজর দিয়া সবাই, ডিক সাহেবের ঠাই,
করে এক কেতা দরখাস্ত।
সাহেবের কাছে গিয়ে, একে একে দাঁড়াইয়ে,
বাচনিক বলিল সমস্ত॥
পাষণ্ডী মুখ নিসৃত, যত আ'সে কহে তত,
ভাল মন্দ নাহি যে বিচার।
যত সব ভাল ক্রিয়ে, সেই সকল ত্যজিয়ে,
কহে যত কুৎসিৎ আচার॥
সাহেব শ্রবণ করে, বলে তাদের গোচরে,
যেই নারী কীর্ত্তনেতে নাচে।
কীর্ত্তনের প্রেমাবেশে, যেই নারী মিসে এসে,
তাহাদের কেহ কি জেনেছে॥
কহে পাষণ্ডীর গণ, তাহাদের আত্ম জন,
অই কার্য্য বড় ভাল বাসে।
সাহেব কহিছে হারে, তাহারা যে কার্য্য করে,
মোর মনে মন্দ নাহি আ'সে॥
সাহেব কহিছে বল, না কহিস মিথ্যা ছল,
কুকার্য্য কি করে কোন জনে।
নাচে গায় নিরবধি, তার মধ্যে কাঁদে যদি,
কুপ্রবৃত্তি জন্মিবে কেমনে॥
সাহেব কহিছে আমি, দেখিব কেমন আদ্‌মি,
যাহ হাম পেয়াদা পাঠাই।
পাষণ্ডীরা গৃহে গেল, সাহেব লোক পাঠা'ল,
উপনীত দশরথ ঠাই॥
পদ্মবিলা গ্রামে বাস, শ্রীরামতনু বিশ্বাস,
বুদ্ধিমান অতি বিচক্ষণ।
কাছারী কুঠি মোকামে, রাজ দ্বারে কিম্বা গ্রামে,
পরগণে মানে সর্ব্বজন॥

নায়েব যে দিনে মারে, রামতনু অগোচরে,
গোপনেতে করে যত খল।
শেষে সকল শুনিল, ক্রোধে পরিপূর্ণ হ'ল,
বলে এর দিব প্রতিফল॥
মানিব না উপরোধ, দিব এর প্রতিশোধ,
ভিটা বাড়ী করিব উচ্ছন্ন।
ঠাকুর বারণ করে, বাছা ধন বলি তোর,
তুমি কিছু করনা এজন্য॥
তাহাতে বারণ হ'ল, কুঠির পেয়াদা এল,
রামতনু জানিবারে পায়।
দশরথ নিকটেতে, কহে গিয়া যোড় হাতে,
এতে গুরু নাহি কিছু ভয়॥
রাম তনু বাল্য কালে, সাধু দশরথ স্থলে,
পাঠশালে লেখা পড়া শিখে।
রাম তনু সেই জন্য, দশরথে করে মান্য,
চির দিন গুরু বলে ডাকে॥
তিনি কন পেয়াদারে, কেন আলি মরিবারে,
বল গিয়া সাহেবের কাছে।
মূল মর্ম্ম নাহি জেনে, পেয়াদা পাঠা'ল কেনে,
অত্যাচারে নায়েব ম'রেছে॥
রামতনু কুঠি গিয়ে, নিরপক্ষ ভাব ল'য়ে,
সত্য জানাইল সাহেবেরে।
সাহেব কহে বিশ্বাস, আর নাহি অবিশ্বাস,
ঠাকুরে কি দোষ কার্য্য করে॥
বল শুনি রামতনু, আমার জীবন তনু,
ঠাকুরে কেন দেখিতে চায়।
শীঘ্র গিয়া কহ তুমি, ঠাকুর দেখিব আমি,
আসুন আমার কামরায়॥
সাহেবে কড়ার দিয়ে, রামতনু গৃহে গিয়ে,
গুরুদেব নিকটেতে কয়।
দশরথ পদ ধরে, জানাইল ঠাকুরেরে,
সাহেবেরে দেখা দিতে হয়॥
মহাপ্রভু শুনি তাই, বলে যা'ব তার ঠাই,
করিবারে রাজ দরশন।
যে দেখিতে চাহে মোরে, আমি ও দেখিব তারে,
মন চাহে তার সম্মিলন॥
ঠাকুর করিল দিন, বল গিয়া আমি দীন,
কুঠি যা'ব তিন দিন পরে।
রামতনু এইকালে, বলে দশরথ স্থলে,
এবে দণ্ড দিব পাষণ্ডীরে॥

সেকথা ঠাকুর শুনে, কহে দশরথ স্থানে,
মানা কর তোমার শিষ্যেরে।
পাষণ্ডীর কিবা ভয়, যারা মম কিছু নয়,
তারা মম কি করিতে পারে॥
ঠাকুর কুঠিতে যা'বে, দিন ধার্য্য করি তবে,
যে স্থানে যে ভক্তগণ ছিল।
প্রধান প্রধান ভক্ত, নাম গানে অনুরক্ত,
আসিতে সবারে আজ্ঞাদিল॥
ঠাকুর সে দিন মত, লইয়া ভকত কত,
দশরথ ভবনে আসিল।
প্রেমিক প্রবীণ যত, নাম বা লইব কত,
এসে সবে একত্রিত হ'ল॥
রাউৎ খামার বাসী, অনেক মিশিল আসি,
রাম চাঁদ হীরামন বালা।
আইল বদন চন্দ্র, কুবের আদি গোবিন্দ,
নারিকেল বাড়ীর পাগলা॥
লক্ষ্মীপুর বাসী ভক্ত, চূড়ামণি বুদ্ধিমন্ত
আসিলেন তারা দুটি ভাই।
এল নাটুয়া পাগল, ব্রজ নাটুয়া পাগল,
হরিবোল বিনে বোল নাই॥
বিশ্বনাথ দরবেশ, আসিল পাগল বেশ,
নেচে নেচে ধায় আগে আগে।
যতেক ভকতগণ, হরিনামেতে মগন,
সিংহের প্রতাপে ধায় বেগে॥
গেল দশরথ ঘর, সবে হ'ল একতর,
ভয় ভীত হ'ল দশরথ।
ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ, দেখিয়া হ'ল আতঙ্ক,
লোক হ'ল দুই তিন শত॥
দশরথ পদ ধরে, বলে প্রভুর গোচরে,
এত ভক্ত কৈল আগমন।
দৈবে লোক বহুজন, করা'তে স্নান ভোজন,
মম সাধ্য না হ'বে কখন॥
ঠাকুর কহিছে বাছা, কেন তুমি ভাব মিছা,
এল যত সাধু মহাজন।
যে করে হরির চিন্তে, হরি করে তার চিন্তে,
খেতে দিবে যাহার সৃজন॥
তুমি কি করিবে ভেবে, যার কার্য্য সে করিবে,
স্নান করাইয়া সবে আন।
যাইতে হইবে কুঠি, মাথায় লইব মাটি,
কেশ মুক্ত বেশই প্রধান॥

বিশ্বনাথ দরবেশে, বলে স্নান কর এসে,
কেশ ধৌত কর ল'য়ে মাটি।
তুই ফকির মানুষ, হ'য়ে দেওনা পুরুষ,
চুল ছেড়ে যেতে হ'বে কুঠি॥
মহাপ্রভু স্নান ছলে, যান পুষ্করিণী জলে,
এ দিকেতে যত নারীগণ।
কলসী লইয়া কাখে, কেহ জল আনে সুখে,
কেহ করে মস্তক মার্জ্জন॥
কেহ বা গাত্র মার্জ্জন, কেহ পদ প্রক্ষালন,
শ্রীঅঙ্গ মোছায় কোন নারী।
যেখানে যে কার্য্য করে, সবে হরিষ অন্তরে,
দলে দলে বলে হরি হরি॥
এ দিকে মেয়েরা যত, সবে হ'য়ে হরষিত,
এসেছেন বিশ্বাসের বাটী।
কোন কোন নারীগণে, আশ্চর্য্য মেনেছে মনে,
শুনেছে ঠাকুর যাবে কুঠি॥
শুনেছে বাটী হইতে, দশরথের বাটীতে,
আসিয়াছে মতুয়া সকল।
কেহ এনেছে চাউল, কেহ এনেছে ডাউল,
কেহ আনে দধি দুগ্ধ ঘোল॥
কুষ্মাণ্ড কদলী আদি, তরকারী নানা বিধি,
থোড় মোচা শাক শিম মূল।
আলু কচুক আলাবু, কেহ কেহ আনে লেবু,
কেহ আনে পদ্মবীজ মূল॥
ব্যঞ্জন লাবড়া পাক, সরিষা বাটা শুক্ত শাক,
মেয়েরা রন্ধন করে ঘরে।
দৈবে এক মেয়ে এল, সেই ঘরে প্রবেশিল,
কোন মেয়ে নাহি চিনে তারে॥
তণ্ডুল ঠিক দু'মন, পাক হইল যখন,
এমন সময় দয়াময়।
গিয়া সে রসই ঘরে, নিষেধিল মেয়েদেরে,
পাক ক্ষান্ত কর এ সময়॥
এই অন্নে হ'য়ে যা'বে, বসাইয়া দেহ সবে,
ক্ষুধার সময় বয়ে যায়।
ঠাকুর বাহিরে এসে, বলিলেন হেসে হেসে,
খেতে বৈস সাধুরা সবায়॥
যত সব ভক্তগণ, ক্ষান্ত করি সংকীর্ত্তন,
মহাপ্রভু নামে ভীর দিল।
করিতে অন্ন ভোজন, করি পদ্ম পত্রাসন,
তার পর সকলে বসিল॥

ঠাকুরের প্রিয়দাস, দেওড়া গ্রামেতে বাস,
নামেতে প্রহ্লাদচন্দ্র ঘোষ।
ল'য়ে ছয় হাড়া দধি, গিয়াছিল ওড়াকাঁদি,
উপনীত হইয়া সন্তোষ॥
কহিছেন হরিচাঁদ, কি ক'রেছ রে! প্রহ্লাদ,
ক্ষীর কি মাখন আন নাই।
সাধুসেবা হ'বে হেথা, শুনিয়াছ এই কথা,
তোর দধি বড় ভাল খাই॥
ঘোষ কহে হ'য়ে নত, মেয়েরা এনেছে ঘৃত,
সেই ঘৃত এবে হবে ব্যয়।
এই সেবা হোক্ শেষ, ক্ষীর মাখন পায়স,
আমি দিব বৈকালী সেবায়॥
ছয় হাড়া দধি ছিল, দুই হাড়া মথি নিল,
মাখন তুলিল সে সময়।
কতকাংশ জ্বাল দিয়া, সদ্য ঘৃত বানাইয়া,
উঠাইয়া রাখিল শিকায়॥
মেয়েদের দেয় দুগ্ধ, জ্বালাইয়া করি স্নিগ্ধ,
ক্ষীর বানাইল কতকাংশে।
দিয়া মালাবতী স্থলে, বলে লহ, মা! বৈকালে,
দিও ঠাকুরের সেবারসে॥
হইল পরিবেশন, যত সব সাধুগণ,
প্রভু প্রতি হরিধ্বনি দিয়া।
উত্তম ভোজন করি, সবে বলে হরি হরি,
আচমন করিল উঠিয়া॥
যে যে দ্রব্য এনেছিল, সিকি মাত্র ব্যয় হ'ল,
আর সব রহিল পড়িয়া।
প্রভু কন মালাদেবী, তুমি পরমা বৈষ্ণবী,
এই সব দ্রব্য রাখ নিয়া॥
যতনে না কর ত্রুটী, আমরা যাইব কুঠি,
সাধু ভক্তগণ এই সব।
সবে ল'য়ে সমিভ্যারে, রাত্রি এসে তব ঘরে,
পুনশ্চ করিব মহোৎসব॥
সাধ্বীগণ একতরে, সবে বসি এই ঘরে,
চিন্তা কর মঙ্গল আমার।
ঠাকুরের কুঠিযাত্রা, শেষলীলা শুভ বার্ত্তা,
কহে দীনরায় সরকার॥

কুঠিতে নাম সংকীর্ত্তন।

পয়ার।

ভক্ত বৃন্দ সঙ্গে ল'য়ে দয়াল ঠাকুর।
চলিলেন সাহেবের কুঠি জোনাসুর॥
মৃদ্ধৌত-মার্জ্জিত কেশ বেঁধে রেখেছিল।
অর্দ্ধপথে গিয়া সবে চুল ছেড়ে দিল॥
উড়েছে চিকুর যেন ঠিক ব্যোম-কেশ।
চলিল কবরী ছাড়ি বিশে দরবেশ॥
আগে যায় বিশ্বনাথ নাচিয়া নাচিয়া।
তার পিছে নেচে যায় গোবিন্দ মতুয়া॥
মাঝে মাঝে গোবিন্দ মতুয়া দেয় লম্ফ।
জ্ঞান হয় তাহাতে হ'তেছে ভূমিকম্প॥
পাগলের দল যায় তার আগে আগে।
হীরামন যায় ঠাকুরের অগ্রভাগে॥
ঠাকুরের পিছে পিছে যায় দশরথ।
পিছেতে মতুয়া জুড়ে ঘাট মাঠ পথ॥
দশরথ গান করে নিজকৃত পদ।
সবে গায় তাহা প্রেমে হ'য়ে গদগদ॥
মহাপ্রভু পিছে যত ভক্তগণ ধায়।
ঠাকুরের সম্মুখেতে কেহ নাহি যায়॥
আগ্নেয় মেঘেতে যেন উল্কার পতন।
সবাকার কণ্ঠস্বর হ'তেছে তেমন॥
আগে পাছে ঠাকুরের বহু লোক ধায়।
জড়াজড়ি ধরাধরি ধরাতে লোটায়॥
রক্ত জবা সম চক্ষু কাল মণি ঘেরা।
তার মধ্যে জ্যোতি যেন আকাশের তারা॥
ঠাকুরের আগে আগে হীরামন ধায়।
ঠিক যেন বীরভদ্র যায় দক্ষালয়॥
ঠাকুরের পিছে চারিখানা খোল বাজে।
অষ্ট জোড়া করতাল বাজে তার মাঝে॥
পশ্চিম দিকেতে প্রভু করেছে গমন।
মুখপদ্মে ঝলসিছে সূর্য্যের কিরণ॥
রক্তবর্ণ চক্ষু কাল ফণী মণি ঘেরা।
ভুরুধনু মণি র'ক্ষে দিতেছে পাহারা॥
ভালে কোঁটা শশীছটা হ'য়েছে সংযোগ।
তাহাতে ঘটেছে যেন পুষ্প-বন্ত যোগ॥
দূর হ'তে সাহেব করেছে দরশন।
রামতনু অগ্রে গেল সাহেব সদন॥
সাহেব জিজ্ঞাসা করে রামতনু ঠাই।
ঘোর শব্দ ভীমমূর্ত্তি কি দেখিতে পাই॥
বাজে খোল করতাল হুহুঙ্কার রোল।
এত লোক কোথা হ'তে আসিল সকল॥
রামতনু বিশ্বাস কহিছে সাহেবেরে।
ইচ্ছা করিলেন যে ঠাকুরে দেখিবারে॥
সেই প্রভু এসেছেন ল'য়ে ভক্তগণ।
মহা সংকীর্ত্তন যেন ভীষণ গর্জ্জন॥
সাহেব কহিছে তনু এত ভক্ত যার।
সামান্য মনুষ্য নহে বুঝিলাম সার॥
রাজা রামরত্ন রায় আমি কর্ম্মচারী।
এতলোক একত্রিত করিতে না পারি॥
যদি একত্রিত হয় রাজ দণ্ড ভয়।
হেতু বিনা এত লোক ভীড় কেন হয়॥
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে দেখি চা'র পাঁচ শত।
হেলে দুলে নাচে গায় যেন মদ মত্ত॥
লোকে অসম্ভব এই অলৌকিক কার্য্য।
ক্ষণ-জন্মা লোক ইনি করিলাম ধার্য্য॥
সাহেবের মাতা ছিল খট্টায় শয়ন।
ডিক কহে মাদার করহ দরশন॥
দেখ মা ঠাকুর এল কামরা বাহিরে।
মতুয়ারা উপস্থিত কুঠির উপরে॥
বিশ্বনাথ দরবেশ প্রেমে মত্ত হ'য়ে।
ধরণী পতিত হয় নাচিয়ে নাচিয়ে॥
দাঁড়াইয়া কামরার দরজা সম্মুখে।
সাহেবেরা মাতা পুত্রে ম'তো দিগে দেখে॥
সাহেবের মাতা য'বে করে দরশন।
এমন সময় ক্ষান্ত করিল কীর্ত্তন॥
একে একে সাহেব করিয়া দরশন।
বলে তনু কহত ঠাকুর কোন জন॥
সাহেবের মাতা বলে শুন বাছা ডিক্।
ঠাকুরে দেখিয়া কি করিতে নার ঠিক॥
আজানুলম্বিত ভুজ চৌরাশ কপাল।
উর্দ্ধরেখা করে, চক্ষু কর্ণায়ত লাল॥
চুল ছেড়ে দাঁড়িয়াছে ঠাকুর ঐ জন।
স্বভাবত রূপ যেন ভুবন মোহন॥
ভাল মত ঠাকুরকে দেখ হ'য়ে স্থির।
দেখেছ কাঙ্গালী মাকে এই তার পীর॥
মনুষ্যের শরীরে কি এত হয় জ্যোতি।
পবিত্র চরিত্র যেন ঈশ্বর মূরতি॥

আমাদের অধিকারে হেন লোক আছে।
এ ঠাকুরে দেখিলে মনের দুঃখ ঘুচে ॥
সাহেব কহিছে তন্থ ঠাকুরকে আন।
নিকটে আস্থন উনি দূরে র'ন কেন ॥
মাদার চিনেছে ভাব ভঙ্গিতে নিশ্চিতে।
আমিও ঠাকুরে চিনে লই ভালমতে ॥
ঠাকুর বুঝিয়া সাহেবের অভিপ্রায়।
আগু হ'য়ে সাহেবের নিকটে দাঁড়ায় ॥
সাহেবের মাতা দেখে হ'য়ে অনিমিখ।
সাহাবেরে বলে তোম দেখ দেখ ডিক্‌ ॥
হিন্দু বলে শ্রীহরি যবনে বলে আল্লা।
দরবেশ ফকিরে যারে বলে যে হেলাল্লা ॥
বৌদ্ধ যারে বুদ্ধ কহে খ্রীষ্টে বলে যীশু।
এই তিনি নররূপে উদ্ধারিতে বসু ॥
সাহেব আনিয়া দিল চেয়ার পাতিয়া।
ঠাকুরকে বলিলেন বৈঠহ আসিয়া ॥
ঠাকুর কহেন একি কহ অসম্ভব।
চেয়ারে কি বৈসে কভু ঠাকুর বৈষ্ণব ॥
সাহেব কহে ঠাকুর যে ইচ্ছা তোমার।
যথা ইচ্ছা তথা বৈঠ হাম পরিহার ॥
গান ক্ষান্ত দেহ কেন গাও গাও গাও।
নাচিয়া গাহিয়া সব মেরা পাছ আও ॥
কামরার বাহিরেতে সকলে বসিয়া।
পদ ধরি কেহ কেহ উঠেছে নাচিয়া ॥
নাচিয়া নাচিয়া করে হরি সংকীর্ত্তন।
কেহ কেহ শিবনেত্র ধরায় পতন ॥
নাচে গায় দশরথ দিতেছে চিৎকার।
শিঙ্গাস্বরে বার বার করে হুহুঙ্কার ॥
লোমকূপ কণ্ডু লোম কণ্টক আকার।
মস্তকে চৈতন্যশিখা উদ্ধ হয় তার ॥
ক্ষণে ক্ষণে ধরাতলে পড়ে দশা হ'য়ে।
গোবিন্দ মতুয়া উঠে ফিকিয়ে ফিকিয়ে ॥
শয়নে স্বপনে কিম্বা মল মূত্র ত্যাগে।
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম যার মুখে জাগে ॥
সে বদন হরি হরি হরি বলে মুখে।
বিকারের রোগী যেন উঠে কালহিক্কে ॥
কাঁদে আর নাচে মাথা স্কন্ধে ঘুরাইয়ে।
ফিরিয়া ঘুরিয়া নাচে বিমুখ হইয়ে ॥
উলটিয়ে মাথা নিয়ে পায়ের নিকটে।
সেই ভাবে হরি বলি পাল্‌টিয়া উঠে ॥

নাচিতে নাচিতে যায় কামরা ভিতর।
শতধারে চক্ষে বারী সাহেবের মার ॥
কুবের বৈরাগী নাচে মুখ ফুলাইয়া।
অলাবুর পাত্রদেয় পেটে ঠেকাইয়া ॥
গোপীযন্ত্র পরে অগ্নি মারিয়া থাবড়।
নাচিতে নাচিতে যায় কামরা ভিতর ॥
গোসাই গোলোক যেন বাণ বেড়াপাক।
ফিরে ঘুরে নাচে যেন কুম্ভকার চাক ॥
দরবেশ বিশ্বনাথ চুল ছেড়ে দিয়ে।
উগ্রচণ্ডা নাচে যেন হাতে খাণ্ডা ল'য়ে।
নাচিতে নাচিতে যায় পুলকে পূর্ণিত।
অনিমিষ রক্ত চক্ষু করয় ঘূর্ণিত ॥
নেচে নেচে যায় সাহেবের মার ঠাই।
ফিরে ঘুরে নাচে যেন দিল্লীর স্থবাই ॥
নেচে নেচে লেংটী খ'সে হইল উলঙ্গ।
মেম আছে কাছে তাতে নাহি ভুরুভঙ্গ ॥
অশ্রুপূর্ণ নেত্র সাহেবের মা দেখিয়া।
সাহেবের স্কন্ধ পরে বাহুখান দিয়া ॥
বাম হস্ত সাহেবের গলায় গ্রন্থিক।
ডা'ন হাত তুলে বলে চেয়ে দেখ ডিক ॥
ইহারা নাচিছে সবে হ'য়ে জ্ঞানশূন্য।
বাহ্য জ্ঞান নাহি এরা রহিত চৈতন্য ॥
একে রাজবংশ তুমি তাতে জমিদার।
রাজা প্রজা এই ভয় থাকেত প্রজার ॥
আরো আমি বামা লোক আছি সম্মুখেতে।
উলঙ্গ হইতে নারে বিকার থাকিতে ॥
নির্ব্বিকার দেহ ঈশ্বরেতে প্রাণ দান।
লজ্জা ঘৃণা মরা বাঁচা একই সমান ॥
বেলা অপরাহ্ন হ'ল যেতে কহ দেশে।
এই সব সাধুদিকে পাষণ্ডীরা দোষে ॥
অধিনস্থ মধ্যগাতী তুমি হও রাজা।
পাষণ্ডী প্রজাকে এনে তুমি দেও সাজা ॥
অগ্রভাগে ডেকে এনে করহ বারণ।
আর যেন সাধু হিংসা না করে কখন ॥
সাহেবের মাতা বলে ওরে ডিক আয়।
সেলাম করহ সবে ঠাকুরের পায় ॥
সেলাম করিল যদি সাহেবের মাতা।
পরিবার সহ ডিক নোয়াইল মাথা ॥
ঠাকুরের সম্মুখেতে সাহেব দাঁড়ায়।
সেলাম করিয়া সবে করিল বিদায় ॥

সাহেবের মার্তা কহে শুনহে ঠাকুর।
সুখে যেন থাকে ডিক কুঠি জোনাসুর॥
কুঠি হ'তে ম'তো সব হইল বিদায়।
চতুর্গুণ স্ফূর্ত্তি হ'ল হরিগুণ গায়॥
নাচে গায় সব সাধু হীরামন হাসে।
সবে সম সম ভাব একই উল্লাসে॥
হীরামনে দেখি ডিক সাহেবের মায়।
বলে ডিক এই লোক সামান্য ত নয়॥
ঠাকুরে দেখিয়া মন জীবন প্রফুল্ল।
ইহাকেও দেখা যায় ঠাকুরের তুল্য॥
যারে দেখে সেই যেন ভাবের পাগল।
নাচে গায় ঢ'লে পড়ে প্রেমেতে বিহ্বল॥
এক বস্ত্র পরিধান নহে ধৌত কাঁচা।
অর্দ্ধবাস গলে বেড়া নাহি দেয় কোঁচা॥
পিছু হ'তে বোধ হয় বাঙ্গালী প্রকৃতি॥
সম্মুখে দেখায় যেন পুরুষ আকৃতি।
ক্ষণে নারী ক্ষণে নর বলে বোধ হয়।
গভীর চরিত্র যেন চিনা নাহি যায়॥
দয়াল শ্রীহরি সাহেবেরে দিল চিনা।
হরিগুণ গাও সদা তারক রসনা॥
শেষ লীলা লীলার প্রধান সর্ব্বসার।
হরি হরি বল কহে কবি সরকার॥

মহাপ্রভুর কুঠি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

নাচিতে নাচিতে চলে, মতুয়ার গণ মিলে,
বাহু তুলে বলে হরিবল।
কেহ আগে কেহ পিছে, গেল সে নিয়ম ঘুচে,
চলিল যেন চৌদ্দ মাদল॥
কেহ করে গাল বাদ্য, কেহ করে কক্ষ বাদ্য,
কেহ কেহ বক্ষঃ চাপড়ায়।
বাহুতে মারিয়া থাবা, কেহ বলে কই বাবা,
কেহ এক চরণে লাফায়॥
কেহ বলে জয় জয়, জয় হরি চাঁদ জয়,
কেহ বলে জয় হীরামন।
বিশে দরবেশ জয়, গোলোক চাঁদের জয়,
কেহ বলে জয় ভক্তগণ॥
জয় দশরথ জয়, জয় রামতনু জয়,
জয় জয় ত্রিভুবন জন।
ডিক সাহেবের জয়, জয় তার মাতৃ জয়,
পলাইল দুরন্ত শমন॥
কেহ বলে বল ওকি, শমন প'লাবে সেকি,
পালাবে কি শমন আসুক।
এই কীর্ত্তনের মাঝে, কাঙ্গাল বেহাল সেজে,
যম এসে সঙ্গেতে নাচুক॥
সুমধুর উচ্চৈঃস্বরে, দৈব বাণী শূন্যোপরে,
বলে আমি এসেছি শমন।
আছি কীর্ত্তন উৎসবে, তোমরা মহৎ সবে,
আমারে তাড়াও কি কারণ॥
এই মত ভাবাবেশে, দশরথ বাড়ী এসে,
হরি বলে নাচে আর গায়।
সবে সমভাব ধরে, কে কারে বারণ করে,
অর্দ্ধ বিভাবরী [illegible] হয়॥
মাধ্যাহ্নিক দ্রব্য যত, উদ্বর্ত্ত আছিল কত,
তাহা সব হ'য়েছে রন্ধন।
ঠাকুরের আজ্ঞাপেয়ে, সংকীর্ত্তন ক্ষান্ত দিয়ে,
বসিলেন করিতে ভোজন॥
সদ্য ঘৃত মাখনাদি, ভোজ শেষ ক্ষীর দধি,
দিলেন প্রহ্লাদ চন্দ্র ঘোষ।
সুপদ্রব্য আর যত, দিতেছেন দশরথ,
সবে খায় হইয়া সন্তোষ॥
সবার ভোজন হ'লে, প্রভু হরি চাঁদ বলে,
ঠাই নাই শয়ন দিবার।
যে টুক আছে শর্ব্বরী, বল সবে হরি হরি,
প্রভাতে যাইও নিজ ঘর॥
শীঘ্র আচমন করি, সবে বলে হরি হরি,
প্রেমাবেশে রজনী পোহায়।
মহাভাবাবেশ রঙ্গে, ভক্তগণ লয়ে সঙ্গে,
মহাপ্রভু যান নিজালয়॥
হরিচাঁদ সুধালীলা, পদ্মমধু পদ্মবিলা,
যত কিছু শুনিয়াছ তার।
যে কিছু শুনি শ্রবণে, ধ্যানে জ্ঞানে দৈবে জেনে,
রচিল বাসনা রসনার॥

চতুর্থ তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণ দাস।
জয় শ্রী বৈষ্ণব দাস জয় গৌরিদাস ॥
জয় শ্রী স্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার ॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রী গোলোক চন্দ্র জয় শ্রীলোচন ॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময় ॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কুর আত্মসাৎ।

শ্রীমদ্গোলোক কীর্ত্তনীয়ার উপাখ্যান ॥

পয়ার।

মল্লকাঁদি বাসী কীর্ত্তনীয়া রঘুনাথ।
তস্য জেষ্ঠ পুত্র নাম শ্রীগোলোক নাথ ॥
রামভক্ত করিতেন রামায়ণ গান।
গন্ধর্ব্বের মধ্যে যেন গালব প্রধান ॥
নারদ করিল শিক্ষা গালব নিকটে।
রাগ রাগিণীতে তেম্নি শ্রীগোলোক বটে ॥
একদিন ডুমরিয়া গ্রামেতে আসিল।
সিকদার বাটীতে অতিথি হ'য়েছিল ॥
সূর্য্য নারায়ণ সিকদার ডুমরিয়া।
গোলোকে রাখিল অতি যতন করিয়া ॥
নিশী ভোর সুখ তারা প্রভাতী গগণে।
ব্রহ্ম মুহূর্ত্তের কালে জেগে দুইজনে ॥
করিছেন হরিনাম দুই মহাশয়।
গোলোক কহিছে বড় ভাল এ সময় ॥
বৈশাখী দ্বাদশী দিন ভায়রো বসন্ত।
শুনাও বসন্ত গান বাসনা একান্ত ॥
সূর্য্য গায় বসন্ত অন্তরা গায় যবে।
গোলোক রাগিণী ধরে মধুর স্বরবে ॥
কোথা হ'তে আসিল কোকিল একঝাক।
ঘরের চালের পরে পড়িল বেবাক ॥
কীর্ত্তনীয়া মহাশয় তান ধরে যবে।
সঙ্গে সঙ্গে তান দেয় পিককুল সবে ॥
স্বরের সঙ্গেতে সেই বিহঙ্গম সব।
জ্ঞান হয় করে যেন হরে কৃষ্ণ রব ॥
কিছুক্ষণ পরে সেই কোকিলের গণ।
কতক ঘরের মাঝে পশিল তখন ॥
কতক পীড়ির পরে কতক ধরায়।
স্বরে স্বর মিশাইয়া অশ্রু ধারাবয় ॥
গান ক্ষান্ত ভানুদিত কিরণ ছড়া'ল।
কুহুরবে পিক সব উড়িয়া চলিল ॥
এমনি গায়ক ছিল ভক্ত শিরোমণি।
মাতাইল রামায়ণ সঙ্গীতে ধরণী ॥
রামায়ণ গান যদি হ'ত কোন খানে।
বাল বৃদ্ধ যুবা মত্ত হইত সে গানে ॥
রাম রাম বলি যবে ধরিতেন তান।
স্মৃতি শূন্য হ'ত কারু না থাকিত জ্ঞান ॥
এই ভাবে গান ক'রে জগৎ মাতা'ল।
এবে শুন যে ভাবেতে হরিবোলা হল ॥
বাতব্যাধি হ'য়ে ক্রমে অঙ্গ পড়ে গেল।
ধরাশয্যা গত ক্রমে অচল হইল ॥
সবে বলে হরি ঠাকুরের কাছে চল।
তাহার কৃপাতে কত রোগ মুক্ত হৈল ॥
এদেশে আসেন তিনি রাউৎখামার।
এ গ্রামে ও এসে থাকে মৃত্যুঞ্জয় ঘর ॥
সেই ঠাকুরেকে ভক্তি কর মহাশয়।
মরা জীয়াইতে পারে যদি দয়া হয় ॥
গোলোক বলেছে আমি ঠাকুর না মানি।
ওর মত ঠাকুর কত মোট বৈতে আনি ॥
সবে বলে নিকটেতে আছেন ঠাকুর।
রাউৎখামার, গ্রামে নহে বেশী দূর ॥
চল তোমা ধরে লয়ে যাই সেই বাড়ী।
গোলোক বলেরে দিলি ভবনদী পাড়ি ॥
একেবারে এসেছেন গৌর নিতাই।
আজ বুঝি উদ্ধারিবে জগাই মাধাই ॥

রঘু কীর্ত্তনের বেটা গোলোক কীর্ত্তনে।
ওর মত ঠাকুর ত আমরা মানিনে॥
কোথা কার বেটা এসে ঠাকুর কোলায়।
ওর মত ঠাকুরে আমার জুতা বয়॥
ওর মত লোকে মোর নার দাড়বায়।
ওর মত লোকে মোর পা ধুয়ে বেড়ায়॥
যত সব মূর্খ ভেড়ে ঠাকুর পেয়েছে।
ঠাকুরালী খাটেনা এ গোলোকের কাছে॥
ও ঠাকুর যে মানুষ আমি সে মানুষ।
আমি বুঝি নারী অই ঠাকুর পুরুষ॥
যা থাকে কপালে হ'বে হয় হো'ক ক্লেশ।
কোথা হ'তে স্বয়ং এল কলি অবশেষ॥
আত্ম পরিজন আর প্রতিবাসী লোকে।
সবে মিলে ব'লে ক'য়ে বুঝায় গোলোকে॥
এ সময় গৌরব তোমার ভাল নয়।
অহংকার ছাড় এই অন্তিম সময়॥
অসুরত্ব বীরত্ব এখনে পরিহরি।
আত্মা শুদ্ধ করিয়া বলহ হরি হরি॥
ঠাকুরের নাম হরি-দেয় হরি নাম।
ইহ কালে পরকালে পুরে মনোস্কাম॥
নহে দেব দেবী নহে কোনরূপ বার।
দেখিলে প্রত্যয় হ'বে স্বয়ং অবতার।
হীরামন ম'রেছিল বাচাইল প্রাণে।
গোলোক বদন বাচিয়াছে প্রভু গুণে॥
শ্রীহরি চাঁদের গুণে বলি হারি যাই।
ছিল ক্ষুদ্র নমঃশূদ্র হ'য়েছে গোসাই॥
যাইতে হইবে শুদ্ধ ভকতি করিয়া।
মন যদি নাহি লয় আসিও ফিরিয়া॥
গোলোক কহিছে যদি ভকতি করিব।
অভক্তি অন্যায় কথা কেন বা কহিব॥
ভক্তিমন্ত হ'লে মুক্তি থাকে তার সাথ।
গোলোকে তরা'লে বলি গোলোকের নাথ॥
দুর্ব্বাক্য আমি যে কত বলেছি তাহারে।
অন্তর্য্যামী হ'লে তাহা জেনেছে অন্তরে॥
সে কেন করিবে দয়া এ হেন পাপীরে।
মার খেয়ে দয়া করে তারা হ'লে পারে॥
গোলোক কহিছে তবে ল'য়ে চল মোরে।
দেখি তোর সে ঠাকুর কি করিতে পারে॥
কর্ম্ম ক্ষেত্রে ভবজীবে ভোগে কর্ম্ম ফের।
সারিতে না পারে যদি শেষে পা'বে টের॥
যদি বলিবারে পারে হৃদয়ের কথা।
তবে তার শ্রীচরণে নমিব এ মাথা॥
চারি পাঁচ জন ধরে নিল নৌকা পরে।
শয়ন অবস্থা ধরে নিল খাল পারে॥
হাতে হাতে ধরাধরি শূন্যে শূন্যে রাখে।
ঠাকুরের কাছে গিয়া ফেলিল গোলোকে॥
ঠাকুর আছেন বসে উত্তরের ঘরে।
গোলোকে রাখিল নিয়া পীড়ির উপরে।
প্রভু বলে ও কারে করিলি আনয়ন।
এ নাকি শ্মশান ভূমি করিবি দাহন॥
মরা এনে কেন ফেলাইলি মোর কাছে।
মরা মাদারের গাছ গাজীর নামে বাচে॥
নিয়া যা তোদের মরা দূরে নিয়া রাখ।
গাজী নামে সিনি মেনে এক মনে থাক॥
সঙ্গে যারা এসে ছিল করে পরিহার।
তারা কহে হাজী গাজী তুমি সর্ব্বসার॥
তুমি ওঝা তুমি বৈদ্য তুমি ধন্বন্তরী।
তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষ্ণু তুমি হর হরি॥
ঠাকুর বলেন আমি কিসের মানুষ।
বিদ্যা বুদ্ধি হীন আমি অতি কাপুরুষ॥
রঘু কীর্ত্তনের বেটা গোলোক কীর্ত্তনে।
আমি কি মানুষ বাপু উহার ওজনে॥
মোর মত লোক ওর পা'র জুতা বয়।
মোর মত লোক ওর পা ধুয়ে বেড়ায়॥
মোর মত লোক ওর নার দাড় বায়।
মোর মত লোক ওর মোট বয়ে খায়॥
কলি কালে নাহি কোন স্বয়ং অবতার।
নদীয়া বারের পর বার নাহি আর॥
কোথা হ'তে আসিয়াছি ঠাকুর কিসের।
ব্যাধি যদি নাহি সারে শেষে পা'ব টের॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈল গোলোকের মন।
উঠিতে না পারে বলে দেহ শ্রীচরণ॥
অপরাধ করিয়াছি বলে জানা'ব কি।
আমি দৈত্য মদে মত্ত পাষণ্ডী দেমাকি॥
ব্রহ্মাণ্ডেতে নাহি আর মো সম পাতকী।
সুখে মত্ত হইয়া হয়েছি চির দুঃখী॥
যারা মোরে আনিয়াছে তোমার নিকট।
তাহাদের সঙ্গে আমি করিয়াছি হট॥
সবে বলে তুমি নাকি স্বয়ং অবতার।
ত্যক্ত হ'য়ে তাদের করেছি কটূত্তর॥

আমিত পাষণ্ডী নাহি ভকতি আমার।
তুমিত করুণা নিধি আমি দুরাচার ॥
পতিত পাবননাম ধর দয়াময়।
এমন পতিত আর পাইবা কোথায় ॥
কোন যুগে পেয়েছ কি এমন পতিত।
মহাউদ্ধারণ নাম ধর কর হিত ॥
অজামিলে উদ্ধারিলে সে হয় ব্রাহ্মণ।
পূর্ব্বে তার ছিল কত সাধন ভজন ॥
মাতৃ সেবা পিতৃ সেবা করিত সদায়।
বৈষ্ণব আচার ছিল সরল হৃদয় ॥
মায়া নারী দিয়া তারে মোহে পুরন্দর।
সেই মায়া নারী সঙ্গে করে পাপাচার ॥
নারায়ণ নাম ল'য়ে হইল উদ্ধার।
তাহাতে দয়াল নাম না হ'ল প্রচার ॥
কলিকালে দয়াল অবতারে দুটি ভাই।
উদ্ধার করিলে প্রভু জগাই মাধাই ॥
ব্রহ্ম বংশে অবতীর্ণ জন্মা'লে দোহারে।
নাম ব্রহ্ম প্রচারিয়া দস্যুবৃত্তি করে ॥
না করে বৈষ্ণব নিন্দা পরস্ত্রী হরণ।
এ সকল পাপ না করিল কদাচন ॥
জোর জার করে খেত মারিয়া কাড়িয়া।
তাহা দোহে উদ্ধারিলে নাম ব্রহ্ম দিয়া ॥
তোমাদের দয়াগুণ করিলে প্রচার।
তাহারা হইতে হ'ল তোমায় উদ্ধার ॥
উদ্ধারিলে হীরানটী প্রচারিলে ভক্তি।
দারু ব্রহ্ম অবতারে, তারে কৈলে মুক্তি ॥
ভক্তিহীন জ্ঞানহীন আমি পাপাচারী।
পশু হ'তে পশুগণ্য মিছা দেহ ধরি ॥
ঠাকুর বলেন বাছা নহেত কপট।
আমার মত ঠাকুরে বহে তোর মোট ॥
জগতের মোট বহী ঘুচাই সংকট।
দেরে মোট উঠাইয়া বহি তোর মোট ॥
গোলোক বলিছে মোট দিব দয়াময়।
হেন শক্তি দেহ যদি তবে দেওয়া যায় ॥
মোট যদি নিতে চাইলে বলিলে শ্রীমুখে।
তবে মোট নিতে হ'বে এই দায় ঠেকে ॥
তুমিত করুণা ময় এবে গেল বোঝা।
নিজ শক্তি প্রকাশিয়া তুলে লও বোঝা ॥
ঠাকুর বলেন ভাল ঠেকাইলি দায়।
নিলাম এ বোঝা তোর গা তুলিয়া বয় ॥

গোলোকের দেহে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল।
গেল রোগ সে গোলোক উঠিয়া বসিল ॥
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু বহিতে লাগিল।
ঠাকুরের পদধরি স্তব আরম্ভিল ॥
ভুভার হরণ জন্য তব অবতার।
এবার হরহে! হরি গোলোকের ভার ॥
পাষণ্ড দলন কৈলে গৌর অবতারে।
পাপ শিরোশ্ছেদ কৈলে দয়াঅস্ত্র ধরে ॥
চক্রধারী দয়া সুদর্শন চক্রধরি।
ভুভার হরণ কর গোলোকে উদ্ধারি ॥
প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি ভুভার হরিবা।
সাধু পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতি নাশিবা ॥

শ্লোক।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থয় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

পয়ার।

এ তোমার স্বীয় কার্য্য না করিলে নয়।
যার যে স্বভাব তাহা খণ্ডন না যায় ॥
মনে ভাবি হেন কর্ম্ম না করিব আর।
স্বভাবে করয় কর্ম্ম কি দোষ আমার ॥
তব দয়া লীলাগুণ নাম গুণ কত।
কে বর্ণিতে পারে তাহা অক্ষম অনন্ত ॥
যা কিছু বর্ণনা করি বলিবারে চাই।
বর্ণনায় দোষতার তুলনাই নাই ॥
যদ্যপি ভৎসনা করি তবু তুমি সাই।
জিহ্বা মন বাক্য তুমি গো-লোক গোঁসাই ॥
বিধি বিষ্ণু শিব তোমা চিনিতে না পারে।
বর্ণেহারে বর্ণেশ্বরী বাগীশ্বরী হারে ॥
অনন্ত তোমার লীলা বুঝে শক্তি কার।
বিধিহর হারে আর মানব কি ছার ॥
ভাগবতে শ্রীমুখেতে করেছ স্বীকার।
আমার যে লীলা তা আমার বোঝা ভার ॥
ভাল হ'ল ব্যাধি হ'ল মঙ্গল লাগিয়া।
পাইনু পরম পদ সেই সেতু দিয়া ॥
এই মত স্তুতি বাক্য বলিতে বলিতে।
বেলা অপরাহ্ণ হ'ল বিশুদ্ধ ভাবেতে ॥
প্রভু বলে যা গোলোক যা এখন ঘরে।
ভক্তি গুণে বন্দী রহিলাম তোর তরে ॥
গোলোক বলিছে আর নাহি দিব ছাড়ী।
ভক্তি নাই দয়া করে চল মম বাড়ী ॥

ঠাকুর বলেন বাছা তুমি যাও ঘরে।
তুমি যাও এবে আমি যা'ব তার পরে ॥
ঠাকুরে প্রণাম করি গোলোক উঠিল।
হরিধ্বনী দিয়া গৃহে হাটিয়া চলিল ॥
সভাতে যতেক লোক ছিলেন বসিয়া।
সবে করে হরিধ্বনী আশ্চর্য্য মানিয়া ॥
ঘরে ঘরে হুলুধ্বনী করে রামাগণে।
গোলোক উদ্ধার হ'ল কহে সর্ব্বজনে ॥
গোলোক হইল ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত।
পাশরিতে নারে গুণ সদা করে ব্যক্ত ॥
দিবা বিভাবরী হরিনাম সংকীর্ত্তন।
রহিচাঁদ প্রীতে হরি বলে সর্ব্বজন ॥
হরিচাঁদ ল'য়ে যত ভক্তগণ সাথে।
মাঝে মাঝে যান সেই গোলোকের বাড়ীতে ॥
মহানন্দ চিদানন্দ সৌর কর রাশী।
দিবানিশী সমভাতি গার্হস্থ্য সন্নাসী ॥
শ্রীশ্রীহরি লীলামৃত পদ্ম প্রস্ফুটিত।
ভক্ত বৃন্দ মধু পিয়ে হ'য়ে হরষিত ॥
হরিলীলা পদ্মমধু পিয়ে সর্ব্বজীবে।
রসনা বাসনা হরি হরি বল সবে ॥

বিধবা-রমণীর ব্যাধিরূপ পৈশাচিক দৃষ্টিমোক্ষণ ॥

পয়ার।

একদা প্রভুকে দেখি যাইয়া শ্রীধাম।
অপরাহ্ণ সময়ে বিদায় হইলাম ॥
আমি আর মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস দুজন।
তিলছড়া গ্রামেতে করিনু আগমন ॥
উতরিনু শ্রীনবীন বিশ্বাসের বাড়ী।
তিনি রাখিলেন বড় সমাদর করি ॥
আমাদের সংবাদ পাইয়া একনারী।
নবীনের বাটীতে আসিল ত্বরা করি ॥
সমস্ত রজনী হরিনাম সংকীর্ত্তন।
সেই নারী বিষাদিতা মলিন বদন ॥
নাহি আর অন্যকথা করেছে রোদন।
গোস্বামীর পদে মাথা কুটিছে কখন ॥
একবার দুই হাতে দুটি পদধরে।
কতক্ষণ রাখিলেন বক্ষের উপরে ॥
চারিদণ্ড রজনী আছয় হেনকালে।
হরিনাম সংকীর্ত্তন সবে ক্ষান্ত দিলে ॥
সকলেকে শয্যা দিয়া শুইল গোসাই।
একা সেই দুঃখিনীর চক্ষে নিদ্রা নাই ॥
হেন অবকাশে সেই নারী কাঁদে খেদে ॥
ধরিলেন মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামীর পদে ॥
অনাথা বিধবা আমি দুঃখিনী যুবতী।
ধরিপায় সদুপায় কর মহামতি ॥
জলোদরী বেয়ারাম হ'য়েছে আমার।
দুঃখিনীরে কর এই রোগে প্রতিকার ॥
মৃত্যুঞ্জয় বলে আমি উপায় না দেখি।
কর্ম্মফল ফলিয়াছে আমি করিব কি ? ॥
প্রভাতে উঠিয়া মোরা যাই নিজালয়।
সে নারী কাঁদিয়া ধরে গোস্বামীর পায় ॥
তারক কহিছে আর সহেনা পরাণে।
তুচ্ছ ব্যাধি জন্য এত নিষ্ঠুরতা কেনে ॥
যাহা ইচ্ছা দয়াকরে তাহা তিনি বলে।
শেষকালে যা থাকে তা হবে ওর ভালে ॥
মৃত্যুঞ্জয় বলে ওড়াকান্দি যাত্রা কর।
প্রণামী প্রণামী দিয়া পাদপদ্ম ধর ॥
পাঁচশিকে ল'য়ে তুই যাস ওড়াকাঁদি।
মহাপ্রভু পদে পড়ে কর কাঁদা কাঁদি ॥
সেই নারী তাহা শুনি গিয়া নিজধাম।
নিশী জাগরণে জপে হরিচাঁদ নাম ॥
কেমনে পাইব আমি প্রভুর চরণ।
বিনা সাধনার নাহি পাব দরশন ॥
হরিচাঁদ উদ্দেশে থাকিয়া করি আশা।
বহু নিশী জাগরণে করিল তপস্যা ॥
প্রাতে উঠি একদিন মনে কৈল যুক্তি।
এ বিপদে হরিপদ বিনে নাহি মুক্তি ॥
আমা হ'তে নাহি হ'বে সাধন ভজন।
ভরসা প্রভুর নাম পতিত পাবন ॥
ওড়াকাঁদি গেল নারী কাঁদিতে কাঁদিতে।
দেখে একা বসে প্রভু পুকুর পাড়ীতে ॥
পাঁচশিকা জরিমানা রেখে পদ পরে।
প্রণাম করিয়া নারী হরিপদে পড়ে ॥
প্রভু দেখে পেটে ব্যাধি নহে কদাচন।
"পৈশাচিক" দৃষ্টি যেন উদরী লক্ষণ ॥
দণ্ডবৎ করি যবে শ্রীপদে পড়িল।
দয়াকরি পাদপদ্ম মস্তকেতে দিল।

গলে বস্ত্র করযোড়ে উঠিয়া দাঁড়াল।
হরি হরি বলে নারী কাঁদিতে লাগিল ॥
বাহুতে দেখায় পদ দিল মেয়েটীরে।
শ্রীপদ পরশ করে পিশাচের শিরে ॥
পাদস্পর্শে সে পিশাচ মুক্তি হ'য়ে গেল।
ব্যাধি মুক্ত রমণী সে পূর্ব্ববৎ হ'ল ॥
প্রভু বলে কেন আলি আমার সাক্ষাতে।
মৃত্যুনের কথা মত আইলি মরিতে!
আসিলি করিলি ভাল মম বাক্য ধর।
এ পাপে শ্রীক্ষেত্র ধামে যাহ একবার ॥
মুক্ত হ'লি কি, না হ'লি বল শুনি বাছা।
মোরে এনে দেহ এক ময়ূরের বাচ্চা ॥
পেটে হাত দিয়া তবে সেই নারীকয়।
ওহে প্রভু আমার ঘুচিয়া গেছে দায় ॥
ঠাকুর বলেন মণি পাঁচসিকে দিয়ে।
এত বড় বিপদ কি যা'বি মুক্ত হ'য়ে ॥
তোর পেটে ব্যাধি ছিল পাঁচমাস বটে।
তারে পাঠা'য়েছি আমি ময়ূরের পেটে ॥
পাণ্ডাদের সঙ্গে বাছা ক্ষেত্রে চলে যা।
মোরে এনেদিস্ এক ময়ূরের ছা ॥
সে নারী শ্রীক্ষেত্র গেল জগন্নাথে আর্ত্তি।
রথের উপরে দেখে হরিচাঁদ মূর্ত্তি ॥
নারী বলে কেন আমি আসি এতদূর।
ওড়াকাঁদি আছ যদি দয়াল ঠাকুর ॥
এই সেই সেই এই ভিন্ন ভেদ নাই।
এবে দেখি ময়ুরের বাচ্চা কোথা পাই ॥
রথে থেকে প্রভু বলে বাচ্ছা পাইয়াছি।
দেশেযা দেশেযা আমি ওড়াকাঁদি আছি ॥
এবাণী শুনিল যেন দৈববাণী প্রায়।
দেশে এসে গেল শেষে ওড়াকাঁদি গায় ॥
প্রভুর চরণে নারী নোয়াইল মাথা।
কেঁদে কেঁদে কহে সেই ক্ষেত্রের বারতা ॥
প্রভু বলে ওড়াকাঁদি আমি হরিদাস।
জগবন্ধু বলে তোর হ'ত কি ? বিশ্বাস ॥
তেই তোরে পাঠাইনু শ্রীক্ষেত্র উৎকলে।
বাড়ী যাগো মন যেন থাকে আমা বলে ॥
ওড়াকাঁদি অবতীর্ণ কাঙ্গালের বন্ধু।
কবি কহে ভবসিন্ধু তার কৃপা সিন্ধু ॥

বুধই বৈরাগীর গৃহদাহ বিবরণ ॥

পয়ার।

লক্ষ্মীপুর গ্রামে বুদ্ধিমন্ত চূড়ামণি।
ভাই ভাই ঐক্য হেন নাহি দেখি শুনি॥
একদিন দুই ভাই ওড়াকাঁদি গিয়া।
বাটী আসিলেন মহাপ্রভুকে লইয়া ॥
ক্ষণে গান করে দোহে দিয়া করতালী।
ক্ষণে নাচে দুই ভাই হরি হরি বলি ॥
প্রভুকে আনিয়া ঘরে পুলকিত কায়।
মেয়েরা আনন্দে মগ্ন ঠাকুর সেবায় ॥
হেনকালে দীক্ষা গুরু আইল বাটীতে।
দুটি ভাই আরো পুলকিত হৈল তাতে॥
নামেতে গোবিন্দ চন্দ্র পাল মহাশয়।
অধিকারী কায়স্থ সে পাল উপাধ্যায়॥
রামভদ্র পাল সিদ্ধ পুরুষ রতন।
সেই বংশধর ইনি সাধু মহাজন ॥
রামভদ্র পাল যদি বৃক্ষতলে যেত।
ডাক দিলে পক্ক ফল মাটীতে পড়িত ॥
তাল তাল তোরে ডাকে রামভদ্র পাল।
বলিতে বলিতে অমি পড়িত সে তাল ॥
অকালে অপক্ক ফল বৃক্ষেতে থাকিত।
ডাক দিলে পক্ক হ'য়ে মাটিতে পড়িত॥
আম জাম বদরী বা খর্জ্জুর কাঁটাল।
অন্যে বলে তোরে ডাকে রামভদ্র পাল ॥
বলা মাত্র ফল সব পড়িত তলায়।
অপক্ক থাকিলে পক্ক হ'ত সে সময় ॥
এমন মহৎ লোক রামভদ্র পাল।
তাঁর বংশধর শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র পাল ॥
শুষ্ক কাষ্ঠ ধর্ম্ম তার স্নানাদি দুবেলা।
তিলক ধারণ জপে তুলসীর মালা ॥
এহেন গোস্বামী যবে আসিল বাটীতে।
দুই ভাই আনন্দিত হইল মনেতে ॥
আসিয়া গোবিন্দ কহে বাছারে বুধই।
বসিতে আসন বাছা করিয়াছ কই ॥
চূড়ামণি বুধই কহিছে দুটী ভাই।
মহাপ্রভু নিকটেতে করিয়াছি ঠাই ॥
আমাদের ঠাকুর আছেন যেই ঘরে।
দুই প্রভু সেখানে বসুন একতরে ॥

গুরুদেব গোবিন্দ যাইয়া সেই ঘরে।
বলে বুধ এখানে কি বসা'বি আমারে॥
মেয়েছেলে কত লোক বসিয়াছে ঘরে।
আমি না বসিব এই ঠাকুর গোচরে॥
চূড়ামণি বলে আছ যত বাজে লোক।
বাহিরেতে যাও বৃদ্ধ যুবা কি বালক॥
কেহ না থাকিও আর উত্তরের ঘরে।
মাত্র দুই প্রভু থাকিবেন একতরে॥
শুনিয়া সকল লোক আইল নামিয়া।
ঠাকুরের শয্যাপরে গুরু বৈসে গিয়া॥
মহাপ্রভু বুদ্ধিমন্তে ডাক দিয়া বলে।
কাহাকে আনিলি মোর অঙ্গ যায় জ্বলে॥
পাল বলে গাত্র জ্বলে কিসের কারণ।
বুধইরে কহে পাখা করহ ব্যজন॥
সাধু গুরু দেখিলে মহত সুখে দোলে।
আমি গুরু মোরে দেখে অঙ্গ যায় জ্বলে॥
নেরে বাছা ঠাকুরকে নিবি কোন খানে।
বুদ্ধিমন্ত বলে উঠে আসুন আপনে॥
দক্ষিণ ঘরেতে দিল গুরুদেব স্থান।
সেই ঘরে গুরু তবে করিল প্রস্থান॥
গ্রামবাসী যত লোক পুরুষ বা মেয়ে।
প্রভু দরশনে সবে চলিলেন ধেয়ে॥
কেহ হরি বলে কেহ করে সেবা কার্য্য।
পুলকিত অঙ্গ সব জ্ঞান নাহি বাহ্য॥
দক্ষিণের ঘরে গুরু একা মাত্র রয়।
যেই আ'সে সেই বলে ঠাকুর কোথায়॥
কেহ গিয়া উঁকি মারে দক্ষিণের ঘরে।
ঠাকুরে না দেখে দুঃখে সবে আ'সে ফিরে॥
বুদ্ধিমন্ত গুরুদেবে ভক্তি আদি করে।
পাক করিবারে দিল দক্ষিণের ঘরে॥
পাক জন্য যত কিছু দ্রব্য এনে দিল।
জল ছিটাইয়া সব দ্রব্য ঘরে নিল॥
পুনঃ পুনঃ ধৌত করি পাক পাত্র আদি।
শুষ্ক কাষ্ঠে দিল জল ছিটাইতে বিধি॥
এক মেয়ে সেই কাষ্ঠে জল ছিটাইল।
পরে গুরু শুষ্ক কাষ্ঠ পরশ করিল॥
পুনর্ব্বার জল দিল গুরুদেব তায়।
পাক আরম্ভিল কাষ্ঠে অগ্নি না জ্বলয়॥
গুরু বলে নিত্য নিত্য আমি পাক করি।
শুষ্ক কাষ্ঠ উপরে সিঞ্চন করিবারী॥
এমত কাষ্ঠত আমি পাইনাই কভু।
ঘৃতাদি ঢেলেছি কাষ্ঠ নাহি জ্বলে তবু॥
ধূমায় লোহিত চক্ষু পাক করিবারে।
এত কষ্ট পাই তোরা দেখিলি না মোরে॥
চূড়ামণি রাগ করে মেয়েদের প্রতি।
গুরুদেবে তোরা কেন না করিস্ ভক্তি॥
মেয়েরা বলেছে কাষ্ঠ শুক্না আছিল।
নিজে গুরু জল দিয়া কাষ্ঠ ভিজাইল॥
বুদ্ধিমন্ত চূড়ামণি প্রভুকে জানা'লে।
পাক করে গুরুদের অগ্নি নাহি জ্বলে॥
প্রভু বলে তোর গুরু কায়স্থের ছেলে।
নমঃশূদ্র ভেবে মোরে অবজ্ঞা করিলে॥
ঘৃণা মহাপাপ স্পর্শে পালের হৃদয়।
সেই পাপে অগ্নি তাপ হীন তেজ হয়॥
ব্রহ্ম তেজ বিষ্ণু তেজ অগ্নি তেজ জ্বলে।
সব তেজ নষ্ট হয় আমাকে নিন্দিলে॥
গুরুকে না চিনে [illegible] করে গুরু গিরি।
অহঙ্কারী গুরু কার্য্যে নহে অধিকারী॥
হেন অহঙ্কারী লোক যথা আইসে যায়।
অগ্নি দগ্ধ নৈলে সেই স্থান শুদ্ধ নয়॥
পাকান্তে করুক সেবা তাতে ক্ষতি নাই।
অর্থ লোভে গুরু গিরি এমন গোসাই॥
এই বাক্য মহাপ্রভু যখনে বলিল।
অবিলম্বে পাক কার্য্য সমাধা হইল॥
সেবায় বসিল বহু কষ্টে পাক ক'রে।
দ্বাররুদ্ধ করি সেবা করিলেন পরে॥
সবে বলে দ্বাররুদ্ধ কর কি কারণ।
গুরু বলে না করিও ভোগ দরশন॥
দৈবে যদি কুক্কুরে আসিয়া সেবা দেখে।
কুক্কুর উচ্ছিষ্ট তাহা সেবা করিবে কে॥
বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ নৈবিদ্য তাহা নয়।
প্রসাদ না হ'লে অন্ন বৈষ্ণবে কি খায়॥
সেবা করি গুরু বৈসে আসনের পর।
হেথা প্রভু সেবা কার্য্যে মেয়েরা তৎপর॥
অন্ন লয়ে মেয়ে সব দিলেন প্রভুরে।
ভোজন করেন প্রভু উত্তরের ঘরে॥
একটী কুক্কুর দৈবে আসিল তথায়।
প্রভুর ভোজন পানে একদৃষ্টে চায়॥
জিহ্বা লক্ লক্ করি কাঁপিতে লাগিল।
গৃহ হ'তে প্রভু সেই কুক্কুরে দেখিল॥

পাত্র ল'য়ে প্রভু তবে আসিল বাহিরে।
কুক্কুরে কে অন্ন দিয়া প্রভু সেবা কর॥
পাল গুরু তাহা দেখি করে হায় হায়।
কিসের ঠাকুর এই কুক্কুরে খাওয়ায়॥
হারে চূড় হারে বুধ কাণ্ডজ্ঞান নাই।
এই ঠাকুরেকে ল'য়ে তোদের বড়াই॥
অই বেটা যশোমন্ত বৈরাগীর ছেলে।
ঠাকুর জন্মিবে কেন নমঃশূদ্র কুলে॥
অতিশয় ভাল লোক ছিল যশোমন্ত।
তার ঘরে হেন ছেলে বিধির কি কাণ্ড॥
হরি ভক্তি বিলাসাদি গ্রন্থ নাহি জানে।
কুক্কুর দৃষ্ট নৈবিদ্য খায় সে কারণে॥
না করে আহ্নিক স্নান নাহি জপমালা।
কুক্কুর লইয়া খায় বেশ করে লীলা॥
মেয়ে মর্দ্দে এক সাথে মিশিয়া সকল।
তাল নাই মান নাই বলে হরিবল॥
আমি গুরু আমার নিকটে না বসিয়া।
প্রেমে মত্ত যত মূর্খ কাহারে লইয়া॥
বুধই কহিছে হারে পোঁদা গুরু পাল।
ডাকিলে পড়ে না আর বেল কলা তাল॥
তুমি হও শূদ্র জাতি কায়স্থের কুলে।
গুরু যোগ্য নও গুরু অধিকারী ছেলে॥
গুরু দেখি ভক্তি নাহি হয় শিষ্যমনে।
শূদ্রের অবজ্ঞা হয় দেখিয়া ব্রাহ্মণে॥
হাড়ি মুচি জোলা দেখে ভক্তির উদয়।
গুরু কি শিষ্যের দোষ বুঝিলেই হয়॥
গ্রন্থে কহে অবৈষ্ণব গুরু কর্ত্তে নাই।
আমাদের ভাগ্য দোষে ঘটিয়াছে তাই॥
বিষ্ণুর্জানাতি বৈষ্ণব বলে জ্ঞানীজনে।
নিন্দাকর সাক্ষাতে পাইয়া জনার্দ্দনে॥
রাজসূয় যজ্ঞে কি করিল যদুবীর।
মুচিরামদাস পূজা কৈল যুধিষ্ঠীর॥
যজ্ঞে এল মুনি ঋষি ব্রাহ্মণ প্রধান।
সবার উপরে মুচিরামের সম্মান॥
শ্রীরঘুনাথের খুড়া বুড়া কালীদাস।
ঝড়ু ভুই মালীর উচ্ছিষ্ঠ কৈল গ্রাস॥
কুবের জোলার ছেলে তাত বুনে বৈসে।
কৃষ্ণেয় গলায় মালা পরায় মানসে॥
নকিম তাহার ছেলে দেখিবারে পায়।
আরোপে দিতেছে মালা কৃষ্ণের গলায়॥

চূড়ায় ঠেকিয়া মালা ভূমে পড়ে গেল।
নকিম ডাকিয়া তার পিতাকে বলিল॥
বুনো তাঁত ওহে তাত তবে পা'বে সুখ।
উচুকর হাত খানা আরো একটুক॥
পিতার আরোপ পুত্র আরোপেতে জানে।
অন্তরে কৃষ্ণ আরোপ হাতে তাঁত বুনে॥
তাহার তোড়ানী যেবা ভক্তি করি খায়।
হৃদিপদ্মে কালাচাঁদে সেই দেখা পায়॥
কোন কালে পাল বেটা দেখেছিস তারে।
গালাগালি দিস বেটা মরিবার তরে॥
গৃহ হ'তে একটাকা এনে তাড়াতাড়ি।
প্রণামী বলেছে তুমি শীঘ্র যাও বাড়ী॥
বিদায় করিতে তারে হইল উৎকণ্ঠা।
নাহি গেল বিকালে বাজায় শঙ্খঘণ্টা॥
দেবলা গোপাল শ্রীবিগ্রহ সেবা করে।
প্রভু বলে পাল গুরু সেবা করে কা'রে॥
যে গোপালে পূজা করে ওকি তারে চিনে।
গোপাল উহার পূজা ল'বে কি কারণে॥
ঝাঁজ ঘণ্টা শংখ বাজায়েছে সন্ধ্যা কালে।
তাহা শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ যায় জ্বলে॥
প্রাতে উঠে মহাপ্রভু ওড়াকাঁদি যায়।
বুধই বৈরাগী তার পিছে পিছে ধায়॥
পথে হাটে আর কহে অঙ্গ জ্বলে যায়।
তাহা শুনি পাল গুরু ফিরে ফিরে চায়॥
ওড়াকাঁদি গিয়া প্রভু হৈল উপনীত।
ফিরে এল বুদ্ধিমন্ত হ'য়ে দুঃখ চিত॥
গুরুকে প্রণাম করি বিদায় করিল।
দক্ষিণার টাকা লয়ে গুরু গৃহে গেল॥
অগ্রহায়ণ মাসেতে এই কার্য্য হ'ল।
দৈব যোগে একদিন বিপদ ঘটিল॥
মাঘ মাসে বেলা দেড় প্রহর সময়।
অগ্নি লেগে বাড়ী তার দগ্ধ হ'য়ে যায়॥
দশ বিঘা জমির যে ধান্য গোলা সহ।
ঘর দ্বার শয্যাসব হ'য়ে গেল দাহ॥
হুঁহু শব্দে অগ্নি যদি উঠিলেন জ্বলি।
তার মধ্যে বুদ্ধিমন্ত ঘৃত দিল ঢালী॥
কর যোড়ে গলে বস্ত্র বলেছে বচন।
শ্রীমুখের নিমন্ত্রণ করুণ ভোজন॥
তারপর ওড়াকাঁদি গেল দুটি ভাই।
শ্রীধামে বলিল গিয়া মহাপ্রভু ঠাই॥

বলে ওহে মহাপ্রভু হইয়াছে ভাল।
বাড়ী পুড়ে গেছে এবে লক্ষ্মীপুরচল॥
লক্ষ্মীকান্ত চল যাই লক্ষ্মীপুর গ্রাম।
পরম আনন্দে সবে ল'ব হরিনাম॥
পেড়ো বাড়ী শীতল করিতে কেহ নাই।
সেজন্য তোমাকে নিতে আসি দুটিভাই॥
চল চল মহাপ্রভু ল'য়ে দল বল।
কৃপাবারী সিঞ্চনে করুণ সুশীতল॥
শুনি মহাপ্রভু আর বিলম্ব না কৈল॥
লক্ষ্মীপুর গ্রামে হরি উপনীত হৈল॥
ঠাকুরেকে লয়ে বাড়ী যায় দুটিভাই।
বলে হরি বলরে সুখের সীমা নাই॥
প্রভু সেবা সুশ্রুষাদি করে ভাল মতে।
পাঁচসিকা প্রাণামী দিলেন শ্রীপদেতে॥
এক জোড়া নববস্ত্র আনিয়া তখন।
আদরে চাঁদর ধুতি করিল অর্পন॥
প্রেমানন্দে ভাসে নাই সুখের অবধি।
প্রভুকে রাখিয়া এল্ল ক্ষেত্র ওড়াকাঁদি॥
বিংশ জন ভক্ত ছিল মহাপ্রভু সঙ্গে।
আসিতে যাইতে নাম করে নানা রঙ্গে॥
শ্রীহরির কৃপাদৃষ্টি যাহার উপর।
সংসারের চিন্তা আর থাকেনা তাহার॥
আদেশ করিল প্রভু ভক্তগণ প্রতি।
সকলে করহ দয়া বুধকে সংপ্রতি॥
বুধইর বাটী পূর্ব্বে যত ঘর ছিল।
ঠাকুর কৃপায় তার দ্বিগুণ বাড়িল॥
পোড়া ধান্য অবশেষে" যাহা কিছু ছিল।
তাহাতে সংসার ব্যয় স্বচ্ছন্দে চলিল॥
তারক পারক হেতু দয়িত পাগল।
কবি কহে হরি বল যাবে ভব গোল॥
মহানন্দ চিদানন্দ গ্রন্থ বিরচিত।
ভুলোক আলোক শ্রীগোলোক পুলকিত॥

বুদ্ধিমন্ত বৈরাগীর চরিত্র কথন॥

পয়ার

পাগলের বরেতে সাহসে করি ভর।
আর এক প্রস্তাব লিখিব অতঃপর॥
বুদ্ধিমন্ত বৈরাগীর চরিত্র পবিত্র।
রচনা করিতে মম শক্তি নাই তত্র॥
জয় নগর বন্দরে গিয়াছে বুধই।
হাই ছাড়ে সদা বাবা হরি চাঁদ কই॥
জোনাসুর বুকের উপর দিয়া পথ।
সেপথে যাইতে দেখে বেগুণের ক্ষেত॥
একেত কার্ত্তিক মাস কুঠির উপরে।
নীল, গাঁজা খড়ি পোড়াইত যথাকারে॥
বহু দিন প'চে প'চে মাটী হ'ল সার।
নূতন বেগুণ গাছ তাহার উপর॥
ধ'রেছে বেগুণ মাত্র তোলা নাহি আর।
নূতন বেগুণ সব দেখিতে সুন্দর॥
বুনো জাতি তারা ক্ষেত করিয়াছে ভাল।
নব নব বেগুণে করেছে ক্ষেত আলো॥
দেখি দুই তিন বন্দে বেগুণ উত্তম।
তার মধ্যে এক বন্দ অতি মনোরম॥
বুনো জাতি নাম তার বুধই সর্দ্দার।
তাহার বেগুণ ক্ষেত বড়ই সুন্দর॥
বুদ্ধিমন্ত তাহা দেখি না পারে রহিতে।
যেন কত দায়, নারে সুস্থির হইতে॥
হইল তাহার মনে এ ভাব উদয়।
এ বেগুণ লাগাইব প্রভুর সেবায়॥
বাটী গিয়া বড়সী দিয়া কই মাছ মারী।
সেই মাছ আর এই বেগুণ তরকারী॥
লক্ষ্মীমাতা করে যদি ব্যঞ্জন রন্ধন।
জগন্নাথ খেলে মম সফল জীবন॥
কেমনে বেগুণ নিব অস্থির ভাবিয়া।
হেনকালে এক নারী উপস্থিত গিয়া॥
বুধই তাহাকে বলে শুন ওগো মাতা।
কাহার বেগুণ এই জান সেই কথা॥
নারী বলে জানি আমি বার্ত্তাকীর বার্ত্তা।
বুধই বুনোর ক্ষেত আছে তার মাতা॥
অই দেখা যায় সেই বুধইর বাড়ী।
বুধই বাড়ীতে নাই বাড়ী আছে বুড়ী॥
বার্ত্তা শুনি বুদ্ধিমন্ত চ'লে গেল তথা।
যথায় বসিয়া আছে বুধইর মাতা॥
বুড়ীর চরণে গিয়া করিল প্রণাম।
বলে মাতা মোর হয় বুদ্ধিমন্ত নাম॥
তব ছেলে বুদ্ধিমন্ত আমিও বুধই।
আমি তব ছেলে মোর মিতা গেছে কই॥
মিতা বুঝি বাড়ী নাই খেতে কিবা আছে।
শীঘ্র মোরে খেতে দেও ক্ষুধা হইয়াছে॥

বুড়ী বলে মোরা বুনো শোন ওরে বাবা।
ভাজা পোড়া ঘরে নাই খেতে দিব কিবা॥
চিড়া না বানাই মোরা মুড়ি না বানাই।
বানাইতে নাহি জানি ভাত মাত্র খাই॥
বুধই বলেছে মাতা বড় ক্ষুদা পাই।
মা বলেছি তব ভাত খেলে দোষ নাই॥
বুড়ীভাবে মা ব'লে চরণে দিল হাত।
ভক্তি ক'রে সেবা দিল খেতে চায় ভাত॥
বড়ই মমতা হ'ল বুড়ীর অন্তরে।
জল দেওয়া পান্তা ভাত দিল বুধইরে॥
বাবা জগবন্ধু বলি ছাড়িলেন হাই॥
বলে বাবা ভাবনার ফল যেন পাই॥
বুড়ী দিল পান্তা ভাত সম্মুখে আনিয়ে।
ক্ষেতে ছিল কাঁচা লঙ্কা আনিল দৌড়িয়ে॥
খাইয়া বলে গো মাতা বড় ভাল খাই।
মরিচ আনিতে মা বেগুণ দেখ্‌তে পাই॥
মিতা নাই বাড়ী মা কি বলিব তোমায়।
গুটি কত বেগুণ লইতে ইচ্ছা হয়॥
ভাত খেয়ে দণ্ডবৎ করে তার পায়।
বুড়ীর পায়ের ধূলা মাখে সর্ব্বগায়॥
বুড়ী বলে বাবা ত বেগুণ নিতে চেলে॥
বুধই কহিছে মাতা ভাল হয় দিলে॥
আগে আগে বুড়ী যায় বেগুণের ক্ষেতে।
সুন্দর সুন্দর গুলি লাগিল তুলিতে॥
বৈরাগী ফেলিয়া দিল গায়ের চাদর।
বেগুণ তুলিয়া বুড়ী রাখে তার পর॥
বেগুণ তুলিল প্রায় ছয় সাত সের।
বুদ্ধি কহে আর কার্য্য নাহি বেগুণের॥
অমনি প্রণাম করি বুড়ীর পদেতে।
বেগুণ চাদরে বেঁধে নিল মস্তকেতে॥
বুদ্ধি কহে আশির্ব্বাদ কর মা আমায়।
এ বেগুণে জগবন্ধুর সেবা যেন হয়॥
পথে আসি দাঁড়াইয়া রহিলেন বুড়ী।
বেগুণ লইয়া বুদ্ধি যায় দৌড়া দৌড়ি॥
ত্বরা করি উতরিল বাটীতে আসিয়া।
কবজী মারিতে গেল বড়সী লইয়া॥
নৌকা বেয়ে বিল মধ্যে গিয়া তাড়াতাড়ি।
প্রধান কবজী মৎস্য মারে তিন কুড়ি॥
মৎস্য আর বেগুণ লইয়া প্রাতঃকালে।
বাবা জগবন্ধু বলি ওড়াকাঁদি চলে॥

পথে যেতে ডাকে কোথা বাবা জগবন্ধু।
উথলিল তাহার হৃদয় প্রেম সিন্ধু॥
এই ভাবে পথে ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে।
উপনীত হৈল ওড়াকাঁদির বাড়ীতে॥
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসিল লক্ষ্মী মাতা ঠাই।
বলিলেন শান্তি দেবী প্রভু বাড়ী নাই॥
বুদ্ধি কহে জগবন্ধু কোথায় আমার।
মাতা বলে গিয়াছেন রাউৎখামার॥
আজ্ঞা দিল লক্ষ্মী মাতা যাহ তুমি তবে।
এনেছ বেগুণ মৎস্য উহা কেবা খা'বে॥
অন্তর্য্যামিনী কমলা জেনে মনোভাব।
বলে বুদ্ধি তোর শুদ্ধ ভক্তের স্বভাব॥
তুই মোর প্রণাধিক তুই মোর প্রাণ।
তোর মুখে প্রভু করে অন্নজল পান॥
এনেছ যে বেগুণ বুনোর ভাত খেয়ে।
বুড়ীর পায়ের ধূলা অঙ্গেতে মাখিয়ে॥
কত কষ্টে এনেছে বিলের কই ধরি।
মানসে মানসা তোর ভোজ ল'বে হরি॥
এমন ভক্তির মাছ ভক্তির বেগুণ।
ঠাকুর না খেলে হ'বে বেগুণে বেগুণ॥
ব্যস্ত হ'য়ে বুদ্ধি কহে শুন গো জননী।
রাখ তব অর্দ্ধ অংশ হরি অর্দ্ধাঙ্গিনী॥
সেই মাছ তরকারী অর্দ্ধ অর্দ্ধ রেখে।
রাউৎখামার চলে মনের পুলকে॥
ঠাকুর ছিলেন রাম সুন্দরের বাড়ী।
দণ্ডবৎ কৈল গিয়া শ্রীচরণে পড়ি॥
মনজেনে অন্তর্য্যামী বলিল তখন।
কোথা হ'তে এলি বাছা এত ব্যস্ত কেন॥
বুদ্ধি কহে বালা বাড়ী চল দয়াময়।
তাহা হ'লে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়॥
এনেছি মাছ তরকারী মনে আছে তাক।
অক্রুর বালার ভার্য্যা করিবেন পাক॥
আপনি করুণ সেবা ভক্ত বৃন্দ ল'য়ে।
কমলাখি তাহা দেখি যাই সুখী হ'য়ে॥
বুধইর নৌকা পরে উঠে দয়াময়।
বালাদের বাড়ী গিয়া হ'লেন উদয়॥
অক্রুরের স্ত্রীর কাছে বুদ্ধিমন্ত গিয়া।
বিনয় করিয়া বলে চরণ ধরিয়া॥
যে ভাবে আনিল তাহা বলিল তখন।
বলে মাতা ভাল ক'রে করগে রন্ধন॥

অক্রুর বালার ভার্য্যা শুনে চমকিতা।
আমি কি করিব পাক ভয় হই ভীতা॥
ভয় ভীতা শ্রদ্ধান্বিতা ভক্তির সহিতে।
পাক করি ঠাকুরে বলিল যোড় হাতে॥
সেবায় বসিল প্রভু ভক্তগণ ল'য়ে।
প্রেমানন্দে বুদ্ধিমন্ত বেড়ায় নাচিয়ে॥
স্ত্রীর সঙ্গে অক্রুর করে পরিবেশন।
ভক্ত সঙ্গে মহাপ্রভু করেন ভোজন॥
ভোজনান্তে মহাপ্রভু করে আচমন।
সভা করি বসিলেন ল'য়ে ভক্তগণ॥
গিরিকীর্ত্তনীয়া আর মথুর দুজনে।
গোবিন্দ মতুয়া আদি বালারা সগণে॥
শ্রীরাম সুন্দর আর গুরুচাঁদ ঢালি।
ঠাকুর নিকটে সুখে বসিল সকলি॥
পাকের প্রসংসা আর মৎস্য বেগুণ।
ভোজনান্তে সবে প্রকাশিছে তার গুণ॥
সুন্দর বেগুণ আর মৎস্যের আস্বাদ।
হয় নাই হবে নাই এমন সুস্বাদ॥
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে বুদ্ধিমন্ত ঠাই।
এ বেগুণ কোথায় পাইলে বল তাই॥
বুদ্ধিমন্ত আদ্যোপান্ত কহে বিবরণ।
শুনে লোমাঞ্চিত সব ভকতের গণ॥
কেহ কেহ কাঁদে প্রেমে গদ গদ হ'য়ে।
কেহ কাঁদে ঠাকুরের চরণে পড়িয়ে॥
কেহ কেহ কাঁদে প্রেমে গড়াগড়ি দিয়ে।
প্রেমের বন্যায় সবে চলিল ভাসিয়ে॥
কেহ কেহ বুদ্ধিমন্তে ধরে দেয় কোল।
স্পেমাস্ফুট শব্দে কেহ বলে হরিবোল॥
অই প্রেমে উঠে গেল কীর্ত্তনের ধ্বনী।
প্রেমের তরঙ্গে ভাসে ভক্ত শিরোমণি॥
নাহি লোক নিন্দা ভয় অলৌকিক কাজ।
রচিল তারক চন্দ্র কবি রসরাজ॥

মাচকাঁদি গ্রামে প্রভুর গমন॥

পয়ার।

মাচকাঁদি গ্রামে শ্রীশঙ্কর বালা নাম॥
পঞ্চ পুত্র তাঁহার সকলে গুণ ধাম—
লক্ষ্মীদেবী গর্ভ জাত তারা পঞ্চ ভাই।
যেমন পাণ্ডব পঞ্চ ঠিক যেন তাই॥
জেষ্ঠ শ্রীউদয় চাঁদ ভার্য্যা গুণমণি।
মধ্যম শ্রীজয়চাঁদ আনন্দা রমনী॥
নোয়া হরানন্দ বালা নারী রসবতী।
সেজে রামকুমার কাম্যা নামে সতী॥
কনিষ্ঠ শ্রীব্রজনাথ বালা শিষ্টাচারী।
তাহার গৃহিনী দেবী বসন্তকুমারী॥
তিলছড়া বংশী গা'ন তাহার দুহিতা।
সাধ্বী সতী পতি ব্রতা রূপ গুণান্বিতা॥
পঞ্চ ভাই প্রেমে মত্ত ঠাকুরের ভাবে।
ঠাকুরের নিকটেতে আসে যায় সবে॥
হরিনামে মাতোয়ারা নাহি অবসর।
হাতে কাম মুখে নাম করে নিরন্তর॥
সন্ধ্যা হ'লে গৃহ কার্য্য করি সমাপন।
সবে মিলে বসে করে নাম সংকীর্ত্তন॥
ঠাকুরের আজ্ঞাবহ থাকে সর্ব্বক্ষণ।
পঞ্চ ভাই এ ভাবে করে কালযাপন॥
একদিন হরিচাঁদে আনিব বলিয়া।
জয়চাঁদ কহে ঠাকুরের কাছে গিয়া॥
ব্রজনাথ ওড়াকাঁন্দি আসিল যখন।
ঠাকুর বলেন মম আছে নিমন্ত্রণ॥
কল্য নিমন্ত্রণ করে গেছে জয়চাঁদ।
অদ্য মোরে নিতে আসিয়াছে ব্রজনাথ॥
ব্রজনাথ সঙ্গে আমি মাচকাঁদি যা'ব।
কে জাইবি আয় তথা হ'বে মহোৎসব॥
বলিতে বলিতে হরি বলিতে বলিতে।
চারিশত লোক সঙ্গে হৈল অকস্মাতে॥
ভক্ত হ'ল চারিশত হরি বলে মুখে।
নাচিয়া গাইয়া যায় পরম কৌতুকে॥
হরিনাম ধ্বনী ধেয়ে উঠিল গগণে।
সবে মিলে হরি বল বলেছে বদনে॥
প্রহরেক করে সবে নর্ত্তন কীর্ত্তন।
ঠাকুর বলিল স্নান কর সর্ব্বজন॥
স্নান করি ভক্তসব আসিয়া বসিল।
জল খা'ব বলে সব কহিতে লাগিল॥
এক কাঠা ধান্যজাত চিড়ে আছে ঘরে।
লোক দেখি চিন্তান্বিত পড়িল ফাপরে॥
একা প্রভু আসিবেন বালা দের মন।
ভকত আসিবে সঙ্গে ঊর্দ্ধ বিশজন॥
তাহাতে হইল ভক্ত এই চারিশত।
জল সেবা করিবারে সবার সম্মত॥

জ্যেষ্ঠ শ্রীউদয় বালা মেজে জয়চাঁদ।
শ্রীরামকুমার হরানন্দ ব্রজনাথ ॥
কাঁদিয়া পড়িল এসে ঠাকুরের পায়।
কিহ'বে কিহ'বে প্রভু নাহিক উপায়॥
এককাঠা ধান্য চিড়া দধি দুই খান।
মাত্র পাঁচ সের চিনি গেল জাতিমান॥
মহাপ্রভু বলে তোর চিড়া দধি আন।
দেখিব কেমনে আজ যায় জাতি মান ॥
চিড়া দধি চিনি আন আমি দেখিসব।
ইহা দিয়া করিব চিড়ায় মহোৎসব ॥
ঠাকুরের সম্মুখেতে চিড়া এনে দিল।
দধি চিনি চিড়া প্রভু সকল দেখিল ॥
প্রভু বলে চিড়া লও সভার মধ্যেতে।
এক মুষ্টি করি গিয়া দেও সব পাতে ॥
প্রভু আজ্ঞামতে চিড়া দিল সব পাতে।
অর্দ্ধ চিড়া ফুরাইল সব পাতে দিতে॥
চিনি পাঁচ সের সব পাতে পাতে দিলা।
সব পাতে দধি দিল এক এক মালা ॥
সব পাতে সব দিল আজ্ঞা অনুসারে।
জ্ঞান হয় ত্রিভুবনে ফুরাইতে নারে ॥
সব ভক্তে সেবা করে অতি কুতুহলে।
প্রেমানন্দে ভীর দিয়া হরি হরি বলে ॥
চিড়া দধি যখনেতে লইল মাখিয়া।
দশগুণ বৃদ্ধি হ'য়ে উঠিল ফুলিয়া ॥
যার পাতে দিতে যায় সেই করে মানা।
চিনি দধি চিড়া খেয়ে ফুরা'তে পারেনা ॥
অলৌকিক ক্রিয়াতে বিস্মিত সর্ব্বজনে।
খায় আর হরি হরি বলেছে বদনে ॥
অশ্রুজলে সকলের বক্ষঃ ভেসে যায়।
উর্দ্ধ বাহু করি কেহ হরি ধ্বনি দেয় ॥
কেহ বলে হেনমতে কভু নাহি খাই।
কেহ বলে হেন ভোজ কভু হয় নাই ॥
চিড়া মাত্র ষোল সের তার অর্দ্ধ আছে।
দ্বৈগুণ্য ভোজনে দেহ অবশ হ'য়েছে ॥
এমন সুস্বাদ আর কভু খাই নাই।
মধুর হইতে সুমধুর স্বাদ পাই ॥
কেহ বলে ওরে ভাই শুনি তাই শাস্ত্রে।
একহাড়ি দধি ছিল জটিলের হস্তে ॥
সেই দধি কোটী কোটী ব্রাহ্মণেরা খায়।
দেবের দুর্ল্লভ দধি স্বাদু অতিশয় ॥
ব্রাহ্মণেরা খায় দধি সুধার সমান।
এত দধি দুইখান সেত একখান ॥
কোটী ব্রাহ্মণেরা খায় যাহার দয়ায়।
সেই প্রভু মাচকাঁদি হ'লেন উদয় ॥
চিড়াতে অক্ষয় দৃষ্টি সে প্রভু করিল।
এই সে কারণে চিড়া অক্ষয় হইল ॥
কেহ বলে ওরে ভাই শুনেছি ভারতে।
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কালেতে ॥
রাজা দুর্য্যোধন ধন ভাণ্ডারেতে ছিল।
শত্রুতা করিয়া ধন বিলাইয়া দিল ॥
তথাপি সে ধনাগার পরিপূর্ণ ধনে।
ধন ফুরাইতে নারে যার দয়াগুণে ॥
সেই দয়াময় হরি বসিয়া সাক্ষাতে।
চিড়া দধি অফুরাণ তাহার গুণেতে ॥
কেহ বলে ওরে ভাই আর কিবা চাও।
যাঁর এ আশ্চর্য্য লীলা তাঁর গুণ গাও ॥
শ্রীউদয় বালা চারি ভাই সঙ্গে করি।
লোটা'য়ে পড়িল ঠাকুরের পদ ধরি ॥
কেঁদে বলে ওহে প্রভু ব্রহ্ম সনাতন।
পঞ্চ পাণ্ডবেকে রক্ষা করিলে যেমন ॥
ষাইট সহস্র শিষ্য ল'য়ে মুনিবর।
সন্ধ্যাহ্নিক করিতে গেলেন সরোবর ॥
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ ঠাই জানাইল দৈন্য।
কৃষ্ণা ঠাই কৃষ্ণ গিয়া খাইল শাকান্ন ॥
তৃপ্তস্বী বলিয়া জল খে'ল নারায়ণ।
তব তৃপ্তে জগতৃপ্ত ত্রিলোকের জন ॥
অদ্য তাত করুলে তাত ওহে ভগবান্।
রক্ষা কৈলে ওহে প্রভু বালাদের মান ॥
প্রভু বলে সেই আমি ভাব যদি তাই।
সেই আমি যদি তোরা সেই পঞ্চ ভাই ॥
এই পাঁচ ভাই তোরা দ্বাপর লীলায়।
শেষে ভবানন্দ পুত্র আমি নদীয়ায় ॥
যুগে যুগে ভক্ত তোরা হইলি আমার।
এবে তোরা পঞ্চপুত্র শঙ্কর বালার ॥
আর কথা দিয়া কিবা আছে প্রয়োজন।
অন্ন পাক করহ তণ্ডুল এক মণ ॥
শাক তরকারী দিয়া করহ ব্যঞ্জন।
তাহাতে স্বচ্ছন্দে হইবে পরিবেশন ॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সব প্রভু ভক্তগণ।
আনন্দে করেছে সবে নাম সংকীর্ত্তন ॥

একমণ তণ্ডুলের অন্ন পাক হ'ল।
চারিশত ভক্ত তাহা ভোজন করিল ॥
এ হেন প্রভুর লীলা অতি চমৎকার।
হরিবল কহে দীন রায় সরকার ॥

সতী-স্বামী-সহ-মৃতা বা দম্পতির স্বর্গারোহণ।

পয়ার।

প্রভু ভক্ত ব্রজনাথ অতি শিষ্টাচারী।
তার নারী নাম তার বসন্ত কুমারী ॥
সাধ্বী সতী পতিব্রতা পরমা সুন্দরী।
প্রভু পদে ভক্তি অতি মনে হরি হরি ॥
তিলছড়া গ্রাম বাসী শ্রীবংশীবদন।
বসন্ত তাহার কন্যা হরি পদে মন ॥
দিবসেতে গৃহ কার্য্য করেন যখনে।
হাতে কাম মুখে নাম করে রাত্রি দিনে ॥
যামিনীতে পতি সাতে থাকে এক ঘরে।
পতিপদ বক্ষে ধরি হরি নাম করে ॥
ব্রজনাথ হরিনাম করে নিরন্তর।
ঠিক যেন এক প্রাণ এক কলেবর ॥
ব্রজনাথ ব্রজভাবে মত্ত নিরন্তর।
কালক্রমে তাহার শরীরে হ'ল জ্বর ॥
দেখিয়া বসন্ত দেবী চিন্তাকুলা ছিল।
একদিন পরে তার চিন্তা জ্বর হ'ল ॥
শুনি বংশীবদন গাইন মহাশয়।
দেখিতে জামাতা কন্যা মাচকাঁদি যায় ॥
সপ্তদিন জ্বরে পরে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হ'ল।
ব্রজনাথ সকলেকে কহিতে লাগিল ॥
ভ্রাতা গণে বলে আমি চরণের দাস।
আমাকে বিদায় দেহ যাই প্রভু পাশ ॥
এত বলি হরি হরি বলিতে লাগিল।
ঘন শ্বাস দেখি সবে বাহিরে আনিল ॥
শয়নে নয়ন মুঁদে হরিপদ ধ্যায়।
হরি হরি বলিয়া জীবাত্মা বাহিরায় ॥
ভাই সবে বলে কেহ ক'রনা রোদন।
ভেয়ের স্বস্থানে ভাই করেছে গমন ॥
জামাতার মৃত্যু দেখি শ্রীবংশী বদন।
কন্যার নিকটে যান করিয়া রোদন ॥
কহিছে বসন্ত দেবী পিতার গোচরে।
হ'য়েছে পিপাসা বড় জল দেহ মোরে ॥
তাহা শুনি বংশী কহে নন্দিনীর ঠাই।
কেমনে খাইবা জল মরেছে জামাই ॥
কহেন বসন্ত দেবী কি কহিলে পিতা।
দাসী ফেলে কোথা যান তোমার জামাতা ॥
বিলম্ব না কর পিতা ধ'রে লহ মোরে।
জীবন শীতল করি পতি মুখ হেরে ॥
এ জীবনে জলপান করিব কি সুখে।
আ'জ যদি প্রাণনাথ ত্যজিল দাসীকে ॥
এত বলি সতী কন্যা উঠিয়া বসিল।
পতির নিকটে যেতে উদ্যতা হইল ॥
হেটে যেতে চায় সতী উঠিতে না পারে।
দেখে ত্রস্ত হ'য়ে ব্যস্ত বংশী গিয়া ধরে ॥
পিতাকে ধরিয়া সতী পতি ঠাই এসে।
অমনি শয়ন কৈল পতি বাম পার্শ্বে ॥
দিলেন দক্ষিণ হস্ত পতির স্কন্ধেতে।
পতি অঙ্গ জড়িয়া ধরিল বাম হাতে ॥
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করি উচ্চারণ।
হরি স্মরি শরীর ত্যজিল ততক্ষণ ॥
এ হেন মরণ দেখি ধন্য ধন্য মানি।
শোক দুঃখ নাহি কারু করে হরিধ্বনী ॥
হরি হরি করি ধরি লইল শ্মশানে।
দাহ কার্য্য সমাধিল হরি গুণ গানে ॥
এক সঙ্গে দুজনার করিল সৎকার।
কবি কহে রবি গেল হরি কর সার ॥

পঞ্চম তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস ॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার ॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোক চন্দ্র জয় শ্রীলোচন ॥

জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজদাস করি মোরে কর আত্মসাৎ॥

ভক্ত স্বরূপরায়ের বাটীতে প্রভুর গমন।

পয়ার

পাইকডাঙ্গা নিবাসী শ্রীস্বরূপ রায়।
বড়ই সম্পত্তিশালী মান্য অতিশয়॥
দোল দোল দুর্গোৎসব ব্রত পূজা আদি।
বার মাসে বার ক্রিয়া করে নিরবধি॥
রাজসিক ভাবে সব করিতেন রায়।
নিযুক্ত ছিলেন সদা অতিথিসেবায়॥
বহু দিন পরে তার হ'ল বেয়ারাম।
ঔষধ সেবন করি না হ'ল আরাম॥
ঠাকুরের লীলাগুণ শুনে লোক ঠাঁই।
রায় বলে ঠাকুরের কাছে আমি যাই॥
হরিচাঁদ বলিয়া চলিল কাঁদি কাঁদি।
উপনীত হইল শ্রীধাম ওড়াকাঁদি॥
প্রভুর সম্মুখে গিয়া রহে দাঁড়াইয়া।
মহাপ্রভু বলে তুমি এলে কি লাগিয়া॥
তুমি হও বড় লোক রাজ তুল্য ব্যক্তি।
তোমাকে বসিতে দিতে নাহি মম শক্তি॥
রায় কহে বড় লোক আমি কিসে হই।
দয়া হ'লে শ্রীচরণে দাস হ'য়ে রই॥
বসিতে চাহে না রায় বলেছে কাঁদিয়া।
ঠাকুরের পদ ধরি পড়ে লোটাইয়া॥
প্রভু বলে গৌরব এখন গেছে ঘুচে।
শ্রেষ্ঠত্ব ঘুচা'তে তোরে রোগে ধরিয়াছে॥
যাও যাও ওরে বাছা রোগ তোর নাই।
এইরূপ মন খাটি সর্ব্বক্ষণ চাই॥
ঠাকুরে প্রণাম করি চলিল বাটীতে।
দেহ মন সমর্পিল হরির পদেতে॥
ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত সেই হ'তে হয়।
খেতে শুতে নিরবধি হরিগুণ গায়॥
সেই হ'তে ঘুচে গেল কর্ম্ম রাজসিক।
ভক্তির উদয় হ'ল বিশুদ্ধ সাত্বিক॥
পূজাদি বৈদিক ক্রিয়া সব ছেড়ে দেয়।
সব সমর্পন করে ঠাকুরের পায়॥
কত দিনে মনে করে কবে হেন হ'ব।
প্রভুকে বাটীতে এনে সব সমর্পিব॥
একদিন গিয়া ঠাকুরের কাছে কয়।
চল প্রভু একদিন দাসের আলয়॥
ঠাকুর বলেন আমি যাইবারে পারি।
তব গৃহে আছেন বিধবা এক নারী॥
সেই ধনী আছে জানি তব এক অন্নে।
যাইবারে নারি আমি সে নারীর জন্যে॥
রূপবতী সেই নারী জানি ভাল মতে।
শ্বেত রোগ আছে সেই নারীর অঙ্গেতে॥
তব গৃহে আছে বটে তুমি দেখ নাই।
বস্ত্র দ্বারা গুপ্ত করে ঢেকে রাখে তাই॥
সে নারীকে যদি তুই মা বলে ডাকিস।
তাহ'লে আমাকে বাছা লইতে পারিস॥
আমি গেলে মা বলিয়া ডাকিতে হইবে।
ডাকা মাত্র তার শ্বেতরোগ সেরে যাবে॥
হইয়াছ হরিভক্ত হ'লে ঋপু জয়।
এই টুকু বাকী আছে তাহ'লেই হয়॥
ঠাকুরের পদে রায় পড়িল কাঁদিয়া।
এ হেন করুণা-সিন্ধু পেলেম আসিয়া॥
কোন দিন যাবেন তা দেন ঠিক করি।
সেই দিন যেতে হবে এ দাসের বাড়ী॥
ঠাকুর দিলেন তার দিন ধার্য্য করি।
আজ্ঞা মাত্র আয়োজন করিল তাহারি॥
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে যত ভক্তগণ।
সব ঠাই একে বারে হ'ল নিমন্ত্রণ॥
ঠাকুর করিল যাত্রা পাইক ডাঙ্গায়।
যাত্রা কালে সঙ্গে ভক্ত দেড় শত হয়॥
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ গোস্বামী গোলোক।
আগে যায় হীরামন হইয়া পুলক॥
উপনীত হয় গিয়া গ্রাম ফুকুরায়।
অধিকারী উপাধি ঈশ্বর দেখে তায়॥
ঠাকুরের পিতৃগুরু ঈশ্বর অধিকারী।
পথ আগুলিল গিয়া কর যোড় করি॥
ছেঁড়া কাঁথা দিয়া গলে দন্তে তৃণ ল'য়ে।
মুখে নাহি স্ফুরে বাক্য রহে দাণ্ডাইয়ে॥
চক্ষের জলেতে বক্ষ ভাসিয়া চলিল।
দেখিয়া প্রভুর মনে দয়া উপজিল॥

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে ভক্তগণ ঠাই।
বলত ঠাকুর বাড়ী যাই কি না যাই॥
হইয়া গুরুঠাকুর এ হেন দীনতা।
চক্ষে জল দন্তে তৃণ গলে ছেঁড়া কাঁথা॥
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ বলে যোড় হাতে।
যাওয়া উচিত হয় ঠাকুর বাড়ীতে॥
ঠাকুর চলিল সব ভক্তগণ ল'য়ে।
নাম সংকীর্ত্তন করে আনন্দে মাতিয়ে॥
ঠাকুর বসিল গিয়া ঠাকুরের বাড়ী।
অধিকারী গোস্বামী প্রণামে ভূমে পড়ি॥
গোস্বামী গোলোক বলে জয় হরি বোল।
জয় হরি বলরে গৌর হরি বোল॥
সব ভক্তগণ বলে জয় জয় জয়।
অধিকারী লোটাইল ঠাকুরের পায়॥
প্রভু হরিচাঁদ বলে শুনহে গোসাই।
তুমি গুরু আমি শিষ্য ভিন্ন ভেদ নাই॥
ভব কর্ণধর হ'য়ে জগৎ তরা'লে।
নিজে যে তরিবা হইা কবে ভেবেছিলে॥
কাঁদিয়া কহেন তবে গুরু অধিকারী।
তুমি গুরু আমি শিষ্য তার যদি তরি॥
মহাপ্রভু বলে কোথা হেন কল্পতরু।
গুরু হ'য়ে শিষ্য কে বলিতে পারে গুরু॥
ভক্তগণ বলে এই ঈশ্বর অধিকারী।
গৌরাঙ্গ লীলার ছিল শ্রীঈশ্বর পুরী॥
সে ঈশ্বর পুরী ইনি ঈশ্বরাবতার।
ঈশ্বর ঈশ্বর নাম হয় দোহাকার॥
অধিকারী ঈশ্বর, ঠাকুরে কেঁদে কহে।
অন্ন ভোজ নিতে হবে এ দীনের গৃহে॥
ঠাকুর কহেন বহু ভক্তগণ সাথে।
একা আমি অন্ন ভোজ লইব কিমতে॥
তাহা শুনি কাঁদে অধিকারী মহাশয়।
কান্না দেখে বলে হরিচাঁদ দয়াময়॥
ভোজনে করা'তে ইচ্ছা পাইয়াছি টের।
মাকে বল রাঁধিতে তণ্ডুল দশ সের॥
কাঁচা কলা কুষ্মাণ্ডের করহ ব্যঞ্জন।
একসের ড'াল বল করিতে রন্ধন॥
গৃহে আছে ঘৃত ভাণ্ড আনহ বাহিরে।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করি দেহ সবাকারে॥
পাক হ'ল ভক্ত সব করিল ভোজন।
মহাপ্রভু ভোজ লন আনন্দিত মন॥
গণনাতে একশত ষাটিজন লোক।
ভোজন দেখিয়া নাচে গোসাই গোলোক॥
পরিপূর্ণ ভোজনে সকলে হৈল তৃপ্ত।
নৃত্য করে অধিকারী ভোজন সমাপ্ত॥
অধিকারী প্রতি প্রীতি মহাপ্রভু কন।
গোলোকে ল'য়ে আপনি করুণ ভোজন॥
ঈশ্বর কৃতার্থ হ'ল প্রভুর সেবায়।
পরে স্বরূপের বাড়ী চলিল ত্বরায়॥
সব ভক্তগণ উঠে হরিধ্বনী দিয়ে।
হীরামন চলিলেন অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে॥
অধিকারী গোস্বামীর গলে কাঁথা ছিল।
সেই কাঁথা হীরামন মাথায় লইল॥
প্রভু হরিচাঁদ কহে হীরামন জয়।
জাননা কি জন্যে কাঁথা ল'য়েছে মাথায়॥
উহার মনের ভাব দুই প্রভু পিছে।
আমি ভৃত্য বাস রূপে অগ্রে পাঠিয়াছে॥
মহা প্রভু কহে অগ্রে যাক্ হীরামন।
আধকারী কর তার পশ্চাতে গমন॥
আমি যাব তব পিছে আনন্দ হৃদয়।
তার পিছে যা'বে দশরথ মৃত্যুঞ্জয়॥
আর সব ভক্ত যাবে তাহার পশ্চাতে।
গোলোক যাউক তার যথা ইচ্ছা মতে॥
তুমি মম অগ্রে থেকে গান ধরে দেও।
নেচে গেয়ে স্বরুপের বাড়ী চলে যাও॥
অধিকারী গোস্বামী ধরিল সংকীর্ত্তন।
পশ্চাতে দোহারী করে যত ভক্তগণ॥
অধিকারী কণ্ঠধ্বনী সিংহের গর্জ্জন।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ তাদৃশ দুজন॥
আর সব ভক্তগণ পিছে পিছে যায়।
ভীম নাদ কণ্ঠধ্বনী মত্ত হস্তী প্রায়॥
সব জিনি দেয় ধ্বনী গোলোক গোসাই।
জলন্ত পাবক যেন অগ্র পিছে ধাই॥
জয় হরি বল মন গৌর হরি বল।
সব ভক্ত মধ্যে গোলোকের এই বোল॥
সব ভক্তগণ গায় সুমধুর ধূয়া।
হেলিয়া দুলিয়া নাচে গোবিন্দ মতুয়া॥
বিমুখ হইয়া পিছে মাথা নোয়াইয়া।
কক্ষ বাদ্য বুড়াবুড়ি দুবাহু তুলিয়া॥
তাহা শুনি মঙ্গল সে বুড়বুড়ী দেন।
বুড়বুড়ি করিতে বদনে উঠে ফেণ॥

সব ভক্ত করে লম্ফ উল্লম্ফ প্রলম্ফ।
ঠিক যেন তাহাতে হ'তেছে ভূমিকম্প ॥
কীর্ত্তন হুঙ্কার উঠে গগণ ভেদিয়া।
বৃক্ষ ছেড়ে পক্ষী সঙ্গে চলিল উড়িয়া ॥
শূন্যে উড়ে যায় পক্ষী ভকতের সঙ্গ।
জ্ঞান হয় দেবতারা হ'য়েছে বিহঙ্গ ॥
গ্রাম্য পশু বন্য পশু যে ছিল যেখানে।
কীর্ত্তন শুনিয়া ধারা বহে দুনয়নে ॥
ফুকরা হইতে যান বোয়ালীয়া হাট।
দোকানীরা দেখে শুনে কীর্ত্তনের নাট ॥
কার হয় অশ্রু পাত কর যোড়ে রয়।
কেহ পাখা ধরিয়া বাতাস দেয় গায় ॥
বুনো পাড়া গাড়ী টানা মহিষ যে ছিল।
সকল মহিষ এসে একত্র হইল ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনী শুনি উর্দ্ধ মুখ হ'য়ে।
উর্দ্ধ কর্ণ করি যায় পথ আগুলিয়ে ॥
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ মহিষেরগণ।
বন্দী গুলা রজ্জু ছিড়ে আইল তখন ॥
মহিষ কতকগুলি দৌড়িয়া চলিল।
আর কতগুলি তারা চাহিয়া রহিল ॥
রক্ষকেরা নাহি পারে মহিষ ঠেকাতে।
বহু পরে ঠেকাইল অনেক কষ্টেতে ॥
গোচর নিকটবর্ত্তী যত গরু ছিল।
উর্দ্ধমুখ কর্ণ পুচ্ছ ধাইয়া চলিল ॥
কোনটা গোছড় ছিড়ে চক্ষে পড়ে জল।
বৃষভ বলদ চলে ফেলাইয়া হাল ॥
বৎস গাভী একত্র হইয়া দেয় লম্ফ।
তাতে যেন হয় বাসুকির কণা কম্প ॥
হুলস্থুল লাগিয়াছে জীবাদি জন্তুর।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে চলে যতেক কুকুর ॥
কুক্কুরে কুক্কুরে দেখা বিষম বিপদ।
একত্র হইয়া চলে নাহি হিংসা বাদ ॥
এইরূপে উতরিল পাইকডাঙ্গায়।
স্বরূপের বাটী প্রভু হ'লেন উদয় ॥
চারি পাঁচ শত লোক একত্র হইল।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে সকলে মাতিল ॥
বহুক্ষণ পরে সেই কীর্ত্তন ভাঙ্গিল।
স্নানান্তে ভকতগণ ভোজন করিল ॥
চিড়া দধি মহোৎসব অগ্রেতে হইল।
অন্নপাক অন্তে সবে ভোজনে বসিল ॥
খাও খাও দেও দেও নেও নেও রব।
কেহ খায় কেহ দেয় মহা মহোৎসব ॥
হেনকালে উপনীত দ্বিজ একজন।
আমাদা নিবাসী নাম শ্রীহরি ভজন ॥
মাতুল আলয় ছিল পাইকডাঙ্গায়।
ঠাকুরে প্রণাম করি ভূমিতে লোটায় ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে আমি নরাধম।
জন্মিয়াছি ব্রহ্ম কুলে অধমস্যাধম ॥
আমাকে করহ প্রভু কৃপার ভাজন।
বহু দিন ব্যাধি মম জ্বর পুরাতন ॥
রোগে মুক্ত কর প্রভু নাহিক উপায়।
তব ভক্ত হ'য়ে আমি থাকিব ধরায় ॥
হীরামনে ডেকে বলে গোলোক ঈশ্বর।
ব্রাহ্মণেকে ধ'রে সেরে দেহ জীর্ণ জ্বর ॥
শুনি হীরামন গিয়া ব্রাহ্মণেকে ধরে।
টানিয়া আনিল তারে বাড়ীর বাহিরে ॥
বাটীর ঈশাণ কোণে পথে ছিল বালী।
পাতাদিয়া বাড়ি মারে আথালী পাতালী ॥
উচ্ছিষ্ট কদলী পত্র ছিল তথা পড়ি ॥
চারি পাঁচ পাতা ধরি মারিলেন বাড়ি ॥
বালী মধ্যে ব্রাহ্মণেরে ফেলে লোটাইয়ে।
বালী ধরি দেয় গায় মাজিয়ে ঘসিয়ে ॥
প্রভু হরিচাঁদ আজ্ঞা সেরে যারে জ্বর।
ব্যাধি মুক্ত উঠিয়া বসিল দ্বিজবর ॥
ছেড়ে দিল ব্রাহ্মণেরে উঠিয়া দাঁড়ায়।
কর যোড়ে দাঁড়াইল অশ্রু ধারা বয় ॥
ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল।
যাও বলি হীরামন তারে আজ্ঞা দিল ॥
লোটাইয়ে পড়ে গিয়া প্রভুর চরণে।
মহাপ্রভু বলে তোর কি ভাব এখনে ॥
ব্রাহ্মণ বলেন মোর আর ব্যাধি নাই।
আজ্ঞাকর নিরন্তর তব গুণ গাই ॥
মহাপ্রভু বলে তোর যাইচ্ছা করিস।
মমভক্ত প্রতি সদা ভকতি রাখিস্ ॥
থাকিলে ব্রহ্ম গায়ত্রী ব্রাহ্মণ শরীরে।
তবে কি ব্রাহ্মণ অঙ্গে ব্যাধি হ'তে পারে ॥
সে সকল মন্ত্র দিয়া আর কি করিবা।
মানুষ বলিয়া আর্ত্তি সতত রাখিবা ॥
আজ তোর হ'ল বাছা ব্যাধি সব নাশ।
যাজনিক দ্বিজ বলে না হয় বিশ্বাস ॥

মানুষ বলিয়া আর্ত্তি সদা যেন রয়।
যজমান হিংসা যেন তো হ'তে না হয়॥
ব্রাহ্মণ কহিছে আমি এই ভিক্ষা চাই।
তব পদে থাকে মন কর প্রভু তাই॥
তাহা শুনি ব্রাহ্মণেরে করিল বিদায়।
বিদায় হইয়া দ্বিজ যায় নিজালয়॥
ব্রাহ্মণ আরোগ্য হল শরীর পুলক।
শ্রীশ্রী হরি লীলামৃত রচিল তারক॥

বিধবা রমণীর শ্বেত কুষ্ঠ মুক্তি।

পয়ার।

মহাপ্রভু স্বরূপেরে বলে বাছাধন।
আমি এবে করি বৎস্য স্বস্থানে গমন॥
তোর বাটী আসিলাম বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল।
শ্বেত রোগা রমণী দেখিতে বাকী র'ল॥
তোর ঘরে অন্ন ভুক্তা রহে বহু দিন।
দেখিব সে নবীনা কি হ'য়েছে প্রবীণ॥
স্বরূপ বলিল প্রভু আসিলেন য'বে।
সেই নারী প্রণমিল শ্রীপদ পল্লবে॥
প্রভু কন আমি তাহা লক্ষ্য করি নাই।
ডেকে আন তাহাকে এখন দেখে যাই॥
আজ্ঞা মতে স্বরূপ আনিল ততক্ষণে।
লোটায়ে পড়িল নারী প্রভুর চরণে॥
প্রভু বলে রে স্বরূপ। পূর্ব্ব বাক্য রাখ।
সবার সম্মুখে একে মা বলিয়া ডাক॥
রায় কহে যবে দয়া হ'ল মম ভাগ্যে।
শ্রীধামে বসিয়া দাসে যবে দিলে আজ্ঞে॥
সেই হ'তে ঘুচিয়াছে শমনের শঙ্কা।
কাম জয়ী হইয়াছি মেরে জয় ডঙ্কা॥
এখন নাহিক ভয় মা বলে ডাকিতে।
সেই হ'তে এই ভাব আমার মনেতে॥
মা ব'লে ডাকিতে যবে দিলেন হুকুম।
সে হ'তে এ দেহে নাই কামের জুলুম॥
সেই হ'তে আমাকে ছাড়িয়া গেছে কাম।
নির্ব্বিঘ্নে বসিয়া জপ করি হরিনাম॥
প্রভু বলে আমি তাহা জেনেছি অন্তরে।
দণ্ডবৎ কর সবে আমি যাই ঘরে॥
এ মেয়ের শ্বেত রোগ আমি জানি তাই।
এক সঙ্গে থাক বটে তুমি দেখ নাই॥
স্বচক্ষে দেখিলে রোগ প্রত্যয় জন্মিবে।
তোর ভক্তি জোরে রোগ এবে সেরে যাবে॥
স্বরূপ বলেন আমি কিছুই না জানি।
শ্রীমুখের বাক্য সত্য এই মাত্র মানি॥
প্রভু কহে আর কেহ জানিতে নারিল।
অনেকের মনে এই সন্দেহ রহিল॥
মনের বিকার নাই তোমা দুজনার।
আমি তাহা ভালমতে জেনেছি এবার॥
বাহির করহ রোগ দেখুক সকলে।
মনের বিকার যাক হরি হরি বলে॥
স্বরূপ বলেছে সেই রমণীর ঠাই।
কোথা তব শ্বেত রোগ বের কর তাই॥
প্রভু বলে রোগ আছে হাটুর উপরে।
আর একটুক আছে বক্ষের ভিতরে॥
স্বরূপ ফেলিল তার বক্ষের কাপড়।
সবে দেখে রোগ আছে বক্ষের উপর॥
স্বরূপ কহেন সেই নারীর গোচরে।
আছে নাকি শ্বেত রোগ হাটুর উপরে॥
হাটুর উপরে রোগ দেখাইল নারী।
স্বরূপ ক্রন্দন করে হরিপদ ধরি॥
সারে বা না সারে রোগ তাতে ক্ষতি নাই।
শ্রীচরণে থাকে মতি এই ভিক্ষা চাই॥
ঠাকুর বলেন সেই নারীকে চাহিয়া।
মনের বিকার তব গেছে কি ঘুচিয়া॥
ঠাকুয়ের পদ ধরি কহে সেই নারী।
যা বলাও তাহা আমি বলিবারে পারি॥
ত্রাণ কর্ত্তা আপনি ঘুচিল মম পাপ।
আমি স্বরূপের মা স্বরূপ মম বাপ॥
ডাকা মাত্র সেই শ্বেতরোগ সেরে গেল।
সভাশুদ্ধ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল॥
ঠাকুরের পদে দোহে তখনে লোটায়।
রচিল তারক মৃত্যুঞ্জয়ের কৃপায়॥

গোস্বামী গোলোক ও অজগর বিবরণ।

পয়ার।

একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নির্জ্জনে।
পাগল গোলোকজীরে বলিল যতনে॥

কত ঠাই কত দিনে কর দৌড়াদৌড়ি।
অদ্য যাও গজারিয়া লক্ষ্মণের বাড়ী॥
শুনিয়া গোলোক চাঁদ করিল গমন।
বেগেতে চলিল হ'য়ে হরষিত মন॥
জয় হরি বল মন গৌর হরি বল।
নামধ্বনি করি চলে তেজেতে অনল॥
ক্ষণে লম্ফ ক্ষণে দৌড়ে নামে করে দর্প।
বিল মধ্যে দেখে এক অজগর সর্প॥
বিল মধ্যে খাল এক আড়ে দুই নল।
নামিল পাগল তাতে উরু সম জল॥
সেই জল মধ্য হ'তে উঠে অজগর।
ভেসে উঠে তাহার প্রকাণ্ড কলেবর॥
দুই চক্ষু জ্বলে যেন আকাশের তারা।
নাসারন্ধ্রে কর মুষ্টি যায় যেন ধরা॥
চক্ষু মুখ লাল নাসারন্ধ্রে টানে জল।
হইতেছে শব্দ বুড় বুড় কল্ কল্॥
শ্বাস পরিত্যাগে স্বাহা স্বাহা শব্দ করে।
নর্দ্দমার জল যেন বেগে পড়ে সরে॥
সর্ব্ব অঙ্গ অজগর কালকুট বর্ণ।
মস্তক উপর মণি ভৃগুপদ চিহ্ন॥
গোস্বামীর অঙ্গে যেই কান্থা খানি ছিল।
শ্বাস পরিত্যাগ জলে কান্থা ভিজে গেল॥
বদন ব্যাদান করি পড়িল অমনি।
দন্ত দুই পাতি যেন মুক্তার গাথনি॥
তাহা দেখি পাগলের লাগে চমৎকার।
বুঝিতে না পারে মর্ম্ম কি হ'ল ব্যাপার॥
খাল পার হয়ে কুলে রহে দাঁড়াইয়া।
অজগর পানে প্রভু রহিল চাহিয়া॥
এ কখন সর্প নহে ভাবে মনে মনে।
ধাইয়া চলিল সর্প পাগলের স্থানে॥
হা করিয়া পাগলকে চলিল গ্রাসিতে।
পাগল দৌড়িয়া যায় তাহার ত্রাসেতে॥
ক্ষণেক দৌড়িয়া শেষে দেখেন ফিরিয়া।
আসিতেছে অজগর মুখ বিস্তরিয়া॥
গোস্বামী ভেবেছে মনে ভয় করি কার।
মরণ জীবন সম হরিনাম সার॥
লইয়া বাবার নাম মারিতেছি ডঙ্কা।
চৌদ্দ ভুবনের মধ্যে কারে করি শঙ্কা॥
এসেছে আমাকে খেতে উহাকে ধরিব।
ধরিয়া লইয়া মহাপ্রভুকে দেখাব॥
হনুমান গিয়াছিল গন্ধমাদনেতে।
পর্ব্বত মাথায় রাখে সূর্য্য শ্রবণেতে॥
ভরত বাটুলাঘাতে মুখে উঠে রক্ত।
রাম নাম লইয়া বাচিল রাম ভক্ত॥
প্রথমতঃ কুম্ভিরিণী করিল উদ্ধার।
কালনেমী রাক্ষসের জীবন সংহার॥
কাহারে না করে ভয় রাম নাম জোরে।
নির্ভয় শরীরে হনু রাম কার্য্য করে॥
কিছার মিছার প্রাণে কেন বেচে রই॥
ভাবিতেছি মানব জনম হ'ল কই॥
বুঝি এই হেতু পাঠা'লেন কল্পতরু।
সর্প দর্প দেখে কেন হই এত ভীরু॥
বদন ব্যাদান করি যায় অজগর।
দর্প করিলেন প্রভু সর্প ধরিবার॥
জয় হরি বলরে গৌর হরি বলে।
লম্ফ দিয়া প'ড়ে অজগরে ধ'রে তুলে॥
অতি দর্পে কহে সর্পে তোরে ধ'রে নিব॥
ওরে ফণী তোর মণি প্রভুপদে দিব॥
ফণীবর পেয়ে ডর তখনি দাঁড়ায়।
সুন্দর কুমার হ'য়ে দৌড়াইয়া যায়॥
ধেয়ে যায় ফণী, হ'য়ে সুন্দর বালক।
পিছে পিছে ধেয়ে যায় গোস্বামী গোলোক॥
কৃষকেরা হাল ধরা করিছে দর্শন।
যোগালে রাখালে তারা একাদশ জন॥
বালক সেখানে গিয়া বলে সবাকারে।
রক্ষা কর তোমরা এ বেটা মোরে মারে॥
তাহাশুনি কৃষকেরা রুষিয়া উঠিল।
দাড়াও এখানে দেখি কোন বেটা এল॥
আমাদের কাছে তুমি আসিয়াছ হেথা।
তোমাকে মারিবে হেন কাহার যোগ্যতা॥
তাহাশুনি গোস্বামী আইলেন বাহুড়ী।
উপনীত হ'ল গিয়া লক্ষ্মণের বাড়ী॥
আহারাদি করিলেন লক্ষণের বাসে।
পাগলামী করে ক্ষণকাল বীররসে॥
বীর রসে যান ভেষে গোলোক গোসাই।
ওঢ়াকাঁদি আসিলেন ঠাকুরের ঠাই॥
পুষ্করিণী তীরে হরি বসিলেন এসে।
কিছু দূরে গোলোক নিভৃতে গিয়া বসে॥
প্রভু হরিচাঁদ জিজ্ঞাসিলেন গোলোকে॥
লক্ষণ কেমন আছে কি এসেছ দেখে॥

খণার বচন আছে সাপ স্বপ্ন ফোঁণা।
দেখিয়া যে না ফুকারে মুনি সেই জনা॥
অসম্ভব দেখিলে না কহে বিজ্ঞজনে।
মনের মনন কথা থাক্ মনে মনে॥
কি শুনিবা অধিক জানা'ব কিবা আর।
আজ কোন মহাভাগ হইল উদ্ধার॥
শুনিয়াছ ভারত পুরাণ রামায়ণ।
শাপ ভ্রষ্ট ভবে জন্মে কত মহাজন॥
কোন মহা পুরুষের শাপে কোন জন।
স্থান ভ্রষ্ট হ'য়ে থাকে পর্ব্বত কানন॥
যক্ষমুনি সাপে গন্ধকালী ভবে এসে।
কুন্তিরিণী মুক্তি পেল হনুমান স্পর্শে॥
অন্য কোন মহাভাগ হইল উদ্ধার।
বহিরঙ্গ লোক মাঝে না কর প্রচার॥
মহা প্রভু কহিলেন গোলোকের স্থানে।
এ সময় যাহারা ছিলেন সন্নিধানে॥
গোস্বামীর পদ ধরি তাহারা জিজ্ঞাসে।
এড়াইতে না পারিয়া গোস্বামী প্রকাশে॥
ত্রেতা যুগে সূর্য্যবংশে রাজা অযোধ্যায়।
ব্রাহ্মণের পাদোদক ভক্তি করি খায়॥
একদিন ভগবান তারে ছলিবারে।
ব্রাহ্মণ বেশেতে যান ত্রিশঙ্কুর দ্বারে॥
কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্থ বিপ্র হ'লেন কানাই।
ভাগবতে দ্বাদশ প্রস্তাবে আছে তাই॥
ব্রাহ্মণের পাদোদক হাতে ধরি নিল।
তাঁর মধ্যে ক্লেদ কীট দেখিতে পাইল॥
ঘৃণা করি না খাইল থুইল মাথায়।
সেই অপরাধে সর্প যোনী প্রাপ্ত হয়॥
সেই জন্য কৃষ্ণ পদ পাইল মাথায়।
প্রভু কৃষ্ণ ব্রজে কালীনাগ কালীদয়॥
না চিনিয়া ভগবানে করিল দংশন।
মস্তকে চরণ দিল প্রভু জনার্দ্দন॥
অদ্যাবধি মস্তকেতে প্রভু পদ চিহ্ন।
যদ্যপি সে সর্প তবু ত্রিভুবন মান্য॥
কালীনাগ কৃষ্ণপদ করিয়া ধারণ।
বলে প্রভু তোমার যে রাতুল চরণ॥
ভাবিয়া না পায় পদ ব্রহ্মা পঞ্চানন।
পদ লাগি শিবা করে শ্মশানে ভ্রমণ॥
সেই পদে বিষ দন্তে দংশিলাম আমি।
এ পাপেতে হ'তে হয় বিষ্ঠা কুণ্ড কৃমি॥
দিয়াছ অভয় পদ বাঞ্ছা নাহি আর।
কত সুখ পাইতাম হ'লে নরাকার॥
ওহে প্রভু নরবপু যদি পাইতাম।
মনোসাধ মিটাইয়া পদ সেবিতাম॥
কবে হ'বে হেন ভাগ্য তুমি সানুকূল।
শুনিয়াছি নর বপু ভজনের মূল॥
এই অপরাধ প্রভু আমার ঘুচাও।
দয়া করি ওহে হরি নরবপু দেও॥
তারে বর দিল সেই নররূপ হরি।
এর পর শ্রেষ্ঠ লীলা যে সময় করি॥
জাতি সর্প খল দংশী অন্য তাতে পাপ।
পরজন্মে আবার হইতে হ'বে সাপ॥
গুপ্ত ভাবে থেক গিয়া বিলে পদ্ম বনে।
পিতা যশোমন্ত গৃহে জন্মিব যখনে॥
রুদ্র অংশে জনমিবে আমার সেবক।
পরম ভকত সেই নামেতে গোলোক॥
যেদিন হইবে দেখা তাহার সঙ্গেতে।
বিষ্ণু লোকে যা'বে সুখে চ'ড়ে পুষ্পরথে॥
বিষ্ণু পারিষদ হ'বে বলিলাম তাই॥
পাইবা সালোক্য মুক্তি এক লোকে ঠাই॥
সেই কালীয়ার প্রাপ্তি হ'ল বিষ্ণুলোক।
কারু কাছে না কহিও বাপরে গোলোক॥
এই কথা যে সময় শুনিল গোলোক।
নিভৃতে বলিল প্রভু শুনিল তারক॥
দশরথ তাহা জানি লিখি পাঠাইল।
সে লেখা দেখিয়া তাহা তারক রচিল॥

ভক্তা নায়েরীর মহোৎসব।

পয়ার।

নায়েরী নামেতে নারী কলাতলা বাস।
পরমা বৈষ্ণবী দেবী হরি পদে আশ॥
বালিকা বিধবা দেবী শুদ্ধা তদবধি।
সাধু সেবা কৃষ্ণ সেবা করে নিরবধি॥
ঠাকুরের ভক্তগণ যায় তার বাসে।
ঠাকুরের নাম শুনে প্রেমানন্দে ভাসে॥
সবে বলে ওঢ়াকাঁদি স্বয়ং ভগবান।
তাহা শুনি নায়েরীর কেঁদে উঠে প্রাণ॥
ঠাকুরে দেখিব বলে চিত্ত উচাটন।
উদ্দেশে করিল দেবী আত্ম সমর্পণ॥

দৈবাধিন ঠাকুরের ভক্ত সঙ্গ পেয়ে।
ওড়াকাঁদি শুভযাত্রা করে সেই মেয়ে॥
পথে যেতে মনে মনে করে আনাগোণা।
যেমন কপাল প্রভু দেখাত দিবেনা॥
নেত্রনীরে গাত্র ভাসে চলে কাঁদি কাঁদি।
উপনীতা হইল শ্রীধাম ওড়াকাঁদি॥
ঠাকুরের রূপ দেখে হ'য়ে জ্ঞান হারা।
কাঁপে গাত্র শিব নেত্রে বহে অশ্রুধারা॥
দুইদণ্ড কাল প্রায় বহে দাণ্ডাইয়ে।
প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দেখে এক দৃষ্টে চেয়ে॥
যুগল নয়নে তার বহে অশ্রুধার।
কণ্ঠ রোধ বক্ষঃ স্থল তিতিল তাহার॥
ঠাকুর বলেন তোর কেন হেন দশা।
স্থির হ'য়ে বল তোর মনে কিবা আশা॥
দণ্ডবৎ হ'য়ে কেন রৈলি দাঁড়াইয়ে।
মনে যাহা থাকে তাহা বল প্রকাশিয়ে॥
তাহা শুনি সেই নারী ধীরে ধীরে কহে।
জনমে জনমে যেন পদে মতি রহে॥
প্রভু বলে তোর মতি থাকিল আমায়।
জনমে জনমে তোর প্রতি দয়ারয়॥
প্রভু কন নায়েরী মা যাগো অন্তঃপুরে।
দেখ গিয়া ঠাকুরাণী কিকি কার্য্য করে॥
বাক্য শুনি অন্তঃপুরে চলিল নায়েরী।
লক্ষ্মীমার পদবন্দে স্তুতিনতি করি॥
গৃহ কার্য্য করে সব মেয়ে ব্যবহারে।
শান্তিমাতা প্রফুল্লিতা নায়েরী আচারে॥
পরদিন বিদায় হইয়া বাড়ী যায়।
যাইতে না পারে ঠাকুরের পানে চায়॥
ফিরে ফিরে চায় তার চক্ষে বহে নীর।
থাকি থাকি ঝাকি মারে প্রফুল্ল শরীর॥
অষ্ট সাত্বিক বিকার জন্মিল আসিয়া।
সবে চমৎকৃত হৈল সে ভাব দেখিয়া॥
দুই তিন মাস এই ভাবে রহে ঘরে।
ওড়াকাঁদি আত্ম স্বার্থ হরিনাম করে॥
দুই তিন মাসান্তর যায় ওড়াকাঁদি।
অন্তঃপুরে থাকে ছয় সাত দিনাবধি॥
এই ভাবে যাতায়াত করে বহু দিন।
ঠাকুরের নিকটে কহিল একদিন॥
ওহে মহাপ্রভু মম আছে কিছু ধন।
আজ্ঞা হ'লে তব নামে করি বিতরণ॥
প্রভু বলে ভাল ভাল তাই করা চাই।
সাধু সেবা ভিন্ন ভবে ভাল কার্য্য নাই॥
যে সময় হইবেক যে অর্থ তোমার।
অমনি করিবা ব্যয় হুকুম আমার॥
এ সময় কত অর্থ আছয় তোমার।
কি রকম পারিবা করিতে ব্যয় তার॥
নায়েরী কহিছে কিছু নাহি জানি আমি।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর সব হও তুমি॥
প্রভু বলে নায়েরী মতুয়া সব ডাক।
জনমের মত এক কীর্ত্তি করি রাখ॥
চাউল লাগিবে তোর বিশকুড়ি মন।
এর উপযুক্ত দ্রব্য কর আয়োজন॥
তাহাই স্বীকার করি চলে গেল দেশে।
করিল উদ্যোগ তার মনের উল্লাসে॥
পুনর্ব্বার ওড়াকাঁদি চলিল নায়েরী।
নিজে প্রভু দিল তার দিন অবধারী॥
প্রভু বলে তোর কিছু করিতে হ'বেনা।
কর গিয়া আয়োজন যে তোর বাসনা॥
নায়েরী করিল সাধু সেবা আয়োজন।
এ দিকে ঠাকুর দিতেছেন নিমন্ত্রণ॥
গোলোক পাগলে ডেকে বলে হরিচাঁদ।
মহোৎসব করিবারে নায়েরীর সাধ॥
যাহ বাছা নিমন্ত্রণ করহ সবারে।
পরস্পর বলাবলি যে দেখ যাহারে॥
বৈশাখের সাতাশে আটাশে উনত্রিশে।
তিন দিন মহোৎসব করিবা হরিষে॥
পূর্ব্ব দিন অধিবাস ভোজ মধ্য দিনে।
শেষ দিন প্রহরেক নাম সংকীর্ত্তনে॥
মহোৎসবে বাজে কথা কহিতে দিবেনা।
খা'বে আর হরিনাম গা'বে সর্ব্বজনা॥
হরি ভিন্ন আর নাহি ক'র গণ্ডগোল।
শুধুমাত্র বলাইবা সুধা হরি বোল॥
সেই দিন হ'তে স্বামী গোলোক পুলকে।
মহোৎসব নিমন্ত্রণ আরম্ভিল লোকে॥
নায়েরীর বাড়িল যে আনন্দ অপার।
কবি বলে রবি গেল দিন নাহি আর॥

মহোৎসব ও নিমন্ত্রণ।

পয়ার।

জয় হরি বল জয় গৌর হরিবল।
নামের হুঙ্কার করি চলিল পাগল ॥
আর দিন পাগল রাই চরণেকে ল'য়ে।
উপনীত হইলেন বইবুনে গিয়ে ॥
পাগল বলিল রাই তুমি বাড়ী যাও।
আমি আসিতেছি তাহা অগ্রে গিয়া কও ॥
গঙ্গাচর্ণা আসিবার সময় কালেতে।
কলাতলা দেখা হ'ল নায়েরীর সাথে ॥
নায়েরী রাইকে ধরি বাড়ী পর নিল।
মহোৎসবের বার্ত্তা সব জানাইল ॥
রাই কহে জানত না বৃত্তান্ত সকল।
তোমার এ নিমন্ত্রণ দিতেছে পাগল ॥
এ সময় পাগল আসিল ফিরে ঘুরে।
নায়েরীর কথা রাই কহে পাগলেরে ॥
পাগলের ঠাই রাই কহিতে লাগিল।
পাগল বলেন ইহা কেন জিজ্ঞাসিল ॥
করিবেক মহোৎসব যদি থাক্যে ভাগ্যে।
বিশেষতঃ মহাপ্রভু দিয়াছেন আজ্ঞে ॥
অমনি চলিল দোহে গঙ্গাচর্ণা হ'তে।
ওঢ়াকাঁদি মহোৎসব চৌধুরী বাটিতে ॥
স্বয়ং মহাপ্রভু যান চৌধুরী আলয়।
নায়েরীর নিমন্ত্রণ পাগল জানায় ॥
ঠাকুর বলেন সবে যাও কলাতলা।
মহোৎসব করিবেক একটী অবলা ॥
আমি করয়াছি আজ্ঞা কেহনা থাকিও।
নায়েরীর মহোৎসবে সকলে যাইও ॥
অধিবাস দিন তথা গেলেন পাগল।
ক্রমে হরিবলা চলে বলে হরি বোল ॥
মহোৎসব দিনে সব হইল উদয়।
সঙ্গেতে অনেক লোক চলে মৃত্যুঞ্জয় ॥
বদন গোস্বামী যায় লইয়া মতুয়া।
পার হ'তে এসে ঘাটে নাহি পায় খেয়া ॥
পঞ্চাশৎ রসী হ'বে নদীর বিস্তার।
সেই নদী মধ্যে কেহ দিতেছে সাঁতার ॥
হরি বলি কেহ যায় ঝাপিয়া ওপার।
কেহ লম্ফ দিয়া পড়ে নদীর ভিতর ॥
নদীর মধ্যেতে আছে শিকারী কুম্ভীর।
তার যন্ত্রনায় লোক অনেকে অস্থির ॥
ঘাটে বাঁশ গাড়ী তাতে বাতা লাগাইয়া।
খোয়াড় বাঁধিল তাতে প্রেক লোহা দিয়া ॥
মতুয়ারা তাহা দেখি ভয় নাহি করে।
হরি বলে ঝম্প দিয়া জল মধ্যে পড়ে ॥
কেহ বলে সনাতনে করেছিলে পার।
হয় পার কর নহে করহ আহার ॥
শিকারী কুম্ভীর তথা মাঝে মাঝে ভাসে।
মতুয়ারা তাহা দেখি হরি বলে হাসে ॥
এই মত মাতোয়ারা মনের আনন্দে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় ডাকে হরিচাঁদে ॥
পাগল আসিল পারে ওপার বদন।
একখানি নৌকা পেয়ে উঠিল তখন ॥
এ পার আসিয়া সব নামিবার কালে।
নৌকা খানী ডুবে যায় মধুমতী জলে ॥
যার নৌকা সেই জন আসিয়া তথায়।
কাঁদিতে লাগিল ধরি পাগলের পায় ॥
এমন সময় এক কুম্ভীর ভাসিল।
কুম্ভীরের সম্মুখেতে পাগল পড়িল ॥
ঝাঁপ দিয়া ডুব মারী পাগল সেখানে।
ডাক দিয়া বলে তোর নৌকা এই খানে ॥
ভয় কেহ নাহি জায় নদীর কিনারে।
নৌকায় গলই জাগে জলের উপরে ॥
গোসাই কহিছে তোর কিছু নাহি ডর।
গলই জেগেছে তুই আশু হ'য়ে ধর।
ধরিয়া লইল নৌকা সেচিল তখন।
তাহাতে হইল পার যত ভক্তগণ ॥
নায়েরীর বাটী সব হল উপস্থিত।
দৈবে ঘোর মেঘ সজ্জা হৈল আচম্বিত ॥
গোলোক পাগল দেখি কুপিল তখন।
মহোৎসব বাদী ইন্দ্র হ'ল কি কারণ ॥
মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসে ডেকেছে ঘনেঘন।
এস মোরা করিব ইন্দ্রের সহ রণ ॥
অন্বেষণ করে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের।
মৃত্যুঞ্জয় পাগলের ভাব পেল টের ॥
মৃত্যুঞ্জয় বলে, রাগে স্বধর্ম্মের হানি।
এসহে ঠাকুর খুড়া মোরা হারি মানি ॥
মৃত্যুঞ্জয় বাক্য শুনি গোলোক পাগল।
মনোগত রাগযত হ'য়ে গেল জল ॥

বলিতে বলিতে মেঘ অমনি বর্ষিল।
দুই চারি ফোঁটা অল্প অল্প বৃষ্টি হ'ল॥
হইল পূর্ব্বের মত নির্ম্মল আকাশ।
পাগলের মহিমা হইল সুপ্রকাশ॥
নির্ব্বিঘ্নেতে মহোৎসব হইল অমনি।
দিবা নিশী ক্ষান্ত নাই শুধু হরিধ্বনি॥
বাড়ীর উপরে করিয়াছে একস্থান।
সেখানে সকলে করে হরিনাম গান॥
কেহ বসে কেহ উঠে নাচিয়ে নাচিয়ে।
কেহ কেহ ভূমে পড়ে অচৈতন্য হ'য়ে॥
কেহ প্রেমে ধরাধরি করে পড়াপড়ি।
কেহ কেহ কেঁদে কেঁদে যায় গড়াগড়ি॥
তাহার উত্তর পার্শ্বে ভোজনের ঠাই।
যখন যা'র যা ইচ্ছা খেতেছে সবাই॥
লাবড়া অম্বল ডা'ল ভাজা দধি চিনি।
খেয়ে খেয়ে সকলে দিতেছে হরিধ্বনি॥
কেহ ভীড় দেয় বলে সাধু সাবধান।
ক্ষণে পিছাইয়া ক্ষণে হয় আগুয়ান॥
গৌর অবতারে প্রভুর কামনা রহিল।
সেকারণে ওড়াকান্দী অবতীর্ণ হ'ল॥
বলিতে বলিতে বলে মধুরস বাণী।
কেহ তার পিছে পিছে দেয় হরিধ্বনি॥
পাতা রাখি ভূমে কেহ এটে হাতে মুখে।
দাঁড়াইয়া বাবা হরিচাঁদ বলে ডাকে॥
এই মত তিন দিন মহোৎসব হ'ল।
মতুয়ারগণ সব একত্রিত ছিল॥
লোক পরিমাণ অনুমান করি সবে।
দু'হাজার লোক সে মধ্যের দিন হ'বে॥
শেষ দিন লোক হবে চারি পাঁচ শত।
ভোজন করিল হরিভক্তগণ যত॥
নায়েরীর পূর্ণ হ'ল মনের বাসনা।
প্রেমে পুলকিত দেবী কাঁদিয়া বাঁচেনা॥
হরিচাঁদ প্রীতে হরি বল সর্ব্বজনে।
রসনা বাসনা নাম রস আস্বাদনে॥

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণব দাস জয় গৌরিদাস॥
জয় শ্রীস্বরূপ দাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ॥

পাগলের গঙ্গাচর্ণা গমন।

পয়ার।

এই মহোৎসব পরে যত ভক্তগণ।
গঙ্গাচর্ণা এসে করে হরি সংকীর্ত্তন॥
রামমোহনের ঘরে বসিয়া সকল।
কেবল বলেছে হরিবল হরিবল॥
তখন পাগল এসে কার্ত্তিকের ঘরে।
জয় হরি গৌর হরি বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
আসিল সকল ভক্ত সেই গৃহ দ্বারে।
পাগল বলিল যে আসিবি এই ঘরে॥
একজন এক শ্লোক, করিবি বক্তৃতে।
না বলিলে শ্লোক, নাহি পারিবি আসিতে॥
বক্তৃতা করিল শ্লোক যাহার যা আসে।
স্বেদ পুলকাশ্রু কারু হয় প্রেমাবেশে॥
লেখা পড়া যে না জানে সেও শ্লোক কয়।
শ্লোক না বলিলে ধেয়ে মারিবারে যায়॥
কারু মারে লাথি কারু মারে মুষ্ট্যাঘাত।
শোলক বলিতে অগ্নি লাগে অকস্মাৎ॥
মহা ভাবে প্রেম বন্যা শুনিয়া শোলক।
তার মধ্যে অম্বিকারে আনিল গোলোক॥
কার্ত্তিক বৈরাগী স্বামী অম্বিকা গৃহিণী।
ব্রজগণ কার্ত্তিক সে অম্বিকা গোপিনী॥

মৃত্যুঞ্জয় দশরথ আসি তার স্থান।
সবে বলে করহ মায়ের স্তন্য পান॥
অক্রুর বিশ্বাস রামকুমার বিশ্বাস।
দুগ্ধ পান করে সবে প্রেমেতে উল্লাস॥
পাগল ধরিয়া সেই অম্বিকার মুখে।
দুগ্ধ পান করে আর মা বলিয়া ডাকে॥
বলে মাগো এই বার হইবি গর্ভিণী।
ছেলে হবে তার নাম রাখিও অশ্বিনী॥
জয় হরি গৌরহরি বলি এই বোল।
সেখান হইতে যাত্রা করিল পাগল॥
পুনরায় সবে লয়ে গেল কলাতলা।
সেখান হইতে করে ওড়াকাঁন্দী মেলা॥
গোলোক পুলক আদেশিল স্বপ্নাদেশে।
রসনা রসনা লুব্ধ ভাসে প্রেমরসে॥

জলে স্থলে নাম সংকীর্ত্তন।

পয়ার

মতুয়ার গণ সব করিল গমন।
পদব্রজে চলেযায় বহুতর জন॥
পাঁচ হাত মুখে এক নৌকা সাজাইয়ে।
উত্তর দেশীয় সবে যায় তরী বেয়ে॥
কীর্ত্তন করিছে সবে বাজাইছে খোল।
তার মধ্যে কেহ উঠে বলে হরি বোল॥
যে নায় উঠিলে লোক ধরে ত্রিশজন।
সে নৌকায় লোক উঠে বিয়াল্লিশ জন॥
বার চৌদ্দ জন লোক হইয়াছে বেশী।
নাম সংকীর্ত্তন করে হ'য়ে মিশামিশি॥
দুই নৌকা জুড়ি বাহে কেহ মারে লম্ফ॥
তাহাতে নদীর জল হইতেছে কম্প॥
গোস্বামী গোলোক নাচে আনন্দহৃদয়।
কভু আগা নায় কভু যান পাছা নায়॥
গায় গায় মিশামিশি লোক সব ভীড়।
তার মধ্যে গোস্বামী উন্মত্ত নহে স্থির॥
সকল মতুয়া নাচে করি জড়াজড়ি।
তার মধ্যে গোস্বামী করেছে দৌড়াদৌড়ি॥
হাতে হাতে ধরাধরি হইয়া সবায়।
তার নীচ দিয়া প্রভু যান আগানায়॥
যখনে সকলে বসি নাম পদ গায়।
লম্ফ দিয়া গোস্বামী পড়েন পাছা নায়॥
নদীমধ্যে যত লোক নৌকা পরে ছিল।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে নিকটে আসিল॥
সব নৌকা গিয়া গোস্বামীর নৌকা ধরে।
সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও হরিনাম করে॥
যত সব বাজে নৌকা হ'ল আগুয়ান।
সবে বলে হরি হরি হিন্দু মুসলমান॥
জলমগ্ন লোক যেন ভুলে খায় জল।
তেমনি সকলে বলে বল হরিবল॥
পদ ধরি গান করে ঈশ্বরাধিকারী।
উঠেছে তরঙ্গ নাচে মধুমতী নারী॥
অক্রুর বিশ্বাস আগা নৌকার চরাটে।
দাঁড়ায়ে কীর্ত্তন করে হাতে ল'য়ে বৈটে॥
হাতে বৈটা লম্ফ দিয়া নেচে নেচে উঠে।
গোস্বামী লাফিয়া পড়ে তাহার নিকটে॥
পাগল শুইয়া পড়ি ডাকে হরিচাঁদে।
অক্রুর দাঁড়ায়ে তার দুই পদ মধ্যে॥
যেন দুই দাড় দুই পার্শ্বে নৌকা বায়।
হস্ত দিয়া সেই মত নৌকা টেনে যায়॥
চারি ছয় দাঁড়ে নৌকা যেই মত চলে।
সেই মত নৌকা চলে হস্ত টান বলে॥
গোস্বামীর নৌকা সঙ্গে যত নৌকা ধরা।
সব নৌকা সেই মত চলিল সুধারা॥
যত নৌকা ধরাধরি করিছে আসিয়ে।
বাহ্য জ্ঞান নাহি কারু প্রেমে মত্ত হ'য়ে॥
সময় সময় কারু বাহ্যস্মৃতি হয়।
চাহিলে পাগল পানে তাহা ভুলে যায়॥
হেন কালে জয়পুরবাসী চারি জন।
হৃদয় সীতানাথ ভোলানাথ রাইচরণ॥
ষোল হাত দীর্ঘে নৌকা প্রস্থে নয় পোয়া।
হরিধ্বনি শুনি চারি জন দিল বাওয়া॥
বহু পরিশ্রমে নৌকা ধরিল আসিয়া।
ঠেকাইল নৌকা আগানার তল দিয়া॥
কেহ বলে সব বেটা মরিতে আসিলি।
নৌকার গলুইর তলে নৌকা কেন দিলি॥
আসিলি নৌকার তলে ডুবিয়া মরিতে।
ভোলানাথ বলে মোরা এসেছি ডুবিতে॥
গোস্বামী বলেছে বাছা কে ডুবিতে চাও।
অক্রুর বিশ্বাস কহে জয় পুরে নাও॥
লম্ফ দিয়া উঠিলেন গোঁসাই গোলোক।
জয়পুরে নাও যদি এইত তারক॥

না হ'লে এমন বোল কে পারে বলিতে।
তারকের গণ নৈলে চাহে কি ডুবিতে ॥
নৌকামধ্যে নামে মত্ত ছিল যত লোক।
সকলের মুখে শব্দ তারক তারক ॥
মধ্যে ফাঁক করি দিল সকল তরণী।
তার মধ্যে জয় পুরের নৌকা নিল টানি ॥
তারকের নৌকা এই বলিয়া গোঁসাই।
লম্ফ দিয়া বলে তারকের নৌকা বাই ॥
পড়িয়া নৌকার মাঝে ভাসিয়া চলিল।
অক্রূর বিশ্বাস এসে লাফিয়া পড়িল ॥
রাইচাঁদ নিবারণ বদন গোঁসাই।
গোলোকের পুত্র গিরি মথুর দুভাই॥
গোলোক ঠাকুর গিরি মথুরের পিতে।
ঈশ্বরাধিকারী সবে বসি একেত্রেতে ॥
স্নান করে প্রেমাবেশে বড় নৌকা থেকে।
সিংহনাদ প্রায় ধ্বনি উঠে ঝোকে ঝোকে ॥
বলিতে বলিতে হরি নৃত্য গীত রসে।
বর্ণির খালের মধ্যে সব নৌকা পশে ॥
যাহারা বিদেশী নৌকা সঙ্গে এসে ছিল।
ছাড়িয়া কতক নৌকা বড় নদী গেল ॥
নিজ নিজ স্থানে যায় কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
কেহ কেহ সঙ্গে রৈল প্রেমে মত্ত হ'য়ে ॥
লোক ভীড় জয় পুরে নৌকার উপরে।
গায় গায় লোক ফাঁক নাহি ডালী যুড়ে ॥
ঊর্দ্ধ সংখ্যা ধরে নায় বিশ ত্রিশ মন।
নৌকার উপরে লোক ঊনত্রিশ জন ॥
তার মধ্যে গোস্বামী উল্লম্ফন করিছে।
নৌকা হ'তে কেহ কেহ কিনারে পড়েছে ॥
নায় নায় যোড়াযোড়ি ক্ষণে লাগে তটে।
কিনারার লোক গিয়া নৌকা'পরে উঠে ॥
গোস্বামী গোলোক গিয়া পড়েন কিনারে।
ফিরে লম্ফ দিয়া পড়ে নৌকার উপরে ॥
নৌকায় যত মানুষ ছিলেন বসিয়া।
মাথার উপর দিয়া পড়েছে লাফিয়া ॥
কূল হ'তে পড়ে এসে বড় নৌকা মাঝ।
দুই বার দেখা গেল পাছে আছে ল্যাজ ॥
লাঙ্গূল পাছায় লম্বা আট নয় হাত।
শরীর প্রমাণ লম্বা তের চৌদ্দ হাত ॥
শ্রীগোলোক কীর্ত্তনীয়া ঈশ্বরাধিকারী।
ভক্তি ভয় আনন্দে সকলে বলে হরি ॥
তালুকের মহেশচন্দ্র শ্রীহরি পোদ্দার।
আড়ঙ্গ বৈরাগী মহানন্দ কোটীশ্বর ॥
এমত অনেক ভক্ত দেখে চমৎকার।
ধূমকেতু তারা তুল্য লেজের আকার ॥
এমত আশ্চর্য্য কার্য্য দেখে সব নরে।
জয় হরি গৌরহরি বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
পড়িল গোস্বামী গিয়া কূলের উপর।
রাখালেরা হরি বলে শুনিতে সুন্দর ॥
মিশিল গোঁসাই সব রাখালের সঙ্গে।
জয় জয় হরি ধ্বনি দিতেছেন রঙ্গে ॥
পাগলের লীলা খেলা বড় চমৎকার।
বিরচিল কবি চূড়ামণি সরকার ॥

রাখাল সঙ্গে গোস্বামীর তিলবনে নৃত্য।

পয়ার

নাচে গায় রাখালেরা বলে হরিবোল।
নেচেছে গোস্বামী যেন উন্মত্ত পাগল ॥
এক এক বার প্রভু উঠেন নৌকায়।
তখন রাখাল হয় পাগলের প্রায় ॥
কেহ কেহ বলে ভাই পাগল কোথায়।
কোথা গেল বলে কেহ খুজিয়া বেড়ায় ॥
যখন সকলে হয় শোকাকুল মন।
তখন পাগল এসে দেন দরশন ॥
আসিয়া গোঁসাই কহে ওরে রাখালেরা।
বল বল হরিবল হেদেরে শালারা ॥
রাখালেরা বলে যাহা বল তাতে রাজী।
গোরাখাল বলে ফেলে যেওনা বাবাজী ॥
রাখালের সঙ্গে রঙ্গে পাগল গোঁসাই।
হুঙ্কারিয়া নাচে আনন্দের সীমা নাই ॥
নাচিতে নাচিতে হরি হরি বলে কাঁদে।
গোস্বামী হুঙ্কার ছাড়ি ডাকে হরিচাঁদে ॥
কেঁদে কেঁদে তিল বলে লুকা'ল গোসাই।
অন্বেষণ করি ফিরে রাখাল সবাই ॥
কোথা গেল কোথা গেল রাখালের রব।
পেলেম বা কারে তারে হারাইনু সব ॥
সকল রাখাল মিলে খুজে বনে বনে।
সবে মিলে তিলবন করে অন্বেষণ ॥
তিল তিল অন্বেষণ করিয়া না পায়।
তাহাতে তিলের চারা গাছ ভেঙ্গে যায় ॥

জমি স্বামী নন্দরায় নমঃ শূদ্র তিনি।
রাখালে মারিতে যায় ধাইয়া অমনি॥
তিল ভেঙ্গে নাশ কৈলি আমার এ জমি।
যমালয় তোদেরে পাঠা'ব অগ্র আমি॥
রাখালেরা বলে মারো রায় মহাশয়।
গোস্বামী না পেলে মোরা যাব যমালয়॥
এ বাক্য গোস্বামী যবে শুনিবারে পায়।
জয় হরি বল বলে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
এই আমি এই আমি বলেন গোঁসাই।
রাখালেরা বলে তারে পেয়েছিরে ভাই॥
ওরে ভাই তিলআলা মারিবিত মার।
মারা ধরা বলে কিছু ভয় নাহি আর॥
গোঁসাই বলেন ওরে কে মারিতে চায়।
দেখি কেবা মারে তারে ডেকে ল'য়ে আয়॥
রাখালেরা বলে গিয়া রায়ের গোচরে।
মার যদি এস বাবা ডেকেছে তোমারে॥
প্রভু কাছে যোড় করে কহে এক দাই।
আমার জমিতে এসে নাচহে গোঁসাই॥
রায় কহে যাও যাও যে ডাকে তোমারে।
আমার জমির তিল গেছে একেবারে॥
আমার জমিতে আর যেওনা পাগল।
যাও যদি তিল ভেঙ্গে যাইবে সকল॥
দাই বলে এই তিলক্ষেত্র মোর হয়।
নাচ গাও হরি বল যত মনে লয়॥
গোস্বামী বলেছে তোর তিল ভেঙ্গে যাবে।
দাই বলে তিল গেলে তিল দিতে হ'বে॥
যায় যাক্ থাকে থাক্ সামান্য এ তিল।
দয়া করি প্রেমভক্তি দেহ এক তিল॥
একতিল প্রেমভক্তি মোরে যদি দেহ।
পরিপূর্ণ হ'বে গোলা নাহিক সন্দেহ॥
মোর গৃহে না ধরিবে ছড়িয়ে পড়িবে।
ধরায় না ধরিবে বিরাজা পার যাবে॥
"ম্লেচ্ছ যবন যারা মোরে কভু নাহি মানে।
এই যুগে তারা ও কাঁদিবে মোর নামে"॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে যাহা যাহা ছিল।
শেষ "লীলার প্রধান" সব সম্ভবিল॥
গোঁসাই তাহার মুখে হস্ত দিয়া কয়।
নাচিব তিলের মধ্যে জয় হরি জয়॥
অমনি চলিল প্রভু রাখাল সঙ্গেতে।
দক্ষিণাভিমুখ হ'য়ে চলে সকলেতে॥
একবার দৌড়ে যায় দক্ষিণের আলি।
উত্তরাভিমুখ পরে চলিল সকলি॥
পুনরায় দৌড়ে যায় পশ্চিম আইলে।
আর বার পূর্ব্ব আলি চলিল সকলে॥
আসে যায় নাচে গায় যেন মল্ল যুদ্ধ।
নেচে নেচে তিল ভাঙ্গে করে কক্ষবাদ্য॥
তিল গাছ ভেঙ্গে চুরে নেচেছে রাখাল।
কিয়দংশ গাছে রৈল দুই এক ডাল॥
ডাল পাতা ভূমিসাৎ পাড়ায় পাড়ায়।
ভেঙ্গে চুরে তিল গাছ প'ল মৃত্তিকায়॥
এই মত তিল নৃত্য গীত ভঙ্গ করি।
পাগল বাহির হৈল বলে হরি হরি॥
মহা সংকীর্ত্তন মহা পীযূষের রস।
রসনা রস'না পেয়ে রসনা বিরস

গোস্বামীর ভোজের আয়োজন।

পয়ার।

নৌকা চলে খাল দিয়া পাগল কিনারে।
শীলনার বালারা সে নৌকা টেনে ধরে॥
আজ সবে এই স্থানে করুণ বিশ্রাম।
কৃতার্থ করুণ সবে করি হরিনাম॥
তাহাশুনি সব নৌকা লাগিল কিনারে।
বালাদের বাটী নাম সংকীর্ত্তন করে॥
বাহির বাটীতে নাম সংকীর্ত্তন হয়।
মহা সংকীর্ত্তনে প্রেম বন্যা ব'য়ে যায়॥
কেহ কাঁদে কেহ হাসে গড়াগড়ি যায়।
হরি হরি হরি হরি হরি হরি ময়॥
মাতিল তিতিল বক্ষ বহে অশ্রুজল।
গোস্বামী ডাকেন কোথা রাখালের দল॥
শুনিয়া রাখাল গণেদেয় হরিধ্বনি।
পাগলের সম্মুখেতে করি যোড় পাণি॥
গোস্বামী কীর্ত্তন মাঝে যখন বিরাজে।
রাখাল মিশিল এসে কীর্ত্তনের মাঝে॥
হাতে লড়ি গোস্বামী দাঁড়াল বাঁকা হ'য়ে।
রাখালেরা নাচে সুখে আবা ধ্বনি দিয়ে॥
বাল বৃদ্ধ যুবা প্রৌঢ় কিম্বা নরনারী।
ধন্য যুগে এক যোগে বলে হরি হরি॥
তার মধ্যে বসেছে ঈশ্বর অধিকারী।
মন্ত্রদাতা গুরু সদা করে গুরু গিরি॥

সংকীর্ত্তন ক্ষান্ত করি সেবা আয়োজন।
সবে বলে কিছু পরে করিব ভোজন ॥
গোস্বামী ঈশ্বরচন্দ্র আছেন সভায়।
তার সেবা না হ'লকি সেবা করা যায় ॥
বালারা দাঁড়াল এসে গোস্বামীর ঠাই।
কর যোড়ে বলে পাক করুণ গোঁসাই ॥
গোঁসাই চলিল পাক করিবার তরে।
পাগল গোঁসাই যান তার সমিভ্যরে ॥
আবার মাতিল সবে নাম সংকীর্ত্তনে।
দুই প্রভু চলিলেন রন্ধন কারণে ॥
বাহির বাটীতে সবে গান করে যথা।
অধিকারী ঠাকুরের হুকা ছিল তথা ॥
ঠাকুরের বিছানায় বালিস হেলানে।
এ দিকে মাতিল সবে নাম সংকীর্ত্তনে ॥
তার মধ্যে একজন উন্মত্তের ন্যায়।
নেচে গেয়ে বালিসের নিকটেতে যায় ॥
ঢলিয়া পড়িল গিয়া বালিসের গায়।
পদ লাগি নচে খানা ভাঙ্গিল তথায় ॥
মধ্য বাড়ী ছাড়িয়া বাহির বাড়ী নাম।
সেই খানে হুকা ভাঙ্গে কীর্ত্তনের ধাম ॥
পাক করে অন্তঃপুরে মধ্যে এক ঘরে।
গোলোক ঈশ্বর দুই প্রভু একতরে ॥
অন্তর্য্যামী পাগল গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে।
কহেন গোঁসাই তব হুকা ভাঙ্গিয়াছে ॥
সূতা গ্রন্থী দিয়া যোড়াইছে সেই হুক।
সূতা পাকইয়া বাঁধিতেছে ভাঙ্গা মুখ ॥
পাগল আসিয়া করে তর্জ্জন গর্জ্জন।
ঠাকুরের হুকা ভাঙ্গিলীরে কোনজন ॥
ঘরে বসি হুকা বাঁধে দীপ আলোকেতে।
গোস্বামীর ক্রোধ বাক্য শুনি ডরে চিতে ॥
ভয়ে দীপ নিভাইল বসে অন্ধকারে।
গোস্বামী বলেন বেটা আছে এই ঘরে ॥
দীপ নিভাইয়া বেটা বসে র'লি ঘরে।
ভেবেছিস্ আমি বুঝি দেখি নাই তোরে ॥
কিরূপে বাঁধিলি হুকা দীপ জ্বালা দেখি।
বাঁধন আটেনা মোটে তার করিবি কি ॥
দীপ জ্বালাইয়া হুকা দেখা'ল তখনে।
পতিত হইল ভয়ে গোস্বামী চরণে ॥
অপরাধ করিয়াছি প্রভু ক্ষমা চাই।
হুকা কিনে দিব এনে আজ্ঞা কর তাই ॥
পাগল কহেন মোরা চলে যা'ব প্রাতে।
তুই যাবি কতক্ষণে হুকা কিনে দিতে ॥
শীঘ্র করি আন আটালিয়া কালামাটী।
ভাঙ্গা হুকা গোড়া দিয়া করি পরিপাটী ॥
সেই মাটী এনে দিল পাগলের ঠাই।
তৈল মাটী দিয়া হুকা যোড়া'ল গোঁসাই ॥
তামাক সাজিয়া নিল রসই ঘরেতে।
হুকা ধরি দিল নিয়া ঠাকুরের হাতে ॥
হস্ত ধৌত কর প্রভু শেষে কর পাক।
ধূম্র পান কর সেজে এনেছি তামাক ॥
অধিকারী হুকা ধরি খাইল তামাক।
এই নাকি ভাঙ্গা হুকা কই যোড়া ফাঁক ॥
ঠাকুর ধরিয়া হুকা দেখে আগা গোড়া।
জিজ্ঞাসা করিছে হুকা কোথা দিলে যোড়া ॥
পাগল বলেন হুকা প্রবাসে চলিবে।
বাড়ী গেলে যোড়া ছেড়ে খসিয়া পড়িবে ॥
অধিকারী পাক করি বসিলেন খেতে।
অর্দ্ধ সেবা হইলে পাগল ব'সে সাথে ॥
খাইল দাইল শাক লাবড়া ব্যঞ্জন।
টক দধি দুগ্ধ বাকী করিতে ভোজন ॥
হেন কালে পাগল সে পাত্র ল'য়ে গেল।
অধিকারী কাছ হ'তে দূরেতে বসিল ॥
টক পাত্র দধি পাত্র চিনি দুগ্ধ ল'য়ে।
একত্র করিয়া সব নিলেন মাখিয়ে ॥
গোস্বামীকে কহে তুমি কর আচমন।
এ মহাপ্রসাদ আমি করি বিতরণ ॥
আমি তুমি একেত্রে খাইব বনমাঝে।
ইহা খেতে আসিও না শিষ্যের সমাজে ॥
নহে বহির্ব্বাটী গিয়া বৈস সেইস্থানে।
আর কিবা কার্য্য আছে এ বৃথা চর্ব্বণে ॥
গোস্বামী বসিল গিয়া ভক্তের সমাজে।
পাগল প্রসাদ বাটে সংকীর্ত্তন মাঝে ॥
দধি দুগ্ধ গোস্বামীর সেবা নাহি হ'ল।
পাগল সম্মুখ হ'তে কাড়িয়া লইল ॥
অবিবেকী সাধারণ লোক যারা ছিল।
পাগলের ভাব তারা বুঝিতে নারিল ॥
অনেক লোকের মনে বিদ্বেষ জন্মিল।
এলীলা তারক চন্দ্র ভাষায় রচিল ॥

পাগলের নামে বিদ্বেষ।

পয়ার।

সবে মিলে কাণাকাণি করে পরস্পরে।
এই সব কার্য্য কি পাগল ভাল করে॥
ঠাকুরেব সম্ভ্রম না রাখে এই বেটা।
বার জাতি মধ্যে কেন এঠে ভাত বাটা॥
কেন ঠাকুরের এক সাথে খেতে বসে।
দধি দুগ্ধ না খাইতে কেড়ে দিল শেষে॥
পাগল হইল কেন এত অত্যাচারী।
মহাপ্রভু পিতৃগুরু ঈশ্বরাধিকারী॥
সাথে খায় কেড়ে লয় সেবা না হইতে।
গৃহস্থের তিল ভাঙ্গে রাখালের সাতে॥
তিলআলা গৃহস্থেরা কত মন্দ কয়।
উচিত বলিতে গেলে সাধু নিন্দা হয়॥
এই মত পাগলামী কেন উনি করে।
এ কথা জানাও সবে ঠাকুর গোচরে॥
মহোৎসব করি পরে সবে বাড়ী যায়।
প্রভুর নিকটে গিয়া একে একে কয়॥
শুনিয়া ঠাকুর কয় তারে পাই যদি।
দেখিস্ কি করি যদি আসে ওঢ়াকাঁদি॥
থাক সবে গোলোক আসিবে যেই দিনে।
সেদিন সকলে তোরা আসিস্ এখানে॥
কি জন্য করিল বেটা এত পাগলামি।
গোলোকের পাগলামী ভেঙ্গে দিব আমি॥
একদিন গোলোক আসিল ওঢ়াকাঁদি।
সেই দিন সবে গিয়া হইলেন বাদী॥
জয় হরি বল মন গৌর হরি বল।
গম্ভীর হুঙ্কার করি উঠিল পাগল॥
মতুয়ারা বসিয়াছে ঠাকুর নিকটে।
পাগলে দেখিয়া হরিচাঁদ খেপে উঠে॥
বল রে গোলোক মহোৎসবে কি করিলি।
গুরু ঠাকুরের কেন অপমান কৈলি॥
রাখাল লইয়া কেন তিল ভেঙ্গে দিলি।
গৃহস্থ আসিয়া কেন দেয় গালাগালি॥
গোলোক কহিছে প্রভু কি কহিব আমি।
যাহা কর তাহা করি হয় পাগলামি॥
নাহি মোর জ্ঞান কাণ্ড তাতে হই দোষী।
ভালমন্দ নাহি বুঝি প্রেম লয়ে খুসী॥
কে যেন কি ক'রে যায় কিবা হিতাহিত।
জানিয়া করুণ দণ্ড যে হয় উচিত॥
তিল ভাঙ্গি রাখালের সঙ্গে সঙ্গে থেকে।
হিন্দু দিল গালাগালি দাই নিল ডেকে॥
যার জমি দেই দাই বলিল নাচিতে।
তিল ভাঙ্গী দাই বেটা আনন্দিত তাতে॥
এ যেন কাহার কার্য্য আমি নহে বুঝি।
ডেকে নিয়া তিল ভাঙ্গে কেন এত রাজী॥
ঠাকুরের সঙ্গে খাই তোমার প্রসাদ।
নাহি জানি তাতে কি হইল অপরাধ॥
প্রসাদ বিলাই আমি কীর্ত্তন সভায়।
যে প্রসাদ হ'য়ে থাকে বাজারে বিক্রয়॥
করেছি যে কর্ম্ম মর্ম্ম বুঝি বা না বুঝি।
ভাগবত সিদ্ধ ক্রিয়া জগবন্ধু রাজী॥
পাগল বলেছে তোরা জয় হরি বোল।
কেবা কি করিতে পারে খেপিল পাগল॥
মহাপ্রভু বলে তোরা করিলি নালিশ।
যাহা কহে কর দেখি ইহার শালিস॥
প্রসাদ বিলাইবার পারে কি না পারে।
যে প্রসাদ বিক্রী হয় আনন্দ বাজারে॥
কুকুরের মুখ হ'তে দ্বিজে কেড়ে খায়।
তাহা বিলাইয়া কি গোলোক দোষী হয়॥
আনন্দ বাজার নহে এ নহে উৎকল।
ইহা যেই মনে ভাবে সেই মূঢ় খল॥
এ হেন আনন্দ চিত্ত হ'য়েছে যাহার।
তার কাছে এই সেই আনন্দ বাজার॥
প্রসাদেতে অবিশ্বাস মনেতে ভাবিলি।
তবে তোরা হাত পেতে কেন তাহা নিলি॥
প্রসাদ লইয়া কই মন হৈল খাটি।
ছাই মাটী ল'য়ে কি করিলি চাটাচাটি॥
হিন্দু দেয় গালাগালি দাই ডেকে নিল।
যেনে আয় কার ক্ষেতে হ'ল কত তিল॥
তোরা যে নালিশ কৈলি না জেনে সন্ধান।
যা দেখি সে ঠাকুরের ভাঙ্গা হুকা আন॥
ঠাকুরের হুকা ভাঙ্গে কীর্ত্তন খোলায়।
পাক ঘরে গোলোক কেমনে টের পায়॥
সূতা দিয়া গ্রন্থী দিল গিরে আটে নাই।
মাটী দিয়া গোলোক যোড়া'য়ে দিল তাই॥
বলিতে বলিতে প্রভু আরক্ত নয়ন।
বলিলেন বাহ্য রুষ্ট কর্কশ বচন॥
ভাঙ্গা হুকা মাটী দিয়া যে দিয়াছে যোড়া।
তার পরে দ্বেষ করা মোরে নিন্দা করা॥

রাগাত্মিকা রাগ ধর্ম্ম ওঢ়াকাঁদি গণ।
এর পরে নাহি কোন সাধন ভজন॥
মর্ম্ম না জানিয়া কেহ কারে না নিন্দিবে।
হইলে আত্ম-বিদ্রোহ ছারে খারে যাবে॥
বাহ্য অঙ্গ ডোরক কপিন মালা আর।
সব হ'তে সবাকে করেছি অবসর॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হইবেক যেই।
না থাকুক ক্রিয়া কর্ম্ম হরি তুল্য সেই॥
কীর্ত্তনেতে লম্ফ করে অসম্ভব কাজ।
ভীমকায় বিশেষ দেখিলে যার ল্যাজ॥
প্রসাদ বাটীতে কেন তারে ভাব মন্দ।
সাবধান কেহ ক'র নাহে আত্মদ্বন্দ॥
অধিকারী পাক করে লাবড়া ব্যঞ্জন।
ভোজনে গোলোক মোরে করে নিবেদন॥
আমি খাইলাম তাই গোলোক দেখিল।
সেহেতু কীর্ত্তন মাঝে প্রসাদ বাটিল॥
না জানে পাষণ্ডীগণ এই কার্য্য কার।
ঈশ্বরীয় কর্ম্ম এই ঘটনা তাহার॥
তোরা ইহা না জানিস্ আমি জানিয়াছি।
গোলোক করিল যাহা আমি করিয়াছি॥
শুনিয়া মতুয়াগণ কাঁদিয়া আকুল।
বলে প্রভু আমাদের বুঝিবার ভুল॥
প্রভু বলে হয় হয় না জান আপনা।
নিজ চক্ষে নিজ মুখ নাহি দেখা চেনা॥
একবার যারে যে বিশ্বাস করে মনে।
তারে অবিশ্বাস আর করে বা কেমনে॥
তিল গাছ ভাঙ্গিয়াছে যাহার যাহার।
জান তথা হ'তে কিবা আসে সমাচার॥
আট দশ দিন পরে পুকুরের পাড়ে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভূমিশয্যা ক'রে॥
এক এক জন করি আইল অনেকে।
নালিশ করিছে তারা এল একে একে॥
ঈশ্বরাধিকারী আর গোলোক কীর্ত্তুনে।
তস্য পুত্র গিরীশ মথুর দুইজনে॥
তালুকের মহেশ আর নিবারণ বালা।
ক্রমে ক্রমে হৈল্য হরিভকতের মেলা॥
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ আর শম্ভুনাথ।
মদন বদন বনমালী রঘুনাথ॥
ক্রমাগত হইল বহুত লোক জন।
নালিশ করিছে তারা আসিল তখন॥
ঠাকুর বসিয়া কহিছেন সব কথা।
হেন কালে পাগল গোলোক এল তথা॥
ঠাকুর কহিল যারা নালিশ করিলি।
তিল হ'ল কিনা হ'ল তার কি জানিলি॥
হেন কালে প্রণমিয়া বলে সেই দাই।
কোথায় আছেন মোর পাগল গোঁসাই
আমার জমিতে তিনি নাচিয়া গাইয়া।
তিল নষ্ট করেছিল রাখাল লইয়া॥
ভাঙ্গা ডাল মাটী মধ্যে পড়িয়া যা ছিল।
হয়ে বৃষ্টি ডাল পুষ্টি তিল বেড়ে গেল॥
নন্দরায় গোস্বামীকে তাড়াইয়া দিল।
তবু তার জমিতে যথেষ্ট তিল হৈল॥
অন্য অন্য কৃষকের যত তিলে জমি।
কারু মোটে হয় নাই কারু বহু কমি॥
তিল ভাঙ্গে আমি খুসী রায় করে দোষী।
তবু অন্য হ'তে তিল চতুর্গুণ বেশী॥
রায়ের দুবিঘায় ফলেছে পাঁচ সলী।
আমার দুবিঘা জমি রায়দের আলি॥
আমার সে ক্ষেত্রে তিল হ'ল নয় সলী।
আসিয়াছি গোস্বামীর কথা যাব বলি॥
আমি চিরদাস প্রভু দয়া কর মোরে।
যবন বলিয়া ঘৃণা না কর আমারে॥
প্রভু হরিচাঁদ বলে ওহে ভক্তগণ।
কি কহে যবন সবে করহে শ্রবণ॥
গোলোক কি করে কেহ না পাইলে দিসে।
এখন গৃহেতে গিয়া ভাব ব'সে ব'সে॥
শুনি মতুয়ারগণ ভাসে অশ্রু জলে।
পাগল হুঙ্কার করি জয় হরি বলে॥
ভাষাছন্দে কহে কবি তারক সরকার।
হরি হরি বল ভাই দিন নাহি আর॥
আদেশিল প্রভু দশরথ মৃত্যুঞ্জয়।
চতুর্ব্বিংশ বর্ষ পরে পাগল উদয়॥
মহানন্দ প্রেমানন্দ বলে বার বার।
দিন গেল গেল না মনের অন্ধকার॥
হরিলীলামৃত অব্জ অর্ক মহানন্দ।
বিরচিল তারকের হৃদে মহানন্দ॥

পাগলের দৈব তামাক সেবন।

পয়ার।

একদা গোলোকচন্দ্র নিশীথে নিদ্রায়।
জাগরিত রাত্রি দুই যামের সময় ॥
হরিচাঁদ রূপ চিন্তা করেছেন বসে।
ওড়াকাঁদি বাটী ঝাড়ু দিতেছে মানসে ॥
এমন সময় হ'ল তামাক পিয়াস।
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি জগতে প্রকাশ ॥
হুকায় পুরিয়া জল তামাক সাজিয়া।
গোস্বামীকে মহানন্দ হুকাদিল নিয়া ॥
তামাক সেবন করি হুকা দেওয়া ছলে।
ডাকিলেন মহানন্দ মহানন্দ বলে ॥
নিদ্রাগত মহানন্দ নাহি শুনে ডাক।
মহানন্দে না দেখিয়া গোস্বামী অবাক ॥
গাতুলে গোস্বামী যান মহানন্দ দ্বারে।
ডাকিলেন মহানন্দ আছ নাকি ঘরে ॥
মহানন্দ বলে মোরে ডাক কি কারণ।
গোস্বামী বলেন কেন এত অচেতন ॥
আমাকে তামাক খেতে হুকা ধ'রে দিলে।
আশামাত্র এত ঘুম কেমনে ঘু'মালে ॥
মহানন্দ বলে আমি হুকা দেই নাই।
রাত্রির মধ্যেতে আমি বাহিরে না যাই ॥
নাগরে জিজ্ঞাসা করে হুকা দিলে নাকি।
নাগর বলিল আমি কবে দিয়া থাকি ॥
গোস্বামী গোলোক মনে মানিল আশ্চর্য্য।
রচিল তারক এত ঠাকুরের কার্য্য ॥

গোস্বামী হরিচরণ অধিকারীর রথযাত্রা।

পয়ার।

পলিতা গ্রামেতে অধিকারী উপাধ্যায়।
নাম শ্রীহরিচরণ সাধু অতিশয় ॥
পাগল গোলোক চাঁদ মন্ত্রশিষ্য তার।
করিবেন রথযাত্রা শুনি সমাচার ॥
গোস্বামী গোলোক চলিলেন গুরুপাট।
গিয়া দেখিলেন রথে মিলিয়াছে টাট ॥
পাগলের ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র মহানন্দ।
তিনজনে চলিলেন হ'য়ে প্রেমানন্দ ॥
রথের বাজারে বহুতর লোক ভীড়।
তিনজন ভ্রমিতেছে দিতেছেন ভীড় ॥
টাট মধ্যে পেয়ে সাধু মাধবের সঙ্গ।
দোহেঁ করে কোলাকোলি পুলকিত অঙ্গ ॥
মাধবে লইয়া গেল গুরুর গোচরে।
ভূমে পড়ি অষ্টঅঙ্গে দণ্ডবৎ করে ॥
পদ ধূলী নিল তুলী দণ্ডবৎ হ'য়ে।
ঠাকুর নিকটে ক্ষণে রহে দাঁড়াইয়ে ॥
পাগল কহেন ওহে দয়াল ঠাকুর।
লোকারণ্য সমারোহ করেছে প্রচুর ॥
অধিকারী ঠাকুর কহেন যুড়িকর।
আমি নহে কর্ম্মকর্ত্তা জগৎ ঈশ্বর ॥
জ্ঞান কাণ্ড কর্ম্ম কাণ্ড ঐশ্বর্য্যের যোগ।
আমার কর্ত্তৃত্ব এ সকল পাপ ভোগ ॥
গোলোক কহিছে সব ঈশ্বরের খেলা।
ঠিক যেন মিলিয়াছে শ্রীক্ষেত্রের মেলা ॥
লোকের সংঘট্ট এতে বৃষ্টি যদি হয়।
আষাঢ় মাসের দিন কি হবে উপায় ॥
অধিকারী মহাশয় কহেন পাগলে।
বৃষ্টি নাহি হইবে মাধব দিছে বলে ॥
রথতলে পড়ি অদ্য ত্যজিবে জীবন।
তাহাতে আমার আরো ভয়াকুল মন ॥
শুনিয়া পাগল চাঁদ উঠিল গর্জ্জিয়া।
সত্য কি মাধব ইহা বলেছে আসিয়া ॥
আপনার প্রিয় শিষ্য মাধব সদ্‌জ্ঞানি।
ভক্ত শিরোমণি সে বৈষ্ণব চূড়ামণি ॥
রজতের খড়ম দিয়াছে তব পায়।
গুরু পাটে থাকে প্রায় সকল সময় ॥
মাসমধ্যে চারি পাঁচ দিন থাকে বাটী।
গুরুকার্য্য সদাকরে অতি পরিপাটী ॥
যে কিছু সময় নিজ বাটী গিয়া রয়।
কৃষি কার্য্য করে মাত্র সেটুকু সময় ॥
ছয় পাখী জমি এক মাত্র চাষ দেয়।
বীজ বুনাইয়া আর কাছে নাহি যায় ॥
আবাদাদি নিগড়ান কিছুই না করে।
মাত্র পৌষ মাসে ধান্য কেটে আনে ঘরে ॥
পরিমাণ ধান্য যাহা নিজ বাটী ব্যয়।
উদ্বর্ত্ত ধান্যাদি গুরু পাটেতে পাঠায় ॥
হেন কালে সম্মুখেতে আইল মাধব।
বলিতে লাগিল কথা লোকে অসম্ভব ॥

বলে মাধা অসম্ভব কথা বল্লি কেনে।
বৃষ্টি হইবেনা তুই জানিলি কেমনে ॥
অদ্য রাত্রে হ'বে বৃষ্টি সন্ধ্যার পরেতে।
চারি দণ্ড বৃষ্টি হ'বে পারিবি ঠেকা'তে ॥
রথের নীচায় পড়ে চাহিলি মরিতে।
গুরু পাটে আসিলি কি জাহিরী জানা'তে ॥
তোর দেহে হেন শক্তি হইয়াছে কবে।
অসময় মৃত্যু তোরে কোন যমে নিবে ॥
কমল চরণে দিলি রজত পাদুকা।
যে পদ কমলে সদা কমলা সেবিকা ॥
এনেদে কমল ফুল যারে পদ্ম বনে।
চন্দন মাখিয়া দিব যুগল চরণে ॥
অমনি মাধব যাত্রা করে ফুল জন্যে।
গোলোক বলেছে মাধা যা'স্ কোন খানে ॥
হারে মাধা নাহি মেধা শক্তি হৃদিপদ্মে।
বসে থেকে মন পাঠা পদ্ম বন মধ্যে ॥
মাধব নয়ন মুদি বসিল তখন।
গোলোক মানসে পূজে শ্রীগুরু চরণ ॥
মনে মনে মাধবেরে বনে পাঠাইল।
বন হ'তে পদ্ম পুষ্প মাধব আনিল ॥
মনে মনে করিলেন চন্দন ঘর্ষণ।
চন্দনে মাখিয়া পদ্ম পূজে শ্রীচরণ ॥
বিস্মিত মাধব কহে পাগলের পাশ।
কোথা হ'তে আসে দাদা চন্দনের বাস ॥
গোলোক কহিছে ভাই দেহ মন দিয়া।
কে যেন দিতেছে ফুল চন্দনে মাখিয়া ॥
আরোপে মাধব করে চরণ নেহার।
চন্দনে চর্চ্চিত পদ্ম দেখে পদোপর ॥
তাহা দেখি মাধব উঠিল শিহরিয়া।
গোলোকের পদ ধরি পড়িল কাঁদিয়া ॥
মাধবের হস্ত ধরি গোলোক উঠায়।
বলে ভাই শুন কিছু বলি যে তোমায় ॥
তোর সঙ্গে মোর হ'ল ভজনের আড়ি।
ধান্য আর দিসনারে ঠাকুরের বাড়ী ॥
এতদিন গুরুপাটে কেন ধান্য দিলি।
তুই কি আমার মাকে বারাণী পাইলি ॥
যদি দিতে ইচ্ছা থাকে আনিস্ বানিয়ে।
জননীর ঠাই দিস্ তণ্ডুল আনিয়ে ॥
পুনর্ব্বার গুরুপাটে ধান যদি দিস্।
ধান বানিবারে তোর নারীকে আনিস্ ॥
ফিরে যদি গুরুপাটে ধান যাবি দিয়ে।
আমার নিকটে মরিবিরে মা'র খেয়ে ॥
শুনিয়া মাধব পাগলের পদ ধরি।
দাদা দাদা বলে কেঁদে যায় গড়াগড়ি ॥
পাগল কহিছে মাধা আয় মোর সাথে।
রথের মেলায় যাই সন্ধ্যার অগ্রেতে ॥
ডাক দিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র মহানন্দে বলে।
দোহে বৈস পুকুরের দক্ষিণের কূলে ॥
দক্ষিণের পাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে নিয়া।
দুজনে রাখিল সেই খানে বসাইয়া ॥
একখান ভাঙ্গা চাঁচ দিয়া দুজনায়।
রাখিলেন নিয়া এক গাছের তলায় ॥
অল্পক্ষণ পরে বৃষ্টি হ'বে দণ্ড চারি।
তখনে এ চাঁচ দিও মস্তক উপরি ॥
বৃষ্টি হ'বে উত্তরিয়া বাতাস হইলে।
বাত বৃষ্টি লাগিবে না এখানে থাকিলে ॥
বৃষ্টি হ'য়ে গেলে ভাল সুবিধা হইলে।
তখনে দুজনে যেও বাড়ী পরে চলে ॥
মাধবে লইয়া তবে গোলোক গোস্বামী।
বাড়ীর উপরে গিয়া করে পাগলামি ॥
নিজে নানা কার্য্য করে আরো লোক ধরে।
সকলে বলিয়া দেয় কার্য্য করিবারে ॥
ব'লে দিলে কার্য্য করে কেহ আনে কাষ্ঠ।
জল পাতা আনে যারা ভক্ত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ॥
পাক করিবারে নাহি করে আয়োজন।
চুলা জ্বালাইতে সবে করিল বারণ ॥
ঢাকিয়া রাখিল কাষ্ঠ সামগ্রী যতেক।
সব সাবধান করে করি এক এক ॥
সভা করি বসিলেন কীর্ত্তন করিতে।
উন্মত্ত পাগল যেন লাগিল নাচিতে ॥
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল।
হুঙ্কার করিয়া নাচে কাঁপে ভূমণ্ডল ॥
লম্ফ দিয়া পাঁচ সাত হাত ঊর্দ্ধ হয়।
হেন জ্ঞান হয় যেন শূন্যে উড়ে যায় ॥
এক এক বার কহে কেহ হরিচাঁদ।
এক এক বার কহে সত্য গুরুচাঁদ ॥
গুরু ঠাকুরকে বলে পাছে ভুলে যাও।
জগন্নাথ বলে ওঢ়াকাঁদি মুখ চাও ॥
এক এক বার যায় অন্তঃপুর মাঝে।
এক এক বার আসে বাহিরের কাজে ॥

গুরুমাতা পাগলের পাগলাই হেরি।
করযোড়ে দাঁড়াইয়া বলে হরি হরি ॥
সন্ধ্যার পরেতে রাত্রি হ'ল দুই দণ্ড।
এমন সময় মেঘ হইল প্রচণ্ড ॥
আইল প্রবল বৃষ্টি হ'ল দণ্ড চারি।
পাগল বাদল মধ্যে বলে হরি হরি ॥
একবার ঘরে যায় হরিবোল দিয়া।
এক বার বৃষ্টি মধ্যে পড়ে লাফাইয়া ॥
বৃষ্টি মধ্যে ঘুরে যেন কুমারের চাক।
জলধর রবে দেয় হরিব'লে ডাক ॥
জয় হরি বল মন গৌরহরি বল।
মেঘের গর্জ্জন সঙ্গে গর্জ্জিছে পাগল ॥
যখন শ্রীঅঙ্গে লাগে বিদ্যুতের আভা।
সে সময় হইতেছে বিদ্যুতের শোভা ॥
আকাশে বিদ্যুৎ শোভা জলদ গর্জ্জন।
পাগলের হাবভাব তেমন তেমন ॥
বিদ্যুতের জ্যোতি শূন্যে নিক্ষরে যখন।
পাগলের অঙ্গ জ্যোতি হ'তেছে তেমন ॥
উভয় জ্যোতিতে মিশামিশি ঠেকাঠেকি।
ধাঁধাঁ দিয়া লোক চক্ষে লাগে চকমকি ॥
পাগল বিক্রম দেখি সবে জ্ঞান শূন্য।
হরি হরি বলিতেছে নাহিক চৈতন্য ॥
মেঘের গর্জ্জন কিম্বা পাগলের রব।
তাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট না হয় অনুভব ॥
জয় হরি বল ধ্বনি শুনা যায় বটে।
নির্দ্দিষ্ট না হয় শব্দ কোথা হ'তে উঠে ॥
চৈতন্য পাইয়া কেহ করিতেছে জ্ঞান।
পাগলের ধ্বনি কেহ করে অনুমান ॥
বাহির বাটীতে ছিল চাঁদোয়া টানান।
অধিকারী কহে চাঁদা শীঘ্র খুলে আন ॥
ছিড়ে যাবে ভিজিবে থাকিলে ঐ খানে।
পাগল করেন মানা বিনয় বচনে ॥
পাগল কহিছে যদি চাঁদোয়া খসা'বে।
আপনার এত ভক্ত কোথায় বসিবে ॥
শুনে মানা করে অধিকারী মহাশয়।
পাগল সকল লোকে কহিয়া বসায় ॥
চাঁদোয়ার নীচে থাক কেহ না উঠিও।
বৃষ্টি অন্তে সব লোক উঠিয়া যাইও ॥
সব লোকে বসাইল বৃষ্টির সময়।
বার বাটী অন্তঃপুরে পাগল ভ্রময় ॥
কিছু পরে ঝড় ক্ষান্ত বায়ু বন্ধ গিছে।
জল বিন্দু নাহি পড়ে চাঁদোয়ার নীচে ॥
বৃষ্টি অন্তে আকাশে প্রকাশে সব তারা।
পাগল বলিল এবে উঠহে তোমরা।
মহানন্দ মহানন্দ বলি ডাক দিল।
মহানন্দ ডাক শুনে নিকটে আসিল ॥
মহানন্দ মাধবেরে কহিল পাগল।
তোমরা উভয় গিয়া দেখহে সকল ॥
রসই করিবে যারা সবে দিল ডাক।
চুলা জ্বালাইয়া বলে শীঘ্র কর পাক ॥
সবে দেখে পাগলের শুক্‌না বসন।
চাঁদোয়া অনার্দ্র পূর্ব্বে যেমন তেমন ॥
খাল, ঘাট, বাটী, আর পুকুরের পথ।
রথ খোলা শুক্‌না আছয় পূর্ব্ববৎ ॥
মধ্যবাড়ী অন্তঃপুর সকল শুকনা।
জল কাদা কিছু নাহি দেখে সর্ব্বজনা ॥
দেখিয়া সকল লোকে মানিল বিস্ময়।
হরি হরি বলি সবে কার্য্যান্তরে যায় ॥
পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের দক্ষিণেতে।
বিঘত প্রমাণ জল ঘোর ঝটিকাতে ॥
পাগল জিজ্ঞাসা করে মহানন্দ ঠাই।
কেমন ছিলিরে বাপ! বল শুনি তাই ॥
মহানন্দ বলে তাকি বলিতে হইবে।
যে ভাবে রাখিলে মোরা ছিলাম সেভাবে ॥
সেই ভাঙ্গা চাঁচ খানি দিয়া আচ্ছাদন।
সেখানে ছিলাম লোক দশ বার জন ॥
আমরা শুক্‌না আছি থেকে সেই স্থান।
তাহার নীচেতে জল বিঘত প্রমাণ ॥
সেখানে অধিক বৃষ্টি ভাবে বোঝা যায়।
জলময় হইয়াছে শুক্‌না ডাঙ্গায় ॥
দেখে শুনে সকলের লাগে চমৎকার।
কহিছে তারকচন্দ্র রচিয়া পয়ার ॥
গুরুপাটে এই খেলা পাগল খেলিল।
হরিচাঁদ প্রীতে সবে হরি হরি বল ॥

পাগলের গঙ্গাচর্ণা-যাত্রা ও লীলাখেলা।

পয়ার।

গঙ্গাচর্ণা যা'ব বলি পাগল ছুটিল।
পথ মাঝে পাগলামি করিতে লাগিল॥
কভু হাটে কভু দৌড়ে কভু দেয় বোল।
জয় হরি বলরে গৌরহরি বোল॥
সঙ্গেতে ছিলেন ভক্ত মতুয়ার গণ।
পাটগাতী খেয়া পার হয়েন যখন॥
কার্ত্তিক বাটীতে থেকে জানিবারে পায়।
হাটে যাই বলিয়া কার্ত্তিক দ্রুত যায়॥
গঙ্গাচর্ণা নিবাসী কার্ত্তিকচন্দ্র নাম।
মধ্যম গণেশচন্দ্র কনিষ্ঠ ছিদাম॥
রামচন্দ্র বৈরাগীর পুত্র তিন জন।
তিন সহোদর সবে হরি পরায়ণ॥
পাগলের প্রিয় ভক্ত প্রধান কার্ত্তিক।
ঠিক যেন হনুমান নামেতে নৈষ্ঠিক॥
গৃহকার্য্য সমাপন যখনেতে হয়।
নির্জ্জনে বসিয়া হরিচাঁদ রূপ ধ্যায়॥
ওঢ়াকাঁদি মন দিয়া পাগল ভাবিয়া।
হৃদাসনে রাখে রূপ যুগল করিয়া॥
পাগল যখন যাহা করেন যেখানে।
কার্ত্তিক অনেক কার্য্য অন্তরেতে জানে॥
আসিতেছে পাগল জানিয়া তাহা মনে।
হাটে যা'ব বলি সাধু চলিল তখনে॥
পাগলেরে আনিবারে চলিলেন একা।
পথিমধ্যে পাগলের সঙ্গে হৈল দেখা॥
পাগল ধরিল কার্ত্তিকেরে জড়াইয়ে।
কার্ত্তিক পড়িল পদে দণ্ডবৎ হ'য়ে॥
পাগল আনন্দ চিত ধরিল কার্ত্তিকে।
পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে চুম্ব দিল মুখে॥
চুম্ব দিয়া বলে হাটে করিয়াছ মেলা।
আমার জন্যেতে এন একটী কমলা॥
হাট কর গিয়া বাছা এস ত্বরা ক'রে।
আমাকে পাইবা রাইচরণের ঘরে॥
ভক্তগণ সঙ্গে ল'য়ে চলিল পাগল।
রাইচরণের বাড়ী উঠিল সকল॥
চাঁদ মণ্ডলের পুত্র নামেতে বদন।
তাহার ছেলের নাম শ্রীরাইচরণ॥
বড়ই নির্ম্মল চিত সাধু সুচরিত।
হরিচাঁদ ভক্ত হরিনামে পুলকিত॥
গোলোক তাহার ঘরে লয়ে ভক্তগণ।
রাত্রি ভরি করিলেন নাম সংকীর্ত্তন॥
নামে মত্ত নিশী গত তাহা নাহি জানে।
শেষ যামে ভোজনে বসিল সর্ব্বজনে॥
ভোজনের শেষে ক্ষণে বিশ্রাম করিল।
সবে যাও নিজালয় পাগল বলিল॥
সকল বিদায় হ'ল বলি হরিবোল।
কার্ত্তিকের গৃহে এসে বসিল পাগল॥
দিনভরি ফিরি ঘুরি কত বাড়ী গেল;
সন্ধ্যাকালে কার্ত্তিকের গৃহেতে আসিল॥
কার্ত্তিকের রমণীকে করি সম্বোধন।
বলে মাগো অদ্য শীঘ্র করহ রন্ধন॥
আমার বিশেষ কার্য্য আছে তোমা ল'য়ে।
মাতা পুত্রে হরিকথা কহিব বসিয়ে॥
শুনিয়া অম্বিকা দেবী রন্ধন করিল।
ক্ষণমধ্যে পাক অন্তে ভোজ সমাপিল॥
পাগল কার্ত্তিকে কহে এ কার্য্য করহ।
পাক ঘরে আমার বিছানা করি দেহ॥
আজ্ঞামতে কার্ত্তিক করিল তখনেতে।
সেই ঘরে তিনটি বসিল গোপনেতে॥
পাগল কার্ত্তিক আর কার্ত্তিকের নারী।
হরিকথা আলাপনে বঞ্চিল শর্ব্বরী॥
হাসে কাঁদে গলা ধরি বাহু ধরাধরি।
প্রেমে বাহ্য জ্ঞান হারা বলে হরি হরি॥
যামিনী এমন ভাবে পোহাইয়া গেল।
ঝড় বৃষ্টি রাত্রি যোগে কিছু না জানিল॥
প্রভাতে বাহির হয়ে দেখিবারে পায়।
অন্যান্য বাড়ীর ঘর ছিন্ন ভিন্ন প্রায়॥
হরিনামে কি মাহাত্ম্য বাহ্য জ্ঞান নাই।
রচিল তারকচন্দ্র হরি বল ভাই॥
পাগল সুযাত্রা করি যান ওঢ়াকাঁদি।
অপার সমুদ্র লীলা নাহিক অবধি॥
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত সুধাধিক সুধা।
পদ্ম মকরন্দ পানে খণ্ডে ভব ক্ষুধা॥

সপ্তম তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণ দাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস ॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার ॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোক চন্দ্র জয় শ্রীলোচন ॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময় ॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।

পাগলের হনুমান্ মূর্ত্তিধারণ ও গঙ্গাদর্শন।

পয়ার।

পুনর্ব্বার একদিন গঙ্গাচর্ণা যেতে।
চলিলেন পাগলাই করিতে করিতে ॥
অক্রূরবিশ্বাস রামকুমার বিশ্বাস।
দুই জন মিলে এল পাগলের পাশ ॥
পাগল দেখিয়া বড় হৈল মনপ্রীত।
উভয় উভয় পক্ষে প্রেমে পুলকিত॥
তিন জন এক সঙ্গে যাইবে বলিয়া।
একত্রে হইল পার পাটগাতি গিয়া ॥
পাগল নামিতে তীরে দেয় এক লম্ফ।
নদী জল উথলিল যেন ভূমি কম্প ॥
কিনারে আসিতে বাকী দশ বারো নল।
গভীর ভাগন কূল স্রোত পাক জল ॥
জল হ'তে চারি হাত উর্দ্ধেতে পাহাড়ি।
পাড়ির উপরে পড়ে বায়ু ভরে উড়ি ॥
দেখিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময়।
নাবিক কহিছে ইনি মনুষ্য ত নয় ॥
গোস্বামী দৌড়িয়া গেল গঙ্গাচর্ণা গ্রামে।
কার্ত্তিকের গৃহেতে মাতিল হরিনামে ॥
অক্রূর রামকুমার আইল পশ্চাতে।
শম্ভুনাথ ঘরে বসিলেন একেত্রেতে ॥
বলে ওহে শম্ভুনাথ পাগল কোথায়।
বার্ত্তা শুনি শম্ভুনাথ অন্বেষণে যায় ॥
এ দিকে পাগল ভাবিছেন মনে মনে।
ভাল হ'ত কার্ত্তিক আনিলে সে দুজনে ॥
মন জানি ততক্ষণ কার্ত্তিক চলিল।
তাড়াতাড়ি করি দোহে ডাকিয়া আনিল ॥
তাঁহারা আসিয়া রাইচরণের ঘরে।
প্রেমানন্দে মেতে দোহে হরিনাম করে ॥
পাগল করেছে নাম তাহা শুনিতেছে।
পাগলের সঙ্গে কার্ত্তিকের ভার্য্যা আছে ॥
মৃদুস্বরে হরি বলে পাগলের সঙ্গে।
কার্ত্তিক ভাসিয়া যায় প্রেমের তরঙ্গে ॥
না এল বিশ্বাসদ্বয় পাগল ছুটিল।
গিয়া রাইচরণের ঘরেতে উঠিল ॥
দুই বিশ্বাসের আনি মদনের ঘরে।
পাগল বাহিরে গিয়া হরিনাম করে ॥
নিমাইর দুই পুত্র চাঁদ ধতুরাম।
ধতুরামের পুত্রের ঠাকুরদাস নাম ॥
তার পুত্র রামনিধি ভকত সুজন।
অতি শুদ্ধ মতি তার তিনটী নন্দন ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহন মধ্যম শ্রীমদন।
সব ছোট বনমালী বৈষ্ণব লক্ষণ ॥
মদনের ঘরে বসি আর আর লোক।
গৃহের বাহিরে ঘোরে গোস্বামী গোলোক ॥
মদনের ঘরে রাইচরণের ঘরে।
বায়ুবেগে দুই বাড়ী যায় আসে ঘুরে ॥
ঘর ঘেরি বাড়ী ঘেরী দেয় ঘন পাক।
চক্রাকার ঘুরে যেন কুম্ভকার চাক ॥
তাহাতে লোকের ভীড় হইল অধিক।
মাঝে মাঝে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে কার্ত্তিক।
কার্ত্তিকের বাড়ী বাল্য বৃদ্ধ যুবা যত।
সবে নাম সংকীর্ত্তনে হ'য়েছে উন্মত্ত ॥
রাইচরণের বাড়ী যত লোক ছিল।
দিসে হারা মাতোয়ারা কীর্ত্তনে মাতিল ॥
রজনী মহিমা বনমালী প্রামাণিক।
বৃন্দাবন নিবারণ প্রেমেতে প্রেমিক ॥
রাইচরণের ঘরে মদনের ঘরে।
বহু লোক মিশামিশি ভাসে প্রেম-নীরে ॥

সবে মিলে পাগলের বিক্রম দেখিয়া।
ভ্রান্তিতে গিয়াছে সবে সংজ্ঞা হারাইয়া॥
সিংহনাদ সিংহবীর্য্য গর্জ্জিছে পাগল।
জয় হরি বলরে গৌর হরি বল॥
মদনের ভগিনী মহিমা নাম ধরে।
তার কণ্ঠস্বর যেন অমৃত নিক্ষরে॥
পাগল উন্মত্ত হ'য়ে করে হরি নাম।
বেড়াপাক কীর্ত্তন যেমন ক্ষেত্র ধাম॥
দলে দলে মহাপ্রভু নাচিত যেমন।
তেমনি গোলোক চন্দ্র করিছে ভ্রমণ॥
এক এক বার যবে দিতেছেন লম্ফ।
তিন চারি বাড়ি কাঁপে যেন ভূমিকম্প॥
পাগলের প্রতি কার্ত্তিকের বড় আর্ত্তি।
দৈবে পাগলের দেখে হনুমান মূর্ত্তি॥
লম্ফ দিয়া দশ বার হাত ঊর্দ্ধ হয়।
লাঙ্গুল ঠেকিল গিয়া কার্ত্তিকের গায়॥
শূন্য মার্গে রাম রাম রাম রাম বলে।
অতি ভীমকায়, লম্বা পুচ্ছ, পিছে ঝুলে॥
অক্রূরে রামকুমারে ডেকেছে কার্ত্তিক।
কি দেখিনু কি হইল নাহি পাই ঠিক॥
তোমরা জানহ শাস্ত্রগ্রন্থ রামায়ণ।
দেখ এসে পাগলের লক্ষণ কেমন॥
ঘরে থাক কেন সবে বাহিরে এসনা।
একা আমি দেখিলাম তোরা দেখিলিনা॥
অক্রূর রামকুমার বাহিরে আসিল।
মারুতি মুরতি দেখি মূর্চ্ছিত হইল॥
দেখে মোহ প্রাপ্ত হৈলি কহিছে পাগল।
ধ'রে তুলে বলে তোরা বলহরিবোল॥
শম্ভুনাথে বলে কি দেখিলি শম্ভুনাথ।
শম্ভু কহে লেজ দেখি দশ বার হাত॥
পাগল বলিছে কারু নাহি দিব ফাঁকি।
দেখাইব যাহা আছে দেখিবার বাকী॥
এ গ্রামের শ্যামা রামা সবে ডেকে আন।
সকলে দেখুক আমি বানর প্রধান॥
চূড়ামণি পুত্র রামমোহন সুমতি।
ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত মাতা তোলাবতী॥
পাগল কহিছে ডেকে সবে তোরা আয়।
হইয়াছে বেশী বেলা স্নানের সময়॥
চলিল সকল ভক্ত হরিধ্বনি দিয়ে।
পাগলের জয় জয় সকলে বলিয়ে॥

অগ্রে চলিলেন সব মতুয়ার গণ।
আর সব পিছে চলে করি সংকীর্ত্তন॥
পাছের লোকের সঙ্গে চলিল গোঁসাই।
ক্ষণে দেখে সর্ব্ব অগ্রে করে পাগলাই॥
হরিনাম ধ্বনি উঠে গগনমণ্ডলে।
পাগল বলিল সবে নাম গিয়া জলে॥
জলকেলি করিতে সকলে এলি জুটে।
সবে নাম ঘাটে আমি যাইব অঘাটে॥
পাগল পশ্চিম দিকে যায় ঘাট ছাড়ি।
শম্ভুনাথ সাথে সাথে ধায় দৌড়াদৌড়ি॥
শম্ভুনাথ দৌড়ে যায় দেখিয়া কার্ত্তিক।
পিছে পিছে দৌড়ি যায় হইয়া বিদিক্॥
অক্রূর রামকুমার তাহা দেখি ধায়।
পাগল মারিল লম্ফ লেজ দেখা যায়॥
লম্ফ দিয়া পাগল জলের মধ্যে পড়ি।
জল ফেলাফেলি করে আছাড়ি পাছাড়ি॥
পূর্ব্ব ঘাটে সকলে করিছে জলকেলি।
পশ্চিমে পাগল করে জল ফেলাফেলি॥
জল ছিটাছিটি যেন ঘন মেঘ বৃষ্টি।
পাগলের প্রতি কার নাহি চলে দৃষ্টি॥
হেন কালে মধ্য জলে মকর উঠিল।
পাগল মকর ধরি মাথায় লইল॥
জলের মধ্যেতে দৃষ্টি করে চারি জনে।
পাগল জলের পরে বসে যোগাসনে॥
জল হ'তে উঠে জল বৃষ্টি যেন হয়।
কেবা বরিষণ করে কে জল উঠায়॥
মকর মস্তকে ছিল পড়িল জলেতে।
পাগল বসিল গিয়া মকর পৃষ্ঠেতে॥
দেখে পাগলের নাই পূর্ব্বের আকৃতি।
মকরের পৃষ্ঠে বসে শ্বেতবর্ণা সতী॥
পাগল জল তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়।
ভাসিতে ভাসিতে শেষে এল কিনারায়॥
মাত্র এক মকর ভাসিয়া রহে জলে।
বৃষ্টিধারা অনুক্রমে মকর ডুবিলে॥
দেখিতে দেখিতে পুন মকর ভাসিল।
গঙ্গা এসে মকরের পৃষ্ঠেতে বসিল॥
দেখিয়া পাগল চাঁদ ধাইয়া চলিল।
গঙ্গার চরণ ধরি মস্তকে করিল॥
গঙ্গাদেবী ধরিয়া পাগলে করে কোলে।
সিংহনাদে পাগল ডেকেছে মা মা বলে॥

পাগল বলেন করি পদে জলকেলী।
অপরাধ ক্ষম মাতা নিজ পুত্র বলি ॥
গঙ্গা বলে তুমি হরিচাঁদ প্রিয় পাত্র।
আমি তব অঙ্গ স্পর্শে হইনু পবিত্র ॥
পূর্ব্ব দিকে ঘাটে সব লোকে করে দৃষ্টি।
তারা বলে অই ঘাটে হ'য়ে গেল বৃষ্টি ॥
পাগল সাঁতার দিয়া উঠিলেন কূলে।
অচেতন চারিজনে ধ'রে ধ'রে তুলে ॥
ঘাটের উত্তরে গ্রাম দক্ষিণেতে গোগ।
পাগল করিল তথা গঙ্গাস্নান যোগ ॥
তথা স্নানে পূর্ণ হয় সব মনস্কাম।
গঙ্গা তুল্য শুদ্ধ ঘাট "বেলে ঘাট" নাম ॥
পাগলের যোগে গোগে গঙ্গাবারমাস।
অদ্যাপি সে কাণ্ড লোক মুখেতে প্রকাশ ॥
পাগলের জলকেলি দেখা গেল লেজ।
রচিল তারক চন্দ্র কবি-রসরাজ ॥

ভক্ত গোলোক কীর্ত্তনীয়ার ঠাকুরালী।

পয়ার।

ওঢ়াকাঁদি গোলোক কীর্ত্তনে আসে যায়।
ঐকান্তিক ভক্তি হরি ঠাকুরের পায় ॥
একদা শ্রীহরি বসি পুষ্করিণী তীরে।
গোলোক বসিল গিয়া ঠাকুর গোচরে ॥
ঠাকুর গোলোকে কহে কি কাজ করিলি।
গান করি চির দিন লোকেরে শুনালি ॥
এমন মধুর রাম নাম শুনাইয়ে।
বিলালি অমূল্য ধন অর্থ লোভী হ'য়ে ॥
যে ধনের মূল্য নাই তাহাই বেচিলি।
অমূল্য ধনের মূল্য কিছু না পাইলি ॥
কাঁদিয়ে কীর্ত্তনে কহে ঠাকুরের ঠাই।
আজ্ঞাকর কি কার্য্য করিব শুনি তাই ॥
ঠাকুর কহেন বাছা ধর্ম্ম কর্ম্ম সার।
সর্ব্ব ধর্ম্ম হ'তে শ্রেষ্ঠ পর উপকার ॥
কীর্ত্তনীয়া বলে হে তারকব্রহ্ম হরি।
আমি কি পরের ভাল করিবারে পারি।
মহাপ্রভু বলে বাছা বলিরে তোমায়।
কেহ যদি ঠেকে কোন আধি ব্যাধি দায় ॥
ওঢ়াকাঁদি আসিতে যে করয় মনন।
এ পর্য্যন্ত আসিতে দিওনা বাছাধন ॥
আমাকে ভাবিয়া যাহা তোর মনে আসে।
তাহাই বলিয়া দিস মনের হরিষে ॥
তাহাতে লোকের হ'বে ব্যাধি প্রতিকার।
ইহাতে হইবে তোর পর উপকার ॥
যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই খেতে দিস্।
হরিনামে মানসিক করিতে বলিস্ ॥
রোগমুক্ত হ'লে সেই মানসার কড়ি।
আমাকে আনিয়া দিস ওঢ়াকাঁদি বাড়ী ॥
রোগা ভক্তি কলিতে হ'য়েছে বড় ব্যক্ত।
রোগমুক্ত হ'বে সবে হ'বে হরি ভক্ত ॥
কহিয়া সারিও ব্যাধি ভাবিয়া আমারে।
অর্থ দণ্ডে পাপ দণ্ড নামে পাপ হরে ॥
নিজে না হইও লোভী অর্থের উপর।
তাহা হ'লে করা হ'বে পর উপকার ॥
শুনিয়া গোলোক বড় হরষিত হ'য়ে।
সারিতে লাগিল ব্যাধি হরি নাম দিয়ে ॥
অনেক লোকের ব্যাধি হইয়া মোচন।
হরি ভক্ত হ'য়ে করে হরি সংকীর্ত্তন ॥
রাউৎথামার আর মল্লকাঁদি গ্রাম।
চারি দিকে সব লোকে করে হরি নাম ॥
এইরূপে ভক্ত সব হইতে হইতে।
প্রকাশ হইল ধর্ম্ম দক্ষিণ দেশেতে ॥
বর্ণি বাসুড়িয়া দলোগুনী আটজুড়ী।
পাটগাতী কলাতলা গ্রাম বড়বাড়ী ॥
গঙ্গাচর্ণা গ্রাম মাঝে শম্ভুনাথ বাড়ী।
প্রহরাষ্ট থাকে তথা যেন বাসা বাড়ী ॥
তাহাতে অনেক লোক হইল বিমনা।
অই বাড়ী ছেড়ে কেন গোঁসাই লড়েনা ॥
চারি যুগে সৎকার্য্যে আছে বিড়ম্বন।
অনেক ভাবেতে ফিরে অনেকের মন ॥
ঠাকুর নিকটে সবে নানা ভাবে কয়।
শম্ভুনাথ ওঢ়াকাঁদি হইল উদয় ॥
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে গোলোক কি করে।
বিশ্বাস কি অবিশ্বাস তাহার উপরে ॥
শম্ভু কহে বিশ্বাস করেছি আমি যারে।
আর নহে অবিশ্বাস করিব তাহারে ॥
ঠাকুর কহেন আর নাহি অবিশ্বাস।
কেটে গেছে বাছা তোর কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ॥

ঠাকুর বলেন মোরে-যে দিয়াছে মন।
মোর মনে দোষ কার্য্য করেনা কখন ॥
প্রভু তবে পাগল গোলোক চাঁদে কয়।
যা দেখি গোলোক তুই গঙ্গাচর্ণা গায় ॥
নিজামকাঁদির ভক্ত গোবিন্দ নামেতে।
সদা কাল থাকে সেই গোলোকের সাথে ॥
তাহার নিকটে মহানন্দ জিজ্ঞাসিল।
ইতি উতি ভাবে কত অনেক কহিল ॥
মহানন্দ কহে তাহা গোস্বামী পাগলে।
পাগল কহেন তবে মহানন্দ স্থলে ॥
আমাকে যাইতে সেই গঙ্গাচর্ণা গ্রাম।
শ্রীমুখে বলেছে প্রভু থাকিয়া শ্রীধাম ॥
সেই হ'তে যা'ব যা'ব ভাবিতেছি মনে।
না যাইয়া অপরাধী হৈনু প্রভু স্থানে ॥
এই আমি চলিলাম ঠাকুর ভাবিয়া।
যা কর তা কর মম সঙ্গেতে থাকিয়া ॥
গোস্বামী চলিল তবে দিয়া হরিবোল।
শম্ভুনাথ গৃহ গিয়া বসিল পাগল ॥
গোস্বামীর শব্দ শুনি সে রাইচরণ।
প্রণমিয়া বলে চল আমার ভবন ॥
শম্ভুনাথ ভার্য্যা ব'সে পাগলের ঠাই।
মা! মা! বলিয়া তারে ডেকেছে গোঁসাই ॥
পাগল বলেন যা'ব তোমার আলয়।
মা যদি করেন আজ্ঞা তবে যাওয়া যায় ॥
শুনিয়া রাইচরণ হইল উন্মনা।
গোসা করি ফিরে এল পাগলে ডাকেনা ॥
বিমর্ষ হইয়া রাই নিজ গৃহে গেল!
চেয়ে দেখে গৃহমধ্যে বসেছে পাগল ॥
রাইচরণের ভার্য্যা কদমী নামিনী।
অপরে দোসরা তার নাম কাদম্বিনী ॥
পাগলের নিকটেতে বসিয়া রয়েছে।
পাদ ধৌত করি সেবা সুশ্রূষায় আছে।
তাহা দেখি রাই সুখী হইল সন্তোষ।
ঘুচে গেল মনেতে যা হ'য়েছিল দোষ ॥
রাইচরণকে ডেকে কহিছে গোঁসাই।
গোলোকেরে ডাকিয়া আনহ মম ঠাই ॥
তাহা শুনি ভাবে রাই এ আর কেমন।
কীর্ত্তনীয়া আসিবেক কিসের কারণ ॥
যার দ্বারা মনের ঘুচিয়া যা'বে কষ্ট।
তাহার দ্বারায় মন আরো হয়ে নষ্ট ॥
মনে ভাবে ডাকিব সে যাহাতে না আসে।
সে ভাবে সংবাদ দিল গোলোকের পাশে ॥
কীর্ত্তনীয়া নাহি এল পাগল যথায়।
এল না বলিয়া রাই সংবাদ জানায় ॥
গোস্বামী বলেন রাই বুঝিয়াছি মনে।
আসিতে দিলেনা তুমি সে আসিবে কেনে ॥
রাই তাই শুনিয়া বিস্মিত হৈল মনে।
মনে যা ভেবেছি প্রভু জানিল কেমনে ॥
পাগল বলেন রাই মনে কি ভাবিস্।
এই সব উল্‌টা কল তুই কি বুঝিস্ ॥
লক্ষ্মীকান্ত টীকাদার ছিল সমিভ্যরে।
ক্রোধেতে পাগল তারে দুই লাথি মারে ॥
মার খেয়ে লক্ষ্মীকান্ত ভাবে হ'য়ে ভোর।
বলে হারে দুষ্ট ভাল শাস্তি হৈল তোর ॥
রাইচরণকে কহে পাগল তখন।
করহ কদলী তরু প্রাঙ্গণে রোপণ ॥
কলা গাছ এনে ত্বরা ফেলিল সেখানে।
গর্ত্ত করে রোপণ করিল সে উঠানে ॥
পাগল কহিছে তুই মানুষ বিদিক।
এ কার্য্য করিতে রাই নাহি পাবি ঠিক ॥
লক্ষ্মীকান্ত টিকাদার ছিল যে সঙ্গেতে।
তাকে বলে কলা গাছ রোপণ করিতে ॥
লক্ষ্মীকান্ত করিতেছে মৃত্তিকা খনন।
রাই কহে পাগল ইহা করে কি কারণ ॥
লক্ষ্মীকান্ত বলে করি পাগল যা বলে।
বোধ করি এখানে হইবে রাসলীলে ॥
এ হেন সময় শম্ভুনাথের ভবনে।
অনেক লোকের আগমন সেইখানে ॥
কীর্ত্তনীয়া মহাশয় সঙ্গেতে তাহারা।
নাম সংকীর্ত্তন করে হ'য়ে মাতোয়ারা ॥
হুঙ্কার করিয়া হরি বলেছে পাগল।
জয় হরি বল মন গৌর হরি বল ॥
শম্ভুর বাটীতে যত লোক সমারোহ।
জ্ঞানশূন্য অচৈতন্য সবে গেল মোহ ॥
আরোপিল রম্ভা তরু উঠানের পাশে।
চতুর্দ্দিক বেড়ি ঘুরে মনের হরিষে ॥
লক্ষ্মীকান্ত বলে রাই করহ বিশ্বাস।
বিশ্বাস করহ যদি এই মহারাস ॥
শম্ভুর বাটীতে সবে যাইয়া দেখহ।
কীর্ত্তন করিতে সব হইয়াছে মোহ॥

তথা গিয়া দেখে সবে মোহ হইয়াছে।
রাই কাঁদি কহিলেন পাগলের কাছে॥
পাগল যাইয়া শম্ভুনাথের ভবন।
হরি বলি সবাকার করা'ল চেতন॥
গঙ্গাচর্ণা মহারাস পাগলের কাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

পাগলের তালবৃক্ষ ছেদন॥

পয়ার।

কত দিন পর্য্যন্ত সে রাই ভাবে মনে।
পাগলের কার্য্য কিছু বুঝিতে পারিনে॥
অমানুষী কার্য্য সব না বুঝে দেবতা।
আমি কোন ছার এর মর্ম্ম পা'ব কোথা॥
পাগল চাঁদের দেখি মহিমা অপার।
শ্রীমন্ত লোকের ভক্তি হইল সবার॥
রাইচরণের ভক্তি একান্ত অন্তরে।
মন হ'ল পাগলেকে আনিবার তরে॥
রাইচরণের নাই আশার অবধি।
নারিকেলবাড়ী গিয়া গেল ওড়াকাঁদি॥
পাগল বসিয়া আছে ঠাকুরের বামে।
রাই গিয়া ঠাকুরের শ্রীপদে প্রণামে॥
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে আ'লি কোথা হ'তে।
মনের মানসা তোর পাগলকে নিতে॥
রাই বলে আজ্ঞা প্রভো! অই মনোনীত।
বুঝিয়া করুণ কার্য্য যে হয় উচিত॥
ঠাকুর ইঙ্গিত কৈল গোলোকের পানে।
গোলোক ইঙ্গিত বুঝি উঠিল তখনে॥
অমনি চলিল রাইচরণ সঙ্গেতে।
ঠাকুর নিকটে রাই নারিল বসিতে॥
নারিকেলবাড়ী গিয়ে পাগলামী করে।
মার পিট করে জোরে যারে তারে ধ'রে॥
পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত চপট আঘাত।
দশ বারো জনে করে ভূমিতে নিপাত॥
পরে গেল করপাড়া যুধিষ্ঠির বাড়ী।
এক লাউ কাটিয়া পুরিল এক হাড়ি॥
জ্বাল দিয়া হাড়ির উপরে রেখে হাড়ি।
উঠানে আনিয়া ভাঙ্গে লাউ পোড়া হাড়ি॥
গোস্বামী তখন রাগে দর্প করি অতি।
রাইচরণের পৃষ্ঠে মারে দুই লাথি॥
দর্প করি বলে রাই শীঘ্র যারে বাটী।
বাড়ী আছে তালগাছ শীঘ্র ফেলা কাটী॥
তাহা শুনি রাই তবে বাটীতে আসিল।
রাত্রি এল তালগাছ কাটিতে নারিল॥
পাগল যথা তথায় পাগলামী করে।
পাটগাতী খেয়া ঘাটে রাত্রি দ্বিপ্রহরে॥
পাটনীর ঘর খেয়া ঘাটের উপর।
বলে ওরে পাটনী আমাকে পার কর॥
পাটনী কহিছে রাগে তুই কার বেটা।
এত রাত্রে বল তোরে পার করে কেটা॥
জয় হরি বলরে গৌর হরি বল।
দর্প করি যখনেতে উঠিল পাগল।
পাটনীর হৃৎকম্প হৈল তাহা শুনে।
নিত্য পার করি মন্দ ব'লেছি না চিনে॥
রাবণ পাটনী নাম হয় যে আমার।
পার করি অন্তে যদি মোরে কর পার॥
প্রভু বলে যাহা দিবি পাবি সেই ধন।
হরি তরাইবে তোরে বলিনু বচন॥
এত বলি পাগল চলিল গঙ্গাচর্ণা।
রাইচরণের বাড়ী চলে উগ্রমনা॥
বলে রাই মোর বড় ভ্রম হইয়াছে।
আমাকে সুস্থির কর এসে মোর কাছে॥
রাই ডেকে বলে তার রমণীর স্থান।
পাগলকে সুস্থ করি তৈল জল আন॥
তাহা শুনি ক্রোধেতে পাগল চাঁদ কয়।
তেলে জলে সুস্থ হওয়া পাগল এ নয়॥
তালগাছ কাটীতে তোমাকে আমি কই।
তাহা যদি কেটে ফেল তবে সুস্থ হই॥
রাই কহে আসিতে যে রাত্রি হ'ল মোর।
অবশ্য কাটিব গাছ নিশী হ'লে ভোর॥
প্রভাত সময় তালগাছ কেটে ছিল।
গাছের ডাগুয়া পাতা বাটিতে রাখিল॥
বাস্ত ঘর বেড়া সঙ্গে বেড়া হেলা দিয়া।
ডাগুয়া নীচায় পাতা উপরে রাখিয়া॥
পাগল তাহার পরদিন ফিরি ঘুরী।
গঙ্গাচর্ণা এল রাইচরণের বাড়ী॥
রাত্রি যোগে পাগল সে ডাগুয়া পাতায়।
আগুণ লাগা'য়ে দিয়া নাচিয়া বেড়ায়॥

হুহু শব্দ করি অগ্নি জ্বলে অবিরাম।
রাই করে শোর শব্দ পুড়িয়া মলেম॥
গৃহ মধ্যে গিয়া বলে পাগল গোসাই।
শুয়ে থাক রাই তোর কোন চিন্তা নাই।
বাহির হইয়া রাই দেখে অকস্মাৎ।
আগুণ হ'য়েছে উর্দ্ধ আট দশ হাত॥
যে খানের আগুণ নির্ব্বাণ সেখানেতে।
ঘর বেড়া কিছু না পুড়িল আগুনেতে॥
পাগল কহিল রাই চরণের তরে।
যাও যদি ওঢ়াকাঁদি এস সমিভ্যরে॥
তাহাশুনি ভাসে রাই প্রেমের তরঙ্গে।
প্রভাতে চলিল রাই পাগলের সঙ্গে॥
পাগল আসিয়া বাম্নুড়িয়া গ্রামে রয়।
রাই চরণকে কহে যাও নিজালয়॥
কাছারী হইতে এক পোয়াদা আসিয়া।
রাই চরণকে নিল কাছারী ধরিয়া॥
নায়েব কহেন কেন গাছ কেটেছিস্।
গ্রামীরা জুঠিয়া সবে করিছে লালিশ॥
আগুণ জ্বালালি কেন ঘরের বেড়ায়।
তুই পুড়ে যা'স মোর গ্রাম পুড়ে যায়॥
রাই কহে আমি এর কিছুইনা জানি।
ভাবের পাগল এক তার কথা শুনি॥
সেই কহে তাল গাছ কাটিবার তরে।
গাছ কাটিয়াছি তার বাক্য অনুসারে॥
গাছের বাগুয়া পাতা ঘরের পিছনে।
রাখিয়া ছিলাম পোতা বেড়ার সংলগ্নে॥
রাত্রি যোগে ছিনু আমি ঘরেতে শুইয়া।
পাগল আসিয়া দেয় আগুণ জ্বালিয়া॥
বাগুয়া পুড়িয়া তার পাতা পুড়ে গেল।
আট দশ হাত অগ্নি উর্দ্ধেতে উঠিল॥
চালের উপর দিয়া অগ্নি বায়ুলায়।
আগুণ দেখিয়া আমি করি হায় হায়॥
ভয় নাই কহে মোরে পাগল গোসাই।
তাল পাতা পুড়ে গেল ঘর পুড়ে নাই॥
বাবু কহে পাগলের কার্য্যে দোষ নাই।
ঈশ্বরের তুল্য ব্যক্তি পাগল গোসাই॥
তোমার নাহিক দোষ যাও নিজ ঘরে।
পাগলে কহিও যেন দয়া থাকে মোরে॥
কর্ম্ম কর্ত্তা হরি পাগলের ঠাকুরালী।
এত দিনে শত্রু মুখে প'ল চুণ কালি॥

পাগলে ভাবিয়া রাই উঠে কাঁদি কাঁদি॥
চারি দিন পরে যাত্রা কৈল ওঢ়াকাঁদি॥
দেখিয়া ঠাকুর রাই চরণে জিজ্ঞাসে।
অত্র বাছা ওঢ়াকাঁদি এলে কি মানসে॥
রাই কহে শ্রীচরণ দর্শন আশায়।
মহাপ্রভু বলে বৎস! তাহা বুঝি নয়॥
মোর প্রতি ভক্তি তোর আছে ত নিশ্চয়।
এবে আলি গোলোকেরে দেখিতে আশায়॥
যেই ভক্ত সেই আমি গ্রন্থে লেখে স্পষ্ট।
গোলোকে সেবিলে আমি আরো বেশী তুষ্ট॥
বাড়ী ছিল তাল গাছ কেটেছিস্ নাকি।
আগুণে পুড়িল নাই শুনে হৈনু সুখী॥
যাহা হো'ক তাহা হো'ক তোমার সৌভাগ্য।
হ'য়েছে তোমার বাড়ী রাজস্থূয় যজ্ঞ॥
যা করে গোলোক আমি করি সেই কাজ।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কবি রসরাজ॥

গোস্বামীর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ।

পয়ার।

কিছুদিন ওঢ়াকাঁদি করিয়া বিশ্রাম।
পাগল চলিল পুন গঙ্গাচর্ণা গ্রাম॥
যাওয়া মাত্র রাই চরণকে ডেকে কয়।
বইবুনে যাইব আমার সঙ্গে আয়॥
অমনি চলিল রাই পাগল সঙ্গেতে।
চলিলেন পাগলামি করিতে করিতে॥
জয় হরি বলরে গৌর হরি বল।
রাম জয় ধ্বনি করি চলিল পাগল॥
ধ্বনি শুনি লোক সব হৈল চমকিত।
মাঠিভাঙ্গা হাটখোলা হৈল উপনীত॥
গোপালবিশ্বাস উমাচরণবিশ্বাস।
পাগলকে দেখে মনে বাড়িল উল্লাস॥
উথলিল প্রেম বন্যা করিছে রোদন।
পাগলকে করিলেন অর্চ্চন বন্দন॥
জয় হরি গৌর হরি বলে বার বার।
সিংহের গর্জ্জন সম দিতেছে হুঙ্কার॥
গোপালবিশ্বাস উমাচরণ কহিছে।
এই বাজারেতে এক দারগা এসেছে॥
কোনু এক মোকদ্দমা আসামী ধরিতে।
নরহত্যা আসামীর আস্করা করিতে॥

কোন কোন লোকের করেছ অপমান।
চুপে চুপে এই খানে করুন প্রস্থান ॥
শুনিয়া পাগল আরো চেতিল দ্বিগুন।
আমি ভয় করিব করেছি কারে খুন ॥
জয় রাম গৌর হরি বলিয়া বলিয়া।
হুঙ্কার ছাড়িয়া ভ্রমে বাজার বেড়িয়া ॥
লোকে বলে পাগল আসিল কোথা হ'তে।
দ্বারগা বলে পাগল হইল কিমতে ॥
তাহা শুনি পাগল করিয়া হুহুঙ্কার।
লম্ফ দিয়া পড়ে দ্বারগার নৌকা পর ॥
আর লম্ফ দিয়া পড়ে দ্বারগার ঠাই।
দ্বারগা বলেন পদে রেখহে গোসাই ॥
বাজার বাহির হ'য়ে ধাইল পাগল।
ক্ষণে রাম রাম ক্ষণে গৌরহরি বোল ॥
একটি বেদের মেয়ে আসিয়া সেখানে।
হরি বলে কাঁদে বারি ঝরে দুনয়নে ॥
পাগলের পদে পড়ে করিছে রোদন।
বলে বাবা দয়া করি দেহ শ্রীচরণ ॥
আপনার জন্যে কিছু দধি রাখিয়াছি।
দয়া করি খাও যদি তবে আমি বাচি ॥
আস্থিত বেদের মেয়ে যবনের ঘরে।
কোন সাহসেতে দধি দিবহে তোমারে ॥
পাগল কহিছে তুমি কি ব্যবসা কর।
সে মেয়ে কহিছে সব জানিবারে পার ॥
মনোহারী মাল লয়ে পাড়াগায় ভ্রমি।
একদরে কিনি এক দরে বেচি আমি ॥
কেহ যদি দায় ঠেকে করি উপকার।
সাধ্য অনুযায় যাহা যার দরকার ॥
উপকার অর্থে অর্থ কারে যদি দেই।
দিতে যদি পারে তার সুদ নাহি নেই ॥
তবে যদি সেই নিজে খুসী হ'য়ে দেয়।
চাহিয়া কাহার কাছে করিনা আদায় ॥
শুনিয়া পাগল তার বদন চুম্বিল।
পরে দধি এনেদিল পাগল খাইল ॥
সে স্থল হইতে যাত্রা করিল যখন।
পাগলের সঙ্গে চলিল উমাচরণ ॥
উমাচরণের বাড়ী হৈল উপনীত।
ঘাটে গিয়া দাড়াইয়া রহে এক ভীত ॥
পুন এসে বাড়ী পরে যত হাড়ি ছিল।
বাহিরের ভাঙ্গা হাড়ি পাগল আনিল ॥
রাই চরণকে কহে কুড়াইয়া দেও।
অকর্ম্মা কলসী হাড়ি আমার যোগাও ॥
চারি পাঁচ বাড়ী যত কলসী বা হাড়ি।
মজুত করিল উমাচরণের বাড়ী ॥
পাগল চলিল ঘাটে হাড়ি কুম্ভ লয়ে।
রাই যোগাইয়া দেয় পিছু পিছু গিয়ে ॥
তাহা দেখি হাড়ি উমাচরণ দিতেছে।
দুজনে যোগায় নিয়া পাগলের কাছে ॥
ভাঙ্গা হাড়ি যত নিছে পাগল নিকটে।
আছাড়িয়া ভাঙ্গিতে লাগিল সেই ঘাটে ॥
বাহিরের হাড়ি সব ভাঙ্গা হ'য়ে গেল।
আন আন আন শব্দ করিতে লাগিল ॥
তাহাশুনি উমাচরণে বৃদ্ধা মাতা।
বলে উমা বল আর হাড়ি পাবি কোথা ॥
বাহিরের হাড়ি সব ফুরাইয়া গেল।
ঘরে যাহা ছিল সব আনিতে লাগিল ॥
ঘরে ছিল নূতন নূতন যত হাড়ি।
পাগলের নিকটেতে লয়ে যায় বুড়ি ॥
তাহা দেখি প্রভু বলে হ'ল ঘাট বাঁধা।
এ ঘাটেতে আর নাহি হবে সর কাঁদা ॥
জোয়ার ভাটার দেশ ঘাটে হয় কাঁদা।
সেই জন্য হ'ল মাগো এই ঘাট বাঁধা ॥
অদ্যাবধি সেই ঘাটে কাঁদা নাহি হয়।
পাগলের বরে ঘাট শান তুল্য রয় ॥
পাগলের ঘাট বাঁধা অলৌকিক কাজ।
রচিল তারক চন্দ্র কবি রসরাজ ॥

পাগলের প্রত্যাবর্ত্তন।

পয়ার

উত্তরাভিমুখ চলে পাগল গোসাই।
চলিলেন গঙ্গাচর্ণা সঙ্গে চলে রাই ॥
পার হ'তে মধুমতী নৌকা নাহি পায়।
হাটুরিয়া এক নৌকা দেখিবারে পায় ॥
পাঁচ জন একনায় হাটে যাইবারে।
দোকান পসার তুলে নৌকার উপরে ॥
নৌকার নিকটে গিয়া বলিল গোসাই।
এই নৌকা পরে তুমি উঠ গিয়া রাই ॥
রাই গিয়া উঠিল সে নৌকার উপরে।
হাটুরিয়া একজন বলে ক্রোধ ভরে ॥

আমরা চলেছি হাটে হারে বেটা বোকা।
নৌকার উপর কেন উঠিলি খানাকা॥
আর একজন এক বোঝা ল'য়ে এল।
একাকী সে বোঝা সেই নামা'তে নারিল॥
পাগল বলেছে রাই তুইত বর্ব্বর।
দাদার মাথার বোঝা শীঘ্র করি ধর॥
রাই এসে সেই বোঝা শীঘ্র নামাইল।
সাহা বলে তোমরা কোথায় যা'বে বল॥
রাই বলে যা'ব মোরা মধুমতী পারে।
সাহা বলে উঠ দোহে দিব পার করে॥
সেই নৌকা পরে গিয়া উঠিল পাগল।
মুখে বলে জয় হরি গৌর হরি বল॥
পাগল বলেছে রাই হও গে কাণ্ডারী।
তুমি গিয়া হা'ল ধর আমি দাড় ধরি॥
সাহাজীরা বলে কেন তোমরা বাহিবে।
আমরা করিব পার বসে থাক এবে॥
পাগল তাহা না শুনি হা'ল গিয়া ধরে।
রাই গিয়া দাঁড় ধরে আগা নৌকা পরে॥
পাগল ধরিয়া হা'ল ঘুরাইছে নাও।
বলে রাই হরিবলে জোর দিয়া বাও॥
সাহাজীরা কয় জন জোরে টানে বৈটে।
পাগল বলেছে রাই দাড় ধর এটে॥
অতিবেগে চলে নৌকা কাণ্ডারী পাগল।
কিনারের লোকে দেখে বলে হরি বোল॥
জয় হরি বলরে গৌর হরি বোল।
রাম রাম মহাধ্বনী করিছে পাপল॥
এইমত পার হয় দশবারো বার।
নদী মধ্যে নৌকা ঘুরা'য়েছে চক্রাকার॥
সাহাজীরা বাক্য হত হ'য়েছে বিহ্বলা।
পাগল বলেছে হাটে যেতে নাই বেলা॥
এতবলি নৌকা নিল পশ্চিম কিনারে।
লম্ফ দিয়া পাগল পাড়িল গিয়া তীরে॥
নৌকা বাহে সাহাজীরা হ'য়ে জ্ঞান হারা।
পাগল বলেন কোথা বেয়ে যা'স তোরা॥
চৈতন্য পাইয়া সাহাজীরা করে মানা।
আমাদের ছেড়ে প্রভু যেওনা যেওনা॥
কুলে উঠে সাহাজীরা শ্রীচরণে পড়ে।
বলে প্রভু আরবার উঠ নৌকা পরে॥
হাটে না যাইব মোরা নৌকায় এসহ।
আজ নিশী আমাদের বাসায় বঞ্চহ॥
প্রভু কহে হাট কর পুন যদি আসি।
তোমাদের বাসায় বঞ্চিব একনিশী॥
সাহারা অনেক কষ্টে বাক্যে দিল সায়।
বলে প্রভু দয়াকরে রেখ অই পায়॥
হাট শেষ বেলা শেষ এমন সময়।
দোকান পাতিল হাটে করিতে বিক্রয়॥
বহুতর খরিদ্দার জুটিল দোকানে।
কোন মাল কোন মুল্য কিছু নাহি শুনে॥
ওজন করিতে বসে ওজন করয়।
ক্রেতাগণ মন মত মূল্য দিয়া যায়॥
বিক্রয় করিতে মাল যত এনেছিল।
সকল বিক্রয় হ'ল কিছু না রহিল॥
অসম্ভব একি কাজ বিক্রী সব দ্রব্য।
অগ্যকার হাটে হৈল চতুর্গুণ লভ্য॥
তারা হ'ল হরিভক্ত সাধুর সমাজ।
রচিল তারক চন্দ্র কবি রস রাজ॥

সংসার রঙ্গভূমি॥

পয়ার

আর একদিন গিয়া কার্ত্তিকের ঘরে।
কার্ত্তিক কার্ত্তিক বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
অম্বিকারে বলে মাগো মোরে খেতে দেও।
কার্ত্তিক কোথায় গেছে ডাকিয়া আনাও॥
অম্বিকা বলেছে আমি কিবা খেতে দিব।
খুদ সিদ্ধ করিয়াছি কিবা খাওয়াইব॥
পাগল বলেছে মাগো খুদ কৃষ্ণ খাদ্য।
এনে দেমা শীঘ্র আমি খা'ব খুদ সিদ্ধ॥
খুদ সিদ্ধ এনে দিল পাগলের ঠাই।
খেয়ে বলে মাগো আমি বড় মিষ্ট খাই॥
পাগলের সিংহ ধ্বনী কার্ত্তিক শুনিল।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে পাগলের কাছে এল॥
বলেছে কার্ত্তিক তুই থাকিস কোথায়।
কার্ত্তিক বলেন আমি ছিলাম সভায়॥
অদ্য আমি গিয়াছিনু গ্রাম্য নিমন্ত্রণে।
স্বজাতীর মধ্যে আমি ছিলাম ভোজনে॥
পাগলবলে স্বজাতি তুই কস্ কারে।
চক্ষে হস্ত বুলাইয়া বলে পুনঃ যারে॥
শীঘ্র করি দেখে আয় রে বর্ব্বর বেটা।
দেখে আয় সভাতে মানুষ আছে কেটা॥

কার্ত্তিক যাইয়া দাড়াইয়া সভাপার্শ্বে।
দেখেছে সভায় যত চেগা বগা, বসে ॥
শিয়াল কুকুর আর শকুন বিড়াল।
ছাগ মেষ গো মহিষ আছে পালে পাল ॥
পাঁচ ছয় শত লোক ছিল যে সভায়।
তার মধ্যে শতেক মনুষ্য দেখা যায় ॥
দেখিয়া কার্ত্তিক হ'ল বিস্মিত হৃদয়।
লুঠিয়া পড়িল এসে পাগলের পায় ॥
এ ভব মায়াপ্রপঞ্চ সার কিছু নাই।
কহিছে তারকচন্দ্র হরি বল ভাই ॥

রুদ্র-উদ্ধার ।

পয়ার।

চলিল গোলোকচন্দ্র উত্তরাভিমুখে।
বাসুড়িয়া গ্রামে যাব কহিল সবাকে ॥
ভক্তগণ কতক চলিল সঙ্গে সঙ্গে।
হরিবলে হাসে কাঁদে নাচে গায় রঙ্গে ॥
রাইচরণ মদনকৃষ্ণ কোটীশ্বর।
মহেশ শ্যামাচরণ শ্রীহরি পোদ্দার ॥
সবে যায় হরিবোল বলিতে বলিতে।
উত্তরিল মধুমতী নদীর কূলেতে ॥
বড় গুণীর পশ্চিমে ভৈরব নগর।
রুদ্রমণ্ডলের বাড়ী নদীর কিনার ॥
বাড়ীহ'তে মধুমতী অতিদুর নয়।
শতহস্ত পরিমিত যদি বেশী হয় ॥
পরিষ্কার ঘাট তার বাড়ীর নিকট।
সব লোকে তারে ব্যাখ্যা করে রুদ্রঘাট ॥
মতুয়ারা হরি বলে যবে যায় হেটে।
মারিবার জন্য রুদ্র লাঠিল'য়ে ছুটে ॥
তাহা দেখি মতুয়ারা চুপ করে যায়।
কোন দিন তথা নাহি হরিনাম লয় ॥
এই ভাবে বহুদিন চুপে চুপে যায়।
অদ্য সেই ঘাটে গিয়া হইল উদয় ॥
পাগল বলেছে সবে সেই ঘাটে গিয়া।
আজ সবে হরি বল নাচিয়া নাচিয়া ॥
যাহার শরীরে আছে যত টুক শক্তি।
সেই শক্তি দিয়া নাম বল করে ভক্তি ॥
তাহা শুনি যার যত ছিল নিজবল।
সিংহের প্রতাপে সবে বলে হরিবল ॥
তাহাশুনি রুদ্র এক যষ্ঠি নিল হাতে।
যত হরিবলা গণে আসিল মারিতে ॥
মহাদস্যু মহাকায় মহাবলবান।
দেশের যতেক লোক ভয়ে কম্পবাণ ॥
পাগল দেখিল রুদ্র আসিল মারিতে।
দৌড়িয়া গেলেন সেই রুদ্রের সাক্ষাতে ॥
ক্রোধভরে কহে তারে ওরে রুদ্র দাদা।
তোর ঘাটে হরিবলে এত বড় স্পর্দ্ধা ॥
হরি হরি হরি বলে ওরা মারে ডঙ্কা।
তুমি আমি দুই ভাই কারে করি শঙ্কা ॥
হরিবলে ভণ্ডামি করিছে সব ভণ্ড।
আমি দিব উহাদেরে সমুচিত দণ্ড ॥
রুদ্রের হাতের যষ্ঠি লইল কাড়িয়ে।
আয় দাদা বলিয়ে চলিল বেগে ধেয়ে ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি গোস্বামী চলেছে।
পাগল চলিল আগে রুদ্র যায় পিছে ॥
গোস্বামী বলিছে পাষণ্ডীর রক্ষা নাই।
কার ঘাটে হরি হরি বলিস্ সবাই ॥
তর্জ্জনে গর্জ্জনে ধায় হরি বোলা দিকে।
মারিবার বাড়ী হাকে রুদ্রের সম্মুখে ॥
আগুলিয়া লম্ফ দিয়ে পিছে চলে যায়।
অধরোষ্ঠ কাঁপে রাগে কাঁপিতেছে কায় ॥
বিমুখ হইয়া পড়ে হ'য়ে মাতোয়ারা।
রুদ্রকে ঘেরিয়া করে লাঠি পাইতারা ॥
সঙ্গীরা ইঙ্গিতে হরি বলিতে বলিতে।
ধরিয়া রুদ্রের হস্ত লাগিল ঘুরিতে ॥
মধ্যে রুদ্র চতুর্দ্দিকে নাচে ভক্তগণ।
নদীমধ্যে গোলা পড়ে হইল তেমন ॥
তার মধ্যে হুহুঙ্কার ছাড়িল পাগল।
জয় হরি বল রে গৌর হরি বল ॥
অচৈতন্য হ'য়ে রুদ্র হইল বিহ্বলা।
রুদ্রকে ঘেরিয়া হরিবলে হরিবলা ॥
সবে বলে হরিবল বল হরিবল।
রুদ্র সে চৈতন্য পেয়ে বলে হরিবল ॥
হরিবলে রুদ্র গোস্বামীর পায় পড়ি।
কীর্ত্তনের মধ্যে রুদ্র যায় গড়াগড়ি ॥
রুদ্র বলে আমাকে বলিলে যদি দাদা।
এই ভাবে তব মন থাকে যেন সদা ॥
আমি তোর দাদা হই তুই মোর ভাই।
জনমে জনমে যেন হেন সঙ্গ পাই ॥

ওঢ়াকাঁদিবাসী যত হরিভক্তগণ।
জানিলাম তারা সবে পতিতপাবন ॥
যুগে যুগে যত পাপী করেছ উদ্ধার।
এমন পাষণ্ডী কোথা পেয়েছ কি আর ॥
মহাপ্রভুগণ মহাপ্রভুর সমান।
আমি রহিলাম তার বিশেষ প্রমাণ ॥
আমি যদি তব দাদা তুমি যদি ভাই।
তবে চল আমার বাড়ীর মধ্যে যাই ॥
পাগলের হস্ত ধরি রুদ্র চলে যায়।
আগে রুদ্র পশ্চাতে পাগল দয়াময় ॥
তাহা দেখি হরি বোলা মতুয়া সকলে।
রুদ্র মণ্ডলের প্রতি হরি হরি বলে ॥
বাড়ীর উপরে নিয়া বলে যোড় করে।
সেবা কিছু কর ভাই বসে এই ঘরে ॥
গোস্বামী যাইয়া দেখে রন্ধনশালায়।
পরিপূর্ণ এক হাড়ি অন্ন তথা রয় ॥
গোস্বামী বলেন দাদা ল'য়ে চল ঘাটে।
মতুয়ার গণে আমি ইহা দিব বেটে ॥
চলিলেন যথা আছে সঙ্গী ভক্তগণ।
হাড়ির মুখেতে দিল সরা আভরণ ॥
সেই অন্ন হাড়ি ধরি জলে ডুবাইল।
জলমধ্যে বুড় বুড় করিতে লাগিল ॥
যত মতুয়ার গণ বাড়ীতে লইয়া।
রুদ্র নাচে হরি বলি প্রেমেতে মাতিয়া ॥
বাড়ীর মধ্যেতে রুদ্র লইয়া তখনে।
ভোজন করায় যত হরিভক্তগণে ॥
তাহা দেখি আসিলেন রুদ্রের রমণী।
সব পাতে এনে দিল দধি আর চিনি ॥
গলে বস্ত্র দিয়া তবে কহে দুইজন।
দয়া করি গৃহমধ্যে চলহ এখন ॥
ল'য়ে গেল পাগলেরে উত্তরের ঘরে।
নারী সহ হরিবল বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
রুদ্র কেঁদে কহে শুন ভাইরে পাগল।
ঘর বাড়ী পুত্র নারী তোমার সকল ॥
মতুয়ারা হরিবলে নাচিয়া নাচিয়া।
নারী সহ নাচে রুদ্র প্রেমেতে মাতিয়া ॥
মতুয়ারা সবে যায় এঘরে ওঘরে।
হরি হরি হরিবলে ঘর বাড়ী ঘিরে ॥
গোস্বামী বলেন দাদা যাই বাসুড়িয়ে।
বিশ্বাসের বাড়ী যা'ব নদী পার হ'য়ে ॥
রুদ্র বলে অগ্র আমি পার করে দিব।
আজ পার না করিলে কিসে পার হ'ব ॥
রুদ্র বলে দেও ভাই এসত্য কড়ার।
আসিতে যাইতে দেখা দিবে একবার ॥
দশ বিশ জন এস কিম্বা এস একা।
আসিতে যাইতে মোরে দিয়া যাবে দেখা ॥
বৈটালয়ে রুদ্র এসে নিজ হাতে বেয়ে।
পার করে দিল সবে নৌকায় উঠা'য়ে ॥
রুদ্রের উদ্ধার পার করিল গোঁসাই।
রচিল তারকচন্দ্র হরি বল ভাই ॥

পাগলের ওলাউঠা তাড়ান।

পয়ার।

একবার নারিকেলবাড়ী সে গ্রামেতে।
উপনীত ওলাউঠা ব্যাধি সেস্থানেতে ॥
মরিল অনেক লোক ভাব বিপরীত।
তাহাতে অনেক লোক হৈল চমকিত ॥
ভয়ভীত হ'য়ে কেহ না পারে চলিতে।
রাত্রি দ্বার বন্ধ নাহি চলে দিবসেতে ॥
মহানন্দ নাগর চলিল ওঢ়াকাঁদি।
কহে সব ঠাকুরের শ্রীচরণ বন্দি ॥
নাগর সরিষা নিল বসনেতে বাঁধি।
ওলাওঠা আসিয়াছে কহে কাঁদি কাঁদি ॥
ঠাকুর কহেন তাতে তোদের কি ভয়।
যা হ'বার হউক তোদের নাহি দায় ॥
তবু কহে নাগর উপায় কিবা করি।
প্রভু কন ভয় নাই বল হরি হরি ॥
গোস্বামী গোলোক তাহা শুনে দাঁড়াইয়া।
গোপনে নাগরে নিল ইঙ্গিত করিয়া ॥
কহিছে তোমরা সবে কর দরবার।
আমি যাইতাম দেশে বাসনা আমার ॥
মহাপ্রভু নিকটে নাগর কহিতেছে।
গোলোকে পাঠান যদি তবে ভয় ঘুচে ॥
ঠাকুর বলেন কেন গোলোক যাইবে।
হরিবল হ'বে ভাল ভয় নাহি রবে ॥
তবু আর বার গিয়া কহিছে নাগর।
জীবনের আশা নাই হ'য়েছি কাতর ॥
ঠাকুর বলেন এত ভয় কি লাগিয়া।
আনি দেখি দিব আমি সরিষা পড়িয়া ॥

সরিষা পড়া লাগিয়া মনের বিশ্বাস।
ল'য়ে যা সরিষা পড়া ভয় হ'বে নাশ ॥
আর বার নাগর করিছে দরবার।
দাদা গেলে ভয় মোরা না করিব আর ॥
ঠাকুর বলিল তবে গোলোক নিকট।
যাও বাছা কারু সঙ্গে না করিও হট ॥
শুনিয়া গোলোকচন্দ্র যায় দৌড়াদৌড়ী।
সত্বরে উত্তরে গিয়া নারিকেলবাড়ী ॥
জয় হরি বলরে গৌরহরি বল।
হুহুঙ্কার করি গিয়া উঠিল পাগল ॥
দন্ত করি গোস্বামী দিলেন একলম্ফ।
তাহাতে গ্রামেতে যেন হ'ল ভূমিকম্প ॥
দুর্গাচরণের বাড়ী নবীনের ঘরে।
কবিরাজ এসেছিল পূজা পাতিবারে ॥
পাগল হুঙ্কার করি কবিরাজে কয়।
এই পূজা দিলে যদি কলেরা না যায় ॥
যত লোক মরে তার সব দাবী দিবি।
পূজা দিয়া কলেরা কি তাড়া'তে পারিবি ॥
দুর্গাচরণেরে বলে ছাড় গণ্ডগোল।
ওঢ়াকাঁদি মুখো হ'য়ে হরি হরি বোল ॥
তথা হ'তে চলিলেন বাহুলের ঘরে।
তিন মেয়ে ব্যাধিযুক্ত কহে বাহুলেরে ॥
মেয়ে যদি মরে আমি সে জবাব দিব।
হরিচাঁদ নামে আমি কলেরা ঘুচা'ব ॥
মেয়ে থাক ঘরে তোরা মোর সঙ্গে চল।
একান্ত মনেতে তোরা হরি হরি বল ॥
ওঢ়াকাঁদি প্রভুনামে মান জরিমানা।
কলেরায় মেয়ে তোর মরিতে দিব না ॥
বাহুল আইল সঙ্গে চিন্তা নাহি আর।
হরি বলে পাগল ছাড়িছে হুহুঙ্কার ॥
গ্রামের লোকের শঙ্কা ঘুচিল সকল।
দিবানিশি সমভাব নির্ভয় হইল ॥
কবিরাজ যেই রাত্রি পূজা পেতেছিল।
ভয় পেয়ে সেই রাত্রি পলাইয়া গেল ॥
পাগল বসিল এসে নাগরের ঘরে।
সেই ঘরে থেকে সবে হরিনাম করে ॥
বাটীর ঈশান কোণে এক শব্দ পেয়ে।
সেই কোণে পাগল চলিল ক্রোধে ধেয়ে ॥
নাগরে বলিল ডেকে থাক গিয়া ঘরে।
ওঢ়াকাঁদি মুখো হয়ে ডাকগে বাবারে ॥
নাগর আসিয়া ঘরে নিদ্রা নাহি যায়।
হরিনাম ল'য়ে সেই রজনী পোহায় ॥
সে পাগল সিংহের প্রতাপে হরি বলে।
আগে আগে ওলাউঠা দৌড়ে যায় চলে ॥
হস্তীর বৃংহিত রব শুনায় যেমন।
কলেরা দৌড়ায় শব্দ হ'তেছ তেমন ॥
চলিল সে ওলাউঠা পূর্ব্বমুখ হ'য়ে।
নির্ভয় গোলোক তারে নিল ধাওয়াইয়ে ॥
গ্রামমধ্যে রাত্রি ভরি ভ্রমিছে পাগল।
গ্রাম্য লোক তাহা শুনি বলে হরি বোল ॥
কলেরা উঠিল গিয়া খোলের ভিটায়।
তার পর পাগল চলিল নিজালয় ॥
পর রাত্রি খলিয়ার ভিটায় চলিল।
প্রভু হরিচাঁদ বলি পাগল ডাকিল ॥
সে ভিটা ছাড়িয়া গেল ওড়ার ভিটায়।
তাহা দেখি পাগল চলিল নিজালয় ॥
পাগল বলিল মহানন্দ নাগরেকে।
নিজড়ায় কলেরা গিয়াছে দায় ঠেকে ॥
সেখানে যদিচ থাকে সেও ভাল নয়।
নিজড়া গ্রামেতে যা'ব আজকে নিশায় ॥
মহানন্দ নাগর করিছে তাতে মানা।
সে গ্রামে থাকিলে কোন ক্ষতি হইবে না ॥
নিশীথে পাগল গেল নিজড়ার গায়।
হরিধ্বনি দিয়া উঠে ওড়ার ভিটায় ॥
কলেরা আসিয়া তথা হল মূর্ত্তিমন্ত।
প্রকাণ্ড শরীর তার বড়ই দুরন্ত ॥
ভূতভিটা বলি তার আছে পরিচয়।
ভিটার উপর থাকি ডাক দিয়া কয় ॥
তোর ভয়ে আমি আসিয়াছি এই গ্রামে।
তুই কেন হেথা আলি দ্বিতীয়ার খামে ॥
আলি যদি তবে বেটা আয় এই ঠাঁই।
পড়িলি আমার হাতে তোর রক্ষা নাই ॥
আয় দেখি হ'স্ তুই কোন কাজে কাজী।
আজকার সংগ্রামে হইবে বোঝাবুঝি ॥
পাগল বলেন তুই ভয়ে পলাইলি।
আজ তুই এত বল কোথায় পাইলি ॥
আমি হরিচাঁদদাস তুই ভূত বেটা।
দেখিব সমরে তোরে রক্ষা করে কেটা ॥
বাবা হরিচাঁদ বলি ছাড়ি হুহুঙ্কার।
লম্ফ দিয়া পৈল গিয়া ভিটার উপর ॥

কলেরা বলেছে বেটা শীঘ্র যারে উঠে।
চিরকাল অধিকার মোর এই ভিটে॥
প্রভু বলে এ ভিটা ছাড়িব কি কারণ।
মরি কিম্বা মারি তোরে এই মোর পণ॥
আমি যদি মরি তবে অধিকার তোর।
তোরে যদি মারি তবে অধিকার মোর॥
ভিটা ঘিরি ওলাওঠা ঘুরিয়া বেড়ায়।
পূর্ব্ব মুখ প্রভু বৈশে আনন্দ হৃদয়॥
সম্মুখে আসিল যদি ঘুরে তিন পাক।
পাগল কহিছে তোর ঘুচাইব যাক্॥
থাক থাক ওরে দুষ্ট আর যাবি কোথা।
একটানে আমি তোর ছিড়ে নিব মাথা॥
পাগলের সম্মুখেতে ঝাউবন ছিল।
লম্ফ দিয়া পড়ি তিন গাছ উপাড়িল॥
সেই গাছ ধরি বেগে ধাইয়া চলিল।
ডঙ্কা দেখি শঙ্কা করি ওলাওঠা গেল॥
পাগল বলেন পলাইয়া যাস্ কোথা।
আমাকে কি বলে যাস্ বল সেই কথা॥
ওলাওঠা বলে বলি তোমার সাক্ষাতে।
যতদিন আমি আছি এই সংসারেতে॥
ততদিন আসিব না এই অধিকারে।
সত্যতা কড়ার আমি দিলাম তোমারে॥
এ অধ্যায়ে শুনিলে ঘুচিবে ব্যাধিভয়।
ধন পুত্র যশ প্রাপ্ত আয়ু বৃদ্ধি হয়॥
হরিচাঁদ পদযুগ্ম যোগে যোগে ভাবি।
রচিল তারকচন্দ্র সরকার কবি।

মহাপ্রভুর সঙ্গে পাগলের করণ যুদ্ধ।

ত্রিপদী।

গোস্বামী গোলোক, মাতাইল লোক,
হরিচাঁদ নাম দিয়া।
মত্ত হরিনামে, সদা কাল ভ্রমে,
ভকত ভবনে গিয়া॥
গিয়া সুরগ্রাম, করে হরিনাম,
আড়ঙ্গ বৈরাগী ঘরে।
পাগলে দেখিয়া, মেয়েরা আসিয়া,
আনন্দে রন্ধন করে॥
পাক হ'ল সারা, আসিয়া মেয়েরা,
গলে বস্ত্র দিয়া কয়।
হ'য়েছে রন্ধন, করুন ভোজন,
অন্ন জুড়াইয়া যায়॥
এমন সময়, শুনিবারে পায়,
যুধিষ্ঠির রঙ্গ বাসে।
শিঙ্গা সাতপাড়, ঠাকুর তোমার,
উদয় হ'লেন এসে॥
শুনিয়া পাগল, বলে হরি বোল,
উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠে।
আড়ঙ্গেরে কয়, যাইব তথায়,
শীঘ্র লহ নৌকা ব'টে॥
নৌকা নাহি ঘাটে, পাগল নিকটে
আড়ঙ্গ বৈরাগী কয়।
কহিছে পাগল, ছাড় গণ্ডগোল,
বিলম্ব নাহিক সয়॥
নাহি কিছু মানি, নৌকা দেহ আনি,
ঠাকুর দেখিতে যাই।
না দেখে ঠাকুরে, মরিবে মরিবে,
ত্বরায় তরণী চাই॥
যদি নাহি দেহ, তবে নিঃসন্দেহ,
আমি দিব জলে ঝাপ।
তাতে যদি মরি, আমি পা'ব হরি,
তোর হ'বে মহাপাপ॥
কি দিব তরণী, তরী একখানি,
জলেতে ডুবান আছে।
ভাঙ্গা বড় নাও, তাতে যদি যাও,
তবে দিতে পারি সেচে॥
দুজনে হইলে, একেলা বাহিলে,
একজন ফেলে জল।
তবে যাওয়া যায়, সেই ভাঙ্গা নায়,
কর যদি এ কৌশল॥
মেয়েরা তখন, করিতে ভোজন,
পাগলকে কেঁদে কয়।
পাগল কহিছে, ক্ষুধা কার আছে,
তোর অন্ন কেবা খায়॥
মেয়েরা কাঁদিয়া, অন্ন দিল নিয়া,
খেলমাত্র দুই গ্রাস।
রায়চাঁদে কয়, শীঘ্র আয় নায়,
যদি দরশনে যা'স॥

পাগল কহিছে, নাও দেও সেচে,
যদি মোরে ভালবাস।
বাহিয়া যাইতে, একজন সাতে,
দেহ নৈলে নিজে এস ॥
নৌকা সেচে দিল, বৈটাখানা নিল,
পাগল উঠিল নায়।
ঠাকুর দেখিতে, নৌকা বেয়ে যেতে,
রায়চাঁদ সাতে যায় ॥
তরণী বাহিছে, বেগে চালা'য়েছে,
বিক্রমশালী বিশাল।
যাও যাও বলে, বাও বাও বলে,
পাগল সেচিছে জল ॥
জোরে খোচ দেও, জোরে বাও নাও,
যদি দেহ জোর ছেড়ে।
জোর দিলে কম, আমি তোর যম,
মুণ্ড ফেলাইব ছিঁড়ে ॥
মরি কিম্বা বাঁচি, আছি কি না আছি,
না জানিয়া মানি এত।
যা হও তা হও, নৌকা বেয়ে যাও,
এ নাও চালাও দ্রুত ॥
যত বাহে নাও, তত বলে বাও,
বিলম্ব নাহিক সহে।
রায়চাঁদ বায়, যত শক্তি গায়,
কাল ঘর্ম্ম দেহে বহে ॥
নিশ্বাস প্রশ্বাস, ঘন ঘন শ্বাস,
মরণ প্রশ্বাস প্রায়।
ডা'ন হাতে জল, ফেলেছে পাগল,
বাম হাতে নাও বায় ॥
ডালির উপরে, বক্ষঃ রাখি জোরে,
বাম হাত জলে দিয়া।
জল টানি টানি, চলিল অমনি,
যায় তরণী বাহিয়া ॥
অর্দ্ধ পথে গিয়া, পড়িল শুইয়া,
বলে একা বেয়ে চল।
নৌকা চালাইবি, এমতে বাহিবি,
নৌকায় না উঠে জল ॥
রায়চাঁদ জোরে, বাহে বেগভরে,
নৌকায় না উঠে বারি।
উতরিলা শিঙ্গা, পাগলের ডিঙ্গা,
অকূলে তরিল তরী ॥

ঠাকুরকে দেখি, নৌকা ঘাটে রাখি,
দৌড় দিয়া চলে যায়।
প্রভু হরিচাঁদে, হেরি মনোসাধে,
অমনি পদে লোটায় ॥
রহে দণ্ড চারি, ঠাকুরে নেহারি,
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে।
আমারে দেখিলে, এলে কি না এলে,
যুধিষ্ঠির রঙ্গ ঘরে ॥
কহিছে গোলোক, হইয়া পুলক,
ত্রিলোক পালক হরি।
যথা তথা রহ, নাহিক সন্দেহ,
উৎসাহে শ্রীপদ হেরি ॥
আপনি সবার, জীবন আধার,
যান সবাকার ঠাই।
আসি পুলকেতে, আপনা দেখিতে,
এ বাড়ীতে আসি নাই ॥
কহিল যখন, ঠাকুর তখন,
ক্রোধে রক্ত জবা চক্ষু।
এত বড় হলি, এ বাড়ী না আলি,
কি কহিলি ওরে মূর্খ ॥
ছিলেন বসিয়া, ঠাকুর রুষিয়া,
দুরন্ত রাগের সাত।
ঠাকুর তখনে, গোলোক বদনে,
মারিল চপটাঘাত ॥
তখনে গোলোক, অন্তরে পুলক,
বাহিরে পাবক ন্যায়।
এক লম্ফ দিয়া, ঠাকুরে লঙ্ঘিয়া,
ঘরের বাহিরে যায় ॥
গোলোক দৌড়িয়া, ঘাটেতে আসিয়া,
অবিলম্বে নাও ছাড়ি।
রায় চাঁদে ফেলে, আসিয়া উঠিলে,
কুবের বিশ্বাস বাড়ী ॥
এ দিকে ঠাকুর, ক্রোধিত প্রচুর,
রায় চাঁদে ডেকে কয়।
কোথায় ঠাকুর, পেলি এত দূর,
হারে দুষ্ট দুরাশয় ॥
শুনিবারে পাই, আমি যথা যাই,
ও বলে আসেনা তথা।
বুঝে দেখ মনে, আমারে কি মানে,
কেন কহে হেন কথা ॥

কবে রে ঠাকুর, হলি এত দূর,
পোতায় ছিল না ঘর।
যার মেয়ে লোকে, মাঠে বই রাখে,
এত বুদ্ধি কেন তার ॥
প্রভু দেন গালি, যাহা যাহা বলি,
পাগলের বংশে নাই।
রঙ্গ বাড়ী থেকে, গালিদেন রুখে,
সেই বংশে আছে তাই ॥
চক্র নহে সোজা, চক্রী চক্র বোঝা,
কিচক্রে কারে ঘুরায়।
কুবের ভবনে, আসিয়া তখনে,
পাগল নিরন্ত হয় ॥
কুবেরের বাসে, রায়চাঁদ এসে,
উপনীত যখনেতে।
কুবের নারীকে, বলেছেন ডেকে,
রায়চাঁদে দেও খেতে ॥
রায়চাঁদ কয়, খাওয়ালে আমায়,
সঙ্গে করে এনেছিলে।
বহু পরিশ্রমে, আসি শিঙ্গাগ্রামে,
খুব ভাল খাওয়ালে ॥
শুনিয়া পাগল, বলে হরি বোল,
জয় হরি বলে উঠে।
রুষিল দুরন্ত, যেমন জলন্ত,
পাবকে উল্কা ছুঠে ॥
কুবেরের ঘরে, আনিতে ঠাকুরে,
যুধিষ্ঠির বাড়ী যথা।
ঠাকুরে আসিতে, ভক্তিযুক্ত চিতে,
কুবের গিয়াছে তথা ॥
পায়স পিষ্টক, ব্যঞ্জনাদি টক,
লাবড়া ডাইল শাক।
ঠাকুরে আনিতে, ভক্তি যুক্ত চিতে,
এ দিকে হয়েছে পাক ॥
কুবেরের নায়, উঠে দয়াময়,
আসিতেছে তার বাসে।
পাগল শুনিয়া, ধাইয়া যাইয়া,
ঘাটে দাঁড়াইল রোষে ॥
ঠাকুরে চাহিয়া, কহিছে ডাকিয়া,
আয় দেখি আয় আয়।
ঠাকুর কেমন, বুঝিব এখন,
কে কেমন দয়াময় ॥

ঠাকুর আমায়, কেবলে কোথায়,
ঠাকুর বানা'লে কেটা।
তুই না ঠাকুর, বানালি ঠাকুর,
আমি ঠাকুরের বেটা ॥
মানিনে ঠাকুর, অই যে ঠাকুর,
শতেক ঠাকুর এলে।
ঠাকুরে দেখিব, আজ কি ছাড়িব,
ঠাকুর ডুবা'ব জলে ॥
তুই যা'স্ যথা, আমি নাহি তথা,
একথা ভাবিস্ কেনে।
যাই কিনা যাই, দেখাইব তাই,
জানিতে পারিবি মনে ॥
বক্ষঃ বিদারিয়া, দিব দেখাইয়া,
তেমন নির্ব্বোধ নয়।
পর দেহ ধরি, কার দেহ চিরি,
অধিকার নাহি তায় ॥
তার একজন, পবননন্দন,
হৃদি বিদারী দেখায়।
করিল জহুরী, তাতে লাজে মরি,
পশু শিশু আমি নয় ॥
যে জানে অন্তর, চিরিয়া অন্তর,
অন্তর দেখাতে হয়।
সে রহে অন্তরে, না রহে অন্তরে,
অন্তরের ধন নয় ॥
থাকিয়া অন্তরে, কি জেনে অন্তরে,
মারিস অন্তর হ'য়ে।
কে তোর আপন, বুঝিব এখন,
আয় দেখি নাও বেয়ে ॥
দিব জলাঞ্জলী, সব ঠাকুরালী,
যা থাকে আমার ভাগ্যে ॥
বুঝিব ক্ষমতা, আ'জ সেই ত্রেতা,
দেখুক ভকত বর্গে ॥
এক এক বার, ভীষণ চীৎকার,
কহিছে সাররে সার।
অধরোষ্ঠ কম্পে, এক এক লম্ফে,
ভূমিকম্পে লম্ফে তার ॥
ঠাকুর দেখিয়া, ভয় ভীত হৈয়া,
কহিছে কুবের ঠাই।
চেয়ে দেখ আড়ি, আজ তোর বাড়ী,
গিয়া মম কাজ নাই ॥

অদ্য কিবা ঘটে, কি আছে ললাটে,
যাইব না ফিরে চল।
প্রভু পুনরায়, রঙ্গ বাড়ী যায়,
নাহি যেন বুদ্ধি বল ॥
কুবের আসিল, পাগলে-বলিল,
ঠাকুর এলনা হেথা।
আমি অভাজন, করি কি এখন,
উপায় কি যা'ব কোথা ॥
কহিছে গোলোক, কেন হেন শোক,
পিতা কি ছাড়িবে সুতে।
এল এল এল, না এল না এল,
দয়া কি পারে ছাড়িতে ॥
দ্রব্য আদি যত, করেছে প্রস্তুত,
রাখিয়াছ ভারে ভারে।
মাথায় লইয়া, রঙ্গ বাড়ী নিয়া,
খাওয়ে এস বাবারে ॥
ভরি দুই হাঁড়ি, রঙ্গ দের বাড়ী,
কুবের যখনে যায়।
গললগ্নীবাসে, ভকতি উল্লাসে,
গোলোক পুলকে ধায় ॥
রঙ্গের ঘাটেতে, যায় যখনেতে,
ঠাকুর আসিল ঘাটে।
গোলোক পাগলে, কুবের কহিলে,
হরিচাঁদের নিকটে ॥
শুনিয়া শ্রীহরি, করিল শ্রীহরি,
যুধিষ্ঠির রঙ্গে কয়।
কুবের সঙ্গেতে, আমি এখনেতে,
চলিলাম নিজালয় ॥
সেইত্ত তরণী, পাইয়া অমনি,
শ্রীহরি উঠিল নায়।
কুবের সঙ্গেতে, ব্যতিব্যস্ত চিতে,
আসিলেন নিজালয় ॥
এল যুধিষ্ঠির, চক্ষে বহে নীর,
গোলোক আসিল তথা।
ভকত লইয়া, ঠাকুর বসিয়া,
কহিছেন মিষ্ট কথা ॥
হস্তে ধরি ধরি, নিয়া অন্তঃপুরী,
কুবের তখনে দিল।
কে দিয়াছে এত, দ্রব্য অপ্রমিত,
মাতা লক্ষ্মী জিজ্ঞাসিল ॥

যত কহে বাণী, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী,
কুবেরেকে লক্ষ্য করি।
কুবের কহিছে, জননীর কাছে,
চক্ষে ঝরে অশ্রুবারি ॥
দেবী লক্ষ্মী মাতা, শুনিয়া সে কথা,
কহিছে রঙ্গের ঠাই।
তুমি কি করেছ, মনেকি ভেবেছ,
গোলোক তোমার ভাই ॥
ঠাকুর যখনে, গোলোক বদনে,
করাঘাত করিলেন।
গোলোক কি দোষী, প্রভু কেন রুষী,
গোলোকেরে মারিলেন ॥
করিয়া শ্রবণ, ঠাকুর তখন,
যুধিষ্ঠির প্রতি কয়।
মোর এই ছল, এই কথা বল,
কি হইবে ব্যবস্থায় ॥
গোলোক তাহাতে, কুবের বাড়ীতে,
রহে ঈশ্বর ভাবিয়া।
গোলোক সাহায্য, কি করেছে কার্য্য,
আবার নিকট গিয়া ॥
কুবের বাড়ীতে, গোলোক যাইতে,
আমাকে করেছ মানা।
তোমার বাটীতে, আমাকে রাখিতে,
গোলোকের সে বাসনা ॥
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব, কুবেরের দ্রব্য,
তোমার বাটীতে যায়।
আমি খা'ব তাই, শুনিবারে পাই,
গোলোক পাঠায়ে দেয় ॥
গোলোক তোমার, করে উপকার,
তার কি করেছ তুমি।
ঠাকুর নিয়াছ, মনে কি ভেবেছ,
ঠাকুর হ'য়েছি আমি ॥
মেরেছি গোলোকে, তব বাড়ী থেকে,
তুমি কেন কাঁদিলে না।
গোলোক কারণে, আমার সদনে,
মাথা কেন কুটিলে না ॥
ঈশ্বরের কাজ, জগতের মাঝ,
জীবের সুধু পরীক্ষা ॥
লোকেরে দেখায়ে, কন্যাকে মারিয়ে,
বউ মাকে দেন শিক্ষা ॥

সামল সামল, আপনা সামল,
কপালে কি কার আছে।
পর দুঃখে দুঃখী, পর সুখে সুখী,
এ ভাবে প্রেম রয়েছে ॥
হয়েছে ঠাকুর, গৌরব প্রচুর,
ভেবেছ কি বুঝি বুঝি।
কাজে পাওয়া যায়, সব পরিচয়,
কে কেমন কাজে কাজী ॥
বৈষ্ণবের পদে, ক্ষুদ্র অপরাধে,
মহা মহা মহা জন।
বলে হরি হরি, সাধে কল্প ভরি,
হরি না পাবে সেজন ॥
যেই হরি ভজে, ভকত সমাজে,
যে পূজে ভকত পায়।
বুঝিয়া ভজন, করে যেই জন,
হরিপদ সেই পায় ॥
সব পরিহরি, বল হরি হরি,
থাকহ ভকত মাঝ।
কহে মনোসাধে, হরিচাঁদ পদে,
রায় কবি রসরাজ ॥

শ্রীধাম ওড়াকাঁদি ঘাটলা বন্ধন ॥

পয়ার।

একদিন পৌষমাসে রজনী প্রভাতে।
মহাপ্রভু বসেছেন পুকুর পাড়েতে ॥
উত্তর কূলেতে এক ঘাট বাঁধা আছে।
খাম্বা হেলি তক্তাগুলি খসিয়া পড়েছে ॥
ঠাকুর ডাকেন ওরে গোলোক কোথায়।
ঘাট ভেঙ্গে গেছে বাছা বেঁধে দে ত্বরায় ॥
আজ্ঞামাত্র গোলোক নামিল গিয়া জলে।
হেলে ছিল খাম্বাগুলি উঠাইল ঠেলে ॥
ভাল করি খাম্বা পুতি বাঁশ পাতি দিল।
দৃঢ় করি আরো দুটি খাম্বা লাগাইল ॥
দুই ধারে দুইবাঁশ দিলেন আড়নী।
তাহার উপরে বাঁশ পাতি দিল আনি ॥
দুই ধারে বাঁধে ঘাট বিচিত্র বাখান।
ঠিক যেন দুই থরে ইটের নিছনি ॥
গোলোক নামিল যবে জলের ভিতরে।
মহাপ্রভু তখনে গেলেন অন্তঃপুরে ॥
একেত দুরন্ত শীত সহন না যায়।
আরো উত্তরিয়া হাওয়া লাগিতেছে গায় ॥
পাগলের অসহ্য সে শীতের যাতনা।
হেনকালে মনে মনে করেছে ভাবনা ॥
থরথর কম্প শীতে কাঁপে অধরোষ্ঠ।
গুরুকার্য্যে এত কষ্ট মম দুরাদৃষ্ট ॥
বুড়া হাড়ে সহিতে না পারি এত কষ্ট।
ইহা হ'তে শত গুণে মৃত্যু মম শ্রেষ্ঠ ॥
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বাঁধা হল ঘাট।
হেনকালে গেল প্রভু পুকুরের তট ॥
প্রভু বলে ঘাট বাঁধা হয়েছে সুন্দর।
শোলাগুলি তুলে ফেল কূলের উপর ॥
অন্তঃপুরে থেকে ডেকে কন ঠাকুরাণী।
পাকশালা হ'তে বলে জগৎজননী ॥
একেত গোলোক চাহিতেছে মরিবার।
গোলোকে কষ্টের কার্য্যে নাহি দিও আর ॥
ঠাকুর গোলোকে কহে শুনে মরি লাজে।
মরিতে চাহিস বেটা এইটুকু কাজে ॥
তুচ্ছঘাট বাঁধা তাতে মরিতে চাহিলি।
ত্রেতাযুগে সেতুবন্ধ কেমনে করিলি ॥
হারিলি কামের ঠাই বলে ও হারিলি।
হারিলি শীতের ঠাই কুলে দিলি কালী ॥
শ্রীমুখের এই বাক্য শুনিয়া গোলোক।
উত্তেজিত হ'য়ে যেন জ্বলন্ত পাবক ॥
নামিয়া পড়িল জলে হইয়া ক্রোধিত।
মহাবীর্য্যে রতকার্য্যে পলাইল শীত ॥
জয় হরি বলরে গৌর হরি বল।
সিংহসম ধ্বনি করি উলটিছে জল ॥
ঝাপ দিয়া পড়ে জলে করি হরিধ্বনি ॥
অর্দ্ধ দণ্ডে ছাপ কৈল অর্দ্ধ পুষ্করিণী ॥
শৈবালাদি যত ছিল উত্তরের দিকে।
দুহাতে সাপুটে ধরি কূলে মারে ফিকে ॥
শতজনে দিন ভরি যাহা নাহি পারে।
অর্দ্ধ দণ্ডে একা তাহা করিল সত্বরে ॥
অর্দ্ধ পুষ্করিণী ছাপ যখন হইল।
উঠরে গোলোক বলি ঠাকুর ডাকিল ॥
মহাপ্রভু বলে হ'ল পুকুর নির্ম্মল।
গোলোকের গুণে জল যেন গঙ্গাজল ॥
এইরূপে পুষ্করিণী পরিষ্কার করে ॥
গোলোক গোঁসাই গেল বাড়ীর ভিতরে ॥

গোলোকে ডাকিয়া বলে দেবী শান্তিমাতা।
মরিতে চাহিলি এবে শীত গেল কোথা॥
গোলোক চরণে পড়ি বলেছে ভারতী।
জনমে জনমে যেন পদে থাকে মতি॥
হরিচাঁদ লীলাকথা সুধাধিক সুধা।
রচিল তারক পুষ্করিণী ঘাট বাঁধা॥

শ্রীমদ্গোলোক গোস্বামীর মানবলীলা সম্বরণ॥

পয়ার

পাগলের পেটে ছিল দুরন্ত বেদনা।
সময় সময় হ'ত একান্ত যাতনা॥
ফুকুরানিবাসী শ্রীঈশ্বর অধিকারী।
পাগলের যাওয়া আশা ছিল সেই বাড়ী॥
চৈত্রমাসে সে বাড়ীতে গোস্বামী আসিয়া।
অধিকারী মহাশয় সঙ্গেতে মিলিয়া॥
সেইদিন অধিকারী বাটীতে ছিলেন।
উভয় মিলিয়া নদীকূলে আসিলেন॥
মধুমতী নদীকূলে ঘাট একখান।
পাগল করিত এসে সেই ঘাটে স্নান॥
অধিকারী মহাশয় মাতিলেন মতে।
বড় আর্ত্তী হ'ল তার পাগলের সাথে॥
হরিচাঁদ প্রভু মোর ঈশ্বরাবতংশ।
ঈশ্বরাধিকারী প্রভু পিতৃগুরুবংশ॥
প্রভু হরিচাঁদ হন বাঞ্ছা কল্প তরু।
অধিকারী মহাশয় প্রভু-পিতৃগুরু॥
মতুয়া হইয়া গেল বলি হরিবোল।
নিজ পরিবার সহ মাতিল সকল॥
পূর্ব্বাপর বংশ তাঁর সকল মহৎ।
ওঢ়াকাঁদি মুখ হ'য়ে করে দণ্ডবৎ॥
তাহার রমণী পাগলেরে বড় মানে।
ভক্তিযুক্ত চিত্ত সদা প্রাণ তুল্য জানে॥
ঈশ্বর চন্দ্রের পুত্র শ্রীরাইচরণ।
জ্যেষ্ঠা কন্যা দেবরাণী শ্যামলাবরণ॥
পুত্রকন্যা পরিবার সবে পুলকিত।
হরি হরি বলিতে শরীর লোমাঞ্চিত॥
দিবানিশি প্রেমোন্মত্ত বলে হরিবোল।
পাগলের জন্যে যেন হইল পাগল॥
পাগলে দেখিলে গললগ্নীকৃতবাসে।
হরি বলে নাচে গায় পরম হরিষে॥
অধিকারী ঠাকুরাণীর কোলেতে বসিয়া।
মাই খায় পাগল ডাকেন মা বলিয়া॥
একদিন ঠাকুরাণী সঙ্গেতে পাগল।
নদীকূলে ঘাটে বসে বলে হরিবোল॥
পাগল বলেছে মাগো হেন মনে লয়॥
এই ঘাটে বসে যেন হ'য়ে যাই লয়॥
আর দিন অধিকারী সঙ্গেতে আসিল।
নদীকূলে সেই ঘাটে পাগল বসিল॥
পাগল বলেছে হ'ব এই ঘাটে লয়।
মনে ভাবি গঙ্গাদেবী লয় কিনা লয়॥
বলা কহা করি অধিকারীর সঙ্গেতে।
বলে আর ইচ্ছা নাই এদেশে থাকিতে॥
সময় সময় মোর উঠে যে বেদনা।
অসহ হইয়া উটে বেদনা যাতনা॥
বেদনায় এ শরীরে নাহি সহে টান।
মনে বলে এইবার ত্যজিব পরাণ॥
এ সব বারতা তথা বলা কহা করি।
পরদিন পাগল চলিল নিজবাড়ী॥
বাড়ী গিয়া জনে জনে বলিল সবারে।
পশ্চিমে যাইব আমি ভেবেছি অন্তরে॥
নবগঙ্গা নদী আমি বড় ভালবাসী।
এইবার যা'ব ফিরে আসি কিনা আসি॥
মধুমতী পূর্ব্বাপার প্রতি ঘরে ঘরে।
ভালবাসা যত ছিল বলিল সবারে॥
সাতই বৈশাখ দিন ফুকুরা আসিয়া।
অধিকারী ঠাকুরেকে বাড়ী না দেখিয়া॥
রাই দেবরাণী আর মাতা ঠাকুরাণী।
সবাকারে পাগল বলিল মিষ্টবাণী॥
মনে মনে করিয়া ছিলাম এই ধার্য্য।
এই ঘাটে আমি করিতাম এক কার্য্য॥
তাহা না হইল অধিকারী বাড়ী নাই॥
তোমাদের কষ্ট হবে পশ্চিমেতে যাই॥
সকলে লইয়া নিশী বঞ্চিলেন প্রেমে।
নিশী ভোর করিল মাতিয়া হরিনামে॥
তারাইল কবিগান করিল তারক।
সেই স্থানে উপনীত গোস্বামী গোলোক॥
মেলা মিলিয়াছে তারাইলের বাজারে।
সদলে তারক এল গান গাইবারে॥
একপালা হইয়াছে সাতই বৈশাখে।
আর পালা হইবেক নয়ই তারিখে॥

গোলোক মাজীর বাড়ী বাসাঘর নিয়া।
প্রভাতে তারক আছে সেখানে বসিয়া॥
রামধন কীর্ত্তনীয়া সূর্য্য নারায়ণ।
উত্তর পীড়ির পরে ব'সে দুইজন॥
তারক বসিয়া আছে উত্তরের ঘরে।
হরিনাম করিতেছে মৃদু মৃদু স্বরে॥
মন গেছে ওড়াকাঁদি উড়িয়া নগরী।
হরিচাঁদ পদ ভাবি বলে হরি হরি॥
গোলোক মাজীর বাড়ী গোস্বামী গোলোক।
একা আসিলেন সঙ্গে নাহি অন্য লোক॥
জয় হরি বলরে গৌর হরিবল।
হুহুঙ্কার করি এসে দাঁড়াল পাগল॥
প্রতিবাসী লোক সব শুনিতে পাইল।
পাগলে দেখিতে সবে দৌড়াইয়া এল॥
বসেছেন রামধন সূর্য্য নারায়ণ।
পাগলে দেখিয়া তারা বলে দুইজন॥
পাগলে যেরূপ দেখি কৃষ কৃষ কায়।
বেশী দিন বাঁচে হেন বিশ্বাস না হয়॥
তারক সে কথাশুনি বলিল তখন।
বড় মর্ম্মভেদী কথা কহিলে দুজন॥
কথাশুনি গোস্বামী পাগল উঠে ঘরে।
বসিলেন গিয়া তারকের শয্যা পরে॥
তিন ঘর বাড়ীতে দক্ষিণ পোতা খালি।
উত্তরের ঘর ছেড়ে দিয়াছে সকলি॥
ঘর শূন্য পোতা আছে বর্ষ চারি পাঁচ।
পোতা ঘেরা বন ভাণ্ডি আসালীর গাছ॥
তাহার দক্ষিণে আম কাটালের বৃক্ষ।
শাখা শাখা পল্লবে পল্লবে হ'য়ে ঐক্য॥
বৃক্ষের তলায় স্থান অতি পরিষ্কার।
পল্লবের স্নিগ্ধ ছায়া মৃত্তিকা উপর॥
কয়টী দোহার ছিল গাছের তলায়॥
পাগলের ধ্বনি শুনি আসিল তথায়॥
দেখিয়া পাগল বড় হরিষ অন্তর।
ঘর হ'তে আসিলেন তাদের গোচর॥
জয় হরি বলরে গৌর হরি বল।
নামে মহাধ্বনি করি উঠিল পাগল॥
মেলা দেখা লোক যত পূর্ব্বমুখ ধায়।
পাগলে দেখিতে সবে সেই বাড়ী যায়॥
গোলোক মাজীর দুই পুত্র আর নারী।
পাগলে ঘেরিয়া তারা বলে হরি হরি॥

পাগল মাজিরে ধরি বলে মিত মিত।
বলবল হরিনাম শুনিতে অমৃত॥
মাজী বলে জেনেরে কেনবা বল মিতা।
তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা হও সকলের পিতা॥
আমি মম নারী মেয়ে ছেলে গরুবর।
তুমি এর কর্ত্তা এরা সকল তোমার॥
এই মম পুত্র কন্যা এই মম নারী।
দিয়াছি তোমারে সব সমর্পণ করি॥
এক কন্যা বালিকা এ দুটি দুগ্ধ পোষ্য।
তুমি সকলের গুরু এরা সব শিষ্য॥
মা নাই সংসারভুক্ত আছেন শাশুরী।
সন্তানের স্নেহে থাকে গোলোকের বাড়ী॥
পাগলে ধরিয়া পাগলের পায় পড়ি।
ধূলায় লুণ্ঠিতা হয়ে যায় গড়াগড়ি॥
যারে পায় তারে ধরি করে গড়াগড়ি।
এইমত পাগলাই করে দণ্ড চারি॥
লম্ফ দিয়া পড়ে গিয়া ভিটার উপর।
লতাপাতা ছিড়ে স্থান করে পরিষ্কার॥
তাহা দেখি দলে যত দোহারেরা ছিল।
সকলে ভিটার গাছ উঠাতে লাগিল॥
পাগল কহিছে তোরা হরি বলে নাচ।
আমি একা উঠাইব এ কয়টী গাছ॥
মুহূর্ত্তেকে পরিষ্কার করিলেন ভিটা।
মেয়েদেরে বলিলেন আন জল ঝাটা॥
যাহাকে বলেন যাহা তারা করে তাই।
লেপন করিল ভিটা মেয়েরা সবাই॥
যারে পায় তারে ধ'রে আনিল সত্বরে।
লোক বসাইয়া দিল ভিটার উপরে॥
সকলে মিলিয়া ব'লে বল হরি বল।
তার মধ্যে ফিরে ঘুরে নেচেছে পাগল॥
ভ্রমিতেছে প্রেমে মেতে নাহয় সান্ত্বনা।
এমন সময় পেটে উঠিল বেদনা॥
সবাই অস্থির চিত্ত দিবা অবশেষ।
রাত্রী কালে কহে মোর বেদনা বিশেষ॥
এ দিকে পড়িল ডাক কবির খোলায়।
পাগল বলেন গান কর'গে ত্বরায়॥
গান গায় সবে মিলে মেলার বাজারে।
এক এক জন থাকে পাগল গোচরে॥
গান ভঙ্গ পরে সবে যাইয়া বাসায়।
অবস্থা দেখিয়া সবে কাঁদিয়া বাসায়॥

হেন কালে হুঙ্কারিয়া পাগল দাঁড়ায়।
গোবিন্দ মাজীর বাড়ী দৌড়াইয়া যায় ॥
তিনখানা গামছা করিয়া একত্তর।
গামছা রাখিল এক থালার উপর ॥
আটিয়া ধরেছে পেট কয়টী দোহারে।
গামছা ধরিয়া রাখে পেটের উপরে ॥
থালা এক পার্শ্বে রাখে পেটের বাহির।
বলে অঙ্গ বেদনায় হ'য়েছি অস্থির ॥
তারকেরে কহে থালে জল ডালি বারে।
দেখি তায় ব্যথা মোর শীতল নি করে ॥
তখন তারকচন্দ্র বলে হরিবল।
থালার উপরে ঢালে চারি ঘটী জল ॥
চারি ঘটী পরিমাণ দশ সের জল।
থালার উপর শুষ্ক হইল সকল ॥
বেদনায় যাতনায় অগ্নিতাপ উঠে।
সেই তাপে জল সব শুষ্ক হ'য়ে পেটে ॥
গোস্বামীর বক্ষঃস্থল সাপুটে ধরিল।
তারক সে গামছা উঠা'য়ে চিপাড়িল ॥
জলবিন্দু না পড়িল গামছা হইতে।
মৃতপ্রায় পাগলেরে রাখিল শয্যাতে ॥
বলিল গোবিন্দ মাজী উপায় কি হবে।
গোস্বামী মরিলে বল মরা কে ফেলা'বে ॥
তারক কহিছে ওরে হারাম জালিয়া।
মরিলে কি তোর বাড়ী যাবরে ফেলিয়া ॥
তোর বাড়ী লীলা সাঙ্গ করা অসম্ভব।
মরিলে কি দেহ তোরে স্পর্শ করিতে দিব ॥
তোর এই বাড়ী ভরে কে করে প্রস্রাব।
গোস্বামী কহেন তোর বাক্যে হ'ল পাপ ॥
এতবলি গোস্বামী উঠিল ক্রোধভরে।
দৌড়াইয়া গেল গোলোক মাজীর ঘরে ॥
কহিছে গোলোক মাজী আমার বাটীতে।
থাকুক গোস্বামী মোরা থাকিব সেবাতে ॥
দিবা গেল রাত্রি গেল হইল প্রভাত।
গোস্বামী বলেন যাব তারকের সাথ ॥
জয়পুর ঘাট আমি বড় ভালবাসি।
ইচ্ছা হয় নবগঙ্গা নদীমধ্যে পশি ॥
মনের যে কষ্ট মোর সব হবে দূর।
এখন অবশ্য আমি যাব জয়পুর ॥
তারকের পানে চাহি কহিছে গোলোক।
তুমি যদি পুত্র মোর হইতে তারক ॥
তুমি যদি হইতে আমার পুত্রধন।
তাহলে অনেক কার্য্য হইত সাধন ॥
আমি আর তোমারে যে বলিব না দাদা।
তারক বলিয়া আমি ডাকিব সর্ব্বদা ॥
গোস্বামী কহে তারক আর কিবা চাও।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ তুমি পুত্র হও ॥
তারক তারক বলি ডাকে বার বার।
এক মধ্যে দাদা বলে ডাকে আর বার ॥
উহু উহু করি তবে উঠিল গোঁসাই।
ডাকিব তারক বলে তাহা মনে নাই ॥
ভাবি যে তারক বলে ডাকিব সর্ব্বদা।
মনেভাবি পুত্র ভাব মুখে আসে দাদা ॥
ভুল ক্রমে যাহা কহি তাতে নাহি লাজ।
আমার অসন্ন কালে কর পুত্র কাজ ॥
হেন কালে সূর্য্য নারায়ণ কেঁদে কয়।
আসন্ন সময় যদি ভাব মহাশয় ॥
পুত্র আছে নিবারণ নারিকেলবাড়ী।
এসময় কি জন্য তাহারে এলে ছাড়ি ॥
দশরথ মহানন্দ আছে বর্ত্তমানে।
পিতা হ'তে অধিক তাহারা সবে মানে ॥
সেই দেশে জ্ঞাতি বন্ধু আছয় প্রচুর।
তাহা ছাড়ি কি জন্য যাবেন জয়পুর ॥
গোঁসাই বলেন মোর জ্ঞাতি বন্ধু নাই।
মনের মানুষ যেই তার সঙ্গে যাই ॥
গৃহিণী থাকিলে হয় গৃহস্থ তাহারা।
কেবা কার পুত্র হয় কেবা কার দারা ॥
পুত্র বটে নিবারণ ভালবাসি মনে।
মোর পুত্র আমি তাহা বলিতে পারিনে ॥
আছে মহানন্দ দশরথ দুটি ভাই।
এ সময় যাই যদি তাহাদের ঠাই ॥
মহানন্দ আছে সেই একা কি করিবে!
এত উপদ্রব একা কেমনে সহিবে।
তাই মনে ভাবি সবে না বুঝিবে ইহা।
জয়পুর যাইতে সে হেতু মনে স্পৃহা ॥
হরিচাঁদ তরাইবে এই ভবসিন্ধু ॥
হরি মাতাপিতা ভ্রাতা পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু ॥
বাসনা দেখিতে বড় তারকের মুখ।
জয়পুর গেলে আমি পাই বড় সুখ ॥
এত বলি খেপাচাঁদ উঠিল খেপিয়া।
কিসের বেদনা মোর গিয়াছে সারিয়া ॥

বাটীহতে আসিলেন ঘাটে দৌড়াইয়া।
খেয়ানায় প্রাতে এসে উঠিল লাফিয়া॥
লাফিয়া লাফিয়া যান সকল গুরায়।
বলে আমি পারে যাই কেকে যাবি আয়॥
পার হ'য়ে ক্ষণেক চলিল দ্রুত গতি।
ক্ষণেক হাটিয়া বলে নাহি গতি শক্তি॥
চলিতে লাগিল শেষে অতি ধীরে ধীরে।
বসিয়া পড়িল শেষে হোগলা ভিতরে॥
ঘুমাইয়া পড়িলেন বনের ভিতরে।
তারকের উরু পাতি দিলেন শিয়রে॥
ক্ষণ থাকি নিদ্রা অন্তে উঠিয়া দাঁড়ায়।
ইতিনা গ্রামের মধ্যে দৌড়াইয়া যায়॥
এক বৃক্ষতলে বসি কহিছে গোঁসাই।
উঠে যাইবার শক্তি আর মোর নাই॥
বেদনা উঠিয়া পেটে নাই সরে বাক্॥
ফুলিয়া উঠিল পেট মধ্যে এক চাক্॥
তারক কহিছে তবে এস মোর কোলে।
জনম স্বার্থক করি দেশে যা'ব চলে॥
পাগলে করিয়া কোলে তারক চলিল।
গোঁসাই কহিছে মোর শ্বাস বন্ধ হ'ল॥
তার পর তারক গোলোকে নিল স্কন্ধে।
বলে মোর মাথা ধরি থাকহ আনন্দে॥
স্কন্ধে করি কিছু পথ চলিল হাটিয়া।
গোঁসাই কহিছে যেন যাই শূন্য হৈয়া॥
তাহাশুনি পাগলেরে ভূমে নামাইল।
সঙ্গে যত বস্ত্র ছিল পেটে জড়াইল॥
কটির উপরে রাখিলেন উচ্চ করি।
গোস্বামীকে বসাইল তাহার উপরি॥
অতি সাবধানে তার পরে বসাইয়ে।
হেলিয়া গোঁসাইজীকে পৃষ্ঠেতে তুলিয়ে॥
হাটিয়া চলিল পৃষ্ঠো পর রাখি ছাতি।
চলিছেন হরি বলি অতিদ্রুত গতি॥
ইতিনা ছাড়িয়া যান করফার মাঠে।
সম্মুখে মল্লিকপুর গ্রামের নিকটে॥
হেন কালে পৃষ্ঠ হ'তে লম্ফ দিয়া পড়ি।
পুন লম্ফ দিল হরিবলে ডাক ছাড়ি॥
হরি হরি বলিয়া মারিল পুন লম্ফ।
পদভরে সেই স্থানে হৈল ভূমিকম্প॥
দৌড়াইয়া যায় যেন ঘূর্ণ বায়ু পাক।
দেখিয়া পথিক লোকে হইল অবাক॥

তারক দৌড়িয়া যায় ঊর্দ্ধ মুখ হ'য়ে।
কোথায় গোস্বামী গেল না পায় খুজিয়ে॥
বড়ই বিমর্ষ হ'য়ে লাগিল হাটিতে।
অন্য এক ভদ্র লোক এসে নিকটেতে॥
সে বলিল এক ব্যক্তি অতি দৌড়াদৌড়ি।
বলিল যাইব আমি তারকের বাড়ী॥
আসিতেছে তারক কহিও তার স্থান।
লইয়া তিনটি আম্র যেন বাড়ী যান॥
অমনি বাজারে গিয়া তিন আম্র লয়ে।
বাড়ী গিয়া দেখে আছে গোস্বামী বসিয়ে॥
অমনি দিলেন আম গোস্বামীর ঠাই।
পাইয়া অমৃতফল খাইল গোঁসাই॥
পাড়া হ'তে নারীগণে ডাকিয়া আনিল।
আত্মবন্ধুবর্গ যত মেয়ে লোক ছিল॥
তারক বসন গলে বিনয় করিয়া।
সবার নিকটে কহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
যখন তোমরা পাও কাজে অবকাশ।
আসিয়া সকলে থেকে গোস্বামীর পাশ॥
পায় ধরি সবে এসে এখানেতে তিষ্ঠ।
আমার গোঁসাই যেন নাহি পায় কষ্ট॥
তারকের ভার্য্যা নাম চিন্তামণি সতী।
বিধবা পিস্তাত ভ্রাতৃবধূ সরস্বতী॥
সাধনা নামিনী নব মণ্ডলের কন্যা।
হরিচাঁদ ভক্তিপাত্রী সেবিকা সুধন্যা॥
ধর্ম্মনারায়ণের স্ত্রী ঈশানের মাতা।
সীতানাথ মাতা প্রাণ কৃষ্ণের বনিতা॥
দিনমণি তার নাম পাটনীর মেয়ে।
এই সব দিন পরিচারিকা করিয়ে॥
এই কথা বলিয়া দিলেন জনে জনে।
অন্য অন্য যত মেয়ে আসে সেই স্থানে॥
গোঁসাই যখন যাহা চাহিতে আশায়।
মন যেনে যোগাইবা তোমরা সবায়॥
যদি বল মন মোরা জানিব কেমনে।
নিপুণ করিয়া মন রাখিও চরণে॥
যদি মন নাহি জান যখন যা চায়।
জ বলিতে জল এনে দিও সে সময়॥
হুকা চাহিবারে যদি করেণ আশায়।
হু বলিতে হুকা এনে দিও সে সময়॥
তৈল চাহিবারে যদি করেণ মনন।
ত বলিতে তৈল এনে করিও মর্দ্দন॥

এইরূপে যখনে যে দ্রব্য চাহিবেন।
দিবা রাত্রি কাছে থাকি সকলে দিবেন॥
এইরূপে সবে থাক গোসাই সেবায়।
রাত্রিকালে চারিজন সর্ব্বক্ষণ রয়॥
চিন্তামণি সরস্বতী তারক সাধনা।
দিবা রাত্রি সব্ব কাল রহে চারিজনা॥
কেহ আসে কেহ যায় কেহ উঠে বসে।
কেহ নিদ্রাবশীভূতা চক্ষের নিমিষে॥
বারশছিয়াশী সাল উনত্রিশে বৈশাখ।
সকলেকে বলে তোরা হরিবলে ডাক॥
প্রভু বলে মোরে যদি ভালই বাসিস্।
আজ তোরা মোর কাছে কেহ না আসিস্॥
বৈকাল বেলায় দেড় প্রহর থাকিতে।
সকলেকে তুষিলেন সুমিষ্ট বাক্যেতে॥
আমার এ ঘর ছাড়ি অন্যস্থানে যাও।
দূরে নহে নিকটে নিকটে সবে রও॥
তাহা শুনি চারিজন রহে স্থানান্তরে।
তাহার নিকটে রহে গোস্বামী যে ঘরে॥
দক্ষিণের ঘর পরিষ্কার পরিপাটী।
পশ্চিম দক্ষিণ দিকে বেড়া আটা আটি॥
নূতন নির্ম্মাণ ঘর দেখিতে সুন্দর।
গোঁসাই দেখিয়া বলে এ ঘর আমার॥
তোমার যে বড় ঘর ও ঘরে না যা'ব।
এই ঘরে থেকে আমি ঠাকুর দেখিব॥
সেই ঘরে গোস্বামীর শয্যা করে দিয়া।
উত্তরের বেড়া দিল চাটাই ঘেরিয়া॥
এগার তাঁরিখে জয়পুর আসিলা।
সেই দিন রহিলেন আম্রবৃক্ষ তলা।
বারই বৈশাখ দিনে সে ঘরে প্রবেশে।
সুশ্রূষা করেণ সবে মনের হরিষে॥
বেদনা যখনে উঠে হয়েন অস্থির।
দুঃখেতে সবার চক্ষে ঝরে অশ্রুনীর॥
পাগল বলিল সবে ঘর হতে যাও।
যদি মোরে ভালবাস মোর কথা লও॥
ঘরের বাহিরে গেল যত নর নারী।
গুণ গুণ রবে সবে বলে হরি হরি॥
কেহ বা নিকটে যায় গোস্বামী দেখিতে।
হস্ত তুলে মানা করে নিকটে যাইতে॥
উত্তরের বেড়ে বেড়া ঠেলিয়া চাটাই।
হরিবলে ভূমিতলে পড়িল গোঁসাই॥

সীতানাথ তাহা দেখি ডাক দিয়া কয়।
পাগল ঢলিয়া পল এস কে কোথায়॥
অমনি তারক গিয়া দৌড়িয়া ধরিল।
জ্ঞানশূন্য অচৈতন্য কোলেতে করিল॥
সান্ত্বনা করিব বলি ধরিল যতনে।
অতিধীরে কোলে করি আনিল প্রাঙ্গণে॥
সীতানাথের জননী বলিল তখনে।
অচেতন পাগল দেখ না তুমি কেনে॥
পাগলেরে হরিনাম করাও শ্রবণ।
এবার গোঁসাই বুঝি ত্যজিল জীবন॥
যার যা উচিত তাহা করহ এখন।
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর সর্ব্বজন॥
হেন কালে গোস্বামী দিলেন অঙ্গঝাকি।
হস্ত পদ লোম কেশ উঠিল চমকি॥
গোস্বামীর মুখ হ'তে উঠে এক জ্যোতি।
চিক মিক ঠিক যেন বিদ্যুতের ভাতি॥
তারকের মুখে বুকে লাগিল সে জ্যোতি।
আর শূন্যে উঠে মহানন্দ দেহে স্থিতি॥
গোপাল নামেতে একজন লোক আসি।
কাষ্ঠ করে হৃষ্ট মনে হ'ল রাশী রাশী॥
তাহা দেখে সাধনা সে বলিল অভীষ্ট।
কি কারণে তোমরা করেছ এত কাষ্ঠ॥
গোস্বামীর অগ্নিকাষ্ঠ করা বড় দায়।
একার্য্য করিতে মম মনে লাগে ভয়॥
বেদনায় গোস্বামীর জ্বলে গেছে দেহ।
একরূপ গোস্বামীর তাতে হ'ল দাহ॥
লয়েছে অগ্নির শেক ব্যথায় অস্থির।
তাতে আর এক দাহ হ'য়েছে শরীর॥
ঠাকুরের লীলা সাঙ্গ হ'ল যে অবধি।
সে দারুণ আগুণে পুড়েছে নিরবধি॥
পোড়া দেহ পুন কেন করিবা দাহন।
নব গঙ্গা জলে দেহ দেহ বিসর্জ্জন॥
গঙ্গার কামনা পূর্ণ গোস্বামীর আশা।
গঙ্গার শীতল উভয়ের ভালবাসা॥
মনেবলে এর যদি কর বিপর্য্যয়।
তোমার বিপদ হ'বে জানিও নিশ্চয়॥
কেহ বলে পরোয়ানা এসেছে থানায়।
জলে কদাচার কিছু করা নাহি যায়॥
জলেতে প্রস্রাব কেহ করিবারে নারে।
মলত্যাগ করিলে চালান দেয় ধরে॥

দুই তিন জনের হয়েছে জরিমানা।
নদীকূলে মরা দাহ করিবারে মানা॥
জরিমানা তুচ্ছ কথা বড়ই আটক।
সাক্ষী বিনা হয় তার ছমাস ফাটক॥
তারক বলেন আমি পড়িয়া এসেছি।
খেয়া ঘাটে বিজ্ঞাপন লেখা দেখিয়াছি॥
মরা জলে দিলে দুই মাস জেল লেখা।
জরিমানা ছাড়া পঞ্চায়েত নেয় টাকা॥
তাতে নাহি ভয় হয় হউক ফাটক।
এ কার্য্য হইলে মম জীবন স্বার্থক॥
খুন কি ডাকাতি পরদারী হিংসা চুরি।
তাতে জেল হ'লে কলঙ্কের ভয় করি॥
গোস্বামীকে জলে দিয়া যাইব ফাটকে।
স্বর্গ সুখ অনুভব করি সে আটকে॥
দিব যদি এতে দিতে হয় জরিমানা।
অক্লেশে করিব সহ্য পোলীশ যাতনা॥
বলিল সাধনা দেবী ইহা যদি কর।
প্রভাতে লাগিবে টাকা কি আছে যোগাড়॥
তারক কহিল যদি না থাকে যোগাড়।
ঘর বেচে দিব নয় খাটিব চাকর॥
নগদ চল্লিশ আছে আর কিবা ভাব।
যদি আরো কিছু লাগে নৌকা বেচে দিব॥
তাহা শুনি সাধনা কহিছে ভাল ভাল।
শীঘ্র তবে গোস্বামীকে ঘাটে ল'য়ে চল॥
তারক করিল কোলে পদ পড়ে ঝুলে।
সাধনা শ্রীপদ ধরি তুলে নিল কোলে॥
গোস্বামীকে ঘাটে এনে নৌকা পরে রেখে।
ঘৃত মেখে সলিতার অগ্নি দিল মুখে॥
বৈশাখী পূর্ণিমা উনত্রিসে শনিবার।
গোস্বামীকে ল'য়ে গেল গঙ্গার ভিতর॥
হেনকালে পূর্ণচন্দ্র গগণে উদয়।
নিশীতে দেখায় যেন দীপ্তকার ময়॥
গোধূলি উত্তীর্ণ রাত্রি দণ্ডেক সময়।
দশদণ্ড উপরেতে শশাঙ্ক উদয়॥
চন্দ্রমায় নীলাকাশ চিত্র বিচিত্রিত।
শ্বেত লাল সবুজ হরিদ্রা নীল পীত॥
তার অধোভাগে হ'ল মেঘ গোলাকার।
নব গঙ্গা মধ্যে হ'ল ঘোর অন্ধকার॥
তার চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্না আলো ময়।
মধ্যে অন্ধকার কিছু লক্ষ্য নাহি হয়॥

তারকের কোলে গোস্বামীর পূত দেহ।
পাছানায় বৈটা বায় গোপাল উৎসাহ।
গোস্বামীর সিদ্ধ দেহ ছাড়িলেন জলে।
বুড় বুড় শব্দ তাতে তুফান উঠিলে॥
তার মধ্যে পাক হ'ল পাগলে লইয়া।
সেই পাকে গোস্বামীকে দিলেন ডারিয়া॥
জল হাতে লয়ে দোহে দিল করতালী।
হরি- বলে মস্তক উপরে হাত তুলি॥
এড়েন্দার হাটুরিয়া নৌকা দুই খান।
লোক দুই নৌকায় নব্বই পরিমাণ॥
হরিধ্বনি শুনিয়া তাহারা বলে হরি।
জলে স্থলে সবে বলে হরি হরি হরি॥
মেঘ গেল চন্দ্রমণ্ডলে শোভা প্রকাশে।
দণ্ড অন্ধকার থাকি পূর্ব্ব শোভা হাসে॥
এ দিকে শ্মশানে আছে কাষ্ঠের পাঁজাল।
সাধনা কহিছে র'ল একটী জঞ্জাল॥
শ্মশানে থাকিলে কাষ্ঠ ভাল না দেখায়।
কাষ্ঠ জ্বালাইয়া শীঘ্র এস দুজনায়॥
তারক গোপাল দোহে নৌকা বেয়ে গেল।
কূল দিয়া গ্রন্থ আর সাধনা চলিল॥
কাষ্ঠেতে আগুন দিয়া বলে হরি হরি।
দুজন পুরুষ আর দুইজন নারী॥
দুই কূলে দেখা যায় লোক সারি সারি।
জলে স্থলে সকলে বলেছে হরি হরি॥
হেন মতে চারিজন আসিলেন ঘরে।
মহোৎসব করিবেন কহে গোপালেরে॥
গোস্বামীর ছকা যষ্ঠি জয়পুর ছিল।
রজনীপ্রভাতে ওড়াকাঁদি পাঠাইল॥
সদ্য সদ্য মহোৎসব করিতে বাসনা।
গোপালেকে কহিলেন মনের কামনা॥
দুইটি পূজারী আর ট'লো ছয় জন।
ভেক ধারী দ্বাবিংশতি বৈষ্ণব সুজন॥
জয়পুর কৃষ্ণপুর নারায়ণদিয়া।
কুন্দসীর নমঃশূদ্র স্বজাতি লইয়া॥
গোস্বামীর স্বর্গার্থে করেন মহোৎসব।
হরি বোল বলিয়া ভোজন হ'ল সব॥
যত লোক পরিমাণ আয়োজন ছিল।
অভ্যাগত লোক তার দ্বিগুণ হইল॥
দুইশত লোক পরিমাণ আয়োজন।
লোকের সমষ্টি হ'ল চারি শত জন॥

দুঃখী লোক অবশিষ্ট প্রসাদ পাইল।
শতাবধি লোকের প্রসাদ বিলি হ'ল॥
রন্ধন হইল যে তণ্ডুল দুইমন।
পরিতোষ পরিচ্ছন্ন হইল ভোজন॥
দক্ষিণা লইয়া সবে বিদায় হইল।
আয়োজন জিনিষের অৰ্দ্ধ ফুরাইল॥
লীলা সাঙ্গ গোস্বামীর ত্যজিয়া ভূলোক।
পুত্র রূপে মহোৎসব করিল তারক॥
এই কার্য্য পরিচর্য্যা অন্ন যত কার্য্য।
গোপাল অধ্যক্ষ হ'য়ে করিল সাহায্য॥
পূর্ব্বেতে গোপাল বড় পাষণ্ড ছিলেন।
এই সব কার্য্য অতি যত্নে করিলেন॥
গোস্বামীর ক্রিয়া অন্তে হইল প্রেমিক।
রসিকের ধর্ম্ম ল'য়ে হইল রসিক॥
হরিবলে সাধু সঙ্গ করে নিরবধি।
শেষে তার সরকার হইল উপাধি॥
সাধুনাম খ্যাত হৈল বৈষ্ণব সমাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

দেবী ঝমণীকে গোস্বামীর দর্শনদান॥

পয়ার।

গোস্বামীর লীলাসাঙ্গ বৈশাখ উনত্রিশে।
মহোৎসব জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম দিবসে॥
পরেতে দোশরা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল বাসরে।
দেখা দিল গিয়া দশরথের নারীরে॥
বাস্তুড়িয়া নিবাসী বিশ্বাস দশরথ।
বহুদিন হইতে নিয়াছে হরি মত॥
গোলোকের প্রিয় ভক্ত সপরিবারেতে।
পাগলামী সদা করিতেন সে বাড়ীতে॥
দশরথ বিশ্বাসের বাড়ীর দক্ষিণে।
পালানে বেগুন ক্ষেত্র নির্ম্মিত যতনে॥
ঝমণি নামিনী দশরথের রমণী।
ক্ষেত্রে গিয়া বেগুণ তুলেছে একাকিনী॥
গোস্বামীর রূপচিন্তা হৃদয় মাঝার।
হেন কালে গোস্বামী ছাড়িল হুহুঙ্কার॥
গোস্বামীকে দেখে ধনী পূর্ণ ভাবোদয়।
পদরজ শিরে ধরি ধরণী লোটায়॥
মা! মা! বলিয়া প্রভু বলিল তাহারে।
যাত্রা করিয়াছি আমি গত শনিবারে॥
অদ্য আমি বিলম্ব না করিব এখন।
ওঢ়াকাঁদি যাইবারে হইয়াছে মন॥
ঠাকুরের লীলা সাঙ্গ হ'য়েছে যেদিনে।
সেই হ'তে ভ্রমি ঠাকুরের অন্বেষণে॥
যাত্রা করিয়াছি মাগো ভাবি সেই পদ।
দেখিব কোথায় আছে বাবা হরিচাঁদ॥
এদেশে বাবার ভক্ত আছে যতজন।
একপাক বাড়ী বাড়ী করিব ভ্রমণ॥
এতবলি যাত্রা করে দক্ষিণাভিমুখে।
ঝমণি দাঁড়ায়ে থেকে পাগলেকে দেখে॥
সে মেয়ে ভাবিল মনে আজকে যাইবে।
এইরূপে আসে যায় আবার আসিবে॥
দুই দিন পরে পুন সংবাদ আসিল।
জয়পুর পাগলের লীলা সাঙ্গ হ'ল॥
শুনিয়া মূৰ্চ্ছিতা হ'য়ে পড়িল ঝমণি।
পাগলের জন্যে যেন হ'ল পাগলিনী॥
পরে গঙ্গাচর্ণা গ্রামে পাগল চলিল।
গঙ্গাধর বাড়ই তাহাকে দেখা দিল॥
গঙ্গাধরে বলে আন তামাক সাজিয়ে।
পরে কার্ত্তিকের বাড়ী উঠিলেন গিয়ে।
কার্ত্তিক তামাক খেয়ে হুকা থুয়ে যান।
পাগল আসিয়া সে হুকায় দিল টান॥
পরে রাইচরণের বাড়ীতে উঠিল।
হেনকালে গঙ্গাধর হুকা ল'য়ে এল॥
কার্ত্তিকে জিজ্ঞাস করে প্রভু গেল কই।
কার্ত্তিকের স্ত্রী অম্বিকা বলে গেল অই॥
আপনি তামাক খেয়ে রাখিলেন হুকা।
ঘরে বসে তামাক খেলেন প্রভু একা॥
তারপর পাগল মণ্ডল বাড়ী গেছে।
দেখ গিয়া মণ্ডলের ঘরেতেই আছে॥
হেনকালে সংবাদ আনিল একজন॥
করেছেন জয়পুর লীলা সম্বরণ॥
শুনিয়া কার্ত্তিক গঙ্গাধর রামমোহন।
পাগল পাগল বলে ধরাতে পতন॥
সেহইতে কার্ত্তিক সে তামাক সাজিয়ে।
নিত্য নিত্য রাখেন পাগলের লাগিয়ে॥
পাগলের জন্যে সবে করে হাহাকার।
কবি কহে নাহি পাবে খুজিলে সংসার॥

মধ্য খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীহরি-লীলামৃত।

অন্ত্য খণ্ড।

প্রথম তরঙ্গ।

বন্দনা।

পয়ার।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ॥
জয় জয় যশোমন্ত প্রভুর জনক।
জয় জয় রামকান্ত ভুবন তারক॥
জয় ভক্ত শিরোমণি গোবিন্দ মতুয়া।
যার গানে হরিনামে বহি যায় ধূয়া॥
জয় বন্দ মহেশ ব্যাপারী গুনধাম।
যাহার মস্তকে নরহরি শালগ্রাম॥
জয় জয় বদন ঠাকুর গুণধাম।
উৎসবে ব্যসনে যার মুখে হরিনাম॥
শয়নে স্বপনে কিম্বা মলমূত্র ত্যাগে।
যার মুখে হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে জাগে॥
জয় জয় ভকত প্রধান রামচাঁদ।
যিনি হন মহাপ্রভু নিত্য পারিষদ্॥
জয় জয় ভজরাম চৌধুরী সুজন।
জয়স্বরূপ চৌধুরী মঙ্গল তুজন॥
কুবের বৈরাগী রাম কুমার ভকত।
দন্তে তৃণ ধরি বন্দি হয়ে পদানত॥
জয় চূড়ামণি বুদ্ধিমন্ত দুটি ভাই।
হরিচাঁদে পেয়ে আনন্দের সীমা নাই॥
জগবন্ধু বলে ডাক ছাড়িত যখন।
সুমেরুর চূড়া যেন হইত পতন॥
অনন্ত প্রভুর লীলা অনন্ত ভকত।
বিধি অগোচর লীলা শূলীন্দ্র অজ্ঞাত॥
পূর্ব্বেতে কড়ার ছিল মাতৃসন্নিধানে।
করিবেন শেষ লীলা ঐশাণ্য কোণে॥
সেই হেতু ওঢ়াকাঁদি শেষ লীলা কাজ।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কবি রসরাজ॥

অথ শ্রীমল্লোচন গোস্বামীর বিবরণ।

লঘু ত্রিপদী।

গোস্বামী লোচন, প্রেম মহাজন,
বৈষ্ণব সুজন যিনি।
গ্রাম নড়াইলে, জনম লভিলে,
পূর্ব্বে ছিল ভৃগুমুনি॥
নাম চূড়ামণি, সাধু শিরোমণি,
লোচনের ইন পিতা।
তুলসী সেবন, শ্রীকৃষ্ণ ভজন,
কহিতেন হরিকথা॥
তাঁহার নন্দন, হ'ল পঞ্চজন,
করিতেন কৃষিকার্য্য।
তীর্থে তীর্থে বাস, প্রায় বারমাস,
গৃহকার্য্য ক'রে ত্যজ্য॥

পাঁচটী নন্দন, সকলে সুজন,
শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে।
পঞ্চ সহোদর, ভজনে তৎপর,
পিতা যান লোকান্তরে ॥
পাঁচের প্রবীণ, পরিল কৌপিন,
না করিল পরিণয়।
হ'য়ে গৃহ ত্যাগী, হইল বৈরাগী,
ভিক্ষা মাগী সদা খায় ॥
কিছু দিন পরে, গ্রাম শিবপুরে,
আখড়ায় বাস করে।
যত সব লোকে, তার ক্রিয়া দেখে,
ঠাকুর বলেন তারে ॥
লোচন গোঁসাই, দেখে শুনে তাই,
ভাই গেল গৃহ ত্যজি।
আমি কি সুখেতে, থাকিব গৃহেতে,
সংসার ভোজের বাজী ॥
বাল্যকালাবধি, করে নিরবধি,
হাই ছাড়ে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বলে সদা, আর বলে দাদা,
কেন মোরে হ'লে বাম ॥
ডাকি একদিনে, ভাই তিন জনে,
কহেন মধুর ভাষে।
আমিও বৈরাগী, হই গৃহত্যাগী,
সবে সুখে থাক বাসে ॥
লোচন জননী, নামেতে আহ্লাদী,
কথা শুনে মাতা কয়।
বাছারে লোচন, শুনিয়া বচন,
জীবন জ্বলিয়া যায় ॥
জনক তোমার, হ'ল লোকান্তর,
সহোদর তব জ্যেষ্ঠ।
দুঃখিনী দেখিয়া, গিয়াছে ছাড়িয়া,
অন্তরে অনন্ত কষ্ট ॥
কিছু দিন পর, মাতা লোকান্তর,
সাধু পেল অবসর।
পরিয়া কৌপিন, হৈল উদাসীন,
দীনহীন ক্ষুদ্রতর ॥
মেগে খায় ভিক্ষা, নাহি দীক্ষা শিক্ষা,
নিজেই কৌপিনধারী।
হা গুরু বলিয়া, ডাক ছেড়ে দিয়া,
হইল দীন ভিখারী ॥

কালো রূপ আলো, বরণ শ্যামল,
নীল কমল শরীর।
দ্বিবাহু লম্বিত, অতি সুললিত,
নাভীপদ্ম সুগম্ভীর ॥
শ্রীরামলোচন, কহে কোন জন,
নামে লোচন প্রকাশ।
কখন কখন, কহে কোন জন,
শ্রীরামলোচন দাস ॥
হা গুরু গোঁসাই, বলে ছাড়ে হাই,
কখন কহিত দাদা।
মোর এ সময়, থাকি বা কোথায়,
হৃদয় থাকিও সদা ॥
সাধু লোক সব, বলেন বৈষ্ণব,
হইল বৈষ্ণবোপাধি।
কাটি কর্ম্মভোগ, ত্যজি ন্যাসযোগ,
মহারোগ নিল ব্যাধি ॥
হস্ত পদাঙ্গুল, হ'ল স্থূল স্থূল,
ক্ষত হ'য়ে গেল খসি।
ছিল মাত্র রেখা, কাষ্ঠের পাদুকা,
পায় বাঁধে দিয়া রসি ॥
বৃদ্ধ পদাঙ্গুল, ছিলমাত্র মূল,
হস্তের তর্জ্জনী মূর্দ্ধ।
শ্রীকর যুগলে, চতুর অঙ্গুলে,
র'ল মাত্র অর্দ্ধ অর্দ্ধ ॥
ক্লেদ শুকাইল, ক্ষত সেরে গেল,
রহে চিহ্ন অগ্রাঙ্গুল!
নাশা চক্ষু লাল, বদন অমল,
দন্ত যেন কুন্দফুল ॥
মুখে নাহি ক্ষত, কমল শোভিত,
অধরে অধর হাসি।
অধরোষ্ঠ প্রান্তে, কুন্দ সম দন্তে,
হাসিতে খসিত শশী ॥
শরীর মাঝেতে, স্থানেতে স্থানেতে,
ইচ্ছায় করিত ক্ষত।
একঘা সারিত, আর ঘা করিত,
রক্ত ক্লেদ বহির্গত ॥
কখন নৌকায়, গৃহস্থ আলয়,
যান কখন কখন।
ক্ষুধার সময়, হইত যথায়,
তথা করিত ভোজন ॥

ভিক্ষা পাত্র হাড়ি, ল'য়ে বাড়ী বাড়ী।
করিতেন সদা ভিক্ষা;
ক্ষুধার্ত্ত হইলে, খাইতে চাহিলে,
কেহ না করে উপেক্ষা॥
হিন্দু কি যবনে' ঘৃণা নাহি মনে,
ভজনের ছিল রীতি।
যে করে আদর, খায় তার ঘর,
বিচার নাহিক জাতি॥
লোহাগড়া বাসী, পিতাম্বর ঋষি,
খুসীহ'য়ে দিত খেতে।
অভিমান শূন্য, খেত তার অন্ন,
সে ধন্য হ'ল ভক্তিতে॥
ছিল এক ভক্তা, নাম তার মুক্তা,
জাতি বেবা'জের মেয়ে।
ভকতি করিত, চরণ ধরিত,
খাইত সে বাড়ী গিয়ে॥
ঋষি পিতাম্বর, ভোজনে তৎপর;
ঘুচে গেল দৈন্য দশা।
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে, বেড়া'ত কাঁদিয়ে,
ত্যজিয়ে জাতিয় পেশা॥
তর্জ্জনী মধ্যয়ে, হাত বাধাইয়ে,
অর্দ্ধ দ্বি অঙ্গুলী ধরে।
অন্নেতে ব্যঞ্জন, করিয়া মিশ্রণ,
তুলিয়া দিত অধরে॥
মুকুতা বেদেনী, দৈন্য ছিল ধনী,
দোকানী সে মনোহারী।
অদৈন্য সংসার, হইল তাহার,
গোস্বামীর সেবা করি॥
জয়পুর গ্রামে, ওয়াছেল নামে,
জাতিতে মুসলমান।
গিয়া তার ঘরে, ভোজনাদি করে,
বাড়িল তাহার মান॥
সে হ'ল ফকির, লোকে বলে পীর,
জীগির মারিয়া ফেরে।
লোচন বলিয়া, ডাক ছেড়ে দিয়া,
নাম দিয়া রোগ সারে॥
ত্যজে বেদাচার, জাতি কুলাচার,
বৈষ্ণব আচার ত্যাগী।
তারকের আশা, মানস পিপাসা,
স্বামীর চরণ লাগি॥

স্বামীর শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিধারণ।

লঘু ত্রিপদী

কুবের বৈরাগী, মহা অনুরাগী,
তার বাড়ী একদিনে॥
ভিক্ষার লাগিয়া, তার বাড়ী গিয়া,
ভিক্ষা মাগিল যখনে॥
গোস্বামীর, টের, পাইয়া কুবের,
ধরে গোস্বামীর পদ।
অদ্য এ বাড়ীতে, হবে সেবা নিতে,
দিতে হইবে শ্রীপদ॥
দয়া উপজিল' গোস্বামী বসিল,
বলে শীঘ্র দেও খেতে।
কুবের রমণী, গৃহে নাই তিনি,
গিয়াছেন বস্ত্র ধুতে॥
ত্বরান্বিত হ'য়ে, কুবের আসিয়ে,
বলে তাহার নারীকে।
এস শীঘ্র সতি, এসেছে অতিথি,
সেবা করা'ব তাহাকে॥
কুবের রমণী, কহিছেন বাণী,
অতিথি এসেছে কে।
কুবের কহেন, লোচন এলেন,
সেবা করা'ব তাহাকে॥
কুবের রমণী, রুষিয়া অমনি,
কহিছে রাগের সাথ॥
টুণ্ড মহারুগে, দূর করে দিগে,
কে রাঁধিবে তার ভাত॥
কুবের রুষিয়া, বাটীতে আসিয়া,
নিজে যায় পাক ঘরে।
করে আয়োজন, লোচন তখন,
তাহা জানিল অন্তরে॥
গোস্বামী লোচন, মধুর বচন,
ডেকে কহে কুবেরেরে।
যার যেই কাজ. তার সেই সাজ,
অন্যে কি সাজিতে পারে।
বল গিয়া মায়, আমি টুণ্ড নয়,
পাক করুণ আসিয়ে।
ভাল হ'য়ে এলে, ভাল পাক হ'লে,
আমি খাব ভাল হ'য়ে॥
কুবের নারীকে, কহিছেন সুখে,
পাক কর শীঘ্র গিয়ে।

মোরে পাঠালেন, স্বামী বলিলেন,
খাইবেন ভাল হ'য়ে ॥
কুবের রমণী, কহিছেন বাণী,
এই কথা নহে সাচা।
উহা না মানিব, আমি না যাইব,
ছাড়িয়া কাপড় কাঁচা ॥
কহিছেন রাগী, কি কহিলি মাগী,
কুবের ক্রোধেতে পূর্ণ।
গোসাই লোচন, কহিছে বচন,
এ রাগ কিসের জন্য ॥
বাছারে কুবের, কপালের ফের,
মাকে কেন মন্দ বল।
ক্রোধ নহে ভাল, তুমি আমি ভাল,
মাতা ও কহিছে ভাল ॥
চলহ এখন, আমরা দুজন,
পাক অয়োজন করি।
মা আসিবে পরে, পাক করিবারে,
আমরা কি কাজে হারি ॥
গোস্বামীকে আসিয়ে, কুবেরেকে ল'য়ে,
রাখিয়ে নিজের ঘরে।
যাইয়া গোসাই, সে নারীর ঠাই,
কহিছেন মৃদু' স্বরে ॥
মা এস এখন, করহ রন্ধন,
ভোজন করিব আমি।
সুপুরুষ হ'য়ে, খাইব বসিয়ে,
দেখিতে পাইবা তুমি ॥
তাহা শুনি সতী, অতি শীঘ্র গতি,
ভক্তি করিল মনে।
অন্নাদি ব্যঞ্জন, করিল রন্ধন,
লোচন বসি ভোজনে ॥
দেখিবারে পায়, শ্যাম নীলকায়,
তাহাতে উঠেছে জ্যোতি।
অধর শ্রীমন্ত, শশী শোভাবন্ত,
দন্ত মুকুতার পাতি ॥
হস্ত পদাঙ্গুল, অতুল রাতুল,
জবাফুল শোভা করে।
কি অতুল পদ, যেন কোকনদ,
চন্দ্র পতিত নখরে ॥
সেরূপ দেখিয়ে, পড়ে লোটাইয়ে,
দিব্য জ্ঞান পেয়ে কয়।
ডেকেছে কুবেরে, তোমার শিবিরে,
শিবের ধন উদয় ॥
কুবের দেখিয়া, পড়িল ঢলিয়া,
তাহার নারীর পায়।
চেতন পাইয়া, কহিছে কাঁদিয়া,
আমার মস্তকে আয় ॥
তুই নারী ধন্যে, এ রূপের জন্যে,
করেছিলি এ ছলনা।
তোর স্পর্শ জন্য, মোর দেহ ধন্য,
সব শূন্য তোমা বিনা ॥
কুবের গৃহিণী, যেমন যক্ষিনী,
তেমনি মানি তোমারে।
ভবানীর শোভা, পদে দিয়া জবা,
দেখাইল কুবেরেরে ॥
অদ্য তোর গুণে, আমার ভবনে,
দেখিতে পাইনু তাই।
এই বাঞ্ছা করি, তোমা হেন নারী,
জনমে জনমে পাই ॥
দেখিতে দেখিতে, ক্ষণেক পরেতে,
সেইরূপ লুকাইল।
হরিষে বিরসে, গললগ্নি বাসে,
কুবের পদে পড়িল ॥
ধরিয়া লোচন, করি আলিঙ্গন,
কহিলেন কুবেরেরে।
যা দেখ নয়নে, তোমাদের গুণে,
যার কাজ সেই করে ॥
ধন্য সে কুবের, ধন্য এ ভবের,
লোচনের পদ সেবি।
শ্রবণে মঙ্গল, হরি হরি বল,
রচিল তারক কবি ॥

শ্রীমল্লোচন গোস্বামীর জয়পুর গমন।

পয়ার।

গোস্বামী বেড়ান সদা তরণী বাহিয়া।
কখন বা পদব্রজে বেড়ান ভ্রমিয়া ॥
ভাদ্র মাসে একদিন তরীখানি ল'য়ে।
একা চলেছেন সাধু সে তরী বাহিয়ে ॥
ধীরে ধীরে চলেছেন তরীখানি ভগ্ন।
টুও হাতে ধরে ডাণ্ডি করে করি লগ্ন ॥

নৌকা বেয়ে এসেছেন লোচন ঠাকুর।
ধীরে ধীরে উত্তরিল এসে জয়পুর ॥
বরষায় জলমগ্ন বাড়ীর নিকটে।
বসেছে তারক সে বাড়ীর পূর্ব্ব ঘাটে ॥
হরিচাঁদ রূপ চিন্তা বসিয়াছে একা।
হেনকালে গোস্বামী আসিয়া দিল দেখা ॥
তারকে জিজ্ঞাসা করে তারকের কথা।
বলহে এখানে তারকের বাড়ী কোথা ॥
গোস্বামীকে দৃষ্টি করি তারক চিনিল।
পূর্ব্বে একদিন ওড়াকাঁদি দেখা ছিল ॥
ওড়াকাঁদি শ্রীধামে তারক গিয়াছিল।
সেদিনে গোস্বামী ধামে উপস্থিত হ'ল ॥
ও হরি! ও হরি! বলে গোস্বামীজী ডাকে।
মহাপ্রভু ডাক শুনে পরম পুলকে ॥
তাহা শুনি তারক ভাবিল মনে মনে।
হেন সুধামাখা ডাক ডাকে কোন জনে ॥
সামান্য মানুষ না হইবে এই জন।
ইচ্ছা হয় সেবা করি যুগল চরণ ॥
বাহির বাটীতে বসি ভাবিতেছে তাই।
নিকটে আসিয়া তবে জিজ্ঞাসে গোসাই ॥
এখানে বসিয়া বাপ! কি ভাবিছ মনে।
বল শুনি তোমার বসতি কোন খানে ॥
বিনয় তারক কহে শুনহে ঠাকুর।
তারক আমার নাম বাড়ী জয়পুর ॥
গোসাই বলেন তুমি না ভাবিও আর।
ভিক্ষায় যাইয়া থাকি মধুমতী পার ॥
দেশে দেশে যখন মাগিয়া খাই ভিক্ষা।
মনন থাকিলে পরে হ'তে পারে দেখা ॥
টুণ্ডা হাত পদ মোর বেড়াই হাটিয়া।
পদের নীচায় কাষ্ঠ পাদুকা বাঁধিয়া ॥
দুই চারি পদ হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
মহাপ্রভু সঙ্গে রঙ্গে কথা কন গিয়া ॥
ডেকে বলে ওহে হরি তুমিত গোসাই।
আসিলে তোমার বাড়ী বড় ভাল খাই ॥
সেই জন্য আসি আমি সময় সময়।
তোমার বাটীতে বড় ভাল পাক হয় ॥
লক্ষ্মীর হাতের পাক অন্নাদি ব্যঞ্জন।
কৃষ্ণের নৈবিদ্য আমি করি যে ভোজন ॥
হরিচাঁদ প্রভু কন থাক এ বেলায়।
কৃষ্ণের নৈবিদ্য যেন তোমা হ'তে হয় ॥
থাকিল লোচন হ'ল ভোজন সময়।
চারিদণ্ড রাত্রিকালে বসিল সেবায় ॥
ঠাকুরে বলেন হরি! তুমিও ব'সহ।
আমি এই বসিলাম মাতাকে বলহ ॥
দুই ঘরে দুই প্রভু বসিল সেবায় ॥
উত্তরের ঘরে হরিচাঁদ দয়াময় ॥
পূর্ব্ব ঘরে পীড়ি পয়ে বসিল লোচন।
লক্ষ্মীমাতা দেন অন্ন হ'য়েছে রন্ধন ॥
ভোজন করেছে আর বলেছে লোচন।
বড়ই সুপক্ক স্বাদু সুতার ব্যঞ্জন ॥
হেন ব্যঞ্জনাদি আমি কোথাও না পাই।
তোমার মন্দিরেতে উদর পুরে খাই ॥
শান্তি মাতা ব্যঞ্জন দিলেন দুইবার।
তাহা শুনি ব্যঞ্জন দিলেন আরবার ॥
আরবার বলে হরি খাইলাম ভাল।
কিবা সুব্যঞ্জন মম রসনা রসিল ॥
নদীয়ায় শচীসুত ছিলেন ভিখারী।
তার বাড়ী পেটপুরে খাইবারে নারি ॥
গৃহস্থ হ'য়েছ ভাল হইয়াছে ভাল।
মাতা ভাল পাক ভাল খাই আমি ভাল ॥
তাহাশুনি মহাপ্রভু লক্ষ্মী মাকে কয়।
পুন ব্যঞ্জনাদি দেহ গোস্বামী সেবায় ॥
এইরূপে ব্যঞ্জন লইল পঞ্চ বার।
প্রভু হরিচাঁদ বলে না লইও আর ॥
তাহাশুনি লোচন ভোজন করে ক্ষান্ত।
হীননিদ্র জেগে থেকে নিশি করে অন্ত ॥
সে হইতে তারকের বাঞ্ছাছিল মনে।
হেন গোস্বামীর সঙ্গ পা'ব কতদিনে ॥
হেন প্রভু তারকের ঘাটেতে উদয়।
গলে বস্ত্র কর যোড়ে তারক দাঁড়ায় ॥
তারক কহিছে প্রভু আমি সে তারক।
আপনার দরশনে শরীর পুলক ॥
ঘাটে নৌকা লাগাইল তারক তখনে।
আনন্দে গোস্বামী ল'য়ে চলিল ভবনে ॥
সে হইতে গোসাই রহিল সপ্ত বর্ষ।
পূর্ণানন্দ সদা সবে নাহিক বিমর্ষ ॥
সময় সময় যাইতেন অন্য স্থানে।
বেশী হ'লে থাকিতেন দুই তিন দিনে ॥
তারকের হ'ত যবে একান্ত মনন।
মন বুঝে এসে দেখা দিতেন তখন ॥

দশদিন একপক্ষ কিম্বা মাসান্তর।
একারন্তে থাকিয়া যাইত পুনর্ব্বার ॥
কোলা গ্রামে যাইতেন সাধনার ঘরে।
দিন দশ দ্বাদশ থাকিত তথাকারে ॥
তারকের হ'ত যদি দেখিবারে মন।
কোলা গ্রামে গিয়া করিতেন দরশন ॥
সাধনার বাটী ভক্তি পাইত প্রচুর।
দশ বারো দিন পরে যেত জয়পুর ॥
কোলা গ্রামে বসতি নামেতে আরাধন।
আরাধন দশরথ ভাই দুইজন ॥
ভোলানাথ খুল্লতাত দশরথ নামে।
বড়ই সুখের বাস ছিল কোলা গ্রামে ॥
তার জেষ্ঠ তনয় নামেতে নবকৃষ্ণ।
মথুরানাথ নামেতে তাহার কনিষ্ঠ ॥
আরাধন পুত্র ভোলানাথ নামধর।
দশরথ নন্দন যাদব কোটীশ্বর ॥
দশরথ গৃহিনী সে ফেলীনামে ধনী।
গোস্বমীকে বড় ভক্তি করিতেন তিনি ॥
তাহাকে লোচন ডাকিতেন মা বলিয়ে।
ডাক শুনিতেন মাতা অতি হর্ষ হ'য়ে ॥
যাদবের মা বলিয়া ডাকিত কখন।
জেঠী বলে কখনে করিত সম্বোধন ॥
শ্রীনব কৃষ্ণের চারিপুত্র দুই কন্যা।
জেষ্ঠা কন্যা সাধনা সাধনে বড় ধন্যা ॥
সনাতন নামে ছিল ইহাদের জ্ঞাতি।
এক বাড়ী তিন ঘর করিত বসতি ॥
তিন ঘর গৃহস্থ একটী বাড়ী পর।
নাহি ভিন্ন ভাব যেন ছিল একতর ॥
গণনাতে লোক ত্রিশ উনত্রিশ জন।
ছোট বড় নামে প্রেমে মত্ত সর্ব্বজন ॥
তার মধ্যে সাধনা নামেতে ছিল যিনি।
সাধনে তৎপরা ছিল যোগেতে যোগিনী ॥
অন্নত্যাগী ফলাহারী নিদ্রা না যাইত।
শীত কালে শয্যাতে না শয়ন করিত ॥
কটী বেড়া বাসমাত্র গায় নাহি দিত।
ভুমে বাস যোগাসনে যোগেতে বসিত ॥
কোলা গ্রামে গোস্বামী লোচন দেব আসি।
সাধনার নিকট থাকিত অহর্নিশী ॥
অমায়িক মায়া বাৎসল্যের একশেষ।
গোস্বামী সঙ্গেতে বঞ্চে নাহি কোন ক্লেশ ॥

কোন কোন দিন যাইতেন ভিক্ষা জন্য।
জ্ঞান হত বাড়ী যেন হইয়াছে শূন্য ॥
সবে চেয়ে রহিত গোসাই আশা পথে।
শান্ত হ'ত গোস্বামীজী আসিলে বাটীতে ॥
গৃহ কার্য্য করে থাকে গোস্বামী আশায়।
গোসাই আসিলে বড় হরষিত হয় ॥
পুরুষেরা কার্য্যান্তরে যাইত যখনে।
গোস্বামীর কাছে যা'ব সদা ভাবে মনে ॥
দিবা ভরি কার্য্যকরি যবে সন্ধ্যা হ'ত।
গোস্বামী নিকটে এসে সকলে বসিত ॥
প্রেমাবিষ্ট অনুক্ষণ থাকিত সবায়।
বাহ্য হারা হ'য়ে কোন নিশী গত হয় ॥
এইভাবে জয়পুর থাকেন গোসাই।
সময় সময় যেত সাধনার ঠাই ॥
যেই ভক্ত সেই হরি ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি ॥
মহানন্দ চিদানন্দ রচিতে পুস্তক।
আদেশে প্রকাশে কবি রসনা তারক ॥

অবিশ্বাসী দ্বিজের ভ্রান্তি মোচন।

পয়ার।

মাঝে মাঝে যান প্রভু ভিক্ষা করিবারে।
ভিক্ষা করি আসিতেন বেলা দ্বিপ্রহরে ॥
একজন দ্বিজ তার বাড়ী উলা গ্রাম।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তিনি ষষ্ঠী চন্দ্র নাম ॥
কোলা গ্রামে এসেছিল সাধনা বাটীতে।
দেখিলেন গোস্বামীকে ভকতি করিতে ॥
তাহা দেখি ব্রাহ্মণের মনে হ'ল ঘৃণা।
একে যে ভকতি করে নির্ব্বোধ সে জনা ॥
অল্প বুদ্ধি বিদ্যাহীন নমঃশূদ্র জাতি।
কারে কি জানিয়া এরা কহিছে ভকতি ॥
সাধনার পিতাকে বলেন সে ব্রাহ্মণ।
ইহাকে ভকতি কর কিসের কারণ ॥
মেয়ে তব সতী সাধ্বী যোগিনীর প্রায়।
কি লাগি দিয়াছ সপে ও টুণ্ডার পায় ॥
তাহাশুনি নবকৃষ্ণ কহে ব্রাহ্মণেরে।
সাধু সেবা সবে মিলে করি হর্ষান্তরে ॥
কৃষ্ণ তুল্য ব্যক্তি ইনি গ্রন্থে লেখে এই।
সর্ব্ব রোগী ভোগী ত্যাগী কৃষ্ণ তুল্য সেই ॥

ব্রাহ্মণ কহিছে ভাল পেয়েছ গোসাই।
মহাপাপে মহারোগ হস্ত পদ নাই॥
নব কৃষ্ণ ক্রোধ ভরে কহে ব্রাহ্মণেরে॥
সাধু নিন্দা কর না এ বাড়ীর উপরে॥
ব্রাহ্মণ চলিল বড় বিমর্ষ মনেতে।
কি বুঝিয়া সাধু বলে না পারি বুঝিতে॥
ক্রোধ দেখি দ্বিজবর অবাক হইল।
সাত পাঁচ ভেবে শেষে বাড়ী চলে গেল॥
আর একদিন প্রভু আসে উলা হ'তে।
আমাদায় গিয়াছিল ভিক্ষার জন্যেতে॥
উলার কুঠির পরে দ্বিজবর ছিল।
গোসাই এসেছে বেগে দেখিতে পাইল॥
দ্বিজ গোস্বামীকে দেখে ভাবিতেছে মনে।
টুণ্ডা বেটা এত বেগে চলিছে কেমনে॥
দেখিয়া চিনিল এই সেই টুণ্ডা বেটা।
অঙ্গেতে গলিত কুষ্ঠ সাধু বলে কেটা॥
দশরথ মণ্ডলের বাড়ী গিয়া রয়।
পরম ভকতি করে তাহারা সবায়॥
গোস্বামী লোচন আগে ব্রাহ্মণ পশ্চাতে।
চলিছেন মৌন হ'য়ে ভাবিতে ভাবিতে॥
লোচনের শরীর ছিল যে পরিমান।
দ্বিগুণ বলিষ্ঠ দেহ করিছে প্রয়াণ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাহা গণে চমৎকার।
ধাবমান হইল লোচনে দেখিবার॥
নবীন মেঘের বর্ণ যাইতেছে দেখা।
উপরে উঠেছে যেন অনলের শিখা॥
হস্ত পদাঙ্গুলী দেখে অক্ষত সম্পূর্ণ।
নাহি কুষ্ঠরোগ সূর্য্য মেঘেতে আচ্ছন্ন॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ বড় মানিল বিস্ময়।
ভাল করে দেখিবারে ধাববান হয়॥
ধরিতে না পারে, নারে নিকটে যাইতে।
যত দূর দূরে আছে ততই দূরেতে॥
গোস্বামী হাটিছে স্বাভাবিক ব্যবহারে।
ব্রাহ্মণ দৌড়িয়া কাছে যাইতে না পারে॥
ব্রাহ্মণ যাইত দীঘলিয়া নিমন্ত্রণে।
জ্ঞান হারাইয়া যায় গোস্বামীর সনে॥
গোস্বামী উঠিল নবকৃষ্ণের প্রাঙ্গণে।
তামাক খাইব বলে ডাকিল সাধনে॥
পুরুষ বলিতে কেহ বাড়ীতে ছিল না।
যতনে তামাক সেজে দিলেন সাধনা॥

ব্রাহ্মণ আসিয়া পরে হৈল উপস্থিত।
অমনি লোচন উঠে চলিল ত্বরিত॥
ভিক্ষাপাত্র রাখি সাধনার নিকটেতে।
ঘাটে গিয়া নামিলেন জলের মধ্যেতে॥
দ্বিজ ষষ্ঠী কহে ধন্য ধন্য তোরা সব।
নমঃশূদ্র কুলে জন্ম নমস্য বৈষ্ণব॥
মানুষ চিনিয়া সবে হয়েছ মানুষ।
ব্রহ্মকুলে জন্ম ল'য়ে আমরা বিহুষ॥
কই সেই টুণ্ড প্রভু গেছেন কোথায়।
সাধনা কহিছে এই মাত্র ঘাটে যায়॥
ব্রাহ্মণ যাইতেছিল নদীর ঘাটেতে।
স্নান করি আসে ফিরি দেখা হয় পথে॥
একমাত্র কৌপিন কটিতে দড়ি গ্রন্থী।
সিক্ত অঙ্গে এসেছেন ক্লান্ত ভাব অতি॥
পূর্ব্ববৎ ক্ষত অঙ্গ অঙ্গুলী বিচ্ছিন্ন।
টুণ্ড হস্ত টুণ্ড পদ কত ক্ষত চিহ্ন॥
দাদা! দাদা! বলিয়া কাতরে ছাড়ে ডাক।
দেখিয়া শুনিয়া দ্বিজ হইল অবাক॥
কি দেখিনু কি হইনু কি করিনু ধার্য্য।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া বড় মানিল আশ্চর্য্য॥
হেনকালে ভোলানাথ আসিল বাটীতে।
লোচন চলিয়া গেল সাধনার সাথে॥
সাধনার পশ্চিমের গৃহেতে বসিল।
ব্রাহ্মণ আসিয়া কতক্ষণ চেয়ে র'ল॥
ফিরে গিয়া বলিলেন ভোলানাথ ঠাই।
দ্বিজ বলে কি বলি আমাতে আমি নাই॥
দুই চক্ষে বারি ধারা বক্ষঃ ভেসে যায়।
ভোলানাথ নিকটেতে কেঁদে কেঁদে কয়॥
শুন ওহে ভোলানাথ কি বলিব আর।
টুণ্ড বেটা বলেছিল অবজ্ঞা আমার॥
তার প্রতিফল পাইলাম হাতে হাতে।
আমি যাহা দেখিয়াছি না পারি কহিতে॥
ভোলানাথ বলে দ্বিজ কি বলিবা আর।
আমার গোঁসাই হয় ব্রাহ্মণ উপর॥
ওঢ়াকাঁদি বাবা মোর স্বয়ং অবতার।
ঘুরে ফিরে লীলা করে চেলা বেলা তার॥
অন্য অন্য যুগে যত অবতার হন।
এ যুগের ভক্ত তাহা হ'তে বলবান্॥
টুণ্ড হ'য়ে থাকে প্রভু আমার বাটীতে।
বাবা হরিচাঁদ ভক্ত কে পারে চিনিতে॥

যদি কিছু দেখে থাক কাহারে না কও।
দেখিয়াছ ভাগ্যক্রমে চুপ করে রও ॥
জাননা শুননা কিবা গাও বরাবরি।
সুধা গৌর নয়রে আমার গৌর হরি ॥
অপরূপ রূপ কিবা মধুর মাধুরী।
কখনও পুরুষ হয় কখনও বা নারী ॥
শুনিয়া ঠাকুর আর বাক্য না স্ফুরিল।
ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ মৌন হ'য়ে র'ল ॥
কবি ভাবি কহে ভাই রবি ডুবি গেল।
লোচনের প্রতি সবে হরি হরি বল ॥

গোস্বামীর ভিক্ষা বিবরণ।

পয়ার।

ভিক্ষা করি গোস্বামী বেড়ান সর্ব্বক্ষণ।
প্রাতঃ হ'তে দ্বিপ্রহর ভিক্ষায় ভ্রমণ ॥
ভিক্ষার তণ্ডুল রাখিতেন যার ঘরে।
বলিতেন তণ্ডুল বিক্রয় করিবারে ॥
কতক তণ্ডুল রাখি তারকের ঘরে।
বলিতেন তারকে বিক্রয় করিবারে ॥
একদিন জয়পুর তারকের বাটী।
গৃহমধ্যে বসিয়া আছেন মাত্র দুটি ॥
হেনকালে একজন তণ্ডুল কিনিতে।
উপস্থিত হইলেন সন্ধ্যার অগ্রেতে ॥
বলিল তণ্ডুল নাকি আছে তব ঘরে।
বিক্রয় করহ যদি দেহত আমারে ॥
তারক বলিল আছে রেখেছে গোঁসাই।
কি দরে খরিদ কর বল শুনি তাই ॥
খরিদ্দার বলে দর সকলের জানা।
বাজারের দর এক সের এক আনা ॥
তারক তণ্ডুল এনে তার ঠাই দিল।
পাঁচ আনা দাম দিয়া পাঁচ সের দিল ॥
তারকের নিকটেতে গোঁসাই বসিয়া।
বলিছেন মিষ্টভাসে হাসিয়া হাসিয়া ॥
তণ্ডুলের মূল্য কেন পাঁচ আনা লও।
দশ পাই রেখে আর ফিরাইয়া দেও ॥
আনা আনা লহ যদি তণ্ডুলের দাম।
মন্বন্তর বলি তব হইবে দুর্নাম ॥
তণ্ডুলের এক সের হ'লে অর্দ্ধ আনা।
কিনিতে বেচিতে কোন আটক থাকে না ॥
কিনিতেও ভাল আর বেচিতেও তাই।
উভয়ের মনে কোন গোলমাল নাই ॥
তারক বলিল প্রভু কেন কর মানা।
বাজার চলিত দর সের এক আনা ॥
গোঁসাই কহিল মূল্য অর্দ্ধ আনা নিব।
দাম জানিবারে কেন বাজারেতে যা'ব ॥
সাধুর বাজার বেদ বেদান্তের পার।
সৃষ্টি ছাড়া বেদ ছাড়া সাধুর বাজার ॥
গুরু তরুমূলে আনন্দ বাজারে থাকি।
ভবের লোভের হাটে আর কিরে ঢুকি ॥
ভিক্ষার তণ্ডুল খাস ভাণ্ডারের ধন।
দরাদরি দিয়া কিবা আছে প্রয়োজন ॥
এইটুকু না ছাড়িতে পারিলে এবার।
বল দেখি কিসে হ'ব বেদ বিধি পার ॥
এত শুনি তারক লইল দশ পাই।
দশ পাই ফিরাইয়া দিলেন গোঁসাই ॥
সেই হ'তে ভিক্ষার তণ্ডুল যত হয়।
অর্দ্ধ আনা মূল্যে সব করেন বিক্রয় ॥
চারি টাকা জমা হ'ল তারকের ঠাই।
চারি টাকা নৌকা হ'তে আনিল গোঁসাই ॥
তারকেরে বলে এই টাকা তুমি লহ।
তারক বলিল প্রভু কেন টাকা দেহ ॥
গোসাই বলিল এই টাকা দিব কেনে ?
তোমাকে দিতে পারিলে শান্তি হয় প্রাণে ॥
তারক কহিছে প্রভু তব প্রাণে শান্তি।
এ বাক্য মানিতে বড় আমার অশান্তি ॥
আমি কেন গ্রহণ করিব তব স্থান।
তব কৃপাবলে মম হইবে কল্যাণ ॥
সামান্য অর্থের দ্বারা তুষিবে আমারে।
বালকে পুতুল দিয়া মোহে যে প্রকারে ॥
অতুল রাতুল পদ দেহ মস্তকেতে।
অন্যকে তুষিও প্রভু সামান্য ধনেতে ॥
শুনিয়া গোঁসাই তবে কহিছে গর্জ্জিয়া।
তবে মোর টাকা দেহ শীঘ্র ফিরাইয়া ॥
তারক আনিয়া টাকা রাখিল চরণে।
প্রভু বলে টাকা রাখ তব সন্নিধানে ॥
তব বাড়ী থাকি আমি শীতে কষ্ট পাই।
একখানি কাঁথা হ'লে গায় দিব তাই ॥
গৃহ হ'তে তারক আনিল এক কাঁথা।
গোস্বামীর পাদপদ্মে রাখিলেন তথা ॥

গোঁসাই বলেন ঘরে কাঁথা এস থুয়ে।
একখানি কাঁথা দেহ কিনিয়ে আনিয়ে॥
তারক কহিল কাঁথা কেহ নাহি বেচে।
গোঁসাই কহিল কায়স্থ বাটীতে আছে॥
বাটীর নিকটে তব পশ্চিম দিকেতে।
বিধবা দুইটী মেয়ে আছে সে বাড়ীতে॥
সিংহ বাটী গেলে কাঁথা পারিবা কিনিতে।
শুনিয়া তারক যান তাদের বাড়ীতে॥
জিজ্ঞাসিল কাঁথা নাকি করিবা বিক্রয়।
তাহারা বলিল খরিদ্দার পেলে হয়॥
অমনি রমণী কাঁথা করিল বাহির।
নির্দ্ধার্য্য করিল মূল্য দুই টাকা স্থির॥
আনিয়া দিলেন কাঁথা গোস্বামীর স্থানে।
দুই টাকা মূল্য হ'ল বলিল তখনে॥
আইল সিংহের নারী মূল্য লইবারে।
তারক দিলেন দুই টাকা মূল্য তারে॥
গোস্বামী কহিছে কথা কাঁথাখান খুলে।
এ কাঁথার মূল্য তুমি কয় টাকা দিলে॥
সুন্দর সেলাই নাহি এ কাঁথার তুল্য।
এ কাঁথার হইবেক চারি টাকা মূল্য॥
এ কাঁথার মূল্য হইবেক চারি টাকা।
দুই টাকা দিব কেন আমি নহে বোকা॥
স্বামীর নিকটে তবে কহে দুই নারী।
গললগ্নী কৃত বাসা করযোড় করি॥
কি কারণে চারি টাকা মূল্য মোরা নিব।
লইয়া সাধুর টাকা পাপিনী হইব॥
তোমরা বিধবা নারী গোস্বামী কহয়।
কেহ কিছু সাহায্য করিলে ভাল হয়॥
কাঁথা মূল্য দুই টাকা কর অনুমান।
আর দুই টাকা আমি করিলাম দান॥
অবশ্য আমার বাক্য করহ গ্রহণ।
কদাপি আমার বাক্য না কর হেলন॥
সাধু ব'লে আমারে করহ যদি গণ্য।
বাক্য না রাখিলে হবে সাধুর অমান্য॥
চারি টাকা নিল তারা সন্তুষ্ট হইয়া।
গোস্বামী সন্তুষ্ট হ'ল চারি টাকা দিয়া॥
ভাদ্রমাসে একদিন বৈকাল বেলায়।
গোঁসাই আসিয়া ঘাটে হাটিয়া বেড়ায়॥
বরষার জল গেছে বাড়ীর নিকট।
জলকুল জড়াইয়া নির্ম্মাইল ঘাট॥

কাষ্ঠ বেচা নৌকা যায় লোহাগড়া হাটে।
ডাক দিয়া সেই নৌকা লাগাইল ঘাটে॥
তারক আসিল সেই কাষ্ঠ কিনিবারে।
কাষ্ঠ কিনিলেন নয় আনা ঠিক করে॥
কাষ্ঠ নামাইয়া দিল কাষ্ঠ বিক্রেতারা।
ফেদিগ্রামে বসতি মুসলমান তারা॥
নয় আনা মূল্য এনে তারক দিয়াছে।
কি কর কি কর ডেকে ঠাকুর কহিছে॥
তারক বলেছে এ কাষ্ঠের দাম দেই।
গোস্বামী বলেন তুমি কর নাকি এই॥
কত কষ্টে কাষ্ঠ বেচে ইহারা দুঃখিত।
বুঝে এর মূল্য দেওয়া তোমার উচিত॥
তারক কহিছে যে সময় হ'ল কেনা।
দাম ঠিক ইহার করেছি নয় আনা॥
সাধু কহে নয় আনা দিতে পারিবানা।
আর চারি আনা দিয়া দেহ তের আনা॥
মেয়ারা কহিছে মোরা বেশী কেন নিব।
নয় আনা বেচিয়াছি তাহা ল'য়ে যা'ব॥
লোচন কহিছে দাম নেও তের আনা।
তাহা না নিলে নিতে হ'বে সতর আনা॥
মেয়ারা কহিছে সাধু চরণে সেলাম।
ন আনার বেশী মোরা না লইব দাম॥
তারক দিলেন এক টাকা এক আনা।
মেয়ারা কহিছে তাহা নিতে পারিব না॥
তের আনা দিয়া শেষে কত সাধাসাধি।
তারা কহে বেশী নিলে হ'ব অপরাধী॥
তোমরা বলহ পাপ মোরা কহি গোণা।
মুখের যবান গেলে কিছুই থাকে না॥
দনিয়ায় খাটিযার মুখের যবান।
দনিয়ার মধ্যে সেই খাটি মুসলমান॥
নয় আনা নিয়া তারা অতিরিক্ত মূল্য।
কুলে ফেলে দিয়া, নৌকা ভাসাইয়া দিল॥
লোচন তারকে কহে এইত ক্ষমতা।
মূল্য দিতে পারিলে না গেল মোর কথা॥
তারক টানিয়া ধরে নৌকা মেয়েদের।
তোমরা নিলেনা মূল্য মোর কর্ম্ম ফের॥
আমাদের গুরু তোমাদের মুরসিদ।
গুরু বাক্য শিরোধার্য্য সবার সুহৃদ॥
লয়ে যাও দোষ নাই নিজে ভেঙ্গে খাও।
অথবা ফকিরে গিয়া খয়রাৎ দেও॥

অতিরিক্ত মূল্য তারা দুই আনা নিল।
হাটে গিয়া খোদার নামেতে লুঠ দিল॥
গোস্বামীর নৌকা মেরামৎ করিবারে।
নৌকা খান উঠাইল নদীর কিনারে॥
তারক আনিয়া নৌকা দিল ধৌত করি।
পরিষ্কার করে তরী বলে হরি হরি।
ধর্ম্ম নারায়ণ পুত্র ঈশান নামেতে।
নৌকা ধৌত করে তারকের সাথে সাথে॥
পাড়িল গাছের গাব ঢেকিতে কুটিল।
তারক ঈশান দোহে রস বানাইল॥
সেই রস করিবারে নৌকায় লেপন।
তারক গাবের হাড়ি আনিল যখন॥
লোচন কহিছে ওহে তারক থাকহ।
অন্য দিয়া গাব দিব তুমি রহ রহ॥
গাওনি করিল নৌকা ডাকি ঈশাণেরে।
গাব দিতে পাইলেন হৃদয় নাথেরে।
গোসাই দয়াল বড় অভিমান শূন্য।
সে হৃদয় নাথের অবস্থা বড় দৈন্য।
দুই দিন গাব দিল মেরামৎ করি॥
তৃতীয় দিবসে জলে ভাসাইল তরী॥
তারপর ডাকাইল হৃদয়নাথেরে।
নৌকা মেরামৎ মূল্য দিব যে তোমারে॥
চারি টাকা দিল তারে নিল সে যতনে।
তারক বলেরে হৃদে এত নিলী কেনে॥
হৃদয় বলিল গোস্বামীর পদ ধরি।
এত টাকা দেহ কেন মনে শঙ্কা করি॥
দুই দিন খাটিযাছি পাব অৰ্দ্ধ তঙ্কা॥
চারি টাকা নিতে প্রভু মনে করি শঙ্কা।
গোস্বামী বলেন আমি ভিক্ষা করি খাই।
পুঁজি করে খেতে দিব হেন কেহ নাই॥
দীন জনে দিব দান এই মোর মন।
নীরু ভীরু লোক মোর পুত্র পরিজন॥
আমি দেই দয়া করে নেও হ'য়ে রাজী॥
এই টাকা দিয়া কর ব্যবসার পুজি।
তারক নীরব হ'ল সে কথা শুনিয়া।
হৃদয় লইল টাকা সন্তুষ্ট হইয়া॥
ভিক্ষার তণ্ডুল বিক্রী করিতে করিতে॥
ক্রমে চৌদ্দ টাকাহ'ল গোস্বামীর হাতে॥
তারকের নিকটে কহিছে বারে বারে।
এই টাকা দিয়া আমি তোষিব কাহারে॥

এক দিন সেই চৌদ্দ টাকা ল'য়ে সাথে।
নৌকা বাহি গেল লক্ষীপাশা বাজারেতে॥
রাধামণি নামে ছিল বৃদ্ধা এক ব্যাশ্যা।
দিন পাত নাহি চলে না চলে ব্যবসা॥
গোস্বামী যাইয়া সেই গৃহেতে প্রবেশে।
হেসে হেসে কহে তারে মৃদু মৃদু ভাষে॥
একেবারে বৃদ্ধা নয় এমতি বয়স।
বৃদ্ধা মধ্যে গণ্য হয় প্রৌঢ়ার যে শেষ॥
রাধামণি বাহিরেতে ছিল কার্য্যান্তরে।
বারে বারে ডাকে তারে শীঘ্র আয় ঘরে॥
রাধামণি যেই গেল গৃহের মাঝেতে।
সেই চৌদ্দ টাকা দিল রাধা মণি হাতে॥
রাধামণি ভীত হ'য়ে বাহিরেতে গিয়ে।
নৃত্যমণি ব্যাশ্যা স্থানে বলিল ডাকিয়ে॥
নৃত্যমণি সেই টাকা গোস্বামীকে দিল।
গোসাই বিরস মনে ফিরিয়া আসিল॥
লোচন আনিয়া টাকা দিল তারকেরে।
পরদিন নৃত্যমণি আসিয়া বাজারে॥
তারকেরে দেখে বলে গোপনেতে ডাকি।
কেমন গোসাই তব মোরে বল দেখি॥
যারে তারে ভকতি করেন মহাশয়।
আমাদের তত বড় বিশ্বাস না হয়॥
রাধামণি বৃদ্ধা মাগী তার ঘরে এসে।
চৌদ্দ টাকা সাধে আর মৃদু মৃদু হাসে॥
বলে তোর এখনে ত নাহিক যৌবন।
তোর দশা মোর দশা সমান এখন॥
তুই বৃদ্ধা কি কারণ থাকিস্ বাজারে।
আমি রোগী ভিক্ষা মাগী নগরে নগরে॥
অর্থ হেতু অনর্থের কিবা প্রয়োজন।
তোর ভাল হবে তুই মোর কথা শোন্॥
তারক শুনিয়া তাই নৃত্যকে বলিছে।
এ কথায় মধ্যে কিবা দোষ কথা আছে॥
টাকা যদি সাধিবেন কাম ব্যবহারে।
কেন টাকা সাধিলনা যুবতী নারীরে॥
রূপবতী ব্যাশ্যা কত আছেত বাজারে।
কেন বা না গেল সাধু তার এক ঘরে॥
রূপ নাই গুণ নাই প্রৌঢ়া শেষ বৃদ্ধা।
এটুক বুঝিয়া দেখ কোন ভাবে শ্রদ্ধা॥
তাহাশুনি নৃত্যমণি গলে বাস দিয়া।
বলে অপরাধ ক্ষম সাধুকে আনিয়া॥

তারক আসিয়া বাটী লোচন সম্মুখে।
জিজ্ঞাসিবে মনোভাব, কথা নাহি মুখে ॥
অমনি লোচন হাসী কহিছে তারকে।
কিছু কি জিজ্ঞাসা নাকি করিবা আমাকে ॥
কি কহিছে নৃত্যমণি অবলা সে নারী।
টাকা সাধিয়াছি রাধামণি দুঃখ হেরি ॥
বৃদ্ধা হ'লে বেশ্যা হয় হরি পরায়ণা।
এ সময় বেশ্যা বৃত্তি তারত সাজেনা ॥
অর্থ জন্য বেশ্যা হয় হ'য়ে দায় ঠেকা।
দুষ্ট কার্য্য হ'বে ত্যজ্য তাতে দেই টাকা ॥
বলিয়াছি দুষ্ট কার্য্য তেয়াগিয়া থাক।
ভিক্ষামাগী খাওয়াইব হরি বলে ডাক ॥
উদর চিন্তায় কেন কুকাজের লোভী।
হরি বলে মেগে খাব হওগো বৈষ্ণবী ॥
আমি দিব চৌদ্দ টাকা তুমি কিছু দেও।
পরমার্থ তত্ত্ব নিয়া ভিক্ষামেগে খাও ॥
তুমিত মোহান্ত ভাল থাক এই দেশে।
ওরা কেন ভাল হয় না তোমার বাতাসে ॥
যশাই বৈরাগীর ছেলে হ'য়েছে ঠাকুর।
তার প্রেম বন্যা এসে লাগে জয়পুর ॥
তুমি জয়পুর সাধনের বাড়ী কোলা।
প্রেমভক্তি দেয় হরি করি শেষ লীলা ॥
কোলা আর জয়পুর প্রেম চলাচল।
এর মধ্যে কেন থাকে দুষ্ট আর খল ॥
যাহা ভাল বুঝি তাহা করিয়াছি আমি।
ভালমন্দ বিচার করিয়া লহ তুমি ॥
তুমি বহু শাস্ত্র জান পড়িয়াছ কত।
মুখস্থ করেছ চৈতন্যচরিতামৃত ॥
তাহাতে যাহা লিখিল তাত প'ড়ে থাক।
মঙ্গলাচরণ পদ বিচারিয়া দেখ ॥
কৃষ্ণ ভক্তি বাধা যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সে ওত জীবের এক অজ্ঞানত ধর্ম্ম ॥
লজ্জা ঘৃণা অষ্টপাশ সকল উঘাড়ি।
শুভাশুভ যত কর্ম্ম দিতে হবে ছাড়ি ॥
কৃষ্ণভক্ত হবে ত বিচার সব ফেল।
পর উপকারী হ'য়ে হরি হরি বল ॥
লোচনের লীলা খেলা অলৌলিক কাজ।
রচিল তারক চন্দ্র করি রসরাজ ॥

হীরামন ও লোচন গোস্বামীর বাদানুবাদ ॥

পয়ার।

রাউৎখামার গ্রামে গোস্বামী লোচন।
তথায় উদয় এসে হৈল হীরামন ॥
গুরু চরণ বালার প্রাঙ্গণে বসিয়া।
বকিতেছে হীরামন ক্রোধিত হইয়া ॥
হীরামনে সর্ব্বজনে দণ্ডবৎ করে।
পদধুলী কেহ তুলি লইতেছে শিরে ॥
ক্রোধযুক্ত তাহাতে হইয়া হীরামন।
বকাবকি যাহা মুখে বলিছে তখন ॥
রমণীর গুহ্যস্থান অপভ্রংশ ভাবে।
উচ্চারণ করিছেন ক্রোধের প্রভাবে ॥
অনেক্ষণ হীরামন বকিতে লাগিল।
ক্রোধভরে লোচন উঠিয়া দাঁড়াইল ॥
লোচন কহিছে ডেকে হারে হীরামন।
হেন বাক্ তোরে শিখায়েছে কোনজন ॥
হরি ঠাকুরকে দেখে হইলি পাগল।
সেই নাকি তোরে শিখায়েছে এই বোল ॥
কি বোল বলিয়া করেছিস্ ডাকাডাকি।
তুই নাকি শ্রীহরির পড়া সুকপাখী ॥
যে বোল শুনালি তুই শোন্ তোরে কই।
দুটা কথা কই তোরে আর কত সই ॥
উলঙ্গ হইয়া জলে ঝাপিলে কি হয়।
তাহাতে কাহার কোথা সাধুত্ব বাড়ায় ॥
জলচর পক্ষী জলে চরিয়া বেড়ায়।
মরা শব, জলে ভাসে সেও সাধু হয় ॥
পাগল হয়েছ কেন চেননা মাতুল।
কি উদ্দেশ্যে খেপাইলি মাতুলের কুল ॥
বিবাহ করিলি যারে তারে মা বলিলি।
শ্বশুরেকে আজা বলে প্রণাম করিলি ॥
রমণীর মাতা শাশুড়ীকে ব'লে আজী।
শালাকে বলিলি মামা মনেতে কি বুঝি ॥
হরিচাঁদ নাম লয়ে পোড়াইলি মুখ।
মাতৃ কুল খেলাইয়া পাইলি কি সুখ ॥
জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি যোগে হ'য়েছ অজ্ঞান।
কেন উচ্চারণ কৈলি মাতৃ গুহ্য স্থান ॥
মাতৃ রজ পিতৃ বীর্য্যে জনম সবার।
তাহা কর তুচ্ছজ্ঞান একি অবিচার ॥

বিবাহিতা রমণীকে ডাক মা বলিয়া।
এতটুক জ্ঞান আছে অজ্ঞান হইয়া॥
বিচারের কথা তোরে কহিলাম সার।
মানা করি মাতৃ কুল খেপাইওনা আর॥
তাহাশুনি হীরামন হইল কাতর।
ক্ষমা কর অপরাধ হইয়াছে মোর॥
কহিছেন হীরামন করিয়া ভকতি।
ভট্টাচার্য্য ঠাকুর করুণ অব্যাহতি॥
আজ হ'তে পাইলাম ব্যবস্থার পত্র।
প্রায়শ্চিত্ত করি মোরে করুণ পবিত্র॥
লোচনের ঠাই হীরামন পেল লাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।

শ্রীমদ্ধীরামন গোস্বামীর মৃত গরু ও মনুষ্য বাচাইবার কথা।

পয়ার।

পাতলা নিবাসী নাম বাল্যক বিশ্বাস।
সদা হরি পদে মতি সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
বাহিরে ঐশ্বর্য্য ভাব অন্তরে বৈরাগ্য।
ওঢ়াকাঁদি আসে যায় ভজনে সুবিজ্ঞ॥
প্রভু হরিচাঁদের ভকত মহাজন।
হরিচাঁদ বলি ডাক ছাড়ে সর্ব্বক্ষণ॥
শ্রীধাম ওঢ়াকাঁদীর দায় তারা করে।
মতুয়ার সম্প্রদায় খ্যাত চরাচরে॥
মহাপ্রভু হরিচাঁদ ধাম ওঢ়াকাঁদি।
তাহার ভকত যত মতুয়া উপাধি॥
প্রভু শ্রীহরিচাঁদের মতুয়া বাল্যক।
মতুয়া বলিয়া তারে ঘোষে সর্ব্ব লোক॥
হরি বোলা ভকত কাহারে যদি পায়।
ভক্তি সহকারে পূজে আনন্দ হৃদয়॥
মতুয়া বাল্যক যিনি তাহার নিবাসে।
গোস্বামী শ্রীহীরামন মাঝে মাঝে আসে॥
একদিন হীরামন আসিল তথায়।
বাল্যক ছিলনা বাড়ী কার্য্যান্তরে যায়॥
বাল্যকের মাতা হন কৌশল্যা নামিনী।
মতুয়া পাইলে ভক্তি করিতেন তিনি॥
কৌশল্যার পেটে ছিল বেদনা অঙ্কুর।
আর দিন এল শ্রীহীরামন ঠাকুর॥
গোস্বামীকে দিয়াছেন তামাক সাজিয়ে।
কৌশল্যা পড়িল পদে দণ্ডবৎ হ'য়ে॥
পদরজ নিতে দিল শ্রীচরণে হাত।
গোস্বামী তখন করে হুকার আঘাত॥
সে আঘাতে মূর্চ্ছান্বিতা হয়ে প'ল বুড়ী।
পুনরায় মারিলেন দোহাতিয়া বাড়ি॥
অমনি কৌশল্যা ধনী জীবন ত্যজিল।
গোসাই গৃহেতে গিয়া বসিয়া রহিল॥
প্রাঙ্গণেতে কৌশল্যার মৃত শব ল'য়ে।
হুড়াহুড়ি লাগাইল গ্রামীরা আসিয়ে॥
সবে বলে এ পাগল মানুষ মারিল।
কোথা হ'তে এ পাগল পাতলায় এল॥
উলঙ্গ ভৈরব প্রায় না পরে বসন।
এরা এরে ভক্তি করে কিসের কারণ॥
কেহ কেহ বলে ভাই ভালই করেছে।
যেমন মানুষ ওরা তেমন হ'য়েছে॥

কেহ বলে ও কথায় নাহি কোন ফল।
বাঁধিয়া থানায় ল'য়ে চল এ পাগল॥
কেহ বলে এ পাগল বাঁধা বড় দায়।
কবে কারে খুন করে কহা নাহি যায়॥
কেহ বলে এ পাগল থাকিতে হেথায়॥
এজাহার কর গিয়া যাইয়া থানায়।
বাল্যক আস্থক বাড়ী নাহিক বাড়ীতে।
তার দ্বারা এজাহার করিব থানাতে॥
বলিতে বলিতে কথা বাল্যক আসিল।
সকল বৃত্তান্ত সবে বাল্যকে কহিল॥
বাল্যক শুনিয়া বলে গোসাই মারিল।
মা যদি মরিল তবে ভালই হইল॥
বড়ই প্রসন্ন মোর মায়ের কপাল॥
গোস্বামী সাক্ষাতে মৃত্যু পাবে পরকাল॥
এজাহার দিতে যা'ব কিসের কারণ।
মাতা মোর গিয়াছেন বৈকুণ্ঠ ভবন॥
গ্রামীরা অবাক হ'ল সে কথা শুনিয়া।
যার যার নিজকর্ম্মে গেলেন চলিয়া॥
বাল্যকের গৃহমধ্যে গোসাই বসেছে।
বেলা অপরাহ্ন মুহূর্ত্তেক মাত্র আছে॥
রায়চাঁদ নামে কবিরাজ একজন।
গোস্বামী নিকটে গিয়া কহে সেইজন॥
গলায় বসন দিয়া বিনয় ভক্তিতে।
গোস্বামী চরণ ধরি লাগিল কাঁদিতে॥
কহ প্রভু তব পদে করি নিবেদন।
মৃত দেহ ল'য়ে মোরা কি করি এখন॥
আপনি করুন আজ্ঞা সেই আজ্ঞামতে।
ল'য়ে শব যাই সব দাহন করিতে॥
বিষম বিপদ তাতে মনে ভয় গণি।
এতে কি বিপদ যার সহায় আপনি॥
প্রাতে মরিয়াছে গাভী সেই এক দায়।
ডাকিতে ডাকিতে তার বৎস্য মৃতপ্রায়॥
গাভী মরা ফেলিয়াছি মা মরা পোড়া'ব।
দুধ বিনে কাঁদে বৎস কি দিয়া বাঁচাব॥
হীরামন বলে ডেকে শুন ওরে রাই।
অগ্য মাকে পোড়াইয়া কার্য্য কিছু নাই॥
শঙ্খধ্বনি কর গিয়া মাতৃ কর্ণ মূলে।
রামাগণে হুলুধ্বনি করুক সকলে॥
আমি আছি প্রভু হরিচাঁদেরে ভাবিয়া।
গাভীটা কোথায় আছে দেখে আসি গিয়া॥
মরা গাভী ফেলাইয়া এসেছে গোচরে।
গিয়ে গাভীটার মাথা উচু করে ধরে॥
মা কেন রহিলি শুয়ে আসিয়া ডাঙ্গায়।
দুধ না পাইয়া বুন কাঁদিয়া বেড়ায়॥
দুগ্ধপোষ্য ছোটভগ্নী ঘাস নাহি ধরে।
তুই দুধ না দিলে মা বাঁচে কি প্রকারে॥
দিন ভরি ভগ্নী মোর করিছে রোদন॥
তুই দুধ না দিলে মা হইবে মরণ॥
অবলা ভগিণী সদা হাম্বা হাম্বা করে।
চেয়ে দেখ দুধ বিনে গোঙ্গাইয়া মরে॥
গৃহস্থ মরিল তোর আমার প্রহারে।
তবু তার পুত্র মোরে দৃঢ় ভক্তি করে॥
কর্ম্ম কর্ত্তা হরিচাঁদ তার নামে ভ্রমি।
যাহা করে তাহা করি কর্ম্মী নহে আমি॥
এমন গৃহস্থ ছেড়ে যাইবা কোথায়।
মা হ'য়ে মা কেন হেন কঠিন হৃদয়॥
আমারে করহ দয়া রক্ষ এ বিপদে।
প্রভু হরিচাঁদ সেবা দিব তোর দুধে॥
এত বলি পৃষ্ঠদেশে মারিল চাপড়।
হাম্বা রব করি গাভী উঠে দিল রড়॥
যেখানেতে ছিল বৎস্য সেইখানে গিয়া।
বাছুরে পিয়ায় দুগ্ধ অঙ্গ ঝাড়া দিয়া॥
উহুড়িয়া উহুড়িয়া বৎস্য অঙ্গে চাটে।
হেনকালে হীরামন আইল নিকটে॥
বৎস্যকে ছাড়িয়া গাভী হীরামনে চাটে।
বৎস্য গিয়া হীরামন পদে মাথা কোটে॥
এ দিকেতে কৌশল্যার দুইকর্ণ মূলে।
দুই শঙ্খধ্বনি করে দুই জন মিলে॥
নারীগণে হুলুধ্বনি দিতেছে আসিয়ে।
শক্রলোকে কহে বাল্যকের মার বিয়ে॥
মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিছে সকলে।
বাল্যকের মা উঠিল হরি হরি বলে॥
বাল্যক বলিছে হরি দিয়া হুহুঙ্কার।
তাহা দেখি পাষণ্ডীর লাগে চমৎকার॥
পাষণ্ডীরা বলে ধর কোথায় গোসাই।
জনমের মত তার চরণে বিকাই॥
ধন্য ধন্য ওড়াকাঁদি বাবা হরিচাঁদ।
না জানিয়া নিন্দি মোরা করি অপরাধ॥
ধন্য হরিচাঁদ ভক্ত মতুয়ারগণ।
ধন্য ধন্য বাল্যক ভকত একজন॥

ধন্য ধন্য বাল্যকের মাতা সাধ্বী নারী।
জনম বৃথায় যায় বল হরি হরি॥
ধন্য ওড়াকাঁদি ধন্য অবতীর্ণ হরি।
না চিনিয়া মোরা কেন পাপে ডুবে মরি॥
হীরামনে দেখিতে লোকের ভীড় হল।
অন্তর্য্যামী হীরামন অদৃশ্য হইল॥
কাঁদিয়া পাষণ্ডী সব ভূমে গড়াগড়ি।
হীরামনে অন্বেষণে করি দৌড়াদৌড়ি॥
সে হ'তে পাতলা গ্রাম নামে মেতে গেল।
হরি হরি বলি সব মতুয়া হইল॥
দশরথ গোস্বামী করেন যাতায়াত।
ইষ্ট সম ভক্তি সবে করে অবিরত॥
পাতলা গ্রাম নিবাসী মতুয়া হইল।
হীরামন প্রীতে সবে হরি হরি বল॥
প্রভু হীরামন কীর্ত্তি অলৌকিক কাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

হীরামন গোস্বামীর বাহ্য লীলা।

দীর্ঘ-ত্রীপদী।

মৃত্যুঞ্জয়ের রমণী, ওড়াকাঁদি যান তিনি,
লইয়া চলিল মৃত্যুঞ্জয়।
সঙ্গেতে তারক চন্দ্র, আর শ্রীগোলোক চন্দ্র,
সূর্য্য নারায়ণ সঙ্গে যায়॥
যোগানিয়া গ্রামে বাস, নামে গোলোক বিশ্বাস,
তিনি চলিলেন সেই সাথে।
বেলা অপরাহ্ন প্রায়, কাশীমার পিত্রালয়,
উপস্থিত নিশ্চিন্ত পুরেতে॥
কাশীমার ধর্ম্ম পুত্র, মল্লিক শ্রীচন্দ্রকান্ত,
তিনি চলিলেন সে দিনেতে।
তারক শ্রীচন্দ্রকান্ত, দোঁহার মন একান্ত,
হীরামন পাগলে দেখিতে॥
ভজন মজুমদার, আসিয়া তাহার ঘর,
হীরামন দিল দরশন।
শীতকালে পৌষ মাস, গায় নাহি শীত বাস,
মাত্র এক লেংটী ধারণ॥
চন্দ্রকান্ত দক্ষিণেতে, তারক বসি বামেতে,
তার মধ্যে বসি হীরামন।
দণ্ডেক মাত্র বসিয়া, ভূমেতে পড়ে লুঠিয়া,
বলে তোরা কররে শয়ন॥
কাশী মাতার ভগিনী, একখানি কাঁথা আনি,
হীরামন গাত্রোপরে দিল।
তিনি কন গোস্বামীরে, যাও প্রভু শয্যোপরে,
তারকে কোলে করি শুইল॥
তারকের হ'ল ভয়, হীরামন গায় গায়,
লাগিবে আমার অঙ্গ তাপ।
আমার পাপের দেহ, কামানলে সদা দাহ,
ভাবে কোথা হরিচাঁদ বাপ॥
এত ভাবি যোড়ি কর, হস্ত রাখি শিরোপর,
হরি পদ করিছে স্মরণ।
গোস্বামী কহিছে বাণী, আমি সব পাপ জানি,
উরু পরে দিলেন চরণ॥
পাপী তাপী উদ্ধারিতে, হরি এলেন জগতে,
যার আশা মোর হরিচাঁদে।
যেই যাবে ওড়াকাঁদি, সেত নহে অপরাধী,
তার পাপ মুছি বাম পদে॥
যে মোর হ'রেকে ডাকে, সে জন থাকুক সুখে,
আমার মনের অভিলাষ।
তার পাপ ঘুচাইব, শুভাশুভ আমি নিব,
যেই যশোমন্ত সুত দাস॥
শয্যাহ'তে উঠিলেন, দক্ষিণ পদ দিলেন,
তারকের বক্ষের উপর।
তারকে করিয়া স্থির, গোঁসাই হ'ল বাহির,
বলে তোর নাহি কোন ডর॥
গাত্র কন্থা শিরে ল'য়ে, ঘরের বাহিরে গিয়ে,
বসিলেন পূর্ব্ব মুখ হ'য়ে।
হরি পদ ধেয়াইয়া, ক্ষণে উঠে ঝোক দিয়া,
জলে যায় কান্থা তেয়াগিয়ে॥
প্রাতঃ কালে নামি জলে, পূর্ব্ব মুখ হ'য়ে চলে,
ডেকে বলে যারে মৃত্যুঞ্জয়।
যাও হরি দরশনে, বিলম্ব করহ কেনে,
মোর হ'রে সুখে যেন রয়॥
মৃত্যুঞ্জয় চলে গেল, ওড়াকাঁদি উতরিল,
হরিচাঁদ দরশন করি।
প্রণমিয়া শ্রীপদেতে, মহাপ্রভু আজ্ঞা মতে,
দেশে যাত্রা করিলেন ফিরি॥
ঈশ্বর মজুমদার, আসিয়া তাহার ঘর,
সে দিবস রহিল তথায়।
পরদিন প্রাতঃকালে, এসে মল্লকাঁদি বিলে,
হীরামনে দেখিবারে পায়॥

অগাধ জলের পরে, হাটিয়া গমন করে,
মৃত্যুঞ্জয় তরী বেয়ে যায়।
গোস্বামীর সন্নিকটে, যবে তরী বেয়ে উঠে,
সে সময় জলে সাঁতরায়॥
নৌকা পরে রেখে ব'টে, গলে বাস কর পুটে,
মৃত্যুঞ্জয় কহিছে তখন।
বলে গোস্বামীর ঠাঁই, মোর দেশে চল যাই,
তরী পরে করি আরোহণ॥
হীরামন বলে দাদা, নিজ তরী বাহি সদা,
তরঙ্গিনী নীরে ডুবি ভাসি।
নিতে তোমাদের দেশে, ইচ্ছা যদি মনে আসে,
তবে তোমাদের নায় আসি॥
মৃত্যুঞ্জয় হস্ত ধরি, উঠাইল যত্ন করি,
দ্রুতগতি তরী বেয়ে যায়।
মধুমতী নদী এসে, নদী মাঝ খানে শেষে,
হীরামন ঝাপ দিতে চায়॥
কেঁদে কয় মৃত্যুঞ্জয়, নামিওনা ধরি পায়,
নামিলে পাইব বড় শোক।
প্রভু বলে কি বলিস্, তুইত আমারে নিস্,
আমারে ত নেয়না গোলোক॥
মৃত্যুঞ্জয় উচাটন, গোলোক ধরে চরণ,
কাঁদিয়া কহিছে উচ্চৈঃ স্বরে।
জানিয়া আমার মন, গোঁসাই নামে এখন,
কাজ কিবা এ জীবন ধরে॥
মনে যা ভেবেছি আমি, গোঁসাইত অন্তর্য্যামী,
অন্তরেতে জানিয়া সকল।
এই নদী দিয়া পাড়ি, আগে য'াব মম বাড়ী,
বাড়ী নিব লেংটা পাগল॥
লেংটী এনে দিলে কেহ, পরিতে বলিলে সেহ,
ওত কারু কথা না মানিবে।
যদি লেংটী নাহি পরে, গেলে বাড়ীর ভিতরে,
মেয়ে লোকে দেখে লজ্জা পাবে॥
না বুঝিয়া পাই কষ্ট, হারে মোর দুরদৃষ্ট,
কর্ম্ম জালে বন্দি হইলাম।
অষ্ট পাশ মুক্ত যিনি, অন্তর্য্যামী শিরোমণি,
হেন পদ পেয়ে হারা'লাম॥
গোঁসাই কহিছে দাদা, হাঁদলে গাধার বাঁধা,
খাঁদা আঁধা দেহ নামাইয়া।
দেহ পড়ি দেহ পড়ি, মাসী বাড়ী মাসী বাড়ী, *
সূর্য্য মাসী আছে ডুমরিয়া॥

লেংটী পরি অবশেষে, সূর্য্য নারায়ণ-বাসে,
গোসাই যাইয়া বসিলেন।
মাসী কই মাসী মাই, আয় মাসী দেখে যাই,
গোঁসাই ডাকিতে লাগিলেন॥
সূর্য্য নারায়ণ এসে, দণ্ডবৎ হ'য়ে শেষে,
কর যোড়ে রহে দাঁড়াইয়া।
গোঁসাই কহেন মাসী, তোরে বড় ভাল বাসি,
মাসী মারে দেহ ডাকাইয়া॥
পাতলার মাসী যিনি, তাহারে কর রাঁধুনি,
শীঘ্র তাড়াও গৌরের মেয়ে।
বাজারে হ'য়েছে টান, পাতলা পাত দোকান,
ক্রয় বাণ কিরিয়া না যায়ে॥
সূর্য্য হ'য়ে অতি স্রস্ত, এনে এক নব বস্ত্র,
গোস্বামীকে দিল পরাইয়া।
লেংটী পড়িয়া ছিল, তারক তুলিয়া নিল,
লইলেন মস্তকে বাঁধিয়া॥
গোস্বামী বলে ডাকিয়া, সকলে লহ ভাগিয়া,
লেংটী ধরি করে কাড়াকাড়ি।
সবে করে ধরাধরি, একটু একটু করি,
সকলে সে লেংটি নিল ফাড়ি॥
কেহ গলে ঝুলাইল, কেহ মস্তকে বাঁধিল,
প্লীহা কি যকৃত ছিল যার।
কারু ছিল কাশী জ্বরা, ধারণ করিল যারা,
দুই দিনে রোগারোগ্য তার॥
বসন ফেলিয়ে দিয়ে, গোসাই উলঙ্গ হ'য়ে,
যে সময় যাত্রা করিলেন।
মেয়ে লোক যতছিল, গোস্বামীর কাছে এল,
প্রণামী শ্রীপদ সেবিলেন॥
গোসাই উলঙ্গ বেশে, গোলোক বিশ্বাস এসে,
এমন সময় উপনীত।
গোস্বামীর পদধরে, মেয়েরা রোদন করে,
দেখিয়া গোলোক চমকিত॥
গোলোক বিশ্বাস কাঁদে, ধরিয়া গোস্বামী পদে,
গোসাই কহিছেরে গোলোক।
যাইতাম তোর ঘরে, তুই নিলিনা আমারে,
দেখিয়া নিন্দিবে যত লোক।
তোর বাড়ী যত নারী, তাহারা লজ্জিতা ভারি,
নির্লজ্জ লোকের বাড়ী যাই।
মাসী বড় ভাল বাসে, আসিয়া মাসীর বাসে,
মাসীমার হাতে ভাল খাই॥

র্য্য নারায়ণ পরে, তামাক সাজিয়ে ধরে,
হুকা নাহি নিলেন গোসাই।
কলিকা উঠায়ে নিয়ে' তাহার অগ্নি ফেলিয়ে,
তামাক রাখিল মাত্র তাই॥
তামাক হাতে রাখিয়া, সূর্য্য নারায়ণে দিয়া,
বলেমাসী যতনে রাখিস।
কিঘটে কার কপালে, উপকার হ'বে, কালে,
খাইলে সারিয়া যা'বে বিষ॥
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, পান কর অবিরত,
খাইলে খণ্ডিবে ভবক্ষুধা।
দীনহীন এ তারক, সুধা পীতে অপারক,
হরিলীলা সুধাধিক সুধা॥

অভিন্নাত্ম দ্বিপুরুষের এক সঙ্গে মৃত্যু ও দাহন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

গোসাই যাত্রা করিল, পদুমা গ্রামে আসিল,
ফেলারাম বিশ্বাসের ঘরে।
শিরোমণি জ্যেষ্ঠ পুত্র, আত্মা তার সুপবিত্র,
ফেলারাম নাম তেহ ধরে॥
গাছবাড়ীয়া নিবাস, নামে চৈতন্য বিশ্বাস,
তার পুত্র কুশাই নামেতে।
কুশ আর ফেলারাম, দুইজনে গুণধাম,
মত্তহন প্রভুর প্রেমেতে॥
দুইজন একতরে, হরি নাম করি ফেরে,
একসঙ্গে শয়ন ভোজন॥
দুইজনে এক বুলী, একসঙ্গে স্নানকেলী,
গলাগলি ধরিয়া শয়ন॥
কোন গ্রামের ভিতর, ব্যাধি হ'লে কলেরার,
নিতে এলে দুজনেই যেত।
সেই সেই গ্রামে গিয়ে, দুজনে একত্র হ'য়ে,
হরিনামে কলেরা তাড়া'ত॥
হরি লুঠ দিতে হ'লে, দুজন সুজন মিলে,
সেই বাড়ী যেত দুইজন।
নামকরে মধুস্বরে, নাম গানে মোহ করে,
দুজনেই মোহ অচেতন॥
কুশাইর মৃত্যুকালে, বদনেতে হরি বলে,
সবে বলে হরিনাম লও।
আমি যাত্রা করিলাম, অদ্য যাইব শ্রীধাম,
ফেলারামে সংবাদ জানাও॥
কুশইর এক আত্ম, এ সংবাদ দিল দ্রুত,
পদুমায় ফেলারাম ঠাই।
শুনি কহে ফেলারাম, যে সংবাদ শুনিলাম,
দাদা গেল তবে আমি যাই॥
যাইব দাদার সাতে, দাদা যান যেই পথে,
আমি তবে সেই পথ লই।
জন্মিলে মরণ আছে, কেবা কতদিন বাচে,
কোন সুখে আমি বেচে রই॥
নাহি রোগ নাহি ব্যাধি, বলেছেন কাঁদি কাঁদি;
এই আমি ওঢ়াকাঁদি যাই।
দাদা ম'ল চিতাপরে, সে সাথে দিও আমারে,
একত্তরে যা'ব দুটি ভাই॥
বলে হরে! কৃষ্ণ! রাম! প্রাণ ত্যজে ফেলারাম,
প্রাণ যায় কুশাইর ঠাই।
দুজনের সৎকার, হ'ল এক চিতাপর,
একত্র হইল দুটি ভাই॥
এদিকে সৎকার করে, দোহে গলাগলি ধরে,
ওঢ়াকাঁদি চলিল দুজন।
যাইতে শ্রীধাম পথে, দেখাহ'ল আত্ম সাথে,
বাটী গিয়া শুনিল মরণ॥
ঠাকুর দর্শন করি, দোহে বলে হরিহরি,
নিত্য দেহ প্রেমেতে মগন।
ঠাকুরের আজ্ঞা মতে, চড়িয়া পুষ্পক রথে,
দোহে যান বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
শুনেছি সাধুর তরে, যাহারা পিরিতি করে,
একের মরণে দুই মরে।
তাহা যদি নাহি হয়, পিরিতি কাহারে কয়,
হেন প্রেম নাহি যেন করে॥
দুইজনে দুইস্থলে, কোন দ্রব্য কেহ খেলে,
দুজনেই সুস্বাদ পাইত।
যে যাহা ভেবেছে মনে, দেখাহ'লে দুইজনে,
মনোকথা প্রকাশ করিত॥
পুরুষে পুরুষে আর্ত্তি, যেন পুরুষ প্রকৃতি,
পিরিতে সুহৃৎ সুললীত।
রসরাজ প্রেমোজ্জ্বল, রসে করে টল মল,
উদার উন্মত্ত চিত রীত॥
দুজনের প্রেমভক্তি, হ'ল হরিচাঁদ প্রাপ্তি,
নিযুক্ত হইল সেবা কাজে।

দুজনার প্রেমোৎসবে, হরি হরি বল সবে,
কহে দীন কবি রসরাজে ॥

হীরামন গোস্বামীর পদুমা ও কালী নগরলীলা।

পয়ার।

শ্রীহীরামন গোস্বামী পদুমা গ্রামেতে।
আসিলেন ফেলারাম জীবিত থাকিতে ॥
বিকালে এল গোসাই বিশ্বাসের বাসে।
গোসাই দেখিতে লোক বহুতর আসে ॥
পার্শ্ববর্ত্তী লোক সব পুরুষ বা নারী।
আসে যায় সবে কয় হরি হরি হরি ॥
কহিলেন ফেলারাম বিশ্বাস কুশাই।
কৃতার্থ হইনু অদ্য মোরা দুটি ভাই ॥
ফেলারাম কহিলেন কুশাইর স্থানে।
গোসাই এসেছে কিছু লুঠ দেও এনে ॥
আগমনে সংকীর্ত্তন আরম্ভিল সবে।
যাবার বেলায় এরা লুঠ নিয়া যা'বে ॥
আনাইল বাতাসা হরির লুঠ দিতে।
রাখিল কীর্ত্তন মাঝে আনন্দ করিতে ॥
লেপন করিয়া ঠাই আসন সাজিয়ে।
তুলসী, কুসুম, আসনের পর দিয়ে ॥
উঠিল পরমানন্দ কীর্ত্তনের রোল।
ঘুরিয়া ফিরিয়া সবে বলে হরিবোল ॥
কীর্ত্তনের মাঝে বসি হাসিছে গোসাই।
ঝুকে পদ লুঠে প'ল স্মৃতি জ্ঞান নাই ॥
স্বরূপের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাঙ্গালী মণ্ডল।
গলে বস্ত্র কর যোড়ে কহে স্তুতি বোল ॥
আপনিযে উলঙ্গ উন্মত্ত নাম গানে।
হরিলুঠে পদ লাগে ভয় হয় মনে ॥
কথা শুনি লুঠ পানে করে দৃষ্টিপাত।
পদটান দিতে বাধা হ'ল অকস্মাৎ ॥
হীরামন বলে মোর হরি সর্ব্বময়।
অনলে অনিলে জলে স্থলে শূন্যে রয় ॥
বল শুনি তবে পদ রাখি কোন খানে।
তোরা পদ রাখ হরি নাই যেইস্থানে ॥
লুঠ হরি, পদ হরি, রাখিব কোথায়।
এত বলি দুটি পদ লইল মাথায় ॥
ক্রমে মহাভাবে তনু মন শিহরিল।
চিত হ'য়ে কুষ্মাণ্ডের মত পড়ে গেল ॥
কুম্ভকার চক্রাকার লাগিল ঘুরিতে।
এইপদ কোথা রাখি লাগিল বলিতে ॥
পদ রাখিয়াছি আমি হরিলুঠ স্থানে।
লোকে মন্দ বলে কার্য্য মন্দ সে কারণে ॥
হরি ছাড়া স্থান আমি পাইব কোথায়।
কোথায় রাখিব পদ না দেখি উপায় ॥
সূক্ষ্ম জ্ঞান ভাব মোরে নাহি দিল হ'রে।
কি উপায় করি তোরা বলে দে আমারে ॥
হরি ছাড়া স্থান তোরা দেখায়ে দে ভাই।
কোনস্থানে পদ রাখি ওঢ়াকাঁদি যাই ॥
কাঙ্গালী হইয়া ভীত পড়িল কাঁদিয়ে।
ফেলারাম কুশাই কেন্দেছে দাঁড়াইয়ে ॥
রায়চাঁদ রায় পুত্র কোদাই নামেতে।
পদতলে প'ল ঢ'লে কাঁদিতে কাঁদিতে ॥
সবে হরি হরি বলে করে কাঁদাকাঁদি।
হীরামন কহে ভক্ত হৃদি ওঢ়াকাঁদি ॥
তুলসী কানন, পদ্ম বন, সংকীর্ত্তন।
সেইস্থানে হরি বিরাজিত সর্ব্বক্ষণ ॥
বিধির নির্ম্মিত পদ বল কোথা রাখি।
আমি বোকা হরি ছাড়া স্থান নাহি দেখি ॥
আমি বোকা আর বোকা ছিল বৃকোদর;
মল ত্যাগ না করিল দ্বাদশ বৎসর ॥
নামাইয়া পদ দুটি উঠে লম্ফ দিয়ে।
সংকীর্ত্তন মাঝে লুঠ দিল লুটাইয়ে ॥
প্রেমে মত্ত হ'য়ে হ'ল সেই নিশীভোর।
মৃত্যুঞ্জয় সঙ্গে এল সে কালীনগর ॥
তথা এসে বাল্য সেবা নিলেন গোঁসাই।
কহিছেন পুন আমি পদুমায় যাই ॥
প্রহরেক কালীনগরের বাড়ী ব'সে।
উলঙ্গ হইয়া জলে ঝাপ দিল শেষে ॥
কালীনগরের নদী পার হইলেন।
উত্তরাভিমুখে পদুমায় চলিলেন ॥
তারক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দিলেন সাঁতার।
পিছে পিছে চলিলেন আনন্দ অপার ॥
পিছে পিছে নেচে গেয়ে দুইজন চলে।
ঢেউ লাগে কালীনগরের নদীকূলে ॥
পদুমায় চলিলেন ফেলারাম বাটী।
পশ্চাতে তারক মৃত্যুঞ্জয় এই দুটি ॥

সাদরে আসনে হীরামনে বসাইলে।
শ্রীচরণ পাখলিল দু'নয়ন জলে ॥
মুক্তকেশী হয়ে ফেলারামের রমণী।
কেশদ্বারা পাদপদ্ম মুছালেন তিনি ॥
গোস্বামীকে তৈল মাখে আট দশ জনে।
স্নান করাইল পুকুরের জল এনে ॥
বসাইল ঘরে এনে সেবাদির কার্য্যে।
পায়স পিষ্টক আনে ফেলারাম ভার্য্যে ॥
সম্মুখে আনিয়া থালা ভাজা বড়া ল'য়ে।
গোস্বামীর মুখে দিল স্বহস্তে তুলিয়ে ॥
দশনে চিবা'য়ে মুখে রাখে হীরামন।
বিস্তার নাহিক করে দুপাটী দশন ॥
বড়া ধরি পুন দিতে ছিল বদনেতে।
অমনি চপটাঘাত করিল মুখেতে ॥
ফেলারাম বলেছে সৌভাগ্য বড় মোর।
অমনি মারিল মুখে দ্বিতীয় চাপড় ॥
ধাইয়া চলিল প্রভু পুকুরের পাড়ে।
মৃত্যুঞ্জয় চলিলেন গোস্বামীকে ধ'রে ॥
হীরামন ধরে শেষে মৃত্যুঞ্জয় কেশে।
কপালেতে দুই মুষ্ট্যাঘাত মারে রোষে ॥
চক্ষের নীচায় নাশিকার দুই পার্শ্বে।
দুই ভুষা মারি ইটা ধরিলেন শেষে ॥
ঠেকাইতে হীরামনে হাত তুলিলেন।
মৃত্যুঞ্জয়ে ছাড়িয়া গোস্বামী চলিলেন ॥
চণ্ডী মল্লিকের ঘরে করিল শয়ন।
গোঁসাই গোঁসাই বলি চলিল মদন ॥
চৌকির থামায় লগ্ন গোস্বামীর পাও।
পদ ধরি বলে প্রভু মোরে পদ দেও ॥
গোস্বামীর পদে মাথা যখনে লওয়ায়।
অমনি মারিল লাথি তাহার মাথায় ॥
বাম পার্শ্বে খাম্বা ঠেকে যেন ছেঁচা হ'ল।
গোস্বামীর লাথি হেতু জীবন রহিল ॥
উঠিয়া চলিল প্রভু দক্ষিণাভিমুখে।
কালীনগরের দিকে চলিলেন রুখে ॥
শ্রীগৌরচাঁদের পুত্র শ্রীউমাচরণ।
বোরা জমি পরিষ্কার করে সেই জন ॥
আইল উপরে বহু কাঁদা তুলিয়াছে।
সে আইল পরা দিয়া গোঁসাই চলিছে ॥
আসিয়া উমাচরণ করে দণ্ডবৎ।
অমনি গোঁসাই শিরে করে পদাঘাত ॥

মস্তক পশিল গিয়া কাঁদার ভিতরে।
মৃত্যুঞ্জয় গৃহে প্রভু যান ক্রোধভরে ॥
গোঁসাই বসিল গিয়া রন্ধন শালায়।
ঘরের নিকটে ভয় কেহ নাহি যায় ॥
ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুঞ্জয় তারকে পাঠায়।
গৃহে বসি ঝোকে মাত্র দেখিবারে পায় ॥
হেন মতে রাত্রি গেল গোস্বামী উঠিল।
উত্তরের গৃহে এসে সকালে বসিল ॥
নিশীতে স্বপনে দেখেছেন মৃত্যুঞ্জয়।
তোমাকে রাখিতে নারী গোস্বামীকে কয় ॥
তোমার চরণে যেন থাকয় ভকতি।
তোমাকে রাখিতে নাই আমার শকতি ॥
স্বপ্ন শুনি হীরামন নামাইল পদ।
চলিলেন পূর্ব্বমুখে বলি হরিচাঁদ ॥
নদীর কিনারে গ্রাম কলাবাড়ী আদি।
প্রেমাকুল কূলে বসি ঝোকে নিরবধি ॥
উত্তার নয়ন হ'য়ে বসিয়া তথায়।
পুন আসিলেন মৃত্যুঞ্জয়ের আলয় ॥
গোঁসাই বলেন কল্য না হ'ল রন্ধন।
রন্ধন করুক বধূ করিব ভোজন ॥
ছিলাম রসই ঘরে না হইল রাঁধা।
সুস্থির হ'য়েছি অদ্য খেতে দাও দাদা ॥
তাহা শুনি কাশীশ্বরী করিল রন্ধন।
গোঁসাই সুস্থির হ'য়ে করিল ভোজন ॥
পুনর্ব্বার হীরামন যাত্রা করিলেন।
তারক আসিয়া পদে প্রণাম করেন ॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া পদে করে প্রণিপাত।
গোঁসাই করিল পৃষ্ঠদেশে পদাঘাত ॥
শব্দ হ'ল বিপরীত ল'ড়ে উঠে ঘর।
পদ পড়ে পুষ্প সম পৃষ্ঠের উপর ॥
বিপরীত শব্দ শুনি এল মৃত্যুঞ্জয়।
ক্রোধিত হইয়া এসে হীরামনে কয় ॥
তারকে মারিলে পেয়ে কিবা অপরাধ।
সবাকার পিতা হয় এক হরিচাঁদ ॥
গললগ্নি কৃতবাসে কহিছে তারক।
আমার অন্তরে বড় হ'য়েছে পুলক ॥
এক লাথি দিয়াছেন আর লাথি দিলে।
পাইতাম শ্রীপদ তাহাতে বাদী হ'লে ॥
গোস্বামীর প্রতি কেন চাহ কোপ দৃষ্টে।
পদ্ম পুষ্প সম বাজিয়াছে মম পৃষ্ঠে ॥

জন্মের সার্থক আমি কৃপার ভাজন।
গোঁসাই দিলেন লাথি ধন্য এ জীবন॥
অন্য লোকে লাথি ভেবে হ'য়েছে আকুল।
লাথি নহে মম পৃষ্ঠে আশীর্ব্বাদী ফুল॥
তাহা শুনি গোস্বামীজী হাটীয়া চলিল।
মৃত্যুঞ্জয় তাহা শুনি নীরব হইল॥
হীরামন লীলা খেলা মহিমা অপার।
এ লীলা র'চিল কবি রায় সরকার॥

হীরামন গোস্বামী কর্ত্তৃক মৃণ্ময়ী দুর্গাদেবীর স্তন্যপান।

পয়ার

বেথড়ি গ্রাম নিবাসী গোবিন্দ বিশ্বাস।
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চৈতন্য বিশ্বাস।
কৃষ্ণ ভক্ত শিরোমণি সাধু অতিশয়।
বৈষ্ণব সুবুদ্ধি, অতি নির্ম্মল হৃদয়॥
করিতেন দুর্গোৎসব শরৎ কালেতে।
আসিতেন হীরামন সে লীলা দেখিতে॥
বসিয়া দেখিত পূজা প্রণালী সকল।
তাহা দেখি নয়নে বহিত অশ্রু জল॥
ব্রাহ্মণেরা মণ্ডপের বাহির হইলে।
হীরামন উঠিতেন দুর্গা দুর্গা বলে॥
মা দুর্গে! মা দুর্গে! বলে ছাড়িতেন হাই।
হাসিয়া বলিত আমি মার কোলে যাই॥
এত বলি গোস্বামী মায়ের গলা ধরি॥
বলে পুত্র কোলে কর ওগো মা শঙ্করী।
এত বলি কোলে উঠিবারে আয়োজন।
হেন কালে এল তথা পূজক ব্রাহ্মণ॥
বলে ও পাগল ও কি করহ ওখানে।
যাইতে হয় না মার কোলেতে এখনে॥
এত শুনি প্রতিমার গলা ছেড়ে দিয়া।
চাহিয়া প্রতিমা পানে র'ল দাঁড়াইয়া॥
মৃদু মৃদু হাসে আর মৃদু ভাষে কয়।
মায়ের কোলেতে বলে যাওয়া নাহি যায়॥
মার সেবা অন্তে কিছু প্রসাদ লইব।
মায়ের কোলেতে বসি স্তন দুগ্ধ পিব॥
তাহা না হইল মোর আমি অভাজন।
মা কেন করে না দয়া না পিয়ায় স্তন॥

আমি যেন অভাজন মার দয়া কই।
কোন গুণে নাম ধরিয়াছ দয়াময়ী॥
এতেক বলিয়া পুন যাইয়া সত্বরে।
বাম হস্ত দিয়া প্রতিমার গলা ধরে॥
ডান হস্ত প্রতিমার বক্ষঃ পর দিয়া।
বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়া স্তন দেখেন টিপিয়া॥
আমাদের এই মাতা সেই মাতা হ'লে।
দেখিয়া চিনিত মোরে করিতেন কোলে॥
প্রভু রাম পূজিলেন দুঃখের সময়।
মাল্যবাণ পর্ব্বতে মা হ'লেন উদয়॥
অকালে দেবীর পূজা ব্রহ্মা পুরোহিত।
পূজা নিল দেবী বড় হ'য়ে হরষিত॥
সংকল্পিত অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম।
শতদল পদ্মে পূজিলেন পাদপদ্ম॥
সেই দিন পদ্ম আনে তোর কোন বাবা।
সেই দিন গত এবে কেমনে চিনিবা॥
চৌকি দিতে লঙ্কাতে মা হ'য়ে উগ্রচণ্ডা।
রাবণের বাড়ীছিলে হাতে ল'য়ে খাণ্ডা॥
বরাবর জানি তুই পাষাণীর মেয়ে।
লঙ্কা ছেড়ে দিয়াছিলি মুষ্ঠ্যাঘাত খেয়ে॥
দৌবারিণী কাজ নাই চিনিবি কেমনে।
এখনেত দুধ খেতে দিবি নে দিবি নে॥
পাতালে মহীর বাড়ী ছিলি ভদ্রকালী।
বিক্রম দেখিয়া শেষে সদয়া হইলি॥
সে দিন আমার নাই ওগো ভদ্রকালী।
সে যে ছিল ত্রেতা যুগ এযে কাল কলি॥
সংকল্প করিয়া প্রভু পূজিল তোমায়।
ছলনা করিলে তবু দুঃখের সময়॥
পাষাণীর গর্ভে জন্ম ধর্ম্ম বরাবরি।
দুঃখের সময় কৈলি একপদ্ম চুরি॥
সে যুগে দেখেছি তোর কাজ কর্ম্ম যত।
প্রভুকে করিলি দয়া কাঁদাইয়া কত॥
পাষাণীর মেয়ে বলে যত নিন্দা করি।
মোরে ধিক শতধিক অপরাধ ভারি॥
যত সব পাষাণ তোমার পিতৃ জ্ঞাতি।
তাহারা ভাসিল জলে দুঃখে হ'য়ে সাথি॥
যদি কহ ব্রহ্ম বাক্য নলের উপরে।
তথাপি সহায় হ'য়ে তারা ভাসে নীরে॥
তোমার যে জ্যেষ্ঠ ভাই মৈনাক নামেতে।
সমুদ্রে ডুবিয়া ছিল ইন্দ্রের ভয়েতে॥

হনুমান যায় করিবারে রাম কার্য্য।
ভাসিল পর্ব্বত মামা করিতে সাহায্য॥
রাম দাস বলে আমি সাহায্য না চাই।
রাম নাম বলে আমি এক লম্ফে যাই॥
কহিল পর্ব্বত মামা পার বটে যেতে।
আমাকে কৃতার্থ কর পদ পরশেতে॥
ভাসিলাম রাম কার্য্যে সাহায্যের আসে।
সে আশা বিফল মম হৈল জলে ভেসে॥
তাহা শুনি মারুতির দয়া উপজিল।
পদ বৃদ্ধাঙ্গুলি তার অঙ্গে ছোঁয়াইল॥
তাঁহার ভাগিনী হ'য়ে প্রভুকে কাঁদা'লে।
শীল হ'ল দয়াশীল দয়াময়ী শীলে॥
সুশীলা দুঃশীলা মত নিষ্ঠুরতা দেখি।
ভিতরে খড়ের ব'ড়ে দুধ পিয়াবা কি॥
মোর সেই প্রভু ওঢ়াকাঁদি হরিচাঁদ।
দায় ঠেকা নাহি এবে পাবো না ও পদ॥
আমার ও সে রূপ নাই নাই সেই দিন।
প্রভুর সে রূপ নাই দীন হ'তে দীন॥
দেখিলাম এই বাড়ী পূজার প্রণালী।
নীলপদ্ম বিনা পূজা খুসী হ'য়ে নিলি॥
সেই প্রভু হরিচাঁদ হৃৎ পদ্মে রাখি।
দেব দেবী পূজার্চ্চনা চক্ষে নাহি দেখি॥
আইনু পূজার দিন গোবিন্দের বাড়ী।
সম্মুখে পড়িলি তাই দেখি গো শঙ্করী॥
গোবিন্দ চৈতন্য পূজা করে গো তোমায়।
তোমা হ'তে ভক্তি কম করে না আমায়॥
গোবিন্দের রমণী চৈতন্যের রমণী।
সতী সাধ্বী পতিব্রতা এরা দ্বিভগিনী॥
ইহাদের ভক্তি আর মনের টানেতে।
পারি না থাকিতে তাই আসিগো দেখিতে॥
এই দুই মায় খেতে দেয় ভাল মতে।
দুধ খেতে চেলে মোরে তাও দেয় খেতে॥
তোমার পূজাটি মাগো পড়িল সাক্ষাতে।
দেখিলাম পূজার প্রণালী ভাল মতে॥
তাহাতে ভেবেছি মাগো এসেছ এখানে।
না আসিলে গোবিন্দ চৈতন্য পূজে কেনে॥
না দিলে মা দুধ খেতে না করিলে কোলে॥
কি করিব যাই আমি ওঢ়াকাঁদি চ'লে॥
দেখিতে দেখিতে প্রতিমার চক্ষে জল।
ঝর ঝর ঝরিছে অটল যেন টল॥
হীরামন ব'লে মার দয়া উপজিল।
অমনি যাইয়া মার স্তনে মুখ দিল॥
ঈর্ষৎ চুম্বক মাত্র স্তনে মুখ দিয়া।
ওঢ়াকাঁদি শ্রীধামেতে চলিল ধাইয়া॥
বাবা হরিচাঁদ বলি সাঁতারিল জলে।
আশ্চর্য্য গণিয়া সবে হরি হরি বলে॥
রামা গণে বামা স্বরে হুলুধ্বনি দিল।
দুর্গা প্রীতে ভক্ত গণে হরি হরি বল॥
হীরামন সুচরিত মহীমা অপার।
পয়ার প্রবন্ধে কহে রায় সরকার॥

তৃতীয় তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় শ্রীশ্রীহরি চাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরু চাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোক চন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ॥
জয় উমাকান্ত প্রভু কনিষ্ঠ তনয়।
জয় শশিভূষণ সুধন্য জয় জয়॥
জয় জয় ওঢ়াকাঁদি শ্রীধাম সুন্দর।
যথা মহাপ্রভু হইলেন অবতার॥
হরি বংশে যত মাতা ঠাকুরাণী গণ।
কায়মনোবাক্যে বন্দি সবার চরণ॥
তারক যাহার দেহ মহানন্দ প্রাণ।
হরিবর করাঙ্কিত হরি লীলা গান॥

লালচাঁদ মালাকারের উপাখ্যান।

পয়ার।

রাজপাট বাসী লালচাঁদ মালাকার।
হরিচাঁদ পদে নিষ্ঠা ভকতি তাহার॥
বৈশাখ মাসের শেষ হইয়াছে আম্র।
সুখ দৃশ্য ফল ভরে শাখা সব নম্র॥
এক গাছে আম তার বড় মিষ্ট হয়।
"বার্ষিক" সে আম্র দেন প্রভুর সেবায়॥
প্রথম পাকিলে আম ঠাকুরকে এনে।
ঠাকুরের সেবা করে আনন্দিত মনে।
কোনবার ওঢ়াকান্দী দেন পাঠাইয়া।
কোনবার দেন আম কিনিয়া আনিয়া॥
মাঝে মাঝে মহাপ্রভু যান সে বাটীতে।
এবার হ'য়েছে মন ঠাকুরকে নিতে॥
আসিয়া প্রভুর সঙ্গে কথা নাহি কয়।
জেনে মন নারায়ণ তার বাড়ী যায়॥
একদা সকালে প্রভু বসিয়া নির্জ্জনে।
এক মাত্র তারক বসিয়া প্রভু স্থানে॥
হরিচাঁদ কহিলেন তারকের ঠাই।
চল রে তারক মোরা রাজপাঠ যাই॥
রাজপাট লালচাঁদ ক'ট করিয়াছে।
আমাকে খাওয়াবে আম সে খাইবে পাছে॥
গতহাটে পথপুরে আম কিনিরাছে।
আর কত আম তার গাছে পাকিয়াছে॥
ঝাকা ভরি রাখিয়াছে তুলিয়া ঘরেতে।
আমি গেলে সেই আম মোরে দিবে খেতে॥
যাব কি না যাব তাই ভাবি মনে মনে।
আমারে নিবে সে বেটা আসেবা না কেনে॥
তারক কহেন প্রভু যে ইচ্ছা তোমার।
ইচ্ছাময় তব ইচ্ছা, সে ইচ্ছা সবার॥
শুনিলাম শ্রীমুখেতে লালচাঁদ কথা।
আমার হ'য়েছে ইচ্ছা যাইবারে তথা॥
তাহা শুনি প্রভু কহে মনে হ'য়ে সুখী।
ক্ষণে থাক দেখি, লালচাঁদ আ'সে নাকি॥
হেনকালে লালচাঁদ হইল উদয়।
পূর্ব্বাকাশে রবি চারিদণ্ডের সময়॥
মাথে লম্বা চুল তার মুখে গোপ দাড়ি।
সন্ন্যাসীরা থাকে যেন বিশ্বেশ্বর বাড়ী॥
ঠিক যেন বন হ'তে পরমহংসেরা।
সুগন্ধেতে কাশী আমোদিত করে তারা॥
তেমতি বসিল এসে প্রভুর সম্মুখে।
ঠাকুর পরমসুখী লালচাঁদে দেখে॥
পরমহংস তাহারা উলঙ্গ থাকয়॥
লালচাঁদ তেন কিন্তু উলঙ্গ সে নয়॥
ছিন্ন বস্ত্র দিয়া মাত্র, পরিয়াছে লেংটী।
তার এক কোণা দিছে তাগা সঙ্গে আটি॥
নিতম্ব বাহির ঠিক উলঙ্গের প্রায়।
দূর হ'তে দেখিলে উলঙ্গ বোধ হয়॥
বরণ তাহার ঘোর কাল, স্থুলাকার।
কালো অঙ্গ মধ্যে আলো করে দীপ্তকার॥
ঠাকুরের মুখ তাকাইয়া লালচাঁদ।
বদনে ঈষৎ হাসি অন্তরে আহ্লাদ॥
তাহা দেখি তারক ভেবেছে মনে মনে।
এই বুঝি লালচাঁদ বুঝি অনুমানে॥
পূর্ব্বে ছিল কপিল বশিষ্ঠ বেদব্যাস।
পরাশর কাত্যায়ণ কণ্ব দিগবাস॥
মরিচি অঙ্গিরা শতাতপ সতানন্দ।
গৌতম বাল্মিকি অত্রি সিদ্ধমুনি বৃন্দ॥
আজন্ম কাননবাসী মহাযোগে যোগী।
ইনি কোন মহাজন এল কিবা লাগি॥
যতি, হংসী, গৃহী, বনচারী, কি সন্ন্যাসী।
প্রভু সঙ্গে লীলারঙ্গে মর্ত্ত্য লোক বাসী॥
ইতি উতি ভাবি বসিলেন সেইখানে।
ঠাকুরের বামে লালচাঁদের দক্ষিণে॥
এক হাল্‌সী কইমাছ আনিয়া ছিলেন।
ঠাকুরের সম্মুখেতে রেখে বসিলেন॥
ঠাকুর কহেন কি করিবি লালচাঁদ।
আম খেতে দিবি তোর মনে আছে সাধ॥
গাছে আছে আম আর কেন বা কিনিলি।
হাটে গিয়া বুঝি আম দেখে ভুলে গেলি॥
কেনা আম গাছে আম আমে আমদানি।
দুগ্ধ আমদানি কত বল তাই শুনি॥
ঠাকুর বলেন আর শুনাবি কি তাই।
দুগ্ধ আমদানী দোয়া আছে দুটি গাই॥
যাবে লালচাঁদ কল্য আমরা যাইব।
মধ্যাহ্নে তোমার বাড়ী ভোজন করিব॥
মৎস্য দিকে লালচাঁদ চাহে বারেবারে।
প্রভু বলে মাছ কিছু দিবি নাকি মোরে॥

ঠাকুর কহেন তবে মন জেনে তারে।
উপরের চারি কই দিয়া যা আমারে॥
বড় চারি কই ছিল উপরেতে গাঁথা।
তাহা দিয়া লালচাঁদ নোয়াইল মাথা॥
অন্তঃপুর মধ্যে গিয়া প্রণাম করিয়া।
লালচাঁদ চলিলেন ঠাকুরে দেখিয়া॥
প্রভু বলে নিমন্ত্রণ করিলা আমাকে।
আদরের বস্তু এই চেননা তারকে॥
লালচাঁদ কইমাছ গলায় ধরিয়া।
করযোড় করি চেয়ে রহে দাঁড়াইয়া॥
প্রভু বলে তারক করহ দরশন।
লালচাঁদ তোমাকে করেন নিমন্ত্রণ॥
লাল চাঁদ নিমন্ত্রিল কথা নাহি কয়।
মৎস্য হালুসী হাতে গলে লইয়া দাঁড়ায়॥
করিতেছে লালচাঁদ বড়ই বিনয়।
কর যোড় তারক করিল সে সময়॥
তারপর লালচাঁদ বিদায় হইল।
বাহির বাটীতে এসে ঠাকুর বসিল॥
তারকে লইয়া প্রভু বসিলেন তথা।
বলিতে লাগিল সব মোহান্তের কথা॥
বেলা অপরাহ্ণ হ'ল সন্ধ্যার অগ্রেতে।
তারক চলিল প্রাঙ্গণেতে ঝাড়ু দিতে॥
রাত্রি হ'ল ঠাকুর বসিল বাটী মধ্যে।
ভক্তগণ বসিলেন ঠাকুর সন্নিধ্যে॥
ভোজন হইলে পরে স্বীয় স্বীয় স্থানে।
বঞ্চিলেন নিশী সবে হরষিত মনে॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু তারকেরে কয়।
চল চল লালচাঁদ বাটী যেতে হয়॥
গিয়াছে ভোলা কুকুর সংবাদ দিয়াছে।
আমরা যাইব সে সংবাদ জানায়েছে॥
বলিতে বলিতে এল কাঙ্গালী বেপারী।
মৃত্যুঞ্জয় আসিলেন বলে হরি হরি॥
ঠাকুর বলেন সবে চল রাজপাট।
পথ বড় কম নয় সবে চল ঝাট॥
যাই যাই যাই বলে হইতেছে কথা।
হেন কালে লালচাঁদ পুত্র এল তথা॥
প্রভু বলে নিতে এল লালচাঁদ ছেলে।
শুভ যাত্রা কর সবে হরি হরি বলে॥
যাইতে ভক্তের বাসে উল্লাসিত কত।
তিনদিন পর্য্যন্ত চাহেন প্রভু পথ॥
প্রভু হরিচাঁদ শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী।
মৃত্যুঞ্জয় বেপারী ও কাঙ্গালী বেপারী॥
এইরূপে যাত্রা করিলেন ছয় জন।
রচিল তারকচন্দ্র প্রভুর গমন॥

ভোলা কুকুরের বিবরণ।

পয়ার।

ভোলা নামে কুকুর প্রভুর বাড়ী রয়।
দৈবে কোথা হ'তে এসে রয়েছে তথায়॥
ঠাকুরের মন জানি সে ভোলা কুকুর।
সাথে সাথে যায় যথা গমন প্রভুর॥
ভক্তগণ যায় যদি প্রভুর বাটীতে।
প্রিয়ভক্ত গেলে আসে তার নিকটেতে॥
স্কন্ধ পরে হাতা দিয়া মুখ দিয়া মুখে।
অনিমিষ নেত্রে মুখ তাকাইয়া দেখে॥
কোন কোন ভকতের সাথে বসি খায়।
নির্ব্বিকার ভক্ত হ'লে কিছু নাহি কয়॥
একদিন তারক আহারে বসেছিল॥
সঙ্গেতে কুকুর ভোলা খাইতে লাগিল।
তারক বলেনা কিছু দেখিয়া ঠাকুর।
ডেকে বলে তাড়াইয়া দেওরে কুকুর॥
তখনে তারক কুকুরের মাথা ধরে।
তখন উঠিল ভোলা চলে গেল দূরে॥
তাহাতে তারক বড় পাইলেন স্বাদ।
খাইলেন কুকুর সে ভোলার প্রসাদ॥
একদিন অনেক মতুয়া ভাদ্র মাসে।
প্রভু দরশনে গেল ওঢ়াকাঁদি বাসে॥
ভক্তের নিকটে ভোলা ঘুরিয়া বেড়ায়।
কারু কাছে গিয়া তার নিকটেতে রয়॥
কারু স্কন্ধে হাতা দিয়া ক্ষণকাল রয়।
হাতা নাড়ে মুখ নাড়ে লাঙ্গুল ঘুরায়॥
এক এক বার গিয়া কাহার নিকটে।
গণ্ডস্থল চাটে কারু পদাঙ্গুলী চাটে॥
রামকৃষ্ণ বিশ্বাস বসতি মল্লকাঁদি।
তিনি যান সেদিন শ্রীধাম ওঢ়াকাঁদি॥
বলেছেন দিন গেল রবি ডুবে যায়।
লোক সংখ্যা হ'ল বেশী বাড়ী যেতে হয়॥
ঠাকুর আছেন ঘরে না হন বাহির।
কহিতে নারিনু কিছু জীবন অস্থির॥

ক্ষণেক ভ্রমণ করি মনেতে ভাবিয়া।
সেই ভোলা কুকুরকে ধরিলেন গিয়া॥
স্কন্ধ পরে হাত দিয়া চাটিবারে যায়।
হেন কালে রামকৃষ্ণ কুকুরকে কয়॥
আলাপ কর ত ভাল আমরা কি করি।
তাহা ত দেখনা তুমি অই দুঃখে মরি॥
যাহ ভোলা একবার প্রভুর গোচরে।
বল, গে, অনেক লোক বাড়ীর বাহিরে॥
ভোলা গেল রামকৃষ্ণ যায় পাছে পাছে।
ভোলা গেল যেই গৃহে প্রভু শোয়া আছে॥
যবে ভোলা কুত্ত গেল পদের নিকটে।
মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ শয্যাহ'তে উঠে॥
প্রভু বলে আসি আমি সবে বল গিয়া।
আসিতেছি কিছুক্ষণ থাকুক বসিয়া॥
তাহাশুনি ভোলা কুত্ত আসিয়া বাহিরে।
আসিতেছে ঠাকুর দেখা'ল লেজ নেড়ে॥
কিছুক্ষণ পরে এল প্রভু দয়াময়॥
মনো কথা কহি সবে করিল বিদায়।
ভোলা কুত্ত পরিচ্ছেদ হ'য়ে গেল সাঙ্গ।
রচিল তারকচন্দ্র কুকুরের রঙ্গ॥

মহাপ্রভুর লালচাঁদের বাটী গমন।

পয়ার।

এইরূপে যাত্রা করিলেন ছয়জন।
মহাপ্রভু বলে অগ্রে যাও একজন॥
তথা যেতে পথে মোর আছে বড় ভয়।
সাপে নাহি ছাড়ে মোরে আসিয়া জড়ায়॥
তাহাশুনি কাঙ্গালী চলিল আগে আগে।
চলিলেন মহাপ্রভু তার পিছু ভাগে॥
বরইহাট গ্রামে গিয়া হইল উদয়।
ভক্তদের বাটী গিয়া উঠিল সবায়॥
ভক্ত কহে মহাপ্রভু নিবেদন করি।
বাল্য ভোজ নিতে হ'বে তোমার এ বাড়ী॥
মহাপ্রভু বলে যদি বাড়ী মোর হয়।
কি আছে বাল্য সেবার শীঘ্র ল'য়ে আয়॥
অমনি ভকত যায় জাল বাহিবারে।
ঠাকুর বলেন মোরা মাছ খাবনারে॥
তাহাশুনি ভক্ত কহে আছে শুধু ভাত।
কেমনে হইবে সেবা প্রভু জগন্নাথ॥

ঠাকুর কহেন কেন শুধু ভাত খা'ব।
সুধা হ'তে সুধা আমি ভোজন করিব॥
কি দিব কি দিব ভক্ত কহে অবিরত।
মহাপ্রভু বলে তোর ঘরে আছে ঘৃত॥
তাহাশুনি ভকত হইয়া উল্লাসিত।
নারীকে কহিছে ঘরে আছে নাকি ঘৃত॥
তাহার রমণী কহে ঘৃত আছে ঘরে।
প্রভু হরিচাঁদ কহে শুন ভাল ক'রে।
দধি আছে আরো আছে সুরভী দোহন।
ঘরে আছে কল্যকার মথিত মাখন॥
ঠাকুরের পদে পড়ি কহে তার নারী।
কি দিয়া হইবে প্রভু ভোজন তোমারি॥
প্রভু কহে ভকতের রমণীর কাছে।
কুষ্মাণ্ডের শাক, আগা ভাতে দেওয়া আছে॥
দেহ মাগো তাহাতে ভোজন হ'বে ভারি।
মধ্যাহ্নে হইবে সেবা লালচাঁদ বাড়ী॥
তাহাশুনি বসিতে করিয়া দিল ঠাই।
সভক্তি শাল্যন্ন ভোজে বসিল গোসাই॥
মাখিয়া ঠাকুর দিয়াছেন বদনেতে।
তারক প্রসাদ নিব ব'লে হাত পাতে॥
শাক ভাত মাখন করিয়া একত্তরে।
এক মুষ্টি দেন প্রভু তারকের করে॥
তারক যখনে দিল বদনে তুলিয়া।
দোম এটে উঠে তার তালুকায় গিয়া॥
উঠিল বিষম কাশ ভাত উথাড়িয়া।
ঠাকুরের পাতে পড়ে ভাত কাশ গিয়া॥
কতক মাটীতে কত মহাপ্রভু পাতে।
কতক পড়িল মহাপ্রভুর বক্ষেতে॥
বক্ষে যাহা প'ড়েছিল বাম হাত দিয়া।
ধরিয়া দিলেন প্রভু বদনে তুলিয়া॥
লালচাঁদ এসেছিল ঠাকুরকে নিতে।
আগুলিল এসে সেই ভক্তের বাটীতে॥
তিনি ও সেবায় ব'সে ছিলেন সেখানে।
কথা নাহি কয় তবু বলিল তখনে॥
তিনি কন প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা আছে।
যেমন নিয়াছ প্রভু ভাল দেওয়া দিছে॥
অমনি তারক কেঁদে পড়িল ধরায়।
প্রভু কন ওঠ তোর নাহি কোন ভয়॥
তারক ভোজন করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
যাত্রা করিলেন সেই বাড়ী সেবা নিয়া॥

এইরূপে প্রভু সঙ্গে ভক্তের বিহার।
গেল দিন কহে দীন রায় সরকার॥

মহাপ্রভুর লালচাঁদের ভবনে উপস্থিত॥

পয়ার।

তথা হ'তে ভোজন করিয়া ত্বরান্বিত।
লালচাঁদ ভবনেতে প্রভু উপনীত॥
পশ্চিম দুয়ারী ঘর পুবের পোতায়।
বসিলেন প্রভু সেই ঘরের পীড়ায়॥
ভক্তগণ কেহ কেহ বসেছে পীড়ায়।
কেহ কেহ বসিলেন তাহার নীচায়॥
ইতি পুর্ব্বে এই লীলা প্রথম সময়।
পাগল বলিয়া খ্যাতি যাহার ধরায়॥
পুর্ব্ব পুর্ব্ব মহাজন তাদের বারতা।
স্বয়ং প্রভু কহিছেন সেই সব কথা॥
মহাপ্রভু কহে কথা শুনিতে মধুর।
মধুর হ'তে মধুর অতি সুমধুর॥
এইরূপে ইষ্ট গোষ্ঠ কৃষ্ণ কথালাপ।
আর যত এই দানি পাগল প্রস্তাব॥
প্রভু হরিচাঁদ কহে লালচাঁদ ঠাই।
তোর বাড়ী বেত আছে শুনিয়াছি তাই॥
লালচাঁদ কহে প্রভু ভাল বেত আছে।
লতিয়া উঠেছে বেত বড় বড় গাছে॥
অই সব বড় আমগাছ দেখা যায়।
বেত বেয়ে উঠিয়াছে গাছের আগায়॥
বসিয়া দুজনে হইতেছে দেখাদেখি।
থলি থলি বেত ফল রহিয়াছে পাকি॥
এই বেত হ'তে দুটি বেত দেহ মোরে।
আর এক ইচ্ছা বেত ফল খাইবারে॥
লালচাঁদ বলে বেত পাকিয়াছে ভারি।
টান দিলে বেত ফল যাইবেক পড়ি॥
ফলধরা বেত বড় ভাল নাহি রয়।
অফলা পুরান বেত দিব মহাশয়॥
ঠাকুর বলেন আগে বেত ফল আন।
তাহাশুনি মৃত্যুঞ্জয় করিল প্রয়ান॥
ঠাকুর কহেন অই বেত বড় ভাল।
বেশী নহে মাত্র দুটী বেত গিয়া তুল॥
দুটি বেত তুলিয়া আনহ মম ঠাই।
বেত তোলা শেষ কথা আগে ফল চাই॥
মৃত্যুঞ্জয় দুটি বেত কাটিল কেবল।
একটি নিষ্ফল তার একটি সফল॥
ফল ধরা গাছ কাটি কহে মৃত্যুঞ্জয়।
তব ফল লাগিবেক প্রভুর সেবায়॥
সুপক্ক হ'য়েছ ফল পড়িওনা তবু।
তোমাকে করিবে সেবা স্বয়ং মহাপ্রভু॥
মৃত্যুঞ্জয় কাঙ্গালী তারক তিনজন।
বেত টানি বাহির করিল ততক্ষণ॥
বেত ফল তুলি, ধরি লইল বাটীতে।
ঝাড়া দিল থলি ধরি পাত্র উপরেতে॥
একঝাড়া দিলে সব ফল পড়ি যায়॥
অৰ্দ্ধ অৰ্দ্ধ খোসা মাত্র রহিল বোঁটায়॥
অবশিষ্ট অৰ্দ্ধ খোসা বাছিয়া ফেলিয়া।
ঠাকুর সম্মুখে দিল কাসন্দ মাখিয়া॥
একমুষ্টি ধরি প্রভু দিলেন বদনে।
বলে মৃত্যুঞ্জয় ভাল খাওয়ালি এখনে॥
কোথা লাগে আম আর কোথা লাগে দুধ।
বেত ফল মিঠা যেন বিদুরের খুদ॥
আম ফল খাইতেছি দুই তিন দিন।
হটাতে এ বেত ফল খাই দৈবাধিন॥
বিদুরের বাড়ী কৃষ্ণ খান এক দিন।
সেই এক দিন আর এই এক দিন॥
প্রভু বলে দুটি বেত কাটিলে যতনে।
একটা আনিলে ওটা গাছে র'ল কেনে॥
সেই বেত বাহির করিল তিন জনে।
মৃত্যুঞ্জয় কহিছেন কাঙ্গালীর স্থানে॥
ভাল ভাল কত বেত আছে এই গাছে।
দুটি বেত লই কেন? কত বেত আছে॥
প্রভু আজ্ঞা দুটি বেত আর এক ল'ব।
তাতে কি প্রভুর কাছে অপরাধী হ'ব॥
লাগিবে প্রভুর কার্য্যে মন্দ হ'বে কিসে।
তাই ভেবে আর এক বেত কাটে শেষে॥
বেত কাটি তিন জনে ধরি টান পাড়ে।
থাক মনে বেত পাড়া পাতা নাহি লড়ে॥
যারে দেখে তারে ডাকে হাত উঠাইয়া।
এক এক জন করি বেত টানে গিয়া॥
এক এক জন করি ধরিতে ধরিতে।
চৌদ্দ জনে বেত টানে না পারে নামা'তে॥
নাহি ছিড়ে নাহি পড়ে না লড়ে না সরে।
আমের গাছের ডাল কড়মড় করে॥

রামচাঁদ চৌধুরীর বুদ্ধি বিচক্ষণ।
বলে বৃথা পরিশ্রম কর কি কারণ॥
চৌদ্দ জনে বেত টানি কিছুই না হয়।
এ হেন আশ্চর্য্য কেবা দেখেছে কোথায়॥
দুই বেত তুলিবারে প্রভু দেন বলি।
সে আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে কেন বেত তুলি॥
চৌদ্দ জনে টানি বেত নাহিক বিরাম।
নিশ্চয় জানিও এই ঠাকুরের কাম॥
কেন মিছা টানাটানি পরিশ্রম কর।
চল গিয়া প্রভুকে জানাই সমাচার॥
কে যাবে কে যাবে সবে ভাবে মনে মনে।
সবে কহে তারকে পাঠাও প্রভু স্থানে॥
তারক দাঁড়ায় গিয়া প্রভুর সম্মুখে।
মৃত্যুঞ্জয় কিছু দূরে দাঁড়াইয়া থাকে॥
প্রভু কন একা কেন আসিলে তারক।
এক বেত ল'য়ে বুঝি হাসাইলে লোক॥
দুটি বেত নিব আর নাহি আবশ্যক।
তিন বেত কাটিয়াছি কহিল তারক॥
ঠাকুর কহেন কেন এ কার্য্য করিলে।
সামান্য একটি কথা মানিতে নারিলে॥
যেমন লোভের বশ করিয়াছ তাই।
চৌদ্দ জনে হারো কেনে এক বেত ঠাই॥
ছোট এক বাক্য তাহা না পার মানিতে।
ধন্যবাদ দেই আমি সে বিন্ধ্য-পর্ব্বতে॥
এখন উঠিতে পারে রাখে কোন জনে।
উঠিতে না পারে মাত্র এক বাক্য মেনে॥
বাক্য না মানিতে পার কাপুরুষ হও॥
সিংহের শাবক হ'য়ে ছাগ-রীতি লও॥
তাহাশুনি তারক জুড়িল দুই হাত।
অপরাধ ক্ষমা কর অনাথের নাথ॥
কালীনগরের কর্ত্তা বেত কাটিয়াছে।
অপরাধ করিয়াছি স্বীকার ক'রেছে॥
গুরু কার্য্য করি মোরা মনের হরিষে।
প্রভু কার্য্যে বেত নিব দোষ হবে কিসে॥
লঙ্কা দগ্ধে বন ভাঙ্গে বস্ত্র হরে হনু।
রাম কার্য্য রাম করে সমর্পিত তনু॥
এত বেত লাল চাঁদ কি কার্য্যে লাগা'বে।
আমরা লইলে বেত গুরু কার্য্য হ'বে॥
ইহা বলি এই বেত কেটেছেন তিনি।
ঠাকুর বলেন যাও সব আমি জানি॥

ধর গিয়া সেই বেত সেই তিন জনে।
চৌদ্দ জনে টান বেত কিসের কারণে॥
বেত ধরি টান দিল সেই তিন জন।
অমনি বাহির বেত হইল তখন॥
তিন জনে ছাটিয়া করিল পরিষ্কার।
তিন বেত প্রায় দুই বোঝা দুজনার॥
এদিকে সকলে করে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া।
স্নানাদি ভোজন করে হরি বোল দিয়া॥
প্রভু হরিচাঁদ স্নান করে প্রথমেতে।
বলিলেন আম আন সবে দেও খেতে॥
অগ্রে ছেদি কত গুলি দিলেন খাইতে।
অমৃত খাইনু হরি বলে আনন্দেতে॥
পরে অন্ন ভোজনে বসেন হর্ষ মনে।
ঘৃত পক্ক ডা'ল বড়া শাকাদি ব্যঞ্জনে॥
অমৃত অম্বল দধি দুগ্ধ আম্র সহ।
খাইলেন ভক্ত সব বড়ই উৎসাহ॥
পায়স পিষ্টক আদি সেবা খাজা গজা।
ক্ষীর চুষি, ক্ষীরের লড্ডুক, সর ভাজা॥
ঠাকুরের বাম দিকে আম পোরা ঝাকা।
প্রভু কন এত আম রাখ কেন একা॥
লালচাঁদ বলে এই আম গুলি চুকা।
খুলে টক দেখিতে সুন্দর যায় দেখা॥
প্রভু কন মিঠা আম আর নহে চাই।
এ আম খেয়েছি আন অই আম খাই॥
ভাল ভাল আম খেয়ে কি করিনু কাজ!
ভোজনের শেষ চুকা তাই খা'ব আজ॥
চুকা আম খাই নাই অই আম খা'ব।
অই আম খেয়ে মনোমালিন্য ঘুচা'ব॥
লালচাঁদ দেন আম্র ভকতি প্রচুর।
প্রভু কন কই চুকা অতীব মধুর॥
মধুর হ'তে মধুর সুমধুর আম।
শ্রীমুখের মধু বাক্য তাই পরিণাম॥
যে গাছের চুকা আম্র খাইল ঠাকুর।
সে গাছের আম হ'ল সে হ'তে মধুর॥
ভক্ত বৃন্দ সেবা কার্য্যে ছিল যতজনে।
তৃপ্ত হ'ল চুকা আম্রে মধু আস্বাদনে॥
সেবা কার্য্য করি হরি যাত্রা করিলেন।
লালচাঁদ বেত ল'য়ে সঙ্গে চলিলেন॥
অগ্রে অগ্রে ভোলা নামে কুক্কুর ধাইল।
ওড়াকাঁদি গোলোকের ঠাই উত্তরিল॥

পথ হ'তে আগুলিল গোস্বামী গোলোক।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত রচিল তারক॥

শ্রীমত্তারকের বিবাহ।

পয়ার।

তারকের বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই।
বিবাহ করিতে হবে কহেন গোসাই॥
অনেকে অনেক কহে বিয়া করিবারে।
আজীবন তারকের প্রতিজ্ঞা অন্তরে॥
বিবাহ করিতে প্রভু বল কি কারণ।
না করিব বিবাহ করেছি এই পণ॥
প্রভু কন যদি এই ভবে আসিলাম।
ভাবি মনে এক খেলা খেলিয়া গেলাম॥
চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম মধ্যে প্রধান গার্হস্থ্য।
গৃহস্থ ধার্ম্মিক কর্ম্ম অতি সুপ্রশস্ত॥
লোকে কহে ভ্রমি বারো ঘরে বসি তের।
এ বার গৃহস্থ ধর্ম্ম যোগে যত পা'র॥
তারক বলেন হরি বিবাহ করিব॥
গৃহিণী গ্রহণ কৈলে পাশ-বদ্ধ হ'ব॥
অর্থ লোভে নারী লোভে কামাশক্ত হ'য়ে।
তব নাম প্রেম সব যাইব ভুলিয়ে॥
প্রভু কন মম বাক্যে বিবাহ করিলে।
নাম প্রেম বৃদ্ধি হ'বে মম বাক্য বলে॥
আমারে আদর করি করে পাপকর্ম্ম।
আমার ইচ্ছায় সেই হয় মহাধর্ম্ম॥
মোরে অনাদর করি করে মহাধর্ম্ম।
আমার ইচ্ছায় সেই হয় পাপকর্ম্ম॥
এ বড় নিগূঢ় তত্ত্ব প্রভু মুখ বাক্য।
তদ্রূপ আমার বাক্য হৃদে কর ঐক্য॥
যদি অর্থ নারী লোভে মোরে ভুলে যাবি।
তবু মম দয়া বলে আমাকে পাইবি॥
তারক কহিছে মোর অর্থ কিছু নাই।
কেনা বেচা করি দিন আনি দিন খাই॥
প্রভু হরিচাঁদ কহে তাতে কেন ভাব।
যত অর্থ লাগে তাহা আনি তোরে দিব॥
বিবাহ করিতে প্রভু কন বার বার।
তারক বলেন যেই ইচ্ছা আপনার॥
আসিলেন মৃত্যুঞ্জয় সূর্য্যনারয়ণ।
প্রভু দুজনারে কহে সব বিবরণ॥
তোমরা দুজনে যাও সম্বন্ধ করিতে।
একেবারে চলে যাও ভাঙ্গুড়া গ্রামেতে॥
অগ্রে যাও গঙ্গারামপুর গ্রাম মাঝ।
যে মেয়ে শুনিবে কথা ক'র সেই কাজ॥
তারক চলিল দুজনারে সঙ্গে ল'য়ে।
গঙ্গারামপুর গ্রামে উতরিল গিয়ে॥
সনাতন পাটনী সে দেখিতে পাইল॥
সমাদর করি তার বাটী ল'য়ে গেল॥
বলে দয়া করি হেথা করুণ ভোজন!
সনাতন করিল পাকের আয়োজন॥
সেই গ্রামে শ্রীগোবিন্দ নামে ভট্টাচার্য্য;
তার বাটী হইতেছে তুলটাদি কার্য্য॥
একমাস পুঁথি হ'ল অদ্য উদ্‌যাপণ।
এই বাড়ী পুথি হবে কহে সনাতন॥
সেই বাড়ী চলিলেন পুঁথি শুনিবারে।
চারি জন একঠাই বসে একত্তরে॥
পুঁথি কহে কথক বসিয়া ব্যাসাসনে।
মহাপ্রভু হরিচাঁদ বসে সেই খানে॥
মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস স্বচক্ষে দেখে তাই।
সেই পাঠ সাঙ্গ হ'লে আর দেখা নাই॥
মধ্যাহ্ণ ভোজন করি ভাঙ্গুড়া আইল।
কৃষ্ণ মোহনের বাড়ী উপনীত হ'ল॥
বলিলেন মৃত্যুঞ্জয় কৃষ্ণ মোহনেরে।
এক মেয়ে চাহি মোরা এ ছেলের তরে॥
কহেন কৃষ্ণমোহন আছে এক মেয়ে।
ছেলের লবে না মন সে মেয়ে দেখিয়ে॥
কৃষ্ণবর্ণা মেয়ে তত শ্রীমতী ও নয়।
সেই মেয়ে লন যদি তবে দেওয়া যায়॥
মৃত্যুঞ্জয় বলে মোরা শ্রীমতী না চাই।
কথা যদি শুনে তবে মেয়ে ল'য়ে যাই।
আসিবার কালে ব'লে দিলেন ঠাকুর।
মেয়ে দেখিবারে যাও গঙ্গারামপুর॥
মেয়ে দেখে তথা হ'তে ভাঙ্গুড়া যাইও।
যেই মেয়ে কথা শুনে সে মেয়ে আনিও॥
কৃষ্ণমোহন বলে আমি সাথে সাথে যা'ব।
কি লইয়া যা'বে তথা সম্বন্ধের ভাব॥
বাতাসা লইতে হ'বে সে বাড়ী যাইতে।
তারক বলিল কপর্দ্দক নাই সাথে॥
সোয়াসের বাতসা লাগিবে পাঁচআনা।
অবাক হইয়া বসি র'ল তিনজনা॥

হেন কালে একজন জিজ্ঞাসে তথায়।
তারক কাহার নাম আছে কি হেথায়॥
করিতে কবির দল বায়না কারণ।
বহু পথ পরিশ্রমে করেছি ভ্রমণ॥
গোবরা কাছারী হ'তে আমি আসিয়াছি।
জয়পুর গিয়া এই সংবাদ শুনেছি॥
বিবাহের সম্বন্ধ করিতে তিনজন।
এই গ্রামে তারা নাকি ক'রেছে গমন॥
ভাঙ্গুড়া গ্রামের কথা শুনিলাম তথা।
এই যায় এই যায় শুনিলাম কথা॥
অনেকের ঠাই শুনি জিজ্ঞাসা করিলে।
এই যায় এই গেল অনেকেই বলে॥
আহারাদি করিলাম মনোখালি গ্রাম।
এই মাত্র তথা হ'তে আমি আসিলাম॥
যাওয়া মাত্র বায়নার টাকা ল'য়ে হাতে।
সেই লোক বিদায় করিল ত্বরান্বিতে॥
সেই টাকা ভাঙ্গাইয়া বাতাসা কিনিয়া।
চলিলেন চারিজন একত্র হইয়া॥
শ্যামচাঁদ কাড়ারের বাড়ী উতরিল।
মেয়েটী দেখিব বলে আলোচনা হ'ল॥
মেয়েটি লইয়া শ্যাম আসিল বাহিরে।
মেয়েকে বলিল দণ্ডবৎ করিবারে॥
মৃত্যুঞ্জয় চরণে করিল প্রণিপাত।
পদধূলী নিল শ্রীচরণে দিয়া হাত॥
মৃত্যুঞ্জয় বলে মা মাথার বস্ত্র ফেল।
শুনিয়া মাথার বস্ত্র অমনি ফেলিল॥
মৃত্যুঞ্জয় বলে মাতা মেল দুনয়ন।
অমনি নয়ন করিলেন উন্মিলন॥
মৃত্যুঞ্জয় বলে মাতা চুল ছেড়ে দেও।
চুলের বন্ধন ছাড়ি ঘরে চলে যাও॥
অমনি দাঁড়ায়ে চুল বন্ধন ছাড়িল।
দণ্ডবৎ করি পরে গৃহে চলে গেল॥
সীতা যেন গবাক্ষে দেখিল রামরূপ।
তারকে নিরখি সতী হইল তদ্রূপ॥
অমনি সম্বন্ধ ঠিক করিল ত্বরায়।
সেই দিন রহিলেন শ্যামের আলয়॥
জিজ্ঞাসিল মৃত্যুঞ্জয় কি লইবা পণ।
শ্যাম বলে লইবনা এই মোর পণ॥
গয়া ধামে যা'ব আমি ভেবেছিনু মনে।
এ ছেলেকে কন্যা যদি দিতে পারি দানে॥
মেয়ে দিব এই মম আকাঙ্খা কেবল।
ঘরে ব'সে পাই তবে গয়া গঙ্গা ফল॥
যে হইতে মাতা জন্মে আমার ভবনে।
সেই হ'তে এই আশা সদা মোর মনে॥
ঈশ্বর মনের আশা করুণ পুরণ।
বিনাপণে কন্যাধনে করিব অর্পন॥
সম্বন্ধ নির্ণয় করি প্রভুকে বলিল।
প্রভু বলে যার তার যুগে যুগে র'ল॥
প্রভু বলে শ্যাম যদি নাহি লয় পণ।
তথাপি বত্রিশ টাকা করিও প্রেরণ॥
তারক ভেবেছে মনে উপায় কি হবে।
গৃহে নাস্তি কপর্দ্দক কিবা পাঠাইবে॥
মহাপ্রভু ব'লে বসে কি ভাবিস্ একা।
বৈশাখ মাসেতে বিয়া আমি দিব টাকা॥
মাঘ মাসে হ'ল সেই কার্য্য নিরূপণ।
চারি মাসে হ'ল সে টাকার সংস্থাপন॥
তিন তারিখেতে তিন ভাগে টাকা দিল।
পণ নয় সাহায্য বলিয়া পাঠাইল॥
বৈশাখ মাসের শেষ আটাশে তারিখ।
বিবাহের সেই দিন হ'য়ে গেল ঠিক॥
বিবাহের দিন একদিন অগ্রে তার।
বায়না কুন্দসী গ্রামে কবি গাওনার॥
সেই দিন গ্রামী লোকে ফলাহার দিতে।
একমন দধির বায়না ছিল তাতে॥
এ দিকেতে স্বজাতির একত্র ভোজন।
বাজারের নেয়ে মাঝি খা'বে সর্ব্বজন॥
বসিলেন সর্ব্বজন ফলাহার জন্য।
পঞ্চাশ পঞ্চান্ন জন লোক হ'ল গণ্য॥
জলপানে পরিপূর্ণ আহার হইল।
সিকি দধি মাত্র তার খরচে লাগিল॥
সেই দই চিনি খই সঙ্গেতে করিয়া।
বরযাত্রা করিলেন নৌকায় উঠিয়া॥
পথে গিয়া সেই দধি সবে মিলে খায়।
চিনি চিড়ে দই খই যেন তেন রয়॥
ভাঙ্গুড়া গ্রামেতে গিয়া বাসাবাড়ী করি।
সেই সব দ্রব্য খাওয়াইল সেই বাড়ী॥
এজাতির বিবাহ পদ্ধতি ব্যবহার।
কন্যা কর্ত্তা বাড়ী কেহ নাপায় আহার॥
কন্যা গৃহীতার তথা খেতে দিতে হয়।
যে, না পারে, না খাওয়ায়, পারিলে খাওয়ায়॥

সেই গ্রামে ভোজ দিতে কৈল আয়োজন।
ভোজ দিতে লাগিবে তণ্ডুল দুই মন॥
আর এক মন লাগে সিধা পত্র দিতে।
চারি মন দধি লাগে ভোজ ভোজনেতে॥
নিয়াছিল তারক তণ্ডুল চারি মন।
একমন দধি তার আছে অর্দ্ধমন॥
তিনমন চাউল পাকের জন্য দিল।
দুইমন পাক হ'ল একমন র'ল॥
অন্ন দেখি গ্রাম বাসী সব লোকে কয়।
এই অন্নে হইবেক হেন মনে লয়॥
দুগ্ধ ক্রয় ক'রেছে পায়স রাঁধিবারে।
পায়স হইল পাক পাকশালা ঘরে॥
গ্রামবাসী এসে লোক বসাইয়া দিল।
দুই প্রাঙ্গণেতে লোক ভোজনে বসিল॥
দাইল লাবড়া ভাজা ব্যঞ্জন অম্বল।
আহারান্তে সবে বলে উত্তম সকল॥
হয় নাই কভু কোথা এমন ভোজন।
পায়সান্ন দিতে জন্য করে আয়োজন॥
হেনকালে একজন গোয়ালা আসিল।
দুইমন দধি কাঁধে ল'য়ে দাঁড়াইল॥
সে বলে আমার এই দধি টুকু লও।
দয়া করি এই দধি খরচে লাগাও॥
এ দধির বায়না ব্রাহ্মণ বাড়ী ছিল।
উদ্ধর্ত্ত হয়েছে দধি ফেরৎ করিল॥
অমনি তারক বলে দেও দেও দেও।
সত্বর স্বজাতি গণে এ দধি খাওয়াও॥
সঙ্গে দধি বাটী হ'তে আনা অর্দ্ধ মন।
সে গ্রামে খরচ গেল দধি দুই মন॥
দধি ভোজ শেষ হ'ল পায়স ভোজন।
সবে বলে হেন ভাল না খাই কখন॥
বিবাহের পরে জয়পুর আশা হ'ল।
সঙ্গেতে ফেরৎ দধি অর্দ্ধ মন ছিল॥
চাউল দুমন ফিরে আর জল পান।
তার অর্দ্ধ দধি বাল্য ভোজনে লাগান॥
পাক পরশের জন্য দধি নাহি হ'বে।
দুগ্ধ কিনিলেন ভোজে পরমান্ন দিবে॥
আর আর দ্রব্য সব হ'য়েছে রন্ধন।
সব লোকে বসিলেন করিতে ভোজন॥
খাইলেন ভাজা ব্যঞ্জনাদি মৎস্য ঝোল।
ভোজনের শেষে সবে খাইল অম্বল॥
হেনকালে একজন গোয়ালা আসিল।
একমন দধি ল'য়ে উপনীত হ'ল॥
গোপবলে কুণ্ড বাড়ী ছিল দধি বায়না।
সব দধি নিল তারা একমন নেয়না॥
এই দধি খেতে দিব আমার গরজ।
যাহা ইচ্ছা মূল্য দিও হউক খরজ॥
তারক বলিল এই ঠাকুরের কাম।
আন দধি দিব আমি দুইটাকা দাম॥
পূর্ব্বে একমন আর এই একমন।
চারি টাকা মূল্য এনে দিলেন তখন॥
ছাতরায় বাসা ছিল রায়চাঁদ ঘোষ।
চারি টাকা মূল্য পেয়ে হইল সন্তোষ॥
ভাঙ্গুড়ার গোয়ালের দুইমন দই।
চারি টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট হ'ল সেই॥
শ্রীহরি-চরিত্র-সুধা ভকত আখ্যান।
রচিল তারক চন্দ্র হরি রস গান॥

সূর্য্য নারায়ণের সর্পাঘাত।

পয়ার।

এবে শুন স্বামী হীরামন গুণ কথা।
লেখা আছে ডুমরিয়া পূর্ব্বের বারতা॥
স্বামী হীরামন যবে ডুমুরিয়া গেল।
সূর্য্য নারায়ণ সে তামাক সেজে দিল॥
কলিকা ঢালিয়া পড়ে মৃত্তিকা উপরে।
হীরামন সে তামাক হাত পেতে ধরে॥
সূর্য্য নারায়ণে দিল সেই যে তামাক।
বলে এই তামাক যতন করি রাখ॥
তামাক যতন করি গৃহেতে রাখিস্।
সাপে কামড়ালে খেলে সেরে যাবে বিষ॥
সেই যে তামাক টুকু যতন করিয়া।
ঝাপির ভিতর রাখে পুটলী বাঁধিয়া॥
সাতাশে তারিখ চৈত্র মাস বুধবার।
বেদগ্রামে যাইবেন গান গাইবার॥
বাটী গিয়া বলে মোরে শীঘ্র দেও খেতে।
গান গাইবারে হ'বে বেদগ্রামে যেতে॥
ইহা বলি ব্যস্ত হ'য়ে হইল উতলা।
জাগ দেওয়া তিল ছিল ভেঙ্গে দিল পালা॥
পালা ভাঙ্গি উঠানেতে দিল ছড়াইয়া।
তার মধ্যে সর্প ছিল দংশিল আসিয়া॥

দেখিল গোক্ষুর সাপ গেল দৌড়াইয়ে।
বিষের জ্বালায় চক্ষু গেল লাল হ'য়ে॥
তাহার অগ্রজ ভ্রাতা সে উমাচরণ।
ব্যস্ত হ'য়ে বলে ওঝা আন একজন॥
নোয়া ভাই তাহার যে রামচাঁদ ছিল।
ইতি পূর্ব্বে সর্পাঘাতে সেজন মরিল॥
ইনিও মরিল বুঝি সাপের দংশনে।
শীঘ্র আন ওঝা নহে বাঁচা নাহি প্রাণে॥
গোলোক ওঝা আনিতে ধাইয়া চলিল।
দেখে সূর্য্যনারায়ণ নিষেধ করিল॥
যে তামাক দিয়াছিল পাগল গোঁসাই।
খাইলে সারিবে বিষ আন তাই খাই।
ঝাপি হ'তে তামাক বাহির করে দিল।
তামাক গালেতে দিয়া জল খওয়াইল॥
নেশা হ'য়ে সেই ভাবে দণ্ড চারি ছিল।
অমনি সাপের বিষ নির্ব্বিষ হইল॥
স্নান করি আহার করিল ততক্ষণ।
বেদগ্রামে কবি গানে করিল গমন॥
তামাক দিলেন মুখে নির্ব্বিষ বলিয়ে।
গোক্ষুরের খর বিষ গেল নিশ হ'য়ে॥
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত ভক্তের আখ্যান।
রচিল তারক ভক্ত চরিত্র সুগান॥

প্রেমপ্লাবন ও বিনারতিতে কর্ণের জন্ম।

পয়ার।

বহিল প্রেমের বন্যা ওঢ়াকাঁদি হ'তে।
দ্বিজ মুচি শৌচাশুচি ডুবে গেল তাতে॥
আইল প্রে'মর বন্যা বীজ হ'ল নাশ।
তাহা দেখি পঞ্চজনের বাড়িল উল্লাস॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
রেচক পূরক কুম্ভকাদি নেতি ধৌতি॥
শাক্ত শৈব গাণপত্য বৈষ্ণব তাপন।
সবে করে সম পুত প্রণয় প্লাবন॥
কল্ কল্ শব্দ ওঢ়াকাঁদি গোলা ঘাটে।
হুতাশ নিশ্বাসে সদা সে তুফান উঠে॥
ক্ষত্র-বংশ-জাত রামভরত ত্যজি দেশ।
পাদপদ্ম ভৃঙ্গ বিশ্বনাথ দরবেশ॥
দেশে কি বিদেশ বেগে চলিল তুফান।
যবন পাবন কারী হরি প্রেম বাণ॥

রাউৎখামার আর গ্রাম মল্লকাঁদি।
হরি দরশনে সবে যায় ওঢ়াকাঁদি॥
নারিকেলবাড়ী মাতে সহ সাহাপুর।
সুরগ্রাম বারথাদিয়া গন্দিয়াসুর॥
হরমোহন বাড়ই গোপাল বিশ্বাস।
ঠাকুরে ঈশ্বর বলে করিল বিশ্বাস॥
গোপাল নেপাল তারা দুটি সহোদর।
গোলোক গোসাই জয় গায় নিরন্তর॥
ঘোষালকাঁদি নিবাসী মহীমাচরণ।
সকলে মাতিয়া করে নাম সংকীর্ত্তন॥
ঠাকুর দেখিয়া তারা প্রেমেতে মাতিয়া।
নয়ন মুদিয়া রাখে হৃদয়ে ধরিয়া॥
মল্লকাঁদি গ্রামবাসী মাতিল সকল।
সকালে বিকালে বলে জয় হরি বোল॥
সেই সব মহাভাব অগ্রে লেখা আছে।
হীরামন যেই রূপে মাতিয়া উঠেছে॥
সেই সময়েতে যত মহাভাব হয়।
মৃত্যুঞ্জয় ভবনেতে আগে লেখা যায়॥
শ্রীনিতাই চৈতন্য অদ্বৈত তিন ভাই।
তাহাদের প্রেমভক্তি তুলনাই নাই॥
নিত্যানন্দ পুত্র যিনি মৃত্যুঞ্জয় নাম।
চৈতন্যের দুটি পুত্র অতি গুণধাম॥
রামকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ ছোট রামনারায়ণ।
হরিচাঁদ গত প্রাণ তারা দুইজন॥
এক মন এক ভাব নাহি ব্যতিক্রম।
ঠাকুরের ভক্ত বৃন্দাবনের নিয়ম॥
রামদেব মহাদেব অদ্বৈতের পুত্র।
ঠাকুরের ভক্ত হয় পরম পবিত্র॥
এই বাড়ী সবে মিলে হ'ল হরি ভক্ত।
মৃত্যুঞ্জয় সঙ্গে মত্ত সকলে থাকিত॥
রামকৃষ্ণ নির্জ্জনেতে যখন থাকিত।
আরোপে ঠাকুর রূপ নিরীক্ষে দেখিত॥
ওঢ়াকাঁদি যে ভাবেতে ঠাকুর থাকিত।
বাটিতে থাকিয়া রামকৃষ্ণ তা জানিত॥
রামনারায়ণ করে ঠাকুরের ধ্যান।
এক দিনে ঠাকুর বলেন তার স্থান॥
শোন্ বাছা তোরে নিতে পারিবেনা যম।
সপ্ত বর্ষ অনিদ্রিত কর এ নিয়ম॥
তাহাশুনি নিদ্রা ত্যজে মনে হ'য়ে হর্ষ।
মহাযোগী নিদ্রা নাহি যান সপ্তবর্ষ॥

হেন হেন মহাজন এই বংশে রয়।
এই বংশে রামতনু সাধু অতিশয়॥
জনমিয়া নারী সঙ্গ না করেন তিনি।
বিবাহ করেছে মাত্র স্পর্শেনা রমণী॥
ঠাকুরাণী মনে করে পুত্রের কামনা।
সাধু বলে স্ত্রী ক্রিয়া করিতে পারিব না॥
ঠাকুরাণী ওড়াকাঁদি যাইয়া বলিল।
একটি পুত্রের মম কামনা রহিল॥
ঠাকুর বলেন আমি পারিনা বলিতে।
যে লোকের মন নাই স্ত্রী-সঙ্গ করিতে॥
স্ত্রী-সঙ্গ করিতে যার নাহি লয় মন।
তাহাকে কেমনে বলি হেন কুবচন॥
তবে যদি সাধ কর পুত্র কামনায়।
থাকগে নির্জ্জনে রামতনুর সেবায়॥
নিদ্রা না যাইয়া যদি থাকিবারে পার।
এক পুত্র হবে তব দিলাম এ বর॥
পঞ্চবর্ষ নিশী দিনে অনিদ্রিতা র'য়ে।
তনুর চরণ পার্শ্বে রাত্রিতে বসিয়ে॥
পতি প্রতি রতি মতি প্রীতি অতিশয়।
পুত্রেষ্টি যাগের ফল তাতে পাওয়া যায়॥
শুনিয়াছ শতানন্দ আস্তিকের জন্ম।
পুত্র পাবে কর যদি সেই রূপ কর্ম্ম॥
তবে তব পুত্র হবে বিনা সঙ্গমেতে।
বাঞ্ছা পূর্ণ হবে তব সেই পুত্র হ'তে॥
একদিন রামতনু গেল ওড়াকাঁদি।
ঠাকুর বলেন রামতনু শুন বিধি॥
তব নারী করে এক পুত্র আকিঞ্চন।
আমি কহিয়াছি এক নিগূঢ় কারণ॥
পঞ্চ বৎসরের মধ্যে নিদ্রা নাহি যাবে।
বিনা সঙ্গমেতে এক সন্তান জন্মিবে॥
পঞ্চ বর্ষ পূর্ণ হ'লে কনিষ্ঠ অঙ্গুলী।
নাভী পদ্মে স্পর্শ ক'র কর্ণ কর্ণ বলি॥
তা হ'লে ঠাকুরাণীর বাঞ্ছা হবে পূর্ণ।
সেই পুত্র হ'লে তার নাম রেখ কর্ণ॥
রামতনু শস্যাদির শীল রাখিতেন।
মাঠে গিয়া ফুঁক দিয়া শিঙ্গা বাজা'তেন॥
একা গিয়া ধান কিম্বা তিলের ডাঙ্গায়।
শীল যেন নাহি পড়ে বলিতে তথায়॥
আমার মহাল মধ্যে ধান আর তিল।
এর মধ্যে ইন্দ্রদেব না ফেলিও শীল॥
এত বলি শিঙ্গা ধরি ধ্বনি দিত তায়।
পড়িত না শীল হরিচাঁদের আজ্ঞায়॥
হেন সাধু ঠাকুরের আজ্ঞা মাত্র রাখে।
পাদ পার্শ্বে নারী বসা সাধু শুয়ে থাকে॥
পঞ্চবর্ষ পরিপূর্ণ হইল যখনে।
নাভীতে অমৃতাঙ্গুলী স্পর্শিল তখনে॥
সেই হ'তে ভাগ্যবতী পুত্রবতী হ'ল।
বিনা রমণেতে এক পুত্র জনমিল॥
সেইত পুত্রের নাম রাখে কর্ণ ধার।
রচিল তারক চন্দ্র কবি সরকার॥

দেবী তীর্থমণির উপাখ্যান।

পয়ার।

রাম কৃষ্ণ চারিপুত্র জ্যেষ্ঠ মহানন্দ।
শ্রীকুঞ্জবিহারী রাসবিহারী আনন্দ॥
রামকৃষ্ণ অনুজ শ্রীরামনারায়ণ।
তার হ'ল পঞ্চপুত্র হরি পরায়ণ॥
নামে মত্ত বালা বংশ কৃষ্ণ পুর গ্রামে।
সাধু কোটিশ্বর আর ধনঞ্জয় নামে॥
মতুয়া হইল সবে বলে হরি বলা।
স্বজাতি সমাজে বাদ র'ল যত বালা॥
তাহারা বলেন মোরা শঙ্কা করি কায়।
হরি নাম ত্যজিব কি স্বজাতির ভয়॥
হরি ব'লে কেন হীন বীর্য্য হ'য়ে র'ব।
সমাজিতে ত্যজ্য করে হরি বোলা হ'ব॥
মাতিয়াছি মহাপ্রভু হরিচাঁদ নামে।
নমঃশূদ্র তুচ্ছ কথা ডরিনা সে যমে॥
বাবা হরিচাঁদের করুণা যদি হয়।
বালা বংশ কুল মান কিছুই না চায়॥
হরি প্রেম বন্যে এসে কুল গেছে ভেসে।
জাতি মোরা হরিবোলা আর জাতি কিসে॥
সাধুর ভগিনী ধনী তীর্থমণি কয়।
তিনি কন হরি বোলা কারে করে ভয়॥
মাতিল পুরুষ নারী ভয় নাহি মনে।
অভক্তেরে ভয় কিসে মানিনে সমনে॥
অন্যে বলে জাতি নাশা আরো দর্প করে।
পাষণ্ডীরা ম'তো দিগে যায় মারিবারে॥
তাহা শুনি তীর্থমণি রাগে হুতাশন।
বলে আমি দলিব সে পাষণ্ডীর গণ॥

এক দিন বেঁকি দাঁও করেতে করিয়া।
বলে যে আসিবি তারে ফেলিব কাটিয়া ॥
ক্রোধিতা হইল দেবী যেন উগ্র চণ্ডা।
বেঁকি দাও হাতে নিল যেন খর খাণ্ডা ॥
তাহা দেখে ভয় পেল যত পাষণ্ডীরা।
ভীত হয়ে উত্তর না করিল তাহারা ॥
"মেয়ের স্বভাব নাই" হ'য়ে হরিবোলা।
সে কারণে লোকে বলে তীর্থরামবালা ॥
আর শুন তাহার চরিত্র গুণ গ্রাম।
হরি প্রেম রসে মেতে বলে হরিনাম ॥
বিবাহিতা হ'য়ে ছিল বেড়াশী গ্রামেতে।
তার পতি মরিল সে অল্প বয়সেতে ॥
রূপবতী অতিশয় যৌবন সময়।
ঠাকুর যাইত তথা সময় সময় ॥
ঠাকুরে, করিত তীর্থ পিতৃ সম্বোধন।
ঠাকুর জানিত তারে কন্যার মতন ॥
ক্ষণে তীর্থ ক্ষণে মা! মা! বলিয়া ডাকিত।
মাঝে মাঝে বোড়াশী করিত যাতায়াত ॥
একদিন তীর্থমণি পাকশালা ঘরে।
ঠাকুরকে মনে করি ভাসে অশ্রুনীরে ॥
পায়স পিষ্টক রাঁধি পাকশালে বসি।
মনে ভাবে বাবা যদি আসিত বোড়াশী ॥
স্বহস্তে তুলিয়া দিতাম শ্রীচন্দ্র বদনে।
এত ভাবি অশ্রু ধারা বহিছে নয়নে ॥
দিবা অবসান প্রায় এমন সময়।
সকলে খাইল তীর্থ কিছু নাহি খায় ॥
বদন বিশ্বাস বলে বধুমা র ঠাই।
খাও গিয়া, বধু বলে ক্ষুধা লাগে নাই ॥
মীরা বাই, রাধিতেন খিচড়ির ভাত।
প্রীত হ'য়ে খেত গিয়ে প্রভু জগন্নাথ ॥
সেই মত মহাপ্রভু তীর্থমণি ঘরে।
চলিলেন ভক্তি অন্ন খাইবার তরে ॥
তীর্থমণি গৃহে প্রভু গেলেন যখন।
জল আনি তীর্থমণি ধোয়ায় চরণ ॥
কেশ মুক্ত করি পাদ পদ্ম মুছাইয়ে।
করিছেন পদ সেবা আসনে বসা'য়ে ॥
পায়স পিষ্টক আদি ব্যাঞ্জন শাল্যন্ন।
অগ্রে তুলে রেখে ছিল ঠাকুরের জন্য ॥
ঠাকুরের সেবা পরে প্রসাদান্ন যাহা।
তীর্থমণি যতনে ভোজন কৈল তাহা ॥
তাহা দেখে সবে বলে বদনের কাছে।
দেখগে এখনে বৌর ক্ষুধা লাগিয়াছে ॥
কেহ গিয়া জানাইল বদনের ঠাই।
দেখগে বধূর ঘরে নাগর কানাই ॥
ইতি উতি বদন ক'রেছে অনুমান।
ভাবে বধূ হ'তে বুঝি গেল কুলমান ॥
বদন বিশ্বাস বলে ঠাকুরেকে রুষি।
দেখ প্রভু আর তুমি এসনা বোড়াশী ॥
চিরদিন জানি ম'তো দের ব্যবহার।
মানা করি মোর বাড়ী আসিও না আর ॥
শ্রীহরি গমন কৈল ওড়াকাঁদী যেতে।
কেঁদে কেঁদে তীর্থমণি আগুলিল পথে ॥
মহাপ্রভু নিজ ধামে করিলে গমন।
বাবা! বাবা! বলে তীর্থ করিত ক্রন্দন।
দিবানিশি অই চিন্তা মুদে দ্বিনয়ন।
কিছু দিন পরে সিদ্ধ আরোপ সাধন ॥
আরোপে প্রভুর রূপ যখনে দেখিত।
নয়ন মেলিলে রূপ দেখিবারে পেত ॥
মহাপ্রভু থাকিতেন ওঢ়াকাঁদি বসি।
লোকে দেখে প্রভু যেন আছেন বোড়াশী ॥
ষোড়শ হাজার একশ'ত অষ্ট নারী।
প্রতি ঘরে এক কৃষ্ণ বাঞ্ছাপূর্ণকারী ॥
যখন করিত তীর্থ দেখিবারে মন।
বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি দিত দরশন ॥
গৃহ কার্য্য যখন করিত তীর্থমণি।
বাবা বলে ডাকিত যেমন উন্মাদিনী ॥
সবে বলে বধু গেল পাগলা হইয়ে।
শিকল লাগায়ে পায় রাখিত বাঁধিয়ে ॥
বদন বলিল আমি চির দিন জানি।
সাধ্বী সতী পুত্রবধূ অব্যভিচারিণী ॥
চেহারায় বাহিরায় সতীতার জ্যোতি।
তবে কেন বধূ হেন হ'ল ছন্নমতি ॥
বাবা! বাবা! বাবা! ব'লে ডাক ছেড়ে উঠে।
ঝাড়া দিলে লোহার শিকল যেত কেটে ॥
বদনের দর্প, দর্পহারী কৈল চুর।
এর মধ্যে তীর্থমণি এল কৃষ্ণপুর ॥
ভ্রাতৃ অন্ন ভুক্তা অতি নির্ভয়া হৃদয়া ॥
মহাভাব অনুরাগে তেজোময়ী কায়া ॥
তীর্থমণি বালায় সুকীর্ত্তি চমৎকার।
কহে কবি রসরাজ রায় সরকার ॥

শ্রীমদ্রসিক সরকারের উপাখ্যান।

পয়ার।

প্রভু জগন্নাথ এল ওঢ়াকাঁদি গ্রাম।
ভকত ভবনে সদা ভ্রমণ বিশ্রাম॥
বাল্যাদি পৌগণ্ড লীলা সফলাডাঙ্গায়।
কৈশোরে হইল ভক্ত মিলন তথায়॥
ওঢ়াকাঁদি আমভিটা যখন যুবত্ব।
ভক্ত সঙ্গে দিবানিশি হরিনামে মত্ত॥
মত্ত রাউৎখামার আদি মল্লকাঁদি।
হেন কালে প্রভুর বসতি ওঢ়াকাঁদি॥
ওঢ়াকাঁদি যবে হ'ল লীলার প্রচার।
সবে কহে ওঢ়াকাঁদি উড়িয়ানগর॥
ওঢ়াকাঁদি ঘৃতকাঁদি আর মাছকাঁদি।
আড়োকাদি তিলছড়া আর আড়কাঁদি॥
রামদিয়া ফুকুরা নড়া'ল সাধুহাটি।
নারিকেলবাড়ী পরগণে তেলিহাটি॥
সাধুহাটি মাতিল রসিক সরকার।
অলৌকিক কীর্ত্তি তার অতি চমৎকার॥
কলেজেতে পড়িতেন সেই মহামতি।
বয়স তখন প্রায় হ'বে দ্বাবিংশতি॥
প্রথম মুনসেফ হইল বিচার পতি।
তিন দিন চাকরী করিল মহামতি॥
মানসে বিমর্ষ কার্য্য পরিত্যাগ করি।
ছুটি লওয়া ছলে চ'লে আসিলেন বাড়ী॥
কায়স্থ কুলেতে উপাধ্যায় সরকার।
তাহার পিতার নাম হয় গঙ্গাধর॥
পিতা হন অসন্তোষ চাকরী ছাড়ায়।
মহা দুঃখী তার খুল্লতাত মহাশয়॥
খুড়া শ্রীকৃষ্ণমোহন বলে বার বার।
চাকরী করনা বাপ এ কোন বিচার॥
তিনি জানা'লেন সেই রসিকের মায়।
রসিকের মাতা গিয়া ঠাকুরে জানায়॥
রসিকের কি হ'য়েছে নাহি শুনে কথা।
চাকরী না করে রহে হেট করি মাথা॥
যদি কিছু বলি কহে না করিও ত্যক্ত।
ওঢ়াকাঁদি হরিচাঁদ আমি তার ভক্ত॥
চল প্রভু সাধুহাটী সরকার বাড়ী।
তব বাক্যে যদি বাছা করেন চাকরী॥
মহাপ্রভু উত্তরিল সাধু হাটী গ্রাম।
রসিক প্রভুর পদে করিল প্রণাম॥
ঠাকুর বলেন বাছা বলত আমায়।
চাকরী করনা কেন বলে তব মায়॥
রসিক বলেন পদে নিবেদন করি।
আর না করিব আমি পাপের কাছারী॥
আমা হ'তে হইবেনা সূক্ষ্ম সুবিচার।
অপরাধী হ'ব ল'য়ে বিচারের ভার॥
কোন অসতের বাক্যে সতেরে মারিব।
নির্দ্দোষীকে দোষী, দোষী নির্দ্দোষী করিব॥
দ্বারগার বংশ নাই অত্যাচার জন্য।
বিচারে মুনসেফী কার্য্য সেই রূপ গণ্য॥
তাই বুঝে ছুটি লই আর নাহি যাই।
ধন দিয়া কি করিব তোমা যদি পাই॥
পিতা মাতা খুড়া বলে চাকরী করিতে।
ধন কি নিধন কালে যাইবে সঙ্গেতে॥
প'ড়ে র'বে ধন জন কি দালান কোঠা।
চুল গাছ সঙ্গে নিতে পারে কোন বেটা॥
কেবা মাতা কেবা পিতা কিসের চাকরী।
কিবা রাজ্য কিবা ভার্য্যা দিন দুই চারি॥
আপনি বলেন যদি চাকরী করিতে॥
পাপ পুণ্য নাহি জানি যাই চাকরিতে॥
ঠাকুরের সঙ্গে ছিল মহেশ ব্যাপারী।
বসিলেন রসিকেরে দণ্ডবৎ করি॥
রসিক বলিল মোরে প্রণমিলে কেনে।
প্রণামের স্থান আছে দেখনা নয়নে॥
যশোমন্ত সুত হরি চাঁদ জগন্নাথ।
বর্ত্তমানে সেচরণে কর প্রণিপাত॥
মহেশ বলিল হেন স্থান যে দেখায়।
তার পদে দণ্ডবৎ আগে হ'তে হয়॥
ঠাকুর বলেন শুন রসিকের মাতা।
তোমার এ ছেলে না শুনিবে কারু কথা॥
তোমার গর্ভেতে জন্ম এ মহাপুরুষ।
অনুমানে বুঝি হ'বে ত্রেতার মানুষ॥
রসিক গেলেন জয়পুর রাজধানী।
ভেটিতে গেলেন জয়পুর নরমণি॥
ধর্ম্ম শাস্ত্র আলাপ রাজার সঙ্গে করে।
রাজা করে সবিনয় রসিকের তরে॥
পড়েছি বিপদে বড় গৌরাঙ্গ লইয়া।
পণ্ডিতেরা নাহি মানে স্বয়ং বলিয়া॥

রসিক বলেন আমি বিচার করিব।
গৌরাঙ্গকে স্বয়ং বলিয়া মানাইব॥
সভা হ'ল নবদ্বীপ পণ্ডিতের দলে।
শাক্ত শৈব বৈষ্ণবেরা এল দলে দলে॥
শান্তিপুর উলাকাশী নদীয়া দ্রাবিড়।
যে খানে যে খানে ছিল পণ্ডিত সুধীর॥
সপ্তাহ পর্য্যন্ত সভা হয় প্রতি মাস।
এই রূপে বিচার হইল ছয় মাস॥
বনবাসী পরমহংস এসেছিল যারা।
সুবিচারে পরাজয় হইলেন তারা॥
ছয় মাস পরে সভা শেষ সুবিচার।
স্বয়ং বলিয়া তারা করিল স্বীকার॥
পরমহংসেরা বলে কাল্‌কে আসিব।
গৌরাঙ্গ স্বয়ং বলে স্বীকার করিব॥
আর যত প্রতিপক্ষ স্বীকার করিল।
স্বীকার করিয়া তারা ভকত হইল॥
পরমহংসেরা আর না আসিল ফিরে।
এ দিকেতে জয় ডঙ্কা বাজে জয়পুরে॥
বৈষ্ণবেরা সবে জয় জয় ধ্বনি করে।
জয় গৌর স্বয়ং গৌর বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
সবে মিলে বলেন গৌরাঙ্গ জয় জয়।
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় রসিকের জয়॥
জয় পুরে রাজা করে জয় জয় ধ্বনি।
রামাগণে বামা স্বরে করে হুলুধ্বনি॥
জয়পুর জয়পূর্ণ জয় জয় জয়।
পুষ্প ফেলে মারে কেহ রসিকের গায়॥
বৈষ্ণবেরা রসিকের করিছে কল্যাণ।
রসিকের কণ্ঠে করে পুষ্প মাল্য দান॥
কোন কোন বৃদ্ধা নারী মনের পুলকে।
ধান্য দুর্ব্বা দিতেছেন রসিক মস্তকে॥
রসিক বলেন মম সাধ্য কিছু নয়।
যার কার্য্য সেই করে তাঁর জয় জয়॥
সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মোর এল ওঢ়াকাঁদি।
নমঃশূদ্র কুলে অবতার গুণ নিধি॥
যাশমন্ত রূপে জীবে ভক্তি শিখাইল।
জয় হরিচাঁদ জয় সবে মিলে বল॥
গৌরাঙ্গ স্বয়ং বলি মিমাংসা হইল।
রসিকের সভাজয় তারক রচিল॥

নিঃস্বার্থ অর্থ-দান।

পয়ার।

চাকরী করিয়া ত্যাগ রসিক আসিল।
হরিচাঁদ চিন্তা করি গৃহেতে রহিল॥
তিল ছড়া গ্রামে তার সম্পত্তি যা ছিল।
মালেকের রাজকর বাকী পড়ে গেল॥
বিষয় বিক্রয় হয়, না রহে সম্পত্তি।
জমিদার সঙ্গে নাহি হইল নিষ্পত্তি॥
মালেকের টাকা বাকী সাড়ে সাত শত।
তার মধ্যে অভাব হইল দুইশত॥
সপ্তাহ মধ্যেতে অই টাকা হ'বে দিতে।
দুইশত টাকা না পারিল মিলাইতে॥
রসিক বিপদাপন্ন তুচ্ছ অর্থ দায়।
প্রভু হরিচাঁদ তাহা জানিল হৃদয়॥
গোলোকে বলেন প্রভু হ'য়ে অবসন্ন।
রসিক বিপদাপন্ন তুচ্ছ অর্থ জন্য॥
গুরু চরণকে বল এ কথা আমার।
টাকা দিয়া দায়মুক্ত করহ তাহার॥
পাগল বলিল বড়কর্ত্তার নিকটে।
রসিকেরে টাকা দিয়া বাঁচাও সঙ্কটে॥
গুরুচাঁদ চলিল দুশত টাকা ল'য়ে।
গোলোক পাগল টাকা সঙ্গে নিল ব'য়ে॥
টাকা দিয়া এল সেই রসিকের ঠাই।
দেখিয়া আশ্চর্য্য কার্য্য বিস্মিত সবাই॥
রসিক বলেন মহাপ্রভু অন্তর্য্যামী।
তাঁর কৃপাবলে এ বিপদ মুক্ত আমি॥
ক্ষণ মাত্র করিলেন প্রেম আলাপন।
টাকা দিয়া গৃহেতে আসিল দুইজন॥
এই টাকা নেওয়া দেওয়া অর্থ বোঝাভার।
দিলেওনা নিলেওনা চাহিল না আর॥
গোলোকনাথের মন বুঝিল গোলোক।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত রচিল তারক॥

ভক্ত রামকুমার আখ্যান।

পয়ার।

সাধুহাটি যুধিষ্ঠির বিশ্বাস হ'ল মত্ত।
পরিবার সহ হ'ল হরিচাঁদ ভক্ত॥
তাহার ভগিনী হয় আনন্দা নামিনী।
প্রভু বলে ভক্তা মধ্যে তারে-আমি গণি॥

নড়াইল গ্রামে ভক্ত শ্রীরামকুমার।
ভবানী নামিনী হয় ভগিনী তাহার ॥
একদিন ঠাকুরকে আনিব বলিয়া।
ভাই বুনে পরামর্শ করিল বসিয়া ॥
রাত্রি ভরি সে ভবানী বধুগণে ল'য়ে।
ভক্তি রসে নানা মিষ্ট তৈয়ার করিয়ে ॥
ব্রহ্ম মুহূর্ত্তের কালে যাত্রা করিলেন।
তরী রামকুমার বাহিয়া চলিলেন ॥
দুদণ্ড আড়াই দণ্ড পথ পরিমাণ।
দণ্ডেকের মধ্যেতে তথায় চলিযান ॥
ঘোর ঘোর ভোর কালে কেহ না গাতুলে।
হেন কালে ওড়াকাঁদি গিয়া পহুঁছিলে ॥
ছড়া ঝাটী জল আনা গৃহাদি মার্জ্জন।
রান্না ঘর পরিষ্কার প্রাঙ্গণ লেপন ॥
গাত্রোত্থান করিয়া উঠিলা ঠাকুরাণী।
হেন কালে গলে বস্ত্র দাঁড়াল ভবানী ॥
মন জানি অন্তর্য্যামী সত্বর উঠিল।
ভগবান ভবানীর নৌকায় বসিল ॥
ভবানী উঠিল রামকুমার উঠিল।
ব'টে ধরি ধীরে তরী বাহিয়া চলিল ॥
অর্দ্ধপথে যেতে যেতে হ'ল ঘোর মেঘ।
দক্ষিণে বাতাস বহে অতিশয় বেগ ॥
প্রভু রামকুমারে বলেন কি করিবি।
এই বাতাসেতে নৌকা কেমনে বাহিবি ॥
কুমার বলেন প্রভু মেঘে নাহি ডরি।
আপনি আছেন নায় এই শঙ্কা করি ॥
মহাপ্রভু বলে তবে না হও বিমুখ।
দিলাম উহারে ভার যা ইচ্ছা করুক ॥
তরণী বাহিয়া যায় শ্রীরামকুমার।
চতুর্দ্দিকে মেঘ দিনে ঘোর অন্ধকার ॥
অবিরল ধারে ঘন মেঘ বৃষ্টি হয়।
বৃষ্টি বিন্দু নাহি পড়ে ঠাকুরের নায় ॥
নিরাপদে উদয় হইল নড়াইল।
আনন্দে প্রভুকে লয়ে সেবা করাইল ॥
পায়াস পিষ্টক আদি লড্ডুক শাল্যন্ন।
ডাল বড়া ভাজা শাক শুক্তাদি ব্যঞ্জন ॥
সেবাদি শুশ্রূষা ইষ্ট গোষ্ঠ দিবা ভরি।
সন্ধ্যা সমাগম ক্রমে হইল শর্ব্বরী ॥
প্রভুকে নিজ বাসরে রাখিল কুমার।
গেল দিন কহে দীন কবি সরকার ॥

ভক্ত মহেশ ও নরসিংহ শাল গ্রাম ॥

পয়ার

নড়া'ল কানাই আর ভক্ত সনাতন।
শ্যামা চরণ বিশ্বাস ভক্ত বহু জন ॥
ভকত ভবনে যান প্রভু জগন্নাথ।
সনাতন শ্যামের বাটীতে যাতায়াত ॥
ফলসী নিজামকাঁদি আর তালতলা।
মত্ত মাতালের প্রায় হ'ল হরি বোলা ॥
হরিচন্দ্র মহেশ কনিষ্ঠ ভজরাম।
তিন ভাই হরিভক্ত সুন্দর সুঠাম ॥
শ্রীউমাচরণ চণ্ডী বৈরাগী ঠাকুর।
হরিনাম করে তারা মধুর মধুর ॥
নেহাল বেহাল হ'ল আর গঙ্গাধর।
হরিচাঁদে মানে তারা স্বয়ং ঈশ্বর ॥
মহেশ প্রভুকে ল'য়ে নিজ বাড়ী যান।
নেহাল জমিতে গিয়া নিগড়ায় ধান ॥
ঠাকুর কহিছে তুই আয়রে নেহাল।
নেহাল দাড়া'ল যেন সুদীন কাঙ্গাল ॥
নিড়ানিয়া ঘাস ছিল আইলের পরে।
তার এক তৃণ সাধু দশনেতে ধরে ॥
আর এক গোছা সাধু ধরে স্কন্ধ পরে।
গলে জড়াইয়া ধরি রহে যোড় করে ॥
অই ভাবে উঠিলেন ঠাকুরের নায়।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল রাঙ্গা পায় ॥
ঠাকুর উঠিল এসে মহেশের বাড়ী।
গড়াগড়ি যায় সবে প্রভু পদে পড়ি ॥
উমাচরণের বাড়ী যান হরিচন্দ্র।
যেন সবে হাতে পেল আকাশের চন্দ্র ॥
দক্ষিণ দেশের ভক্ত ওড়াকাঁদি যায়।
পথে যেতে তিষ্টেন নিঝামকাঁদিগায় ॥
উমাচরণ বাড়ই মহেশ ব্যাপারী।
বারুণীর অগ্রে মহোৎসব এই বাড়ী ॥
মতুয়ারা নাহি করে স্বজাতিকে গ্রাহ্য।
লৌকিক সমাজিকতা করেছেন ত্যজ্য ॥
সামাজিক পুরোহিত হইয়াছে বন্ধ।
মহেশ বলেন সামাজীর ভাগ্য মন্দ ॥
মহেশের ভাইঝীর মৃত্যু হ'য়েছিল।
পুরোহিতে আনিবারে মহেশ চলিল ॥

গ্রাম্য লোকে পুরোহিতে দিলেনা আসিতে।
পুরোহিত নাহি এল সে শ্রাদ্ধ করিতে॥
পুরোহিত, নিবাসী নিকামকাঁদি গ্রাম।
সভক্তি অন্তরে দ্বিজ পুজে শালগ্রাম॥
পিছুভাগে দাঁড়াইল সে মহেশ গিয়া।
দ্বিজ গেল পূজামন্ত্র সকল ভুলিয়া॥
ঠাকুর বলেন একি হইল বালাই।
বিগ্রহ পূজিতে মন্ত্র হারাইয়া যাই॥
নরসিংহ শালগ্রাম পূজেন ব্রাহ্মণ।
মন্ত্রভুলে যাই কেন ভাবে মনে মন॥
ভাবিলেন অমঙ্গল হইবেক ভারি।
পিছু দিকে চেয়ে দেখে মহেশ ব্যাপারী॥
একদৃষ্টে চেয়ে দেখে মহেশ পানেতে।
নরসিংহ শাল্ গ্রাম মহেশের মাথে॥
মূর্ত্তিমন্ত নরসিংহ শাল গ্রাম শিরে।
মহাপ্রভু হরিচাঁদ তাহার ভিতরে॥
ব্রাহ্মণ বলেন আর নাহিক বিলম্ব।
চল যাই আগে গিয়া করি তব কর্ম্ম॥
অমনি উঠিল দ্বিজ মহেশের নায়।
সমাধা করিল শ্রাদ্ধ আসিয়া ত্বরায়॥
মহেশ ঠাকুরে বলে সজাতি সমাজে।
মম বাম পদ তূল্য কেহ নাহি বুঝে॥
উমাচরণের বড় আর্ত্তি ঠাকুরেতে।
তার পুত্র যাদব পরম নিষ্ঠা তাতে॥
কয় ভাই এক আত্মা এক যোগ প্রাণ।
হরিচাঁদে আত্ম স্বার্থ করিয়াছেদান॥
গোলোক চাঁদের পদে ছিল দৃঢ় ভক্তি।
মহানন্দ পাগলকে আত্মা দিয়া আর্ত্তি॥
যত লোক ওঢ়াকাঁদি বারুণীতে যায়।
যাতায়াতে উমাচরণের বাড়ী রয়॥
সকলকে বলে সাধু হইয়া কাতর।
এই নিমন্ত্রণ র'ল বৎসর বৎসর॥
যত লোক ওঢ়াকাঁদি যান এই পথে।
মমালয় তিষ্টিবেন আসিত যাইতে॥
এই দেশ জলা ছিল না ফলিত ধান।
মতুয়ারা আশাতে এ দেশের কল্যাণ॥
এদানি ফলেছে ধান তোমরা না খেলে।
এ দেশেতে সুফলেতে ধান্য নাহি ফলে॥
গৃহস্থের গৃহে যদি সাধুতে না খায়।
সে গৃহের আর বৃদ্ধি কখন না হয়॥
এক বর্ষ তোমরা এলে না এই বাড়ী।
ধান্য না হইল মোরা মন্বন্তরে মরি॥
আসিও থাকিও সবে খাইও যাইও।
গৃহেস্থের শ্রীবৃদ্ধি হইবারে দিও॥
পিতাপুত্র পরিজন সবে একমন।
আত্মা দিয়া সবে করে সাধুর সেবন॥
এই ভাবে সাধু সেবে সবার পুলক।
হরিচাঁদ ভক্ত এরা ভুবন তারক॥
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত রচিল তারক।
প্রেমানন্দে হরি হরি বলে সর্ব্ব লোক॥

চতুর্থ তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ।

শ্রীরামভরত মিশ্রের উপাখ্যান।

দীর্ঘ—ত্রিপদী।

বসতি অযোধ্যাধাম, শ্রীরামভরত নাম,
বিপ্র কুলোদ্ভব মহাশয়।
বৈষ্ণবের শিরোমণি, মহাসাধু তপমণি,
সর্ব্বজীবে সমদয়া রয়॥

তীর্থ ভ্রমণ কারণে, গিয়া ছিল বৃন্দাবনে,
হাকৃষ্ণ হাকৃষ্ণ রব মুখে।
জয় রাধা রাণী জয়, বলিত সব সময়,
জয় হরি বলে ফিকে ফিকে ॥
সাধু হাটী গ্রামেঘর, শ্রীরসিক সরকার,
তিনিও ছিলেন বৃন্দাবনে।
শ্যাম কুণ্ডের নিকটে, শ্রীরাধা কুণ্ডের তটে,
দেখাদেখি হয় দুইজনে ॥
দুই সাধু মেশামেশি, প্রেম রসে ভাসাভাসি,
হরিকথা প্রেমের আলাপে।
কহিছে রসিকচন্দ্র, মনেতে পরমানন্দ,
সাধু রাম ভরত সমীপে ॥
কহ তব কোথা ধাম, কিবা জাতি কিবানাম,
রসিকের শুনিয়া ভারতী।
বলে রামভরত নাম, উপাসনা রাম নাম,
অযোধ্যায় আমার বসতি ॥
রামভরত জিজ্ঞাসে, তব ঘর কোন দেশে,
রসিক দিলেন পরিচয়।
বঙ্গদেশে মমধাম, সাধুহাটী নামে গ্রাম,
রসিক আমার নাম হয় ॥
জনম কায়স্থ কুলে, বের হই কৃষ্ণবলে,
যদি প্রভু করিতেন দয়া।
করিতীর্থ পর্য্যটন, অযোধ্যাদি বৃন্দাবন,
ঘুচাইতে সংসারের মায়া ॥
সাধু একথা শুনিয়া, দুই বাহু প্রসারিয়া,
জড়িয়া ধরিল রসিকেরে ॥
আমিও যেমন দুঃখী, তোমাকে তেমন দেখি,
বলিব কি যে দুঃখ অন্তরে ॥
বাসনা হ'তে বৈরাগী, হ'য়েছি সংসার ত্যাগী,
রামনাম করিয়া স্মরণ।
তবু মায়া ফাঁসীগুণে, সংসার বন্ধনে টানে
ঘুচাইতে পারিনা কখন ॥
রসিক কহে তখন, মিছা করেছি ভ্রমণ,
কাশী কাঞ্চি অবন্তী মথুরা
ভ্রমি অযোধ্যা ভুবন, আইলাম বৃন্দাবন,
ভ্রম মাত্র এ ভ্রমণ করা ॥
ভ্রমণেতে কার্য্য নাই, এবে নিজ দেশে যাই,
মনের মানুষ যেই দেশে।
করিয়া তীর্থ ভ্রমণ, করি দিকদরশন,
রাজক্রিয়া মনের হাউসে ॥

শুনা মাত্র এই কথা, মনের মানুষ কোথা,
রামভরত কহে কাঁদি কাঁদি।
রসিক কহিছে তায়, মম মন যে ভুলায়,
সে মানুষ আছে ওড়াকাঁদি ॥
মমপ্রাণ তার ঠাই, তবু যে ঘুরে বেড়াই,
সেকেবল মনের বিকার।
শুনহে রামভরত, গুরু করি শত শত,
সেগুরু যে নাশে অন্ধকার ॥
যেখানে সেখানে যাই, স্থান মাত্র দেখি ভাই,
দেখে শুনে জন্মিয়াছে দুখ।
শ্রীক্ষেত্র নৈমিষবন, নবদ্বীপ বৃন্দাবন,
নরলীলা সকলি মানুষ ॥
এক মানুষের খেলা, সকল মানুষ লীলা,
আছে যারা তারাও মানুষ।
কত স্থানে কত মূর্ত্তি, মানুষ গঠিত মূর্ত্তি,
রক্ষাকারী তারাও মানুষ ॥
আমি যে মানুষ বরে, জন্মিলাম ধরাপরে,
সেই মোর মনের মানুষ।
মনের কথা যে জানে, সে মানুষ সন্নিধানে,
যাই ভাই দেখিগে মানুষ ॥
সাধু কহে রসিকেরে, সে মানুষ দেখিবারে,
আমি কি যাইতে পারি সাথে।
রসিক কহিছে তারে, সে মানুষ দেখিবারে,
বিশ্বাস কি হইবে মনেতে ॥
ভরত কহিছে ভাই, আর ছাড়াছাড়ি নাই,
তুমি গুরু আমি যেন শিষ্য
আমিত যাইতে নারী, লহ মোরে সঙ্গে করি,
সে মানুষ দেখিব অবশ্য ॥
আসিয়া রসিক সঙ্গে, উপনীত হ'ল বঙ্গে,
তারাইল কাছারীতে রয়।
তথা লইয়া চাকরী, সদা বলে হরি হরি,
সাধুহাটী মাঝে মাঝে যায় ॥
থেকে রসিকের সঙ্গে, কৃষ্ণ কথা রসরঙ্গে,
এক এক বার উঠে কাঁদি।
কেঁদে কহে রসিকেরে, দেখা'বে বলিলে মোরে,
ক'বে ল'য়ে যা'বে ওড়াকাঁদি ॥
রসিক কহিছে তারে, আমি যা ভাবি অন্তরে,
ভাবিলে ঠাকুর দেখা পাই।
আমি যা'ব পিছু ভাগে, তুমি যাও কিছু আগে,
ঠাকুর চিনিয়া লহ ভাই ॥

ওঢ়াকাঁদি যাইবারে, রামভরত যাত্রা করে,
অন্তরেতে কাঙ্গালের ভাব।
বাহিরে দেখায় বেশ, নাহি যেন ভক্তি লেশ,
রাজসিক বীরত্ব স্বভাব॥
মহিষ চর্ম্ম পাদুকা, মোজা তোলা পদ ঢাকা,
পরিধান রেশমের ধুতি।
গরদ চাঁদর গায়, নামাবলীটে মাথায়,
হাতে ধরা কাপড়ের ছাতি॥
বড় এক যষ্ঠি হাতে, চৌগোপ আছে মুখেতে,
মুখে হরি বোল বলি ধায়॥
কতক পথ আসিয়ে, ক্ষণেক কাল বসিয়ে,
নয়নের জলে ভেষে যায়॥
রাম ভরত যাত্রাপথে, ওঢ়াকাঁদি শ্রীধামেতে,
সব ভক্তে কহে হরিচাঁদ।
তোরা সব থাক্ হুষ, আসিছে এক মানুষ,
পূর্ণ হবে তাঁর মনোসাধ॥
বলিতে বলিতে এসে রামভরত প্রবেশে,
ওঢ়াকাঁদি প্রভুর বাটীতে।
উপস্থিত হ'য়ে একা, পাইয়া প্রভুর দেখা,
করযোড়ে দাড়া'ল সাক্ষাতে॥
অনিমিষ বারী চক্ষে, প্রভুর শ্রীঅঙ্গ দেখে,
ছাতি লাঠি ছাড়িয়া দিলেন।
ঠাকুর বলেন বাচি, তোমা আমি চিনিয়াছি,
ভূমে লোটাইয়া পড়িলেন॥
ঠাকুর বলেন তায়, তোমার ঘর কোথায়,
কোথা হ'তে এলে মহাশয়।
কহিছে রামভরত, জান প্রভু ত্রিজগৎ,
দুঃখী দেখে চেননা আমায়॥
প্রভু হরিচাঁদ কয়, থাক থাক মহাশয়,
যত দিন লয় তব মন।
যাহা ইচ্ছা তাই খাও, যাহাইচ্ছা তাই লও,
কর সদা শ্রীহরি সাধন॥
থেকে ওঢ়াকাঁদি ধাম, সদা করে হরিনাম,
দুই তিন দিন পরে যায়।
কভু যায় রোজে রোজে, ময়দা চাপড়ী ভাজে,
ভোগ দিয়া সন্ধ্যারতি গায়॥
ঠাকুরের আজ্ঞাধিন, রহিলেন কিছুদিন,
একদিন ঠাকুরকে কয়।
এবে আমি আসি গিয়া, কিছুদিন বেড়াইয়া,
আসিয়া মিলিব তব পায়॥

গিয়া তারাইল গ্রামে, থাকি কাছারী মোকামে,
পেয়াদা হইব বলি রয়।
করেন পেয়াদা গিরি, দিবানিশী বলে হরি,
গোমস্তা ভাবেন একি দায়॥
না করেন রাজ কাজ, থাকিয়া কাছারী মাঝ,
দিবানিশী হরিগুণ গায়।
ইনি হন হরিভক্ত, ইহাকে করিতে ত্যক্ত,
আমার যে উচিত নাহয়॥
আমরা করিলে ত্যক্ত, রাজজী হ'বে বিরক্ত,
আমাদের মহাপাপ তায়।
নায়েব কহে তখন, তুমি প্রেম মহাজন,
কাছারীতে থাকা যোগ্য নয়॥
তব কার্য্য সুমাধুর্য্য, মোরা করি রাজকার্য্য,
কি জন্য বিষয় মধ্যে রও।
জেনে যে মানুষতত্ত্ব, হইয়াছ উনমত্ত,
নয় সে মানুষ ঠাই যাও॥
আমরা বড় পাষণ্ড, কভু কারু করি দণ্ড,
তাহা দেখি তুমি দুঃখী হও।
কর গিয়া সাধু সঙ্গ, প্রেম কথা রসরঙ্গ,
যেখানে যাইয়া তুমি পাও॥
শুনিয়া এতেক বাণী, সাধু উঠিল অমনি,
ধীরে ধীরে করিল গমন।
যাত্রা করে হরি বলে, এমন সময় কালে,
আসিতেছে একটী ব্রাহ্মণ॥
পদেতে নাহি পাদুকা, তাহার পাইয়া দেখা,
পাদুকা ধরিয়া দিল তায়।
করে প্রেম কোলাকুলী, মস্তকের নামাবলী'
বেঁধে দিল তাহার মাথায়॥
গায় গরদ চাঁদর, বলে কার্য্য নাহি মোর,
এত বলি দিল তার গায়।
ফেলিয়া হাতের লাঠি, বাম হাতে এক ঘটী,
তাই লয়ে পূর্ব্বদিকে ধায়॥
রূপদাস বৈরাগীরে, দেখা পাইয়া তাহারে,
হাতে হাতে ধরিয়া চলিল।
আসিতার আখড়ায়, ঘটী ধরি দিল তায়,
হাতের ছাতিটা তাকে দিল॥
বলে তার পায় পড়ি, আমার মস্তক মুড়ি।
দেও ভেক হইব বৈরাগী।
ষষ্ঠি রৌপ্য মুদ্রাছিল, তাহারে ধরিয়া দিল,
বলে মোরে কর অর্থত্যাগী॥

তার অর্দ্ধ মুদ্রা এনে, বিলাইল দুঃখীজনে,
দুই এক করি দরিদ্রকে।
অগ্রেতে মস্তক মুড়ি, ফেলিল চৌগোপ দাড়ি,
ডাকিয়া আনি পরামাণিকে॥
তসরের ধুতি ছিড়ে, ছেড়া এক কাণি ফেড়ে,
ডোরক কপিন বানাইল।
পরিয়া ডোর কপিন, বলে আমি অতি দীন,
হরি বলে নাচিতে লাগিল॥
এমন কাঙ্গাল বেশে, পুন ওঢ়াকাঁদি এসে,
লোটাইল ঠাকুরের পায়।
ঠাকুর বলিল, শেষ, কোথা তোর সেই বেশ,
এই বেশে কে তোরে সাজায়॥
রামভরত বলে বাণী; যত সাজ কি সাজনী,
সাজিতে কাহার সাধ্য হয়।
যত সংসারের সাজ, সকল তোমার কাজ,
তোমা বিনে কেকারে সাজায়॥
নাচিয়াছি যেবা নাচ, সাজিয়াছি যেবা কাচ,
নাচ কাচ সব তুমি হও।
তুমি সূত্রধর হরি, এক মাত্র সুত্রধরি,
নাচ কাচ নাচাও কাচাও॥
ঠাকুর তাহারে কয়, এই ভাব যার হয়,
তার হয় এই সব সাজ।
হরিচাঁদ লীলাকথা, ভকত চরিত্র তথা,
কহে দীন কবি রসরাজ॥

রাম ভরতের ওঢ়াকাঁদি স্থিতি॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ঠাকুর বলেন বাছা, সাজ সাজিয়েছ, সাঁচা,
এখন কি ইচ্ছা তোর মনে।
কহিছে রাম ভরত, আর নাহি কোন পথ,
বিকাইনু তব শ্রীচরণে॥
আর কাহা নাহি যা'ব, আন কথা নাহি কব,
আর নাহি অন্য অভিলাষ॥
স্থান দিয়া শ্রীচরণে, রাখ প্রভু নিজ গুণে,
চরণে করিয়া নিজ দাস॥
অমনি ঠাকুর বলে, তোরে করিলাম কোলে,
যথাইচ্ছা তথাকর কাজ।
এই ওঢ়াকাঁদি বাড়ী, এ বাড়ী তোমার বাড়ী,
বাড়ী মধ্যে তুমি মহারাজ॥
ইচ্ছামত খাও পর, যাহাইচ্ছা তাহাকর,
হরি নাম কর নিরন্তর।
রাত্রিতে নিদ্রা যেওনা, ঘরে যেন চোর আসেনা,
নিদ্রাত্যাগ কর এইবার॥
রহিল রামভরত তাহার যা অভিমত,
সেই মত কাজ করে তথা।
দিবানিশী হরিনাম, তাহাতে নাহি বিরাম,
কভু মুখে নাহি আন কথা॥
প্রেমে গদ গদ চিত্ত, সদাই নামেতে মত্ত,
অশ্রুপূর্ণ নেত্র সর্ব্বক্ষণ।
নামেপ্রেমে হ'য়ে ভোর, দেখি কোকিল ভ্রমর,
কৃষ্ণ রূপ হয় উদ্দীপন॥
কখন বা অনাহার, কখন করে আহার,
চারি পাঁচ দিন পরে খায়।
শাল্য আমান্ন তণ্ডুল, মুগ ছোলার ডাউল,
ঘৃতপক্ক খিচড়ি পাকায়॥
এভাবে করেন বাস, হরিনামে মনোল্লাস,
পুকুরের ঘাটেতে যেতেছে।
দেখিল বাম দিকেতে, পশ্চিম ঘর কোণেতে,
শান্ত বসি মৎস্য বানাইছে॥
তাহা দেখি জ্ঞান শূন্য, ক্রোধে হ'য়ে পরিপূর্ণ,
বলে ওরে রে ডঙ্কিণী নারী।
কতপাপে পতিহারা জীবন থাকিতে মরা,
পিশাচিনী মৎস্য মাংসাহারী॥
ধাইয়া যাইয়া কয়, তোরে আজ দিত ক্ষয়,
নহে তোরে তাড়াইয়া দিব।
করি মধুমতী পার, তোহারে দিব এবার,
এদেশে না তোহারে রাখিব॥
প্রভু হরিচাঁদ ডেকে, জিজ্ঞাসিল ভরতেকে,
কি হ'য়েছে মোর ঠাই বল।
রামভরত কহিছে, কেন ডঙ্কিণী রহিছে,
এ বাড়ীতে প্রমাদ ঘটাল॥
মহাপ্রভু বলে তারে, মাপ কর অবলারে,
জ্ঞানহীনা এরা যে অবলা।
এ মৎস্য দেশের চল, মাংসাদি খায় সকল,
আগে ওরে না হ'য়েছে বলা॥
ক্ষমা কর অপরাধ, আমাকে কর প্রসাদ,
হেন কর্ম্ম আর না করিবে।
ঘটাইল যে বিপাক, থাকে থাক যায় যাক্,
থাকে যদি গোপনে থাকিবে॥

ভরত কাহছে কথা, ডঙ্কিনী লুকা'ল কোথা,
প্রভু কহে পালিয়া গিয়াছে।
থাকে যদি এ বাড়ীতে, রহিবেক গোপনেতে,
আর না আসিবে তব কাছে ॥
ভরত কহে প্রভুরে, আসিলে না রেখ ওরে,
অসতে আসিতে দেহ পথ।
আর বা কহিব কারে, স্থান দেহ অসতেরে,
মহাপ্রভু তুমিও অসৎ ॥
যথা ভরত রহিত, শান্ত নাহি তথা যেত,
ঠাকুর কহিত সে শান্তরে ॥
যেওনা ভরত ঠাই, গেলে আর রক্ষা নাই,
গেলে বাছা বাচাবেনা তোরে ॥
দেশোয়ালী রাজপুত, না মানে যমের দুত,
দেব দৈত্য যমে নাহি মানে।
ওরা মানে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম, আর মানে গুরু ব্রহ্ম,
আমি ওরে ভয় করি মনে ॥
বীর রসে ভক্ত ওরা, সদা প্রেমে মাতোয়ারা,
ভক্তি গুণে ল'য়েছে বাঁধিয়ে।
বীর রসে ভক্তি ডোরে, বেঁধে নিয়াছে আমারে,
আমি আছি ওর বাধ্য হ'য়ে ॥
ভরত হইল শান্ত, এইভাবে থাকে শান্ত,
পলাইয়া দেখা নাহি দিল।
ভরতের মহাক্রোধ, ঠাকুর দিল প্রবোধ,
কবি রসরাজ বিরচিল ॥

ভক্ত রামধনের দর্পচূর্ণ ॥

পয়ার।

একদিন রামধন বাহির প্রাঙ্গণে।
ধান্য রাশী ভাঙ্গি গরু জুড়িল মলনে ॥
চারিটী বলদ এনে আগে তাহা ছাঁদে।
আর এক বক্না গাভী তাঁর সঙ্গে বাঁধে ॥
পাঁচটী গরুতে ধান্য করিছে মর্দ্দন।
এই ভাবে গরু ঘুরাইছে রামধন ॥
রাজ-জী যাইতে ঘাটে দেখিলেন তাই।
ক্রোধে পরিপূর্ণ হ'ল রাজ-জী গোসাই ॥
বলে ওরে ধনা কানা করিলি কি কর্ম্ম।
বড় অধার্ম্মিক তুই নাহি কোন ধর্ম্ম ॥
এই বাড়ী থাকিস্ শ্রীধাম বৃন্দাবনে।
সুরভী মাতাকে কেন জুড়িলি মলনে ॥
পূর্ব্ব জন্মে মহামহাপাপ আচরিলি।
এবার সে পাপ জন্য অন্ধ হ'য়ে র'লি ॥
নয়ন বিহীন তুই এখানে আইলি।
ঠাকুরের কৃপা দৃষ্টে দৃষ্টি শক্তি পেলি ॥
দৃষ্টি কম চক্ষু তোর প্রস্ফুটিত নয়।
কম দৃষ্টি তবু তোর কর্ম্ম চলে যায় ॥
তোর এই অত্যাচার করা কি উচিত।
নয়ন বিহীন তোর কর্ম্ম বিপরীত ॥
ছেড়েদে সুরভী মাকে ওরে বেটা আঁধা।
মহাপাপ হইয়াছে সুরভীকে বাঁধা ॥
এত বলি যায় সুরভীকে ছেড়ে দিতে।
রামধন বলে বল কি দোষ ইহাতে ॥
এত শুনি সাধু হ'ল ক্রোধে পরিপূর্ণ।
ঠেঙ্গা নিল রামধনে মারিবার জন্য ॥
রামধন মলন ছাড়িয়া পলাইল।
মলনের বক্না সাধু ছাড়াইয়া দিল ॥
কোথা গেল আঁধা পাপী মারিব উহারে।
মোর হাত এড়ায়ে পালাবে কোথাকারে ॥
আজ তোরে বিনাশিব ওরে দুরাশয়।
অদ্য পলাইলি কল্য যাইবি কোথায় ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি করেন চিৎকার।
ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু বহে অশ্রুধার ॥
ঘোর শব্দ শুনি মহাপ্রভু তথা এল।
স্তুতিবাক্যে রাজজীকে তখনে শান্তা'ল ॥
এই কার্য্য করে বেটা বড় দুষ্ট খল।
সুরভী মলনে ছাঁদে আরো করে ছল ॥
আমি আছি গৃহমাঝে পুরীর ভিতরে।
দেখি নাই হেন কর্ম্ম যে সময় করে ॥
দুষ্কার্য্য করেছে আরো তোমা ক্রোধ করে।
যেমন মানুষ শাস্তি না হ'লে কি সারে ॥
রাজজী বলেন এই পাপীষ্ঠ অসৎ।
হেন দুষ্টে স্থান দেও তুমিও অসৎ ॥
প্রভু বলে সত্য সত্য আছে মোর পাপ।
আমি করিয়াছি পাপ মোরে কর মাপ ॥
রাজজী বলেন বটে মাপ যদি চাও।
আঁধা আর ডঙ্কিনীকে তাড়াইয়া দেও ॥
প্রভু বলে তাড়াইব চ'লে যাবে ওরা।
পতিতপাবন নাম বৃথা হ'ল ধরা ॥
ঠাকুর ডাকেন আয় আয় রামধন।
ধর এসে রাজজীর যুগল চরণ ॥

রামধন আসিলেন ঠাকুর নিকট।
ভরত বলেন প্রভু না করিও হট॥
তোমারে সকলে মানে না জানে তা কেটা।
পাপ ভয় নাহি করে এই আঁধা বেটা॥
দেবে মানে দৈত্য মানে গন্ধর্ব্বেরা মানে।
ইন্দ্র চন্দ্র নত হয় তব শ্রীচরণে॥
তোমার চরণ সেবি থাকি তব দ্বারে।
তাহাতে আমাদিগকে যমে ভয় করে॥
ঠাকুর বলেন মোর অই বড় ভয়।
পতিত পাবন নামে কলঙ্ক রটয়॥
রাজজী বলেন হে দয়াল অবতার।
আন দেখি সে আঁধারে করিব উদ্ধার॥
ঠাকুরের আদেশে আসিল রামধন।
প্রভু কহে রাজজীর ধরগে চরণ॥
রামধন যাইতেছে পদ ধরিবারে।
রাজজী বলেন বেটা ছুঁস্‌নে আমারে॥
সুরভীর সঙ্গেতে থাকিবি ছয় মাস।
এক মাস সুরভীর সঙ্গে খাবি ঘাস॥
ছয় মাস সুরভীর গোময় খাইবি।
রাত্রি ভরি সুধামাখা হরিনাম ল'বি॥
ঠাকুর বলেন গেল কঠিন হইয়া।
দয়া করি দণ্ড কিছু দেহ কমাইয়া॥
রাজজী বলেন তবে হোক্ আধাআধি।
এক বেলা গোময় সকালে খাওয়া বিধি॥
এই ভাবে মিয়াদে রহিল রামধন।
বকনা গাভীর সঙ্গে করিত শয়ন॥
গোঠে গিয়া বকনার সঙ্গে খেত ঘাস।
তোলাক গোময় প্রাতে খায় তিন মাস॥
রামধন রাজজীর মিয়াদ পালিল।
হরিচাঁদ পদভাবি তারক রচিল॥

পঞ্চম তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি সবে কর আত্মসাৎ॥

ভক্ত আনন্দ সরকারের উপাখ্যান।

পয়ার।

পরগণে খড়রিয়া দুর্গাপুর গ্রাম।
ভকত আনন্দ নামে অতি গুণধাম॥
রামায়ণ গানে যেন দ্বিতীয় বাল্মিকি।
পরম বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞানী সদা সুখী॥
নমঃ শূদ্র কুলজাত খ্যাতি সরকার।
প্রামাণিক মণ্ডল গাইন আখ্যা আর॥
কেহ কহে কীর্ত্তনীয়া কেহ অধিকারী।
সর্ব্বগুণী সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্ব অধিকারী॥
কবিগানে বঙ্গ দেশে যশ চরাচর।
রচক গায়ক যেন পিক কণ্ঠস্বর॥
তস্য জ্যৈষ্ঠ পুত্র হরিবর সরকার।
রূপার ম্যাডেলে খ্যাতি কবি গুণাকর॥
দ্বিতীয় ম্যাডেলে কবি রত্ন যশাখ্যান।
কণক মাডেলে কবি-রঞ্জন আখ্যান॥
অপর ম্যাডেলে খ্যাতি কবি চুড়ামণি।
তারকের শিষ্য পুত্র ভক্ত শিরোমণি॥
তস্য ভ্রাতুষ্পুত্র মনোহর সরকার।
কবি চুড়ামণি রৌপ্য ম্যাডেল যাহার॥
সোণার ম্যাডেলে কবি-চূড়ামণি খ্যাতি।
উপস্থিত বক্তা যেন দ্বিতীয় ভারতী॥

যশো[illegible] ধরাপূর্ণ কবি সরকার।
মনোহরানুজ জটাধর সরকার॥
রাঢ়দেশে আদি বাস মিশ্র বংশজাত।
বংশ অনুক্রমে ক্রমে বঙ্গ দেশাগত॥
শ্রীকাশীরাম চৌধুরী আদি কুলনাথ।
যার বংশাবলী ভবে হয় অগণিত॥
কাশীরাম সুত যাদুরাম সে নৈষ্ঠিক।
তস্য পুত্র চাঁদ, তিতুরাম প্রামাণিক॥
যবে রাজা সীতারাম ছিল নরপতি।
গ্রাম শ্রেষ্ঠ বলে দেয় প্রামাণিক খ্যাতি॥
তিতুরাম পুত্র নাম শ্রীরামজীবন।
মুনিরাম প্রামাণিক তাহার নন্দন॥
তস্য বংশধর শান্তিরাম প্রামাণিক।
কৃষ্ণমন্ত্রী হরিভক্ত পরম নৈষ্ঠিক॥
তস্য পুত্র রামদাস শ্যামদাস আর।
রামদাস বংশধর দুইটি কুমার॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোসাইদাস নাম সুপ্রচার।
কনিষ্ঠ মধুসূদন দুইটি কুমার॥
গোঁসাইদাসের পুত্র শ্রীআনন্দ জ্যেষ্ঠ।
হীরামন নাগর বনমালী কনিষ্ঠ॥
হরিবর রঘুনন্দন যশোদা নন্দন।
শ্রীযদুনন্দন চারি আনন্দ নন্দন॥
হরিবরের তনয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ।
আনন্দে আনন্দ চিন্তা করে হরিপদ॥
হরিবর মনোহর কবি দুটি ভাই।
উভয়ের গুরু হন তারক গোসাই॥
মনোহর এক পুত্র করিয়াছে লাভ।
তারকের বরপুত্র শ্রীবেণীমাধব॥
মধুসূদনের হ'ল এ তিন কুমার।
নীলমণি অক্রুর তৃতীয় বিশ্বম্ভর॥
নীলমণি পুত্র সে বরদাকান্ত নাম।
কবিগানে বিশারদ অতি গুণধাম॥
উমেশ নামেতে হীরামনের নন্দন।
তস্য পুত্র কমলাক্ষ সতীশ দুজন॥
ওড়াকাঁদি হরিচাঁদে জগন্নাথ মানে।
তেঁতুলের গোলা খায় ব্যাধির বিধানে॥
ওড়াকাঁদি প্রেমবন্যা উঠিল তুফান।
পঞ্চকাঁটা ভেঙ্গে চুরে ধায় প্রেমবাণ॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ শূদ্র বৈরাগী যাহারা।
পবিত্র কৌপীন ছিঁড়ে ভক্ত হ'ল তাঁরা॥

হাতিখাদা গ্রামবাসী তিলক বণিক।
নারী সহ মাতোয়ারা পরম নৈষ্ঠিক॥
মল্লকাঁদি রামতনু শিরালী ছিলেন।
ওড়াকাঁদি গিয়া পুত্র প্রাপ্ত হইলেন॥
মহাপ্রভু হরিচাঁদ দিয়াছিল বর।
প্রাচীন বয়েসে দোঁহে পাইল কুমার॥
রামতনু শিরালীর পুত্র হ'ল কর্ণ।
দীননাথ পুত্র তিলকের বাঞ্ছাপূর্ণ॥
অপুত্রক আনন্দ অন্তরে দুঃখ পায়।
পুত্রের কামনা করি ওড়াকাঁদি যায়॥
পথে এক ম্লেচ্ছ বলে যেতেছ কোথায়।
আনন্দ বলিল যা'ব ওড়াকাঁদি গায়॥
ম্লেচ্ছ শুনে তুচ্ছ করে বলে গালি পাড়ি।
খেতে নাহি দেয় শালা যাও তার বাড়ী॥
ওড়াকাঁদি গেলে ডেকে বলে ভগবান্।
পথে লোকে শালা বলে তুই এলি কেন॥
তাহা শুনি আনন্দ লুঠিয়া পড়ে পায়।
পয়ার প্রবন্ধে কবি তারক রচয়॥

প্রভুপদে আনন্দের অনুনয়।

লঘু-ত্রিপদী

শুনিয়া বচন, সজল লোচন,
আনন্দ তখন কয়।
বুঝিলাম আমি, তুমি অন্তর্য্যামী,
দাসে রেখ রাঙ্গাপায়॥
হ'য়ে পুত্র হীন, কাঁদি বহুদিন,
শ্রীনন্দনন্দন হরি।
হ'ল ছয় কন্যে, এক পুত্র জন্যে,
অরণ্যে রোদন করি॥
বলে দয়াময়, যাও নিজালয়,
দিলাম তোমারে ক'য়ে।
গর্ভবতী ধনী, তোমার রমণী,
এবারও জন্মিবে মেয়ে॥
মম বাক্য ধর, ব্রহ্মচর্য্য কর,
বৎসরেক সুকঠোরে।
থাকিও পবিত্র, তাহলে সুপুত্র,
জন্মিবে তোমার ঘরে॥
অংশ নারায়ণ, জনম গ্রহণ,
করিব তব আলয়।

একবর্ষ ধরি, স্পর্শিওনা নারী,
থাকিবে এক শয্যায় ॥
আনন্দ ললনা, নামেতে ময়না,
সতী পতিব্রতা নারী।
এক সম্বৎসর, করিল কঠোর,
পুত্র অভিলাষ করি ॥
ভক্তিযুক্ত মনে, ব্রত আচরণে,
পূর্ণ হ'ল অভিলাষ।
শুন তার সূত্র, হৈল এক পুত্র,
গর্ভে ছিল তের মাস ॥
দিল হরিবর, নাম হরিবর,
আনন্দ রাখিল তার।
পুত্র ল'য়ে কোলে, অতি কুতুহলে,
ওঢ়াকাঁদি অগ্রসর ॥
সুখদা নামিনী, আনন্দ নন্দিনী,
সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল।
শ্রীহরির রূপ, কালীকা স্বরূপ,
নিশীভরে নিরখিল ॥
ডেকে বলে মায়, কালীপূজা হয়,
ঢাক বাজাচ্ছেনা কেনে।
প্রতিমা মা অই, পুরোহিত কই,
মাতা নিষেধে তখনে ॥
রাত্রি ভোর হ'ল, সুখদা বলিল,
মাগোমা তোমারে বলি।
যারে ব'লে বাবা, পায় দিলি সেবা,
উনি হ'য়েছিল কালী ॥
আনন্দ চরিত্র, পরম পবিত্র,
শুনিবারে সুললীত।
ধন্য ধন্য ধন্য, পূর্ব্ব বঙ্গ পূর্ণ,
যার কীর্ত্তি যশোগীত ॥
করে কবিগান, পূর্ব্ব দেশে যান,
বাখরগঞ্জ জিলায়।
ওঢ়াকাঁদি গিয়া, পদে প্রণমিয়া,
বলিল হরির পায় ॥
কবি গান গাই, পূর্ব্ব দেশে যাই,
সে দেশে কুমন্ত্রী আছে।
বন্ধ করে স্বর, গায় হয় জ্বর,
জানাই তোমার কাছে ॥
প্রভু দয়াময়, আনন্দেরে কয়,
ভয় কর কারে কিসে।
যথা যাবে তুমি, তথা যা[illegible]
দেখিতে পাবে সে দেশে ॥
পাইয়া সাহস, অন্তরে হরষ,
দূরে গেল মনোআঁধ।
রঙ্গ শ্রীগ্রামেতে, পাইল দেখিতে,
মহাপ্রভু হরিচাঁদ ॥
শ্রীরাই চরণ, সাহাজী সুজন,
তার বাড়ী হয় গান।
মা! তারা! বলিয়ে, ডাক ছেড়ে দিয়ে,
যখনে ধরিল তান ॥
মৃণ্ময়ী প্রতিমা, আনন্দ প্রতি, মা,
হইল পূর্ণ সদয়।
কাটাম সহিতে, লাগিল কাঁপিতে
রসরাজ গীত গায় ॥

পূর্তির সংস্করণে নাই

মৃণ্ময়ী দশভূজা মূর্ত্তিতে দুর্গাদেবীর অধিষ্ঠান।

তোটক-ছন্দ।

ভদ্রাভদ্র মিলে হ'য়েছে সভা।
ইন্দ্র সভা ন্যায় হ'য়েছে শোভা ॥
ঝাড় লণ্ঠনাদি মোমের বাতি।
নিশাযোগে যেন ভাস্কর ভাতি ॥
চন্দ্র সূর্য্য যেন একত্র মিলন।
ভাতি প্রকাশে বাতি অগণন ॥
অপূর্ব্ব সে শোভা দেখে আনন্দ।
হর্ষে বিমর্ষ সুখে নিরানন্দ ॥
কত স্থানে গিয়া গায়ন গাই।
হেন সভা কভু দেখিত নাই ॥
অন্তরে হইল অনন্ত ভয়।
হরিচাঁদ রূপ ভাবে হৃদয় ॥
সভাযোগ্য লোক আমিত নয়।
অদ্য গানে কিবা ভাগ্যেতে হয় ॥
মা! মা! বলিয়া ডাকিল যখন।
টলিল দুর্গাদেবীর আসন ॥
মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি কাঁপিতে লাগিল।
কাটাম সহিত প্রতিমা টলিল ॥
সভা সভাসৎ ছিলেন যত।
সকলে দেখিয়া হ'ল বিস্মিত ॥

চক্ষে দেখে রাইচরণ সাহা।
মায়ের মূরতী দেখিল তাহা॥
তিন ভাই এসে সেই সভায়।
আনন্দের পদে পড়িয়া কয়॥
আজন্ম বান্ধব তুমি গো ভাই।
তবগুণে মাকে দেখিতে পাই॥
বহুদিন আমি এপূজা করি।
এরূপ নয়নে কভুনা হেরি॥
তব আগমনে এসেছে মাতা।
তব পদে দাদা একটী কথা॥
সত্যকড়ার দেহ মম ঠাই।
শ্রীচরণে তব এই ভিক্ষা চাই॥
যতদিন থাকিব জীবমান।
মমবাড়ী দাদা করিবে গান॥
সত্যে বন্দি হ'ল হইয়া হর্ষ।
একারন্তে গান চৌদ্দ বর্ষ॥
পরে গান করতে গেলেন ঢাকা।
স্বর্ণ দশভুজা মন্দিরে ঢাকা॥
এইরূপে গেল বৎসর নিন।
সঙ্গী দোহারে বলে একদিন॥
কোন মহারাজ সুবর্ণ দিয়ে।
দশভুজা মাকে দিল গঠিয়ে॥
আনন্দ বলেন সবে কি বল।
মায়ের মূরতি কোথায় র'ল॥
যেইখানে বাজে ঝাঁজ মন্দিরে।
মায়ের মূরতি সেই মন্দিরে॥
শুনে নিরানন্দ বলে আনন্দ।
তোদের বাক্যেতে হইল সন্দ॥
মন্দির মাঝারে আমিত যাই।
স্বর্ণময়ী মাকে দেখিত নাই।
পাষাণীর মেয়ে নিদয়া হ'য়ে।
ঢাকা ঢাকা আছে দেখা না দিয়ে॥
অন্ন নাহি খা'ব যা'ব মন্দিরে।
দেখি মা দেখা দেন কিনা মোরে॥
আজ যদি দেখা না দেন মাতা।
পাষাণে কুটিয়া ভাঙ্গিব মাথা।
দয়াময়ী নামে কলঙ্ক র'বে।
পাথারে তারানাম ভেসে যাবে॥
[illegible]হারে গেল মন্দির মাঝে।
[illegible]কবা সাজে পার্ব্বতী সাজে॥

দশভুজা শিবা সিংহ বাহিনী।
দশ করে দশ অস্ত্র ধারিণী॥
ষড়ানন বামে শিকি উপর।
দক্ষিণে গণেশ স্থূলম্বোদর॥
চপলা বরণী জলধি সুতা।
সঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে ভারতী মাতা॥
অসুর নাশিনী করিয়া দর্প।
বাম করে ধরে বিষধি সর্প॥
মহেশ মহিষি মহিষ দমে।
দশনে দংশিছে কেশরীযমে॥
সার্দ্ধ ত্রিহস্ত স্থূলম্বিত কায়।
গলিত কাঞ্চন লাঞ্ছিত তায়॥
নিস্পন্দ আনন্দ দেখিয়া তাই।
কেঁদে কেঁদে দুঃখে ছেড়েছে হাই॥
শুপত তপত কাঞ্চন বর্ণে॥
দয়াময়ী দুর্গে! হে অন্নপূর্ণে!॥
গেল দুঃখে দিন তাতে ক্ষতি নাই।
চরমে যেন মা চরণ পাই॥
রবিসুতে আক্রমিবে যখন।
এরূপে দর্শন দিও তখন॥
দয়াময়ী নাম রাখিতে জন্যে।
দীনে দেখা দিলে পাষাণ কন্যে॥
পূজক ব্রাহ্মণ ছিলেন যারা।
সঙ্গে সঙ্গে কান্না তুলিল তারা।
পরবর্ষ ঢাকা গেল আনন্দ।
হরষে বিমর্ষ কি নিরানন্দ।
সার্দ্ধ ত্রিহস্ত দেখি মাতৃরূপ।
এবর্ষ দেখি বিঘত স্বরূপ॥
বিনয় বচনে কাতর স্বরে।
বলে মাগো বলি পদ নখরে॥
চঞ্চল মানস স্থিরত্য নাই॥
নবরূপ ধরি দেখালে তাই॥
এক মূর্ত্তি প্রতি বর্ষ দেখিলে।
কল্পিতা ভাবিয়া যেতাম ভুলে॥
প্রতি বর্ষ নব মূরতী ধর।
দাস অবিশ্বাস বিনষ্ট কর॥
আনন্দ স্তাবক দুর্গাচরণে।
তোটক সুছন্দে তারক ভণে॥

জাত-মৃত পুত্রের জীবন দান।

পয়ার।

যবে আনন্দের বংশে পুত্র নাহি হয়।
মেঝে ভ্রাতা হীরামন নামে যেই রয়॥
তার গৃহে জনমিল একটী নন্দন।
গর্ভস্রাব যন্ত্রনাতে ত্যজিল জীবন॥
সে আনন্দ নিরানন্দ শুনে শ্রুতি মূলে।
দিয়া পুত্র ওহে হরি কেন হরি নিলে॥
আনন্দের মাতা সতী আয়ুবতী নামে।
খোলায় ভাজিল নাড়ী জীবদিব কামে॥
শুনিয়া আনন্দ ওঢ়াকাঁদি মুখ হ'য়ে।
উচ্চৈঃস্বরে হরিচাঁদে সুধায় ডাকিয়ে॥
ওরে বাবা হরিচাঁদ ওঢ়াকাঁদি বাসী।
দুর্গতি বিনাশ কর দুর্গাপুর আসি॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল।
ওঢ়াকাঁদি থেকে হরি কর্ণেতে শুনিল॥
ভক্ত বাক্য রাখিবারে আসিলেন আশু।
চেঁচায়ে উঠিল সদ্য জাত মৃত শিশু॥
অপার মহিমা প্রভু পূর্ণ অবতার।
প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম এল শিখাবার॥
অবনীতে অবতীর্ণ ভব কর্ণধার।
করিলেন শেষ লীলা অতি চমৎকার॥
হরিবর আনন্দের হয় জ্যেষ্ঠ পুত্র।
অতপর তারকের হ'ল শিষ্য পুত্র॥
আনন্দ বলিল তারকের বরাবর।
তোমারে দিলাম মম পুত্র হরিবর॥
ভক্তিভাবে যেই করে এলীলা শ্রবণ।
ধনধান্য বিদ্যালাভ পায় পুত্রধন॥
তারকের শিষ্য হরিবর তাহে হ'ল।
হরিচাঁদ প্রীতে সবে হরি হরিবল॥
মহানন্দ মহানন্দ এ গ্রন্থ রচনে।
দশরথ রসনা রসনা ইহা ভনে॥

নূতন সংস্করণে নাই

দেশের পূর্ব্বাবস্থাও আনন্দের সঙ্কটাপন্ন ব্যাধি মুক্ত॥

পয়ার।

ওঢ়াকাঁদি অবতীর্ণ ভবকর্ণধার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যাপি চলে প্রেমবন্যা তার॥
পূর্ব্ব বঙ্গে হরিনাম নাছিল প্রচার।
ক্রমে ক্রমে ঘরে ঘরে নামের সঞ্চার॥
কেহ রোগে কেহ শোকে ধনের লাগিয়া।
পুত্র হীন পুত্র জন্য মিলিল আসিয়া॥
কেহ যদি হরিনাম কখন বলিত।
চমকিত হ'য়ে সবে গালাগালি দিত॥
মানুষ মরিলে যাহা বলে তিনবার।
খানাকা বলিস তাই বাড়ীর উপর॥
কি সাহস তোর কিছু ভয় নাই মনে।
মরিতে বাসনা তোর হ'ল কি কারণে॥
পরে পূর্ব্ববঙ্গে শোধিবারে ঋণ ধার।
যাশোমন্ত রূপে হরি হ'ল অবতার॥
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে প্রাচারিল নাম।
কিবা দিবা বিভাবরী নাহিক বিরাম॥
হরিবল হরিবল হরিবল হরি।
উচ্চৈঃস্বরে নাম করে ব্যোম ভেদ করি॥
হাসে কাঁদে নাচে গায় হইয়া বিভোলা।
নামশুনে রূপ দেখে কেহবা মাতিলা॥
কেহ বলে মভুয়া কেহবা হরি বোলা।
কেহ করে গালাগালি হরিবলা শালা॥
গালাগালি পরে ক্রমে ঢলাঢলি হয়।
ক্রমে দেশ ডুবে গেল নামের বন্যায়॥
পুত্র পেয়ে হরিবোলা হইল আনন্দ।
ওঢ়াকাঁদি আসে যায় করে প্রেমানন্দ॥
কভু বা সস্ত্রীক কভু সপুত্রক যান।
প্রভুনামে সংকীর্ত্তন বেঁধে করে গান॥
সব লোকে বলে তুমি ওঢ়াকাঁদি যাও।
যাহা লও তাহা দিয়ে বাড়ী এসে খাও॥
যত লোক যায় যত দ্রব্য ল'য়ে সাথে।
সবদ্রব্য কেড়ে রেখে নাহি দেয় খেতে॥
তাহাশুনি আনন্দের অন্তরে বিষাদ।
বলে ভাই খানাকা করোনা বিষম্বাদ॥
শোকে রোগে দায় ঠেকে ওঢ়াকাঁদি যাই।
দায় মুক্তি চাই মোরা খেতে নাহি চাই॥
রোগী ভিন্ন অন্য অন্য যত লোক যায়।
পরম আদরে তারা পরমান্ন খায়॥
আনন্দ আনন্দ মনে করে বিবেচনা।
আ'জ যা'ব ওঢ়াকাঁদি না খেয়ে আস্‌বনা॥
পথশ্রান্তে উপনীত প্রভুর গোচরে।
সভক্তি প্রণাম করে শ্রীপদনখরে॥

রৌদ্রমধ্যে বসেছেন প্রভু দয়াময়।
প্রখর রৌদ্রের তাপ লাগিতেছে গায়॥
চতুঃপার্শ্বে ভক্তগণ বসেছে সকলে।
আনন্দ শ্রীধামে উপনীত হেনকালে॥
আনন্দ আনন্দে গিয়া বসিল তথায়।
প্রভু বলে আনন্দরে! ঘরে গিয়া রয়॥
বাটী হ'তে পণ করে আসিলি এখানে।
না খেয়ে যাবিনে তবে রৌদ্রে রলি কেনে॥
লক্ষ্মী মাকে ডেকে বলে এসেছে আনন্দ।
ভাল করে খাওয়াইবা করিয়া স্বচ্ছন্দ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি নানা উপহার।
মিঠাই সন্দেশ আদি ব্যঞ্জনোপচার॥
আহারান্তে পদপ্রান্তে সভক্তি প্রণতি।
করিল আনন্দ মনে নিজালয় গতি॥
একাকী পথে হাটিতে ভাল বাসিতেন।
যেন কার সঙ্গে সুখে কথা কহিতেন॥
দৈববাণী চিন্তামণি বলে আনন্দেরে।
আমি যাহা বলি চল সেই ব্যবহারে॥
এ জগত মধ্যে তোরে করে দিব রাজা।
এ ভব সংসারে তোরে সবে দিবে পূজা॥
আনন্দ বলিল বড় কঠিন করণ।
আমি পারিব না তুমি শুন নারায়ণ॥
এক বর্ষ দুই বর্ষ ক্রমে গত হয়।
পুনর্ব্বার শূন্যবাণী আনন্দেরে কয়॥
শোনরে আনন্দ তুই বড়ই বলদ।
পথে পেয়ে চরণে ঠেলিলি উচ্চপদ॥
ফিরে তোরে বলি বেটা মম কথা শোণ।
তুচ্ছ নহে উচ্চপদ কররে গ্রহণ॥
বারংবার বলে তবু করে অস্বীকার।
প্রভুর হইল ক্রোধ আনন্দের পর॥
মম বাক্য অবহেলা কৈলি অকারণ।
এ বৎসর মধ্যে তোর নিশ্চয় মরণ॥
শূন্য বাণী শুনি হ'ল বিমর্ষ অন্তর।
সেই দিন হইতে শরীরে হ'ল জ্বর॥
মনে চিন্তাকরি হরিচাঁদের চরণ।
তেতুল মরিচ গুলি খাইল তখন॥
স্নান করি কাঁচি দধি অন্নদিয়া খেল।
জ্বরের পোষক আর ডাব নারিকেল॥
স্নান করি পান্তা ভাত খায় প্রতিদিন।
প্রাণে নাহি মরে কিন্তু হ'ল শক্তি হীন॥

অস্থি চর্ম্ম সার হ'ল শরীর দুর্ব্বল।
আশা মাত্র হরিচাঁদ দুর্ব্বলের বল॥
প্রতিদিন গুলে খান তেতুলের গোলা।
জ্বরে জ্বর জ্বরতনু ক্রমে হ'ল কালা॥
একদিন জ্বর একদিন ভাল রয়।
যেই দিন জ্বর যেন মেরে থুয়ে যায়॥
চিন্তান্বিত ভয়ভীত শঙ্কাকুল মন।
ভাবে বিশে চৈত্র মোর নিশ্চয় মরণ॥
মনে চিন্তা হরিচাঁদ দুঃখে ছাড়ে হাই।
মনে ভাবে এ বিপদে ওড়াকাঁদি যাই॥
জনমের মত দেখে আসি রাঙ্গাপদ।
এ বিপদে শ্রীহরির শ্রীপদ সম্পদ॥
অধম তারণ হরি ত্রিজগৎ কর্ত্তা।
হরিপদ হেরি করি শুভ ভব যাত্রা॥
কাঁদিতে কাঁদিতে হ'ল শ্রীধামে উদয়।
মনে দুঃখ অশ্রু জলে বক্ষ ভেসে যায়॥
প্রভু বলে ওরে বলদা আলি কি কারণ।
সাধা ধন ~~অযতনে~~ অযতন নিশ্চয় মরণ॥
তাহাশুনি আনন্দ পড়িল রাঙ্গাপায়।
জনমের মত দাসে করুন বিদায়॥
মনে কত আশা ছিল না হ'ল পূরণ।
তব দাস হ'য়ে মম অকালে মরণ॥
মরণ হরণ তুমি শ্রীমধুসূদন।
শাস্ত্রে বলে তুমি যম ভয় নিবারণ॥
এইবার যদি মোরে রক্ষা না করিবে।
অধম তারণ নামে কলঙ্ক রহিবে॥
বহু স্তুতি নতি শুনি প্রীত দয়াময়।
মহাউদ্ধারণ হরি হইল সদয়॥
মহাপ্রভু বলে তুই এলি কি কারণ।
আনন্দ বলেন হরি করি নিবেদন॥
শুনিয়াছি বকজুড়ী গ্রামে সমাচার।
মহাধনবান আছে শ্রীকালু পোদ্দার॥
ব্রাহ্মণের ছেলে এক খুনী অপরাধে।
আদালতে ফাঁসী দিয়া তার প্রাণ বধে॥
ফাঁসী দিবে অগ্রে তারে করিল জিজ্ঞাসা।
কি খাইতে ইচ্ছা করে কিবা তোর আশা॥
দ্বিজ বলে নিজ প্রাণে নাহিক ভরসা।
দেখিব কালু পোদ্দারে এই মম আশা॥
তাহাশুনি জর্জ্জ তারে দিল সমাচার।
তোমাকে দেখিতে চায় ব্রাহ্মণ কুমার॥

বার্ত্তা শুনি পোদ্দার আসিল যশোহর।
উপনীত ত্বরান্বিত জর্জ্জের গোচর॥
জর্জ্জ বলে ব্রাহ্মণের কন্য হবে ফাঁস।
তোমাকে দেখিতে তার মনে অভিলাষ॥
বলেছে পোদ্দার কালু হয়ে অবনত।
এক নর জীবনের মূল্য হয় কত॥
জর্জ্জ বলে, একলক্ষ মুদ্রা পরিমাণ।
এক নর জীবনের হয় ত সমান॥
পোদ্দার বলেছে এই লক্ষ মুদ্রা লহ।
মুদ্রা পরিবর্ত্তে দ্বিজপুত্রে ছেড়ে দেহ॥
জর্জ্জের নিজের বাক্য লঙ্ঘিতে না পারে।
অতএব ছেড়ে দিল ব্রাহ্মণ কুমারে॥
এসারৎ নির্ম্মাণ করিয়া দিল বিয়া।
জীবিকা যাহাতে চলে এমত করিয়া॥
মৃতপ্রাণ বাঁচাইয়া কীর্ত্তি রাখিয়াছে।
সেই জন্য দয়াময় আইনু তব কাছে॥
তুমি বিনা হেন ধনী নাহি এই দেশে।
এ বিপদে প্রাণদান করিবে এ দাসে॥
অবারিত অশ্রুধারা করে টলমল।
দেখি দীন দয়ালের দয়া উপজিল॥
ভয় নাই ভয় নাই প্রভু কহে বাণী।
যমেত মানুষ মারে আমি তারে চিনি॥
যা বলদা বাটীতে আতঙ্ক নাহি আর।
তাহা শুনি আনন্দ চলিল নিজ ঘর॥
তথাপিও কতদিন দেহে হ'ল জ্বর।
নাহি সারে নাহি বাড়ে র'ল একাকার॥
তিন মাস পরে শুয়ে দেখিল স্বপন।
স্বয়ং হরি দয়া করি দিল দরশন॥
আনন্দের মনে যেন হেন জ্ঞান হয়।
মাস তিন শ্রীহরি আছেন মমালয়॥
আনন্দ বলেন হরি করি নিবেদন।
বহু দিন মম বাড়ী করেছ গমন॥
এক বেলা যার বাড়ী করহ ভোজন।
তার বাড়ী চাউল লাগে দুই তিন মন॥
তিনমাস শ্রীনাথ রয়েছ মম ঘরে।
একজনে নাহি আসে তোমা দেখিবারে॥
এত শুনি মহাপ্রভু ক্রোধিত অন্তর।
আরক্ত লোচন দাঁড়াইল শূন্যোপর॥
মনে নাই সেই দিন বলিয়াছি তোরে।
কোন যমে নিবে তোরে দেখিব তাহারে॥
সেই হতে আমি ওড়াকাঁদি ত্যাগ করি।
আশ্রয় করেছি তোর দুর্গাপুর বাড়ী॥
আনন্দের নিদ্রা ভঙ্গ আনন্দ অপার।
নীরোগ শরীর নাহি প্লীহা নাহি জ্বর॥
আনন্দ বলে রে জ্বর! হয়েছিল পালা।
সর সর ওরে জ্বর সর সর পালা॥
তামাক সাজিয়া পরে জোরে দিল টান।
আনন্দের মাতা বলে হও সাবধান॥
জ্বরে জর জর তনু; বল নাহি গায়।
ধীরে টান দিও যেন মূর্চ্ছা নাহি হয়॥
আনন্দ বলেন মাতঃ চিন্তা নাহি করি।
যেজন যমের যম তিনি মম বাড়ী॥
সে হইতে সেরে গেল প্লীহা আর জ্বর।
চির দয়া আছে সেই বংশের উপর॥
উঠিল মঙ্গল সোর আকাশ ভেদিয়া।
সবে হরি গুণ গায় নাচিয়া গাইয়া॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর কামার কুমার।
সাহা সাধু জোলা মুচি কি জাতি বিচার॥
পুরুষ প্রকৃতি সেজে কুলবতী কন্যে।
মজিল ডুবিল সবে হরি প্রেম বন্যে॥
পতি পিতা পুত্র ভ্রাতা ত্যজে সব নারী।
পাগলিনী সেজে যায় ওড়াকাঁদি বাড়ী॥
অহরহ ওড়াকাঁদি সে গোলার ঘাটে।
আকাশ প্রমাণ অদ্বৈত তুফান উঠে॥
কবি রসরাজ বলে শ্রীহরি চরণে।
আমার বলিতে কেহ নাই তোমা বিনে॥
তুমি পাতা পিতা ভ্রাতা নিয়ন্তা ভবের।
দাস ত্রাস নাশ তারকের কর্ম্ম ফের॥

আনন্দের রাগাত্মিকা ভক্তি।

পয়ার।

আনন্দের পুত্র হ'ল আনন্দ অপার।
আনন্দ রাখিল তার নাম হরিবর॥
শ্রীহরির বরে জন্ম কি রাখিব নাম।
এ ছেলের রাখিলাম হরিবর নাম।
তের মাস গর্ত্তবাস পরে হ'ল ছেলে।
ভাসিছে আনন্দ সুখ জলধির জলে॥
সবে বলে ধন্য ধন্য শ্রীহরি ঠাকুর।
অপুত্রক পুত্র লভে মহিমা প্রচুর॥

বারশত পঁচাত্তর সালের আষাঢ়।
তেরই তারিখ সিংহরাশী শুক্রবার॥
পুত্র লাভ করি হ'ল পরম আনন্দ।
ওঢ়াকাঁদি যাতায়াত করেন আনন্দ॥
পাশরিতে নারে গুণ দিবানিশি গায়।
নারী পুত্র সঙ্গে করি ওঢ়াকাঁদি যায়॥
পুত্রের বয়স হ'ল ছয় সাত মাস।
হরিবর নাম রাখি মনেতে উল্লাস॥
সাত মাসে ছেলের হইল ভাপিজ্বর।
তাহা দেখি আনন্দের চিন্তিত অন্তর॥
প্রাতঃকালে উঠে গেল উড়িয়া নগর।
যখনেতে যাইয়া উঠিল বাড়ী পর॥
সবে বলে ঠাকুরের না পাইবে দেখা।
গৃহদ্বার রুদ্ধ করি রয়েছেন একা॥
ভয়েতে কেহ না যায় ঘরের দুয়ারে।
দ্বার খুলিবেন প্রভু সাত দিন পরে॥
আনন্দ বলিল আমি খুলিব এ দ্বার।
তাহা শুনি সবে মানা করে বার বার॥
যে ঘরেতে মহাপ্রভু দ্বার রুদ্ধ ক'রে।
হাটিয়া আনন্দ গেল সে ঘরের দ্বারে॥
দ্বার মুক্ত করিয়া যখন প্রণমিল।
ক্রোধে পরিপূর্ণ প্রভু কাঁপিতে লাগিল॥
ঘর দ্বার বাড়ী ঘর থর থর কাঁপে।
ভয় কেহ নাহি যায় প্রভুর সমীপে॥
প্রভু বলে তুই কেন দুয়ার খুলিলি।
যাহা আসে মুখে, প্রভু করে গালাগালি॥
তাহা দেখি আনন্দ সে পড়িল ফাঁপরে।
বাক্য নাহি সরে গাত্র ভাসে নেত্রনীরে॥
ভাবে এই অপরাধে নাহি মোর মাপ।
ভয় কর ধরি করে গুরু মন্ত্র জাপ॥
নয়ন মুদিয়া করে স্তব স্তুতি গান।
তাহাতে হইল তুষ্ট প্রভু ভগবান্॥
বলে কেন দরজা খুলিলি তাহা বল।
আমার দরজা খুলে কার এত বল॥
আনন্দ চরণপদ্মে পুন প্রণমিল।
শ্রীপদের রজনিতে হস্ত বাড়াইল॥
ধীরে ধীরে হাত বাড়াইল ভয় বাসী।
তাহা দেখি মহাপ্রভু উঠিলেন হাসী॥
অন্তরে সন্তোষ বাহ্যে যেন কত রাগে।
বলেবে বলদা দ্বার রুদ্ধ কর আগে॥
আজ্ঞা লংঘনের ভয় দরজা ধরিল।
দরজাতে ঝাপ খানা আড়ো ক'রে দিল॥
আনন্দ বসিল গে এমন জায়গায়।
ঝাপের উপর দিয়া মুখ দেখা যায়॥
আনন্দের চাতুর্য্য বুঝিল হরিচাঁদ।
বলে বেটা কেবল পাতিস যত ফাঁদ॥
আনন্দ কাঁদিয়া বলে দিয়া ছিলে ছেলে।
হইয়াছে ভাপি জ্বর এসেছি তা বলে॥
ভাপি জ্বরে যদি মরে তোমার অখ্যাতি।
সে সংবাদ জানাইতে এসেছি সংপ্রতি॥
কেমনে সারিবে জ্বর বলে দেহ তাই।
দয়াময় হরি আমি দেশে চলে যাই॥
প্রভু বলে কিছু বলিবারে পারিবনা।
পুনর্ব্বার সে আনন্দ আরম্ভিল কান্না॥
প্রভু বলে বলিলাম কিছু বলিবনা।
মোরে দিয়া তুই আ'জ কিছু বলাস্‌না॥
প্রভু বলে আনন্দরে দেখ মনে ভেবে।
তোর কথা রবে না আমার কথা র'বে॥
আনন্দ বলিল মোর বিচারেতে হয়।
ভক্ত বাক্য ছাড়া তব বাক্য কবে রয়॥
তাহাশুনি মহা প্রভু হাসিয়া উঠিল।
বলে তুই যা করিবি তাহা হবে ভাল॥
যাহা তোর মনে আসে তাহা গিয়া কর।
করা মাত্র সেরে যাবে তার ভাপি জ্বর॥
এর পূর্ব্বে আনন্দ অপরে বনমালী।
জ্বর হ'য়ে প্লীহা হ'ল হইল দুর্ব্বলী॥
একত্র হইয়া যায় ওঢ়াকাঁদি গায়।
শ্রীধামেতে দুই ভাই হইল উদয়॥
প্রণমিয়া পদতলে করে নিবেদন।
বলে প্রভু প্লীহা জ্বর কর বিমোচন॥
প্রভু বলে যদি আ'লি প্লীহা জ্বর হেতু।
কলা তিল যোগে খা'স চাল ভাজাছাতু॥
বনমালী স্বীকার করিল খা'ব তাই।
আনন্দ বলিল অম্লান্ত নাহি খাই॥
ভোর রাত্রি ছাতু খেতে আমি পারিবনা॥
প্রভু বলে তবে তোর প্লীহা সারিবেনা॥
কাঁদিয়া আনন্দ তবে ধরে প্রভু পায়।
বলিলে মুখের কথা ব্যাধি সেরে যায়॥
তথাপি করুণাময় কর প্রতারণা।
রোগ হেতু তিল ছাতু খেতে পারিবনা॥

প্রভু বলে আয় দেখি প্লীহা কোন খানে।
অমনি দিলেন হস্ত বাম কুক্ষী স্থানে॥
প্রভু কন কই তোর পেটে প্লীহা আছে।
বলা মাত্র অমনি সে প্লীহা গেল ঘুচে॥
আনন্দের মুখপরে দিল এক ঠোকনা।
সেরে গেল প্লীহা জ্বর পেটের বেদনা॥
বনমালী প্লীহা সারে খেয়ে তিল ছাতু।
আনন্দের প্লীহা সারে প্রভু দয়া হেতু॥
অপার মহিমা প্রভু দীন দয়াময়।
পতিত পাবন হেতু অবতীর্ণ হয়॥
হরি হরি হরি হরি নাম কর সার।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কবি গুণাকর॥

আনন্দের প্রতি স্বপ্নাদেশ।

পয়ার।

ওঢ়াকাঁদি যাতায়াত করেন আনন্দ।
পরিবার সহ হরিনামে প্রেমানন্দ॥
অহরহ হরিনাম করে মহামতি।
ক্রমে ধনে জনে তার হইল উন্নতি॥
শয়নে স্বপনে চিন্তা বাবা হরিচাঁদ।
রোগ শোক নাহি, চিত্তে পরম আহ্লাদ॥
একদিন আনন্দ শুইয়া আছে ঘরে।
স্বপনে দেখিল প্রভু শ্রীহরি ঠাকুরে॥
আনন্দ বলিল হরি করি নিবেদন।
পুর্ব্ব জন্মে আপনি ছিলেন কোনজন॥
প্রভু বলে তাহা কেহ বলিবারে পারে।
যেই পারে কেহ কি মানুষ বলে তারে॥
আনন্দ বলিল প্রভু অনেকেই পারে।
দয়া করি বল নাহি ভাণ্ডিও আমারে॥
প্রভু বলে কে ছিলাম তাহা নাহি মনে।
তবে একদিন আমি কুরুক্ষেত্র রণে॥
অর্জ্জুনের সারথি ছিলাম যে সময়।
হনু বলে প্রভু আর সহ্য নাহি হয়॥
যদি আজ্ঞা করিতেন প্রভু ভগবান।
একটানে ফেলাতেম কর্ণের রথখান॥
ফেলাতেম চারি শত যোজনের দুরে।
একবার যদি আজ্ঞা করিতেন মোরে॥
এত বলি মহাপ্রভু উঠিল তখন।
আনন্দ বলিল প্রভু কোথায় গমন॥
প্রভু বলে যা'ব আমি দক্ষিণ দেশেতে।
ফিরে যেতে দেখা করে যা'ব তোর সাথে॥
রজনী প্রভাতা সূর্য্য উঠিল যখন।
আনন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন॥
হেন কালে শুনিলেন, মহাপ্রভু যিনি।
নরলীলা সম্বরণ করেছেন, তিনি॥
সে আনন্দ নিরানন্দ কথা নাহি মুখে।
জনমের মত দেখা দিলেন আমাকে॥
শুনিয়া কাতর হ'ল ভকত সমাজ।
গোলোক আদেশে কহে কবি রসরাজ॥

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চসহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় শ্রীনাটুমঙ্গল ব্রজ বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ॥

শ্রীক্ষেত্র প্রেরিত প্রসাদ বিবরণ॥

পয়ার।

একদিন বসেছেন প্রভু হরিচাঁদ।
রাজজী ধরিল আসি প্রভুর শ্রীপদ॥
বলে প্রভু আমি ত করেছি একমন।
তব লীলা স্থান সব করিব দর্শন॥

তবলীলা দর্শনে উদ্যোগী মম হিয়া।
কিছুদিন বেড়াইয়া আসিব ফিরিয়া॥
এত বলি মহাসাধু করিল গমন।
এবে শুন শ্রীক্ষেত্র প্রসাদ বিবরণ॥
একদিন বসি প্রভু পুষ্করিণী কূলে।
ক্ষেত্র বাসী দুই পাণ্ডা এল হেনকালে॥
অনিমিষ নেত্রে রূপ করি দরশন।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি স্পর্শিল চরণ॥
প্রভুকে দেখিয়া বলে চিনেছি তোমায়।
ফাঁকি দিয়া লুকাইয়া এসেছ হেথায়॥
শ্রীধাম উৎকলে আছ দারুব্রহ্ম মূর্ত্তি।
তাহাতে তোমাতে এক পরমার্থ আর্ত্তি॥
তুমি তিনি অভেদ আমরা নহে চিনি।
আদেশে জানা'লে প্রভু তাই মোরা জানি॥
পাণ্ডা কহে প্রভু হাসে দিয়া করতালী।
নড়া'লের ভবানী তা শুনিল সকলি॥
ভবানী দাঁড়িয়া ছিল মহাপ্রভু ঠাই।
কাঁদিয়া ব্যাকুলা তার অন্য জ্ঞান নাই॥
পাণ্ডা কহে তুমি হও নন্দের নন্দন।
ত্রেতা যুগে করেছিলে রাবণ নিধন॥
এবে ওড়াকাঁদি এসে পাতকী তরা'লে।
জগন্নাথ আবেশেতে জনম লভিলে॥
কৃষ্ণ আবেশেতে প্রভু কৈলে গোষ্ঠলীলে।
শ্রীগৌরাঙ্গ আবেশেতে হরিনাম দিলে॥
তিন শক্তি আবির্ভূত এক দেহ ধরি।
করিলে মানুষ লীলা মধুর মাধুরী॥
উদাসীন গিরিপুরী করিলে উদ্ধার।
হয় নাই হ'বেনা এমন অবতার॥
আদেশ করিয়া দিলে খোদ পাণ্ডা ঠাই।
ইচ্ছা করে পেট পুরে পায়সান্ন খাই॥
সেই পায়সান্ন পাক কমলার হাতে।
খোদ পাণ্ডা গেল পায়সান্ন ভোগ দিতে॥
ভোগ দিয়া মন্দিরের কপাট আটিল।
ভোগ না লইল সে কপাট না খুলিল॥
খোদ পাণ্ডা দ্বার খুলে মন্দিরেতে যায়।
স্বর্ণ থাল শূন্য দেখে, ভোগ নাহি পায়॥
খোদ পাণ্ডা হত্যাদিয়া রহিল তখন।
শূন্যে হ'ল শূন্য বাণী প্রভুর বচন॥
পায়সান্ন পাক ইচ্ছা বহু দিনাবধি।
এই অন্ন পা'ঠাব শ্রীধাম ওড়াকাঁদি॥
করিবারে কৃষ্ণ সেবা আমার মনন।
তেকারণে পায়সান্ন করাই রন্ধন॥
শ্রীগৌরাঙ্গ রামকৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ।
এক ভোগে হইবেক সবার আনন্দ॥
আমার ইচ্ছায় হইয়াছে এই কাণ্ড।
মন্দিরেতে দেখ গিয়া এক মেটেভাণ্ড॥
দেখ গিয়া তাহাতে আছয় মিষ্ট অন্ন।
মোর পিছে বাম ভীতে ভাণ্ড পরিপূর্ণ॥
শিবনাথ ভবনাথ দুই পাণ্ডা দিয়ে।
পায়সান্ন ওড়াকাঁদি দেহ পাঠাইয়ে॥
ফরিদপুরজিলা তেলীহাটী পরগণে।
মুকশুদপুর থানা তাহার দক্ষিণে॥
তাহার মধ্যেতে আছে ওড়াকাঁদি গ্রাম।
সাধু যশোমন্ত সুত হরিদাস নাম॥
ঝট পট কর কার্য্য আর কিবা চাও।
শীঘ্র এই ভাণ্ড সেই শ্রীধামে পাঠাও॥
সেই আমি আমি সেই নহে ভেদ ভিন্ন।
সেই দেহে মোর সেবা হইবে এ অন্ন॥
তব আদেশেতে আসিয়াছি ভাণ্ড ল'য়ে।
বৈঠ প্রভো! দিব তব শ্রীমুখে তুলিয়ে॥
ক্ষেত্র হ'তে একদিন পথে আসিলাম।
নিশীযোগে বৃক্ষমূলে শয়নে ছিলাম॥
শয়নে ছিলাম দুই ভাই নিদ্রাবেশে।
জগন্নাথ বলরাম কহে স্বপ্নাদেশে॥
বলিলেন অন্ন লয়ে যাওরে সত্বরে।
জগন্নাথ দেখা পাবে পুষ্করিণী তীরে॥
প্রভুর আদেশে মোরা এলাম এদেশে।
ওহে প্রভো সেই ভাবে তোমা দেখি এসে॥
পাণ্ডা দিল ভাণ্ড খুলি কিদিব উপমা।
চেয়ে দেখে ভাণ্ড মুখে উঠিতেছে ধূমা।
প্রেমানন্দে দুই পাণ্ডা পরম আত্মিকে।
একটু একটু দোহে দিল প্রভু মুখে॥
প্রভু বলে প্রসাদ এনেছ যেই দিনে।
আমি ইহা গ্রহণ করেছি সেই দিনে॥
এখনে তোমরা লও ফিরে মোরে দিও।
যাহা হ'ল আর কারে ইহা না বলিও॥
পাণ্ডা কহে মোরা জানি জানে সে দুজন।
ভাগ্যবান যেই সেও জানুক এখন॥
কে জানে তোমার খেলা কে বুঝিতে পারে।
অনন্ত না পেল অন্ত অভ্রান্ত অন্তরে॥

রামায়ণ গায়কেরা গায় রামায়ণে।
শিব শুক নারদাদি তত্ত্ব নাহি জানে॥
তব ভৃত্য মোরা জগন্নাথ পরিবার।
নর কুলে নরাধম কি বুঝি তোমার॥
তব কৃপা জন্য ধন্য হইনু এবার।
ওঢ়াকাঁদি শ্রীধামে এ লীলার প্রচার॥
এ প্রসাদ নিলে দিলে বলিবারে মানা।
মোরা কি বলিব জানিবেক ভক্ত জনা॥
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সকলে জানিবে।
এ হেন আশ্চর্য্য লীলা গোপনে কি র'বে॥
প্রভু বলে হয় হয় না র'বে গোপন।
গ্রন্থে তুলি ভক্তগণে করিবে কীর্ত্তন॥
অভক্ত কি ভক্ত ইহা জানিবে বিশেষ।
জানিল ভবানী একা ভাসাইবে দেশ॥
এত বলি পাণ্ডাদ্বয় বিদায় করিল।
পাণ্ডা দ্বয় সে প্রসাদ অনেকে বিলা'ল॥
[illegible]ন্দী চতুপার্শ্বে যত গ্রাম ছিল।
বহুদিন থেকে সে প্রসাদ বিলাইল॥
কেঁদে কেঁদে বলিত প্রসাদ বিবরণ।
মাঝে মাঝে করিতেন শ্রীরূপ দর্শন॥
ধন্যা সে ভবানী দেবী পাণ্ডা দুইজন।
জয় জগন্নাথ পুর্ব্ববঙ্গে আগমন॥
ওঢ়াকাঁদি শ্রীক্ষেত্র একত্র এক কাজ।
রচিল তারক চন্দ্র কবি রসরাজ॥

ভক্ত জয়চাঁদ উপাখ্যান।

পয়ার।

ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত জয়চাঁদ ঢালী।
তাহার বসতি ছিল গ্রাম ভূষাইলী॥
মধুমতী নদী তীরে ভূষাইলি গ্রাম।
পরগণে মকিমপুর জয়চাঁদ নাম॥
মকিমপুর কাছারী চাকরী ছিল তার।
কাছারীতে ভালবাসা ছিল সবাকার॥
নায়ের মুহুরী কিম্বা আমিন পেস্কার।
সবাই বাসেন ভাল, বাক্য মানে তার॥
জমিদার যদি কোন কার্য্য করিতেন।
জয়চাঁদ নিকটেতে সম্মতি নিতেন॥
রাণী রাসমণি তিনি বড় দয়াময়ী।
মর্ত্ত্য লোকে জন্ম ভগবতী অংশ সেই॥
তাহার অধিন মকিমপুর পরগণা।
সদর কাছারী তার মকিমপুর থানা॥
আট টাকা মাহিয়ানা পা'ক যতজন।
দশটাকা ছিল জয়চাঁদের বেতন॥
আমালারা মফস্বলে নজর পাইত।
জয়চাঁদ যদি সেই সঙ্গেতে যাইত॥
আমলারা নজর পাইত যেই খানে।
জয় চাঁদ নজর পাইত সেই সনে॥
এই মত সম্মানিত ছিল কাছারীতে।
অধর্ম্মের কার্য্য না করিত কোন মতে॥
নড়াইল বিনাসিনী ভবানী নামিনী।
রায় কুমার বিশ্বাসের মধ্যমা ভগিনী॥
সেই মেয়ে আসিতেন ভূষাইল গ্রামে।
ছিলেন প্রমত্তা হরিচাঁদ নামে প্রেমে॥
তাহার নিকট শুনি হরিচাঁদ বার্ত্তা।
জয়চাঁদ সমর্পিল মন প্রাণ আত্মা॥
জয়চাঁদে ভাই ভাই বলি ডাকিতেন।
জয়চাঁদ দিদি সম্বোধন করিতেন॥
ঠাকুরের মহিমা সে বহুত কহিল।
মন ভুলে জয়চাঁদ ভাবোন্মত্ত হ'ল॥
জয়চাঁদ কেঁদে কহে ভবানীর ঠাই।
ঠাকুর নিকটে আমি কেমনে বা যাই॥
কেমনে পাইব আমি ঠাকুরের দেখা।
ঠাকুরে না দেখে আর নাহি যায় থাকা॥
দেহ মন প্রাণ মম সকল নিয়াছে।
চর্ম্ম চক্ষে দৃষ্টি মাত্র বাকী রহিয়াছে॥
দেহ মাত্র রহিয়াছে পিঞ্জরের প্রায়।
মন পাখী উড়ে গেছে ঠাকুর যথায়॥
আমি যে কি হইয়াছি বুঝা নাহি যায়।
হরিচাঁদ রূপ মম জেগেছে হৃদয়॥
ঝোরে আখি রূপ যেন দেখি দেখা যায়।
শীঘ্র নিয়া হরিচাঁদে দেখাও আমায়॥
তাহা শুনি সে ভবাণী করিল স্বীকার।
তোমারে দেখা'ব নিয়া ঠাকুর আমার॥
দিন করিলেন যা'ব কল্য সকালেতে।
ভবানী থাকিল জয়চাঁদের বাটীতে॥
নিশী পোহাইল দোহে ভাব উন্মাদেতে।
চিন্তা জাগ্রদুন্মাদে ভাবনা বিচ্ছেদেতে॥
ব্রহ্ম-মুহুর্ত্তের কালে চলে দুইজনে।
প্রেমে গদ গদ বারি বহিছে নয়নে॥

প্রাতে রাধানগরের বাজারে উদয়।
এক হাড়ি মণ্ডা ক্রয় করিল তথায় ॥
পূর্ব্বমুখী হ'য়ে চলে ঠাকুরের বাড়ী।
হাতে যষ্টি মস্তকেতে সন্দেশের হাড়ী ॥
বাবা বাবা বলে হাই ছাড়ে বার বার।
মধুমতী নদী দোহে হইলেন পার ॥
দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ সঘনে করিয়া।
চলিলেন তারাইল গ্রাম মধ্য দিয়া ॥
খাগড়াবাড়িয়া গ্রাম দক্ষিণ অংশেতে।
একবেটা দস্যু ব'সে ধান্যের ভূমিতে ॥
জমির টানিয়া নাড়া আলি বাঁধিতেছে।
ভুজনাকে দেখে সেই আলিতে ব'সেছে ॥
সেই দস্যু জিজ্ঞাসিল কোথায় যাইস্।
মেয়ে লোক সঙ্গে করি কি জন্যে আসিস্ ॥
একমাত্র মেয়েলোক করিয়া সঙ্গেতে।
কোথায় যাইস্ তোরা কোন সাহসেতে ॥
জয়চাঁদ কহে আমি ওড়াকাঁদি যাই।
উনি মোর বড় দিদি, আমি ছোট ভাই ॥
এক বাবা হরিচাঁদ বাবার উদ্দেশে।
ভাই-বুনে চলিয়াছি নির্ব্বিকার দেশে ॥
দস্যু বলে কি ঠাকুর পেয়েছিস তোরা।
মস্তকেতে হাড়ি তোর হাড়িতে কি ভরা ॥
জয়চাঁদ বলে মোর হাড়িতে সন্দেশ।
দস্যু বলে কেন নিস্ করে এত ক্লেশ ॥
কুপিণ্ডে যত বেটারা উঠা'য়েছে সুর।
যশা বৈরাগীর ছেলে হ'য়েছে ঠাকুর ॥
জমিদারে নিগ্র যার ভিটা বাড়ী বেচে।
সফলাডাঙ্গা ছাড়িয়ে ওড়াকাঁদি গেছে ॥
সে ঠাকুর হ'ল কিসে জাতি নমঃশূদ্র।
সেও নমঃশূদ্র বেটা তুই নমঃশূদ্র ॥
সে হ'ল ঠাকুর কিসে তার বাড়ী যাস্
কিবা ঠাকুরালী তার দেখিবারে পা'স্ ॥
সন্দেশের হাড়িটারে নামা'য়ে রাখিয়ে।
না খাওয়ায়ে তোদেরে সে দিবে খেদাইয়ে ॥
জয়চাঁদ বলে হাড়ি রাখিলেই হয়।
খেতে দিক্ নাহি দিক্ তার নাহি দায় ॥
খেতে পাই, না পাই, রাখিলে হয় হাড়ি।
[illegible] বলে ত খেতে যাইব না তব বাড়ী ॥
দ[illegible] বলে আয় তবে মম বাড়ী যাই।
অতিথির ভাত সে বাড়ীতে কভু নাই ॥

ওরে ভেটা ভণ্ড আর না করিস্ ছল।
সন্দেশের হাড়ি ল'য়ে মোর বাড়ী চল ॥
মোর বাড়ী নামাইলে নাহি থুব ঘরে।
আমিও খাইব আরো খাওয়াব তোরে ॥
জয়চাঁদ বলে আগে ওড়াকাঁদি যা'ব।
সেখানে খেতে না পেলে তোর বাড়ী র'ব ॥
দস্যু বলে যা চলে তোর ঠাকুরের বাড়ী।
সেবা জন্যে মিষ্ট নিস্ হাতে কেন লড়ি ॥
সন্দেশ লইতে হয় সেবার কারণ।
লড়ি নিস্ কার সঙ্গে করিবারে রণ ॥
এত বলি দস্যু বেটা যষ্টি কেড়ে নিল।
আইলের নিম্নভাগে গাড়িয়াল থুইল ॥
পাড়াইয়া দিল লড়ি মাটির তলেতে।
জয়চাঁদ বলে লাঠি নিব মাটী হ'তে ॥
দস্যু বলে ভাগ্য তোর রাখিলাম লড়ি।
সন্দেশের হাড়ি নিব কর যদি তেড়ি ॥
বল্ গিয়া ওড়াকাঁদি তোর সে ঠাকুর।
লাঠি নিল একবেটা নাদিল আমারে ॥
তাহা শুনি জয়চাঁদ কাঁদিতে কাঁদিতে।
ওড়াকাঁদি উপনীত বিষাদিত চিতে ॥
ঠাকুর বসিয়াছেন পশ্চিমাভিমুখে।
হেনকালে জয়চাঁদ দাঁড়া'ল সম্মুখে ॥
ঠাকুর তখন বলিলেন জয়চাঁদে।
দস্যুহাতে পড়েছিলি বিষম প্রমাদে ॥
যষ্টিখানা কেড়ে নিয়ে সে থুয়েছে গেড়ে।
ভাগ্যে সন্দেশের হাড়ি তোরে দিল ছেড়ে ॥
তাহা শুনি জয়চাঁদ কাঁদিয়া ভাষায়।
হেন অন্তর্য্যামী নাথ কোথা পাওয়া যায় ॥
প্রভুর নিকটে রাখি সন্দেশের হাড়ি।
পদে পড়ি জয়চাঁদ যায় গড়াগড়ি ॥
হরিচাঁদ বলে ওরে বাছা জয়চাঁদ।
ঝকড়া করিলে তোর ঘটিত প্রমাদ ॥
জয় বলে রাজ কার্য্যে যুদ্ধ করিয়াছি।
তার মত কতটারে পরাস্ত করেছি ॥
পাঁচশত লোকের মুহাড়া একা দেই।
আমি জয় পরাজয় কারে দেই নেই ॥
রণে যদি পাইতারা করি একবার।
পলাইয়া যায় লোক হাজার হাজার ॥
অদ্য আমি বলহীন নহে কোন মতে।
তথাপি পরাস্ত মানি শৃগালের হাতে ॥

সিংহের শাবক ইহা ধরিল শৃগালে।
সিংহ হ'য়ে ভয় হ'ল শৃগালের পালে॥
তব শক্তি ধৈর্য্য ভুরি বোঝা যে দিনেতে।
দিলেন ভবাণী দিদি মোর মস্তকেতে॥
সেই হ'তে হারিয়াছি পূর্ব্ব বুদ্ধি বল।
সেজন্য ছাড়িনু লাঠি নিল দুষ্ট খল॥
হেনকালে দয়ারাম ছেড়ে দিল গরু।
গরু রাখিবারে গেল বাঞ্ছাকল্পতরু॥
বলিলেন ভবানীরে বাড়ী মধ্যে যাও।
তুমি গিয়া খাও জয়চাঁদেরে খাওয়াও॥
আমি এই পালানেতে গরু চরাইব।
তোমরা খাইয়া এস বিদায় করিব॥
তাহা শুনি জয়চাঁদ বাড়ী মধ্যে গিয়ে।
ঠাকুর নিকটে পুন আসিলেন খেয়ে॥
ঠাকুর বলেন তোরা আর কি করিবি।
এই ত দেখিলি মোরে আর কি দেখিবি॥
নয়ন মুদিয়া মোরে চিন্তিবি যখনে।
অমনি আমার দেখা পাইবি তখনে॥
যে লাঠি নিয়াছে কাজ নাহি সে লাঠিতে।
আমি এই লাঠি দেই রাখিস্ সঙ্গেতে॥
কারো সঙ্গে কখন না করিও জুলুম।
মালেকে যাইতে রণে দিলে সে হুকুম॥
অস্ত্র শস্ত্র না নিয়ে এ লাঠি নিয়ে যেও।
বিপক্ষেরে ঐ লাঠি ঘুরা'য়ে দেখাইও॥
যা হ'বার হইবেক ভয় করিওনা।
এই লাঠি সর্ব্ব জয়ী রণে হারিবে না॥
এই লাঠি অগ্রভাগ এইটুকু ফাঁড়া।
সুতা দিয়া বাঁধিয়া আগায় দিও জোড়া॥
প্রভুর শ্রীপদধুলি লইয়া মাথায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে সাধু নিজদেশে যায়॥
গৃহে আসি সেই লাঠি সুতায় বাঁধিল।
সযতনে তৈল জল মর্দ্দন করিল॥
জয়চাঁদ মনে চিন্তা করে অনুক্ষণ।
নয়ন মুদিলে হরি দিবেন দর্শন॥
না দেখিলে সেই রূপ প্রত্যয় না হয়।
পরীক্ষা করিতে ধ্যান বসিল সন্ধ্যায়॥
কত পাপ করিয়াছি নাহি লেখা জোখা।
দয়া করি প্রভু কি আমাকে দিবে দেখা॥
এত ভাবি জয়চাঁদ আরোপে বসিল।
নয়ন মুদিয়া রূপ চিন্তিতে লাগিল॥
করুণানিধান হরি বুঝি ভক্ত মন।
জয়চাঁদে দয়া করি দিলেন দর্শন॥
কি সৌভাগ্য জয়চাঁদ হরি দেখা পেল।
রসরাজ অনুরোধ হরি হরি বল॥

জয়চাঁদের যুদ্ধ জয়।

পয়ার।

জয়চাঁদ হ'তে আছে আর এক কার্য্য।
ঠাকুর মহিমা সেই বড়ই আশ্চর্য্য॥
কাছারীতে নূতন এক নায়েব আসিল।
ভূস্বামীর ভালবাসা নায়েব হইল॥
চৌগাছি নিবাসী বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস।
সুচরিত্র প্রবল প্রতাপে হ'ল যশ॥
নায়েবের নিজ জমিদারী ল'য়ে গোল।
বিপক্ষ পক্ষের সঙ্গে বাঁধিল কোন্দল॥
বিপক্ষে প্রধান জমিদার একজন।
মহা হুল স্থুল হ'ল বেধে গেল রণ॥
যে দিন হইবে যুদ্ধ তিন দিন অগ্রে।
বড় চিন্তাযুক্ত বাবু কিবা আছে ভাগ্যে॥
জয়চাঁদে কহে কেঁদে হইয়া কাতর।
বল ওহে জয়চাঁদ কি হইবে মোর॥
তিন দিন পরে এই যুদ্ধ দিতে হ'বে।
যুদ্ধে না পারিলে মম বাড়ী-লুঠে নিবে॥
সিপাহী লইয়া তুমি মম বাড়ী যাও।
এ বিপদ হ'তে তুমি আমাকে বাচাও॥
মোর দেশে সিপাহী আছে'ত ভাল ভাল।
তবু মোর শান্তি নাই চিন্তা নাহি গেল॥
তাহা শুনি জয়চাঁদ করিল স্বীকার।
যা করেন হরিচাঁদ করিব সমর॥
আটজন সিপাহী লইয়া জয়চাঁদ।
যাত্রা করে জয়চাঁদ স্মরি হরিচাঁদ॥
চৌগাছি দিনের মধ্যে উত্তরিল গিয়ে।
তিন দিন পরে রণ হইবে ভাবিয়ে॥
নিরস্ত আছয়ে সে সিপাহী নয়জন।
অপর সিপাহী আর নাহি একজন॥
দুই দিন পরে রণ জনরব আছে।
দেশীয় সিপাহীগণ কেহ না এসেছে॥
একদিন অগ্রে বিপক্ষেরা দিল হানা।
রণোন্মত্ত কেহ কার নাহি শুনে মানা॥

মহারোল গণ্ডগোল সমরের ধ্বনি।
নায়েব হইল ত্রস্ত সেই ধ্বনি শুনি॥
অট্টালিকা পর গিয়া দেখিবারে পায়।
বিপক্ষের দল এসে হ'য়েছে উদয়॥
দুটি মত্ত হস্তী আর চারিটি তুরঙ্গ।
লোক পাঁচ ছয় শত করে রণরঙ্গ॥
এক হস্তী উপরে মাহুত একজন।
বন্দুক লইয়া করে আরও দুইজন॥
অশ্বোপরে অশ্বারোহী বন্দুক করেতে।
ঢাল তলোয়ার করে, পদাতিক সাথে॥
তলোয়ার ভাজা'য়েছে শড়কী ঝাকিছে।
রবির কিরণে ঝিকিমিকি করিতেছে॥
তাহা দেখি নায়েবের উড়িল পরাণ।
জয়চাঁদে কহে কেঁদে গেল ধনপ্রাণ॥
তুমি মম ধর্ম্মবাপ কি কহিব আর।
দয়া করি কর মোরে বিপদে নিস্তার॥
জয়চাঁদ বলে মোর যা থাকে কপালে।
চেষ্টা করি দেখি বাবা হরিচাঁদ ব'লে॥
জয়চাঁদ রণসজ্জা করিল তখন।
কটিতে বাঁধিল এটে পিঙ্গল বসন॥
ঢাল তলোয়ার সড়কী কিছু নাহি নিল।
হরিচাঁদ দত্ত যষ্ঠি লইয়া চলিল॥
আর অষ্টজনে নিল ঢাল তলোয়ার।
হরিচাঁদ বলে জয়চাঁদ অগ্রসর॥
সূতা বাঁধা ভাঙ্গা লাঠি জয়চাঁদ নিল।
বাবা হরিচাঁদ বলে হুঙ্কার ছাড়িল॥
হাটু গাড়া দিয়া মুখ ভূমে নামাইয়া।
মহানাদ করে বাবা ব'লে থাবা দিয়া॥
দাঁড়াইয়া লম্ফ দিল কালের সমান।
লাঠি ভাজাইয়া যুদ্ধে হ'ল আগুয়ান॥
আয় আয় বলিয়া ছাড়িল ভীমনাদ।
দেখিয়া বিপক্ষ দলে গণিল প্রমাদ॥
অশ্ব করী আরোহী বন্দুকে পূর্ণকরি।
দোনালা বন্দুক মারে জয় চাঁদোপরি॥
লাঠিতে লাগিয়া গুলি ধূম অগ্নি হয়।
বিপক্ষের দল দিকে সেই গুলি ধায়॥
সুধধার বাণে যেন সুধধা সংহার।
সৈন্য ক্ষয় ফিরে যায় অশ্ব করিবর॥
বিপক্ষের দলেতে লাগিল মহামার।
বন্দুকের ধূমে হ'ল ঘোর অন্ধকার॥
সমরে বিমুখ হ'য়ে সৈন্যগণ ফিরে।
দৌড়িয়া পলায় সব টিকিতে না পারে॥
তুরঙ্গম চারিটী পলায় মহাবেগে।
করিবর পলায় শুণ্ডেতে গুলি লেগে॥
সক্রোধে মাহুত মারে অঙ্কুশের বাড়ী।
মাহুত ফেলিয়া হস্তী ধায় দৌড়াদৌড়ি॥
দৌড়িয়া সারিতে নারে কুব্জা হয় হাতী।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ ভঙ্গ পলায় পদাতি॥
হস্তীর নিনাদে হয় রণস্থল কম্প।
হরিচাঁদ স্মরি জয়চাঁদ মারে লম্ফ॥
জয়চাঁদ দেখে এক মহাবীর সাথে।
সমরে কোমর বাঁধা লৌহদণ্ড হাতে॥
জয়চাঁদে ডেকে বলে মাভৈ মাভৈ।
নাহি ভয় ওরে জয় হ'লি রণজয়ী॥
কৃপাদৃষ্টি করি যষ্ঠি যে দিয়াছে তোরে।
তোমার কারণে রণে সে পাঠাল মোরে॥
সেই হরি আবির্ভূত সম্মুখ সমরে।
তার কৃপা তব পরে তোর ভক্তি জোরে॥
জরাসন্ধ গদাঘাত করে ভীম শীরে।
সেই গদাঘাত নিজে গদাধর ধরে॥
এই রণে সেইরূপ রাখিল তোমায়।
গুলীর আঘাত কি লাঠিতে ফিরে যায়॥
অদ্যকার রণ হ'ল তেমন প্রকার।
গৃহে ফিরে চল রণে কার্য্য নাহি আর॥
এত শুনি জয়চাঁদ ক্ষান্ত দিল রণ।
জয় জয় ধ্বনি করে সঙ্গে সঙ্গীগণ॥
রণ জয় জয় জয় হরিচাঁদ জয়।
জয় শ্রী গোলোকচন্দ্র জয় মৃত্যুঞ্জয়॥
অই বেশে এসে বিষ্ণুচরণের ঠাই।
বিদায় মাগিল, বাবু মোরা দেশে যাই॥
তাহা শুনি বিষ্ণু বাবু বিদায় করিল।
সঙ্গী ল'য়ে জয়চাঁদ নিজ দেশে গেল॥
জয়চাদ রণ জয় অপূর্ব্ব কাহিনী।
হরিচাঁদ প্রীতে ভাই বল হরিধ্বনি॥
জয়চাঁদ রণজয়ী শুনে যেই জন।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি তার জিনিবে শমন॥
শ্রবণে পাপের নাশ প্রেমভক্তি পায়।
রসনা কহিছে হরি কহ রসনায়॥

দীননাথ দাস প্রসঙ্গে সারীশুক কথা।

পয়ার।

হরিচাঁদ প্রিয় ভক্ত দীননাথ দাস।
নমঃশূদ্র কুলোদ্ভব ওড়াকাদি বাস॥
একদিন দীন আর তারক দুজনা।
প্রভুর লীলার কথা করে আলোচনা॥
দীননাথ দাস বলে তারকের ঠাই।
স্বচক্ষে দেখিনু যাহা শুন তবে ভাই॥
একদিন হরিচাঁদ দয়াল আমার।
নূতন আশ্চর্য্য লীলা করিল প্রচার॥
রামধন গরু রাখে বাড়ীর পালানে।
দয়ারাম ঘাস কেটে দেয় গরু স্থানে॥
বাটীর পশ্চিম দিকে গরু রাখিতেছে।
হরিচাঁদ পথে বসি তাহা দেখিতেছে॥
দুজনার প্রতি প্রভু অতি দয়াবান।
ধীরে ধীরে দুজনার নিকটেতে যান॥
গোকুলের রাখালীয় পূর্ব্ব ভাব মনে।
গরু রাখিবার বড় ইচ্ছা সর্ব্বক্ষণে॥
দয়ারাম বলে প্রভু আর কোথা যাও।
হইয়াছে ঘাস কাটা হেথা বসিরও॥
ভরিবে গরুর পেট এই ঘাস খেলে।
বসিয়া থাকিলে গরু বেড়াইবে চ'লে॥
এস প্রভু তিন জন বসি এক ঠাই।
ইচ্ছায় চরুক গরু বসে দেখি তাই॥
বসিলেন হরিচাঁদ আর দয়ারাম।
রামধন বসিয়া করেছে হরিনাম॥
কাটা ঘাস খেয়ে গরু বেড়ায় চরিয়ে।
দুই এক গরু যদি যায় বাহুড়িয়ে॥
কখন ফিরায় দয়ারাম রামধন।
প্রভু হরিচাঁদ উঠে ফিরায় কখন॥
হরিচাঁদ দুইজনে বলিলেন ডেকে।
দুজনে রাখহ গরু এই স্থানে থেকে॥
আমি এই ফাকে গিয়া আসি বেড়াইয়ে।
তিন জনে যা'ব শেষে একত্র হইয়ে॥
এত বলি যান প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
যাইতে যাইতে পথে দীননাথে দেখে॥
প্রভু বলে দীননাথ আয় মম সাথে।
যাইতেছি বেড়াইতে তোদের বাড়ীতে।
তাহাশুনি দীনদাস সঙ্গেতে চলিল।
দীন বন্ধু সঙ্গে দীননাথ দাস গেল॥
দাসদের বাটীর নিকটে আসিলেন।
বাটীর উত্তর পালানেতে বসিলেন॥
দীনদাস সঙ্গে মাত্র আর দীনবন্ধু।
দীন দাসে বলিলেন করুণার সিন্ধু॥
হিজলীকা বৃক্ষ তার তলায় বসিয়ে।
প্রভু বলে দীন আন তামাক সাজিয়ে॥
দ্রুতগতি দীনদাস বাড়ী মধ্যে যায়।
তামাক সাজিয়ে এনে দেখিবারে পায়॥
একটী শালিক পাখী বৃক্ষোপরে ছিল।
আসিয়া প্রভুর পদে মাথা ছোঁয়াইল॥
যোগাসনে প্রভু তথা বসিয়া ছিলেন।
পদে পড়ি পাখীটী উরুতে বসিলেন॥
দীনদাস বলে একি পাখীর সাহস।
না জানি ইহার মধ্যে আছে কোন রস॥
প্রভু বলে এরস কৌতুক বুঝিবি কি।
ব্রজ রস পাত্র এ ব্রজের শুক পাখী॥
ব্রজে ছিল শারীশুক শালিক হ'য়েছে।
পূর্ব্বের সাহসে মোর উরুতে বসেছে॥
এভাবে বসিবে কেন না থাকিলে চিনা।
জনমে জনমে থাকে নয়নে নিশানা॥
তামালের ডালে কোকিলার ছিল মেলা।
শারী শুক বকুলের ডালে করে খেলা॥
বৃন্দাবনে দেখিয়াছি এই সব লীলা।
এই সেই বৃন্দাবন তামালের তলা॥
গোকুলে জন্মিল কৃষ্ণ নন্দঘোষ ঘরে।
বৃন্দাবনে বাস করিলেন গিয়া পরে॥
মায়াপুরী জন্মে হরি শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে।
লীলাকরে গুপ্ত বৃন্দাবন নবদ্বীপে॥
বুঝিয়া দেখিলে এই সেই সেই ভাব।
সাফলাডাঙ্গায় ওঢ়াকাদি লীলা সব॥
সাফলাডাঙ্গায় জন্ম ওঢ়াকাদি বাস।
তেমনি করেন লীলা দাদা কৃষ্ণদাস॥
তোর ভাল ভাগ্য ছিল যদি দেখেছিস্।
অরসিক স্থানে নাহি প্রকাশ করিস্॥
এবে আমি যাই ভাই গোধন চরা'তে।
রামধন দয়ারামে রেখে আনু পথে॥
যখন উঠিল প্রভু পক্ষীরাজ উড়ি।
নাচিতে লাগিল প্রভু স্কন্ধ পরে পড়ি॥
প্রভু বলে হইয়াছে আর মম হাতে।
এত বলি প্রভু দাঁড়ালেন হাত পেতে॥

হস্তে পড়ি শালিক শ্রীমুখপানে চায়।
পাখা উড় উড় মুখে মুখ দিতে যায়॥
শালিকের দুনয়নে জলধারা বয়।
পাখী হাতে করি হরি পথ চলি যায়॥
যখনে গেলেন প্রভু বাটীর পাশানে।
প্রভু বলে পাখী তুই যারে নিজস্থানে॥
মানুষের শ্রেষ্ঠ পাখী বলে ভক্ত লোক।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত রচিল তারক॥

রাম ভরতের পুনরাগমন।

পয়ার।

একদিন মহাপ্রভু ওড়াকাঁদি ব'সে।
ভকত সুজন কত বসিয়াছে পার্শ্বে॥
তারকেরে কহিলেন প্রভু হরিচাঁদ।
কতদিন করে জীবে সংসারের সাধ॥
বাড়ী থেকে সকলেরে কহেন প্রকারে।
মানুষ আসিবে পুন আমা দেখিবারে॥
যে মানুষের মিয়াদ খাটে রামধন।
সে মানুষ করিতেছে পুনরাগমন॥
আমি যে কি করি তার নাহি নিরূপণ।
তোমরা ভকতি তারে ক'র সর্ব্বজন॥
কুটিনাটি সবকাটি করিবে দমন।
জানাইবে মূলধর্ম্ম সূক্ষ্ম সনাতন॥
কুটিনাটি কাটিয়া করিবে পাপক্ষয়।
তোমরা সকলে ক'র সে মানুষে ভয়॥
এতবলি সতর্ক করিল সবাকারে।
প্রভু লীলা সাঙ্গ করিলেন তারপরে॥
কতদিনে ওড়াকাঁদি রাজজী উদয়।
ঠাকুরে না দেখে কাঁদে পড়িয়া ধরায়॥
বড়কর্ত্তা গুরুচাঁদে যান্ ধেয়ে ধেয়ে।
তুমি দাদা দিলে কেন বাবাকে ছাড়িয়ে॥
তুমি যদি না ছাড়িতে যাইত না ছেড়ে।
ভাল চা'স্ যদি তবে এনেদে আমারে॥
পুনবলে নারে দাদা তোর দোষ নাই।
এইরূপে লীলা করে গোলোকের সাঞী॥
জগতি পতির খেলা বুঝিবারে নারি।
যুগে যুগে এইরূপে বহু লীলাকারী॥
শেষে ধৈর্য্য ধরিয়া রহিল ওড়াকাঁদি।
হরিচাঁদ বলিয়া ফিরিত কাঁদি কাঁদি॥

বড়কর্ত্তা গুরুচাঁদ সঙ্গেতে ভ্রমণ।
দুষ্ট দুরাচার সব করিত দমন॥
কিছু দিন পরে গুরুচাঁদেকে কহিয়া।
তীর্থ ভ্রমণের ছলে গেলেন চলিয়া॥
ফিরে না আসিল আর ত্যেয়া তীর্থধাম।
তীর্থে তীর্থে করিতেন হরিচাঁদ নাম॥
প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
হরিচাঁদ অবতীর্ণ হন অবনীতে॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ সাহা শূদ্র সাধু নর।
ছত্রিশ বর্ণের লোক হ'ল একত্তর॥
দ্বিজ নমঃশূদ্র ছিল অকর্ম্মে পতিত।
পতিত পাবন তার করিবারে হিত॥
পঞ্চ অংশে বঙ্গদেশে শেষলীলা জন্য।
হরিদাস নাম ল'য়ে হ'ল অবতীর্ণ॥
মহানন্দ চিদানন্দ গোলোক আদেশ।
হরিলীলা রচিবারে নর হরি বেশ॥
প্রভু গুরুচাঁদ পাদপদ্ম ভেবে হৃদে।
রচিল তারকচন্দ্র ভাবি হরিচাঁদে॥

ময়না-পাখী দ্বয়।

পয়ার।

প্রভুর চরিত্র কথা মধুর বর্দ্ধন।
এবে শুন ময়না-পাখীর বিবরণ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা গানের কারণ।
দল সহ ঢাকাধামে করিনু গমন॥
বাল্য কাল হ'তে সদা করি কবিগান।
প্রথমেতে যবে কৈনু দলের সাজান॥
কণ্ঠস্বরশ্রুতিকটু বদ অতিশয়।
গান শুনি সবে দূর করিল তাড়ায়॥
বিরস বদনে শেষে ওড়াকাঁদি যাই।
মনোকষ্ট জানা'লেম মহাপ্রভু ঠাই॥
গান করিবারে যাই কণ্ঠে নাহি সুর।
গান নাহি শুনে সবে করে দূর দূর॥
কি করিব দয়াময় বলুন উপায়।
পৈতৃকব্যবসা মম আমাহ'তে যায়॥
মহাপ্রভু বলে বলি তোমার নিকটে।
এই কথা জানাইবা প্রতি হাটে ঘাটে॥
যারে দেখ তারে তুমি ব'ল বারে বারে।
মোর গান নাহি শুনে দেয় দূর করে॥

তাহা তুমি করিলে করিতে পার গান।
সাতহাট সেধে সেধে হও অপমান॥
তাহা শুনি সাতহাট করিলাম তাই।
তাহা করিলাম যাহা বলিল গোসাই॥
আশ্বিনে যাইব ঢাকা গান গাইবারে।
ভাবিলাম যা'ব প্রভু পদ দৃষ্টি করে॥
প্রভুবলে তারক ঢাকাতে তুমি যাও।
মোর জন্যে এন এক ময়নার ছাও॥
প্রভু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তখন।
ঢাকা গিয়া ঢাকেশ্বরী করিনু দর্শন॥
পাঠা মেড়া বলি দেখি দুঃখিত হইয়া।
সদলে আইনু ফিরে হরিধ্বনি দিয়া॥
হেন কালে পথে এক ময়না বিক্রেতা।
দুটি ময়নার ছাও ল'য়ে এল তথা॥
কত মূল্য চাহ বলিলাম তার ঠাই।
বিক্রেতা বলিল আমি নয়টাকা চাই॥
নয়টাকা দিয়া পক্ষী করিনু খরিদ।
গান করি বাড়ী যাই পাইনু সুহৃদ॥
নড়া'ল নিবাসী রামকুমার বিশ্বাস।
শ্রীধামের সংবাদ শুনিনু তার পাশ॥
বলিলাম সবিনয় শ্রীরামকুমারে।
বড় নৌকা ল'য়ে ওড়াকাঁদি গেলে পরে॥
অনেক বিলম্ব হবে এই পাখী লও।
তুমি গিয়া শ্রীধামে প্রভুকে পাখী দেও॥
দুই পাখী মধ্যে যেটা ছিল হৃষ্ট পুষ্ট।
কুমারে দিলাম পাখী হ'য়ে অতি হৃষ্ট॥
পাখী ল'য়ে সুখী হ'য়ে কুমার চলিল।
বাটী গিয়া ভবানীর কাছে পাখী ছিল॥
কল্য প্রাতে ওড়াকাঁদি যা'ব দুইজন।
রাখ দিদি এই পাখী করিয়া যতন॥
রাখিবার খাঁচা নাই কোথা রাখি পাখী।
হাড়ি মধ্যে রাখে সরা দিয়া মুখ ঢাকি॥
শ্বাস বদ্ধ হ'য়ে পাখী রাত্রিতে মরিল।
প্রাতে ওড়াকাঁদি যেতে আয়োজন কৈল॥
সরা তুলে দেখে পাখী মরেছে তখনে।
কুমার ভবানী ব'সে কাঁদে ভাই বোনে॥
কুমার বলেছে দিদি তোমারে জানাই।
মরা পাখী ল'য়ে চল ওড়াকাঁদি যাই॥
কাঁদিতে কাঁদিতে দোহে ওড়াকাঁদি গেল।
মৃত পাখী পদে রাখি সব জানাইল॥
প্রভু বলে এই পাখী মরিয়াছে নাকি।
মোর মনে বলে ঘুম পড়িয়াছে পাখী॥
উঠ উঠ ব'লে প্রভু পৃষ্ঠে দিল হাত।
শ্রীঅঙ্গ পরশে প্রাণ পেল অকস্মাৎ॥
তাহা দেখি দুজনের চক্ষে ঝরে নীর।
প্রেমে গদ গদ হ'ল রোমাঞ্চ শরীর॥
শ্রীপদে প্রণামী ভাই ভগ্নি বাড়ী গেল।
শ্রীধামে ময়না পাখী বহু দিন ছিল॥
রামকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ বল।
হরি হরি বলিয়া নয়নে বহে জল॥
এদিকে তারক ল'য়ে ময়নার ছাও।
বলিত ময়না হরিচাঁদ গুণ গাও॥
ওড়াকাঁদি অবতীর্ণ ভব কর্ণধার।
হরি হরি হরি হরি বল বার বার॥
শিখাইল ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
ওড়াকাঁদি গণ নাম শিখাইল আর॥
হীরামন গোলোক লোচন মহানন্দ।
শিখাইল হরিশ্চন্দ্র আর গুরুচন্দ্র॥
রাত্রি এক প্রহর থাকিতে নাম করে।
ক্ষান্ত করে সূর্য্য এলে প্রহরেক পরে॥
দুধ ভাত চা'ল ছোলা বুট মুগ আর।
ভোজনান্তে হরেকৃষ্ণ বলে বার বার॥
অন্য কোন লোকে যদি সে নাম শুনিত।
মানুষে ল'য়েছে নাম, তার ভ্রম হ'ত॥
পাখীতে করেছে নাম যখনে শুনিত।
চিত্র পুত্তলিকা মত দাঁড়াইয়া র'ত॥
নাম ল'য়ে নয়নের জলে ভেসে যেত।
আড়া হ'তে খাঁচা পরে হইত মূর্চ্ছিত॥
ক্ষণে ক্ষণে পক্ষ গুলি উর্দ্ধমুখ হ'ত।
মূর্চ্ছিত হইলে পরে তাহা সম্বরিত॥
আড়াতে সংযুক্ত পদ গলাকরে টান।
দুপাখা তুলিয়া করে নামামৃত পান॥
তারক পরম সুখী পাখীর গানেতে।
পাঁচ সাত বর্ষ গত হ'ল এই মতে॥
একদিন সেই পাখী আহার করিতে।
বাহির করিয়াছিল সেই খাঁচা হাতে॥
তারক বলিল পাখী খাঁচা মধ্যে দিয়ে।
শীঘ্র দেহ খাঁচার দরজা আটকায়ে॥
এই মাত্র কথাবার্ত্তা তথা হ'য়েছিল।
ক্রমে ক্রমে দরজা আটকান নাহি হ'ল॥

দরজা আট্‌কান হ'ল নাহি দিল খিল।
জীব জীবনের আশঃ নাহি একতিল ॥
দৈবে খাঁচা হ'তে পাখী বাহির হইল।
মাটীতে পড়িবা মাত্র বিড়ালে ধরিল ॥
ডাকিতে লাগিল পাখী হইয়া অস্থির।
দন্তাঘাতে বিদ্ধ দেহ পড়েছে রুধীর ॥
দৌড়ে গিয়া সেই পাখী সকলে ধরিল।
মৃত প্রায় হ'য়ে পাখী দুই দিন ছিল ॥
আর না করিল পাখী জল ফলাহার।
হরেকৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ বলে অনিবার ॥
লোচন গোস্বামী বলে মম বাক্য লও।
ত্যাগ কর মমতা পাখীরে ছেড়ে দেও ॥
পূর্ব্ব দিন প্রহরেক বেলার সময়।
মার্জ্জারে আঘাত করে সে পাখীর গায় ॥
সে হইতে সদা করে হরেকৃষ্ণ নাম।
হরি বল হরি বল নাহিক বিরাম ॥

যদি সেই পাখী কেহ দেখিবারে যায়।
হরিবল হরিবল হরিবল কয় ॥
কত হরিনাম করে নাহিক নিয়ম।
হরি বলিতে বলিতে রুদ্ধ হয় দোম ॥
কোন দোমে বলে হরি বিশ ত্রিশ বার।
দুনয়নে বহে অবারিত জল ধার ॥
হরেকৃষ্ণ হরি হরি বলিতে বলিতে।
অকস্মাৎ দেহ পাত পড়িল মহীতে ॥
তারক স্বকরে করি সেপাখী ধারণ।
নবগঙ্গা জলে দেহ দিল বিসর্জ্জন ॥
ব্রজে ছিল যত পাখী নিকুঞ্জ-কাননে।
রাধা-শ্যাম মিলন দেখিত দুনয়নে ॥
ওঢ়াকাঁদি প্রভু লীলা ঐশান্য কোণে।
এই সব ব্রজ পাখী এল সে কারণে ॥
সেই সব পাখী এল ভকত সমাজ।
রচিল তারক চন্দ্র কবি রসরাজ ॥

শ্রীশ্রীহরি-লীলামৃত।

পরিশিষ্ট খণ্ড।

প্রথম তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় শ্রীশ্রীহরিচাঁদ জয় জয়।
জয় কৃষ্ণদাস শ্রীবৈষ্ণবদাস জয়॥
জয় গৌরিদাস শ্রীস্বরূপদাস জয়।
পতিত পাবন হেতু হইল উদয়॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি মোরে কর আত্মসাৎ॥

শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ উপাখ্যান।

হরিচাঁদ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগুরুচরণ।
গুরুচাঁদ নাম বলে সব ভক্তগণ॥
ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত ছিল যতজনে।
ঠাকুর স্বরূপ বলি গুরুচাঁদে জানে॥
নির্জ্জনেতে ভাবি হরিচাঁদের চরণ।
প্রভু গুরুচাঁদ অবতীর্ণ কোন জন॥
বহু চিন্তা করিলাম বড়ই কঠোর।
যোগাসনে রাত্রি হ'ল দ্বিতীয় প্রহর॥
এ সময় আচম্বিতে শব্দ এক হয়।
শূন্য হ'তে শুনাগেল দৈব বাণী প্রায়॥
বলিলেন তোরা সবে ইষ্টজ্ঞানে সেব।
হরিচাঁদ পুত্র গুরুচাঁদ মহাদেব॥
মহাদেব কেন জন্ম নিল এই ঠাই।
ধ্যান তুল্য ভাবনা বিজ্ঞানে জ্ঞানে পাই॥
তাই লিখি চিন্তিয়া যা পাই ব্যবস্থায়।
শঙ্কর নন্দন হ'ল গণেশ তাহায়॥
পার্ব্বতী মা পুত্র ইচ্ছা করিলেন মনে।
পুত্র চাই জানাইল শিব সন্নিধানে॥
শিব বলে মম শাপ আছে পূর্ব্বকালে।
নিজ স্ত্রীর গর্ভে কারু জন্মিবেনা ছেলে॥
তুমি আমি বিহারিনু আনন্দ কাননে॥
রতি ভাঙ্গিবারে চেষ্টা করে দেবগণে॥
ময়ূরকে পাঠাইল তাকে দেই শাপ।
ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে আছয় প্রস্তাব॥
ময়ূরে দিলাম শাপ দেবতা সহিতে।
পুত্র না জন্মিবে কারু সপত্নি গর্ভেতে॥
তবে যদি ওগো দেবি! পুত্র বাঞ্ছা কর।
করহ পুণ্যকব্রত শতেক বৎসর॥
তাহা শুনি হৈমবতী ব্রত আরম্ভিল।
শত বর্ষ পরে সেই ব্রত পূর্ণ হ'ল॥
ব্রত পূর্ণ অন্তে দেবী হরিষ অন্তরে।
হরিদ্রা লইয়া যান স্নান করিবারে॥
স্নান করি এসে দেবী করে দরশন
শয্যা পরে আছে পুত্র করিয়া শয়ন॥
হেন কালে আসিয়া কহেন মৃত্যুঞ্জয়।
পেয়েছ সাধের পুত্র ধরহ হৃদয়॥
ব্রত পূর্ণ ফলে পুত্র পেয়েছ শঙ্করী।
পুত্র রূপে কোলে পেলে গোলোক বিহারী॥
পার্ব্বতী করেন কোলে সাধনের ধন।
রূপেতে কৈলাশ আলো ভুবনমোহন॥

গোলোক বিহারী হরি পুত্র রূপ হ'ল।
দেখিবারে দেবগণ কৈলাসেতে এল ॥
শঙ্করের পুত্র হ'ল শঙ্কট ভঞ্জন।
বাঞ্ছাপূর্ণ-কারী হরি জগৎ রঞ্জন ॥
ভবের আরাধ্য পুত্র পাইল ভবানী।
সকলে দেখিল কিন্তু আসিলনা শনি ॥
সে কারণ মহাদেবী মনে হ'ল রোষ।
হেন পুত্র পাইলাম শণি অসন্তোষ ॥
তাহাশুনি শণি যায় তাহাকে দেখিতে।
তার নারী ঋতুমতী ছিল সে দিনেতে ॥
শণির রমণী কয় আমি ঋতুমতী।
ঋতু রক্ষা সময় হ'য়েছে কর রতি ॥
শণি কহে যা'ব আমি কৈলাস পর্ব্বতে।
হরি হ'ন দুর্গা সুত তাঁহাকে দেখিতে ॥
হেন কালে রতি! রতি নাপারি করিতে।
বিশেষতঃ মাতা দুঃখী আমি না দেখা'তে ॥
দেখিব গোলোক নাথে পার্ব্বতীর কোলে।
না করিব রতি ক্রিয়া হেন যাত্রা কালে ॥
এত বলি শনৈশ্চর করিল গমন।
শণির রমণী স্নান করিল তখন ॥
রক্ষা ঋতু না করিয়া যাইবা যথায়।
যারে দেখ তার যেন মুণ্ড খ'সে যায় ॥
রাগে রাগে গেল শণি ক্রোধ ছিল মনে।
রমণীর প্রতি ক্রোধ ছিল যে তখনে ॥
ক্রোধ ভরে যায় শণি শিবের ভবন।
অই ক্রোধে পার্ব্বতীর পুত্রকে দর্শন ॥
মুণ্ড খণ্ড হ'য়ে গেল গণ্ডকী পর্ব্বতে।
কীট রূপে শণি যায় মুণ্ড সাথে সাথে ॥
কীটেতে পর্ব্বত কাটে খণ্ড খণ্ড শীলে।
খণ্ড শীলা পড়ে গণ্ডকী নদীর জলে ॥
চক্র বিশেষেতে তায় হয় শালগ্রাম।
শালগ্রাম রূপেতে গোলোক নাথ শ্যাম ॥
যগুপিও এই ভাব যাগে কারু মনে।
গোলোক নাথের মুণ্ড খ'সে গেল কেনে ॥
একে ত শণির নারী তাহার কোপেতে।
আর ত শণির দৃষ্টি হইল তাহাতে ॥
তার মধ্যে আরো আছে পূর্ব্বের ঘটনা।
প্রভু বুঝে হরি ভক্তের মনের বাসনা ॥
ভগবানের কাজ এই এক কার্য্য হ'তে।
স্বয়ংএর কত কাজ ঘটে সে কাজেতে ॥

ব্রহ্মলোকে যাইয়া দুর্ব্বাসা মুনিবর।
পারিজাত মালা পাইলেন উপহার ॥
ব্রহ্মা বলে এই মালা যার গলে দিবে।
অগ্রপূজ্যনীয় সেই হইবেক ভবে ॥
পেয়ে হার মুনিবর ভাবে মনে মন।
এই মালা মম গলে নাহয় শোভন ॥
বনে থাকি বনফল করি যে আহার।
তপস্বীর কভু নাহি সাজে এই হার ॥
এত ভাবি হার দিল ইন্দ্রদেবরাজে।
অহংকারে মত্ত ইন্দ্রমালা দিল গজে ॥
গজের গলায় মালা বাহাইয়া শুঁণ্ড।
ছিড়িয়া গলার হার করে খণ্ড খণ্ড ॥
ছেড়া হার পথে দেখি কুপিল দুর্ব্বাশা।
ধ্যানস্থ হইয়া সব জানিল দুর্দ্দশা ॥
মুনিবর মনেতে পাইল বড় কষ্ট।
ইন্দ্রকে দিলেন শাপ হও লক্ষ্মীভ্রষ্ট ॥
মালার মাহাত্ম্য আছে যে পরিবে গলে।
অগ্রপূজ্য হ'বে সেই ব্রহ্মাদেব বলে ॥
ভবাণীর পুত্র মুণ্ড খণ্ড যেই কালে।
চিন্তান্বিত হ'ল বড় দেবতা সকলে ॥
নন্দীকে দিলেন আজ্ঞা শীঘ্র চলিযাও।
উত্তর শিয়রী যারে শয়নেতে পাও ॥
কাটিয়া তাহার মুণ্ড আনিবা ত্বরায়।
সেই মুণ্ড যোড়া দিব পুত্রের গলায় ॥
নন্দী গিয়া শ্বেতকরী শয়ন দেখিল।
উত্তর শিয়রী দেখি সে মুণ্ড ছেদিল ॥
সেই মুণ্ড দেবগণ ধরি সকলেতে।
স্কন্ধে লাগাইয়া দিল শৈল সূতা সূতে ॥
ভগবান পুত্র হ'ল জনক মহেশ।
গজানন গণ শ্রেষ্ঠ নাম যে গণেশ ॥
হেন পুত্র কোলে নিয়া বসিল ভবাণী।
জন্ম-মৃত্যুহরা তারা গণেশ জননী ॥
আর এক আছে তার দৈবের ঘটনা।
শংখচুড় দৈত্য করে দেবতা তাড়না ॥
দৈত্য ভয় ভীত সব দেবতা হইল।
দেবতার স্তবে শিব যুদ্ধেতে চলিল ॥
সপ্ত রাত্রি সপ্ত দিন যুদ্ধ করে ভোলা।
যুদ্ধ ক'রে শংখাসুরে জিনিতে নারিলা ॥
দেবগণ স্তব করে বিষ্ণুর সদন।
কর প্রভু তুলসীর সতীত্ব ভঞ্জন ॥

শংখচূড় বেশ ধরি গিয়া নারায়ণ।
ছলে করে তুলসীর সতীত্ব হরণ॥
জানিয়া তুলসী শাপ দিলেন হরিরে।
পাষাণ হৃদয় হরি ছলিলে আমারে॥
বিনাদোষে আমার সতীত্ব বিনাশিলে।
নাহিক শীলতা তুমি হও গিয়ে শীলে॥
হরিবলে পূর্ব্বে তুমি মোরে কৈলে আশা।
মোরে পতি পা'বে বলে করিলে তপস্যা॥
কথা ছিল মনোবাঞ্ছা পুরা'ব তোমার।
সেই ছলে পতি নাশ করিনু এবার॥
আমি করিনাই তব সতীত্ব ভঞ্জন।
বাঞ্ছা পূর্ণ করি শাপ দিলে অকারণ॥
এক কার্য্যে দুই কার্য্য হইল আমার।
মোরে শাপ দিলে কেন করি অবিচার॥
পুরা'তে তোমার বাঞ্ছা আসি তব ঘরে।
দেবতার উপকার করিবার তরে॥
না বুঝি শাপিলা মোরে পাষান হইতে।
পাষাণ হইব আমি গণ্ডকী পর্ব্বতে॥
অন্যথা করিতে নারী তোমার এ বাক্য।
আমি শীলা হইলাম তুমি হও বৃক্ষ॥
থাকিব তোমার মূলে তোমার ছায়ায়।
ডালে ডালে মঞ্জরীতে পাতায় পাতায়॥
শালগ্রাম রূপে ব্রাহ্মণের ঘরে রব।
হেটে পিটে বক্ষে বক্ষে তোমারে রাখিব॥
ভগবান এককাজ করিতে সাধন।
বহু কর্ম্ম তাহাতে করেন সমাপন॥
শালগ্রাম হইবেন মালার সূতেতে।
গজ মুণ্ড ধরিলেন পার্ব্বতী কোলেতে॥
মহামায়া জননীর বাঞ্ছা পূর্ণ করি।
থাকিল গণেশ রূপে আপনি শ্রীহরি॥
ভোলানাথ ভাবিলেন আমি বা কি করি।
আমার হইল পুত্র আপনি শ্রীহরি॥
অনন্ত বৃষভরূপে আমার বাহন।
গরুড় রূপেতে আমি বহি,নারায়ণ॥
গণেশ রূপেতে হরি আমার নন্দন।
আমি পুত্র রূপ হ'য়ে ভজিব চরণ॥
শিব ভাবে হরি হ'ল আমার নন্দন।
হরির নন্দন হ'ব আমি অভাজন॥
আমার বাসনা পূর্ণ করিব কোথায়।
পুত্ররূপে জন্ম ল'ব গিয়া নদীয়ায়॥
এইবার যেই লীলা করে নারায়ণ।
অবশ্য হইব আমি হরির নন্দন॥
জীব উদ্ধারিতে প্রভু করিল প্রতিজ্ঞে।
ভক্ত পারিষদ সব পাঠাইল অগ্রে॥
স্বয়ংএর অবতার হয় যেই কালে।
আর আর অবতার তাহে এসে মিলে॥
কেহ অগ্রে আসে কেহ পশ্চাতে আইসে।
লীলা প্রভাবেতে কালে তার মধ্যে মিশে॥
সেই মহাদেব অগ্রে এসে শান্তিপুর।
ভক্তি প্রচারিল হ'য়ে অদ্বৈত ঠাকুর॥
কৃষ্ণভক্তি নিন্দাশুনি পাষণ্ডীর মুখে।
পণ কৈল প্রভুকে আনিব মর্ত্ত্যলোকে॥
ল'য়ে ফুল তুলসী করিল অঙ্গীকার।
অদ্বৈত হুঙ্কারে হ'ল গৌর অবতার॥
সেই লীলা সাঙ্গ করি ভাবে পঞ্চানন।
এবার না হ'ল মম বাসনা পূরণ॥
শেষ লীলা হ'ল যশোমন্তের তনয়।
অবতীর্ণ হ'ল হরি সফলা ডাঙ্গায়॥
শিব ভাবে হেন দিন আর কবে পাব।
এবার প্রতিজ্ঞা মম পূরণ করিব॥
বহুদিন পরে এই হ'য়েছে সময়।
এবার হইব আমি প্রভুর তনয়॥
প্রতিজ্ঞা পূরণ করিবারে পঞ্চানন।
ওড়াকাঁদি করিলেন জনম গ্রহণ॥
জন্মিলেন শান্তি দেবী মায়ের উদরে।
নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার তরে॥
আরো কথা তার মধ্যে জীব পরিত্রাণ।
সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম প্রেম সুধা দান॥
অলৌকিক লীলারস পারিনে বর্ণিতে।
কথঞ্চিৎ বলি সেই প্রভুর কৃপাতে॥
হরিপাল গিয়াছিল প্রভুর সদনে।
সম্পত্তি বাড়িবে এই বাঞ্ছা করি মনে॥
প্রচুর সম্পত্তি তার হ'ল অল্প দিনে।
তার হ'ল গাঢ় ভক্তি প্রভুর চরণে॥
উঠিল প্রেমের ঢেউ তাহার হৃদয়
এ সকল হ'ল গুরুচাঁদের কৃপায়॥
যখনেতে প্রভু কৈল লীলা সম্বরণ।
ভক্তগণ কাঁদে ধরি প্রভুর চরণ॥
ওহে প্রভু আমাদিগে তুমি ছেড়ে গেলে।
কেমনে রাখিব প্রাণ দেহ তাহা বলে॥

অমণি নামিনী রাম কুমারের ভগ্নি।
যম বুড়ি নাম গঙ্গাচর্ণা নিবাসিনী ॥
ইত্যাদি অনেক ভক্ত কাঁদিতে লাগিল।
প্রভু বলে আমিত তোদের চিরকাল ॥
আমি নাহি ছেড়ে যা'ব জানিও বিশেষ।
গুরুচাঁদ দেহে এই করিনু প্রবেশ ॥
গুরুচাঁদে ভকতি করিস্ মোর মত।
যাহা চা'বি তাহা পা'বি মনোনীত যত ॥
এই সেই মহাপ্রভু পিতৃবর্ম্ম রাখে।
মধুর মাধুর্য্য রস ঐশ্বর্য্যেতে ঢেকে ॥
জীবেরে ভুলাব প্রভু দেখায়ে ঐশ্বর্য্য ॥
প্রেমিক ভক্তের স্থানে পড়াল মাধুর্য্য ॥
প্রধান গার্হস্থ্য ধর্ম্ম গৃহস্থের কাজ।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কবি রসরাজ ॥

শ্রীশ্রীগুরু-চাঁদ-মাহাত্ম্য ॥

পয়ার।

ঠেকিয়া রোগের দায় যায় প্রভু স্থানে।
অমনি আরোগ্য হয় মুখের বচনে ॥
ডুমরিয়া বাসী মহাভারতের নারী।
প্রভু স্থানে গেল এক পুত্র কোলে করি ॥
সেই বালকের প্লীহা যকৃত লীবার।
ছেলের বয়স প্রায় সপ্তম বৎসর ॥
হাত পা গিয়াছে খেয়ে জাগিয়াছে হাড়।
ঘন ঘন শ্বাস বহে প্রাণ ধড় ফড় ॥
অদ্য বা কল্য মরিবে চলিতে অচল।
হাত পায় সোত বয় করে টলমল ॥
প্রভুর নিকটে গিয়া দিল ফেলাইয়া।
মৃত্তিকা উপরে তারে রাখে শোয়াইয়া ॥
প্রভু বলে এ বালক আনিয়াছে কেটা।
মরিবে না এ বালক উঠ; উঠা উঠা ॥
তিল চাউলের ছাতু পাকা রম্ভা দিয়া।
খাওয়াইও পিত্তলের পাত্রেতে মাখিয়া ॥
সরিষার তৈল তার সর্ব্ব অঙ্গে মেখে।
নিশী ভোরে সপ্তাহ খাওয়াইও এ বালকে ॥
বালকের মাতা কহে ধরিয়া চরণ।
এই সপ্ত দিন এর র'বে কি জীবন ॥
প্রভুর চরণ ধরি ফুলে ফুলে কাঁদে।
মরুক বাচুক প্রভু রেখ এরে পদে ॥
প্রভু কহে এই রোগে যদি মারা যায় ॥
আমি তোর ছেলে হ'ব কপালে যা হয় ॥
এই ছেলে সপ্তদিন মধ্যেতে সারিব।
এই পুত্র মরে যদি আমি ছেলে হ'ব ॥
এত বলি দিল তার মাতা ল'য়ে গেল।
সপ্তাহ মধ্যেতে ছেলে আরোগ্য হইল ॥
অমনি আরাম ছেলে রূপবান হ'ল।
কোন দিনে কোন ব্যাধি নাহি যেন ছিল ॥
যে রোগের বৃদ্ধিযাতে তাই বলে খেতে।
অমনি আরোগ্য ব্যাধি মুখের বাক্যেতে ॥
একদিন গোসাই আমাকে সঙ্গে করি।
ভক্তের ভবনে যান বলে হরি হরি ॥
যাত্রা করিলেন গ্রাম নারিকেলবাড়ী।
যাইতেছি মহানন্দ পাগলের বাড়ী ॥
গোসাই নিকটে বসি চিন্তিত অন্তর।
অন্তরে ভাবনা যে বাঁধিব একঘর ॥
কিরূপে বাঁধিব ঘর উঠা'ব কিরূপে।
ইহাই ভেবেছি বসে প্রভুর সমীপে ॥
প্রভু বড় দর্প করি কহে সে সময়।
কোথা বা বসিয়া আছ গিয়াছ কোথায় ॥
এই পদ্মবনে দেখ কমলার স্থিতি।
পদ্মবনে সদা হরি করেন বসতি ॥
শুনিয়াছ ভারতের প্রথম প্রস্তাব।
এই পদ্মবনে বাস করেন মাধব ॥

শ্লোক।

তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥

পয়ার।

শাস্ত্র গ্রন্থ তাহা তুমি জান ভালমতে।
পদ্মবনে কিবা শোভা না দেখ চক্ষেতে ॥
পদ্মবনে আসিয়া কিজন্য ভক্তি ছাড়।
কোথায় বসিয়া কোন্ আগুনেতে পোড় ॥
এই পদ্মবনে কেন না হও ভ্রমর।
গোবরের পোকা হ'য়ে ভ্রমাস গোবরী ॥
তাহা শুনি তারকের মন ফিরে গেল।
গুরুচাঁদ পাদপদ্ম হেরিতে লাগিল ॥
মনের মালিন্য ঘুচে হইল নির্ম্মল।
প্রেমে গদ গদ চিত্ত আঁখি ছল ছল ॥
তারকের মনে তথা হ'ল এই ভাব।
এ হেন মানুষ আর কোথা গিয়া পা'ব ॥

যে যেন অন্তর জানে থাকেন অন্তরে।
অন্তরের ধন কেন রাখিয়ে অন্তরে॥
তাহারে অন্তরে রেখে যাইরে অন্তরে।
কেমন অন্তর মোর কি ভাবি অন্তরে॥
অন্তরে অন্তর জানি কহে তারকেরে।
দেখহে কেমন ভাব হ'য়েছে অন্তরে॥
একে বলে কর্ম্মফাঁশ বুঝহ অন্তরে॥
কর্ম্মফাঁসে পড়ি জীব ফিরে ঘুরে মরে॥
জ্ঞান অস্ত্রে কর্ম্মফাঁস হয় কাটিবার।
জনম মরণ তার নাহি থাকে আর॥
এই সব প্রেম হ'ল পদ্মবন মাঝ।
কহিছে তারকচন্দ্র কবি রসরাজ॥

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিত পাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
দাস করি তারকেরে কর আত্মসাৎ॥

স্বামী মহানন্দ পাগলের লীলা।

পয়ার।

বড় পাগল বলিয়া খ্যাতি শ্রীগোলোক।
যে কালে ভুলোক ছাড়ি গেলেন গোলোক॥
গোলোকের অঙ্গ হ'তে উঠে এক জ্যোতি।
জ্যোতির সহিতে এক উঠিল শকতি॥
ধাইয়া উঠিল জ্যোতি গগণ মণ্ডলে।
নামিতে লাগিল জ্যোতি দেখিল সকলে॥
জয়পুর তারকের বাড়ী দেহত্যাগ।
এসময় তারকের কোলে মহাভাগ॥
সবে দেখে সেই জ্যোতি নিম্নগামী হয়।
দেখিতে দেখিতে জ্যোতি হ'য়ে গেল লয়॥
তারক দেখিল জ্যোতি পূর্ব্বমুখ হ'ল।
নারিকেলবাড়ী গিয়া পতিত হইল॥
মহানন্দ শ্রীঅঙ্গেতে মিশিল সে জ্যোতি।
ছোট পাগল বলিয়া হ'ল তাঁর খ্যাতি॥
যেই দিন মহানন্দ করিল শ্রবণ।
করিল গোলোকচাঁদ লীলা সম্বরণ॥
শ্রবণেতে মহানন্দ নিরানন্দ চিত।
ঠিক না করিতে পারে কি কার্য্য উচিত॥
হইল উন্মনা যেন পাগলের ন্যায়।
হইয়া বিস্মৃতি ভাব ইতি উতি ধায়॥
ঘূর্ণ বায়ু মত সদা করেন ভ্রমণ।
যেখানে যেখানে পাগলের আগমন॥
ভ্রমি সব ঘরে ঘরে করেন তালাস।
খুঁজিয়া না পেয়ে ক্রমে বাড়ে হা হুতাশ॥
অবশেষে করিলেন কুকুরা গমন।
মধুমতী নদীকুলে ঠেকিল তখন॥
পাগলের বিরহেতে দহিতেছে কায়।
নদীজল দেখে হ'ল প্রফুল্ল হৃদয়॥
জ্বালা জুড়াইতে জলে ঝাপ দিয়া পড়ে।
দিলে ঝাপ পেয়ে তাপ জল গেল সরে॥
নদী মধ্যে যত দুর হয় অগ্রসর।
জল শুষ্ক হ'য়ে যায়, তপ্ত কলেবর॥
দেহ হ'তে দুই পার্শ্বে আড়ে পরিসর।
দুইহাত দেড়হাত জল দুরতর॥
আছাড়িয়া করে সদা হস্ত আস্ফালন।
জলস্তম্ভ মত উর্দ্ধে ধূম্র উদ্গীরণ॥
হেনকালে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া গোসাই।
গোলোক পাগল এসে দাঁড়াল সে ঠাই॥
বলে বাপ ছাড় তাপ আমি যাই নাই।
জ্যোতি হ'য়ে তোর দেহে নিয়াছিরে ঠাই॥

এই আমি তোর দেহে করিনু প্রবেশ।
তুই রাজা হরিচাঁদ ভক্ত রাজ্য দেশ॥
চিরদিন তরে মম এই মনোসাধ।
কুটিনাটি কাটি দেশ করিবি আবাদ॥
পাগলে পাইয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত হ'ল।
পুনরায় নারিকেলবাড়ী চলে গেল॥
ভ্রমিত পাগলচাঁদ যেই যেই বাড়ী।
মহানন্দ ভ্রমে তথা লাহিড়ী লাহিড়ী॥
শালনগরের মধ্যে পালপাড়া গ্রাম।
তথায় বসতি তারাচাঁদ পাল নাম॥
ওঢ়াকাঁদি ম'তো সম্প্রদায় যত ছিল।
সবাকার নিমন্ত্রণ তথায় হইল॥
তারাচাঁদ ছোটপাগলের কাছে গিয়ে।
দিন ধার্য্য ক'রে এল আনন্দিত হ'য়ে॥
শুক্লাপক্ষ ত্রয়োদশী বৈশাখ মাসেতে।
দিন নির্দ্ধারিত হ'ল সাধু ভোজনেতে॥
মতুয়ার ভীড় হ'ল পাগল সঙ্গেতে।
তিনশত মতুয়া মিশিল একসাথে॥
সবে হরি হরি বলি বাহির হইল।
তারাইল বাজারে সকলে উপজিল॥
পাঁচবার খেয়াপার মতুয়া সকল।
নদীমধ্যে এপার ওপার হরিবোল॥
সেদিন বাজার পরে মেলা মিলেছিল।
গান সাঙ্গ হ'য়ে মেলা ভাঙ্গিয়া চলিল॥
একেত মেলার মাঠে ছিল গণ্ড গোল।
তার সঙ্গে মিশে গেল সুধা হরিবোল॥
দোকানী পশারী যত দোকানে দোকানে॥
সবে বলে হরি হরি অই নাম শুনে॥
বাজারে বসতি বড় বড় মহাজন।
ঘরে ঘরে সবে করে নাম সংকীর্ত্তন॥
মেলায় এসেছে লোক ফিরে বাড়ীযায়।
ঘাটে পথে তারা সবে হরিনাম লয়॥
পার হ'য় যত ম'তো খেয়া ঘাটে রই॥
অন্য নাম নাহি মুখে হরিনাম বই॥
মেলার অধ্যক্ষ যত তারা বলে একি।
ভেঙ্গেছিল মেলা কি পুনশ্চ হ'ল নাকি॥
কেহ কেহ ঘুরিতেছে নাগর দোলায়।
ঘূর্ণমান হ'য়ে ভব নদীর গোলায়॥
তাহারা চাহিয়া দেখে ঘাটের দিকেতে।
মতুয়ারা হরিবলে প্রেমানন্দ চিত্তে॥
তারা সবে হরিবলে নাগরদোলায়।
অধে হরি উর্দ্ধে হরি তরঙ্গ গোলায়॥
ঝাকি লেগে দোলা ভাঙ্গে এই ভয় ক'রে।
দোলাআলা লোক সব নামাইল পরে॥
ভূমিতে নামিয়া লোক হাতে দিয়া তালী।
নদীর কিনারে যায় হরি হরি বলি॥
বেশ্যারা ছিলেন জলে স্নান করিবারে।
কেহবা বাজারে কেহ কিনারে বা ঘরে॥
ওপারে এপারে হরিধ্বনি করে সব।
খেয়ানায় নদীমধ্যে উঠিয়াছে রব॥
তাহাশুনি বেশ্যাগণ বলে ধন্য ধন্য।
হরি হরি বলে তারা হ'য়ে জ্ঞান শূন্য॥
অশ্রুপূর্ণ শিবনেত্র হরিনাম লয়।
মধ্যে হুলুধ্বনি করে জয় জয় জয়॥
এইমতে পার হ'ল মতুয়ার গণ।
নাচিয়া গাইয়া সবে করিল গমন॥
মেলার বাজারে হ'ল কিমাশ্চর্য্য লীলা।
রচিল তারকচন্দ্র পাগলের খেলা॥

স্বামীর শালনগর-গমন।

পয়ার।

হাসে গায় নাচে কাঁদে মতুয়ার দল।
কুন্দসী গ্রামেতে এসে উঠিল সকল॥
শ্রীঅদ্বৈত দীননাথ কালাচাঁদ পাল।
তিনবাড়ী পরিপূর্ণ মতুয়ার দল॥
কতকাংশ চ'লে গেল জয়পুর গ্রাম।
তারকের বাড়ী ঘিরে করে হরিনাম॥
কুন্দসীর তিন বাড়ী জুড়িয়া বসিল।
মাধ্যাহ্নিক স্নানাদি ভোজন সমাধিল॥
ভোজনের পরে দিয়া হরি হরি ভীর।
আচমন করি সবে হইল বাহির॥
নাচিতে গাইতে সবে প্রেমেতে বিভোর।
উপনীত হ'ল পালপাড়া শালনগর॥
নামেতে মাতিয়া সবে বাহ্য জ্ঞান হারা।
বৈবর্ণ পুলক স্বেদ চক্ষে অশ্রুধারা॥
দিঘলীয়া বাসী মধুসূদন ঠাকুর।
চক্রবর্ত্তী উপাধি ভজনে সুচতুর॥
তাঁর এক পুত্র মাত্র অক্ষয় নামেতে।
ব্রহ্মত্ব ত্যজিয়া মিশিলেন অই মতে॥

ছিণ্ডিয়া গলার পৈতা দেন পরিচয়।
মতুয়া হ'য়েছি ওড়াকাঁদি সম্প্রদায়॥
শ্রীগুরু তারকচন্দ্র জননী সাধনা।
ওড়াকাঁদি হরিচাঁদে করি আরাধনা॥
প্রেম দাতা মহানন্দ চিদানন্দ ময়।
জয় ওড়াকাঁদি জয় ওড়াকাঁদি জয়॥
হরিবোলা সঙ্গে তিনি পালপাড়া গিয়া।
নামে প্রেমে কীর্ত্তনেতে গেলেন মাতিয়া॥
কীর্ত্তনের মাঝে গিয়া মনের আনন্দে।
মহানন্দ পাগলেকে করিলেন স্কন্ধে॥
মহানন্দ অক্ষয়ের স্কন্ধেতে বসিয়া।
অস্থি সন্ধি কল যেন দিলেন ছাড়িয়া॥
এরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে উন্মত্ত সকল।
সবাকার মুখে মাত্র সুধা হরিবল॥
ক্ষণ পরে সবে করে ঠাকুরকে স্কন্ধে।
বাহ্যহারা কেকারে কি করে প্রেমানন্দে॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ কুণ্ড পাল ঝালো মালো।
নমঃশূদ্র সাহা সাধু একত্র হইল॥
মাতিয়া কীর্ত্তনানন্দে প্রায় নিশীশেষ।
পাগল চাঁদের হ'ল অদ্বৈত আবেশ॥
কহিছেন তোরা আলি সে আমার কই।
যারে নেড়ে এনে আমি নাড়া নাম লই॥
যার জন্ম করিলাম সাধ্য এত দুর।
অসাধ্য সাধন করি ব'সে শান্তিপুর॥
যার জন্মে ফুল তুলসী ধাইল উজান।
কইরে আমার সেই পরাণের পরাণ॥
অক্ষয় ঠাকুর কহে শোন ওরে নাড়া।
ওড়াকাঁদি আসিয়াছে তোর সেই গোরা॥
তাঁর দুই পুত্র গুরুচাঁদ উমাকান্ত।
তোর প্রাণ পুতলী করিছে লীলাঅন্ত॥
দেহ ছেড়ে করেছেন গোলোকে গমন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুচাঁদ জগত জীবন॥
তোর হরিচাঁদ গুরুচাঁদে মিশিয়াছে।
মানুষে মানুষ মেশা বর্ত্তমানে আছে॥
বলিতে বলিতে কয় মুই শ্রীচৈতন্য।
অধরোষ্ঠ চক্ষুর্দ্বয় হ'ল রক্তবর্ণ॥
লোম কূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডু উথলিল।
কণ্টক আকার কেশ লোম, উর্দ্ধ হ'ল॥
দুজনার মোহপ্রাপ্ত জ্ঞান নাহি আর।
মতুয়া সকলে হরি বলে অনিবার॥
দশা ভঙ্গ হ'ল প্রায় নিশী অবসানে।
করিল কীর্ত্তন ক্ষান্ত সবে সুস্থ মনে॥
ভোজন হইল সব ভোরের সময়।
আচমন সময়েতে অরুণ উদয়॥
আরবার মাতিলেন নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
গাইতে গাইতে সবে চলিলেন স্নানে॥
মধুমতী ভরট গোপের ঘাটে গিয়া।
জলকেলি করে সবে আনন্দে মাতিয়া॥
হরি হরি হরি বলি করে জলকেলি।
প্রেমাবেশে করে সবে জল ফেলাফেলি॥
জল কেলি করি শেষে তিজা বসনেতে।
আসিলেন তারাচাঁদ পালের বাটীতে॥
দধি খদি চিড়া চিনি জল ফলাহার।
ফুল মহোৎসব সবে করে বার বার॥
শালনগরের মহোৎসবে এই লীলা।
গোলোক পুলক হেতু রায় বিরচিলা॥

সাহাবাজপুর রাখাল সঙ্গে পাগলের খেলা।

পয়ার।

সাহাবাজপুর গ্রামে হ'ল নিমন্ত্রণ।
দল বল সহ করে পাগল গমন॥
তপস্বী পালের বাড়ী হ'বে মহোৎসব।
পুলকে চলিল মতুয়ার গণ সব॥
মধ্যাহ্ন সময় যাত্রা করিল সকলে।
হরি হরি বলি সবে প্রেমানন্দে চলে॥
সাত ভাগ হ'য়ে চলে মতুয়ারা সব।
জট্‌কের বিল মধ্যে উঠে কলরব॥
বিলের কিনারা দিয়া মতুয়ারা যায়।
জট্‌কের বিলে খালে ডাঙ্গায় নৌকায়॥
যেখানে যে লোক সবে হরিগুণ গায়।
কেহ বলে বাবা হরি-চাঁদ জয় জয়॥
কেহ বলে জয় জয় গুরুচাঁদ জয়।
কেহ বলে গোলোক চাঁদের জয় জয়॥
কেহ বলে জয় জয় মহানন্দ জয়।
কেহ বলে ওড়াকান্দির ভক্তগণ জয়॥
কেহ কেহ বলে জয় জয় হরিপাল।
কেহ বলে জয় জয় পালের মরাল॥

কেহ বলে পাল ধন্য করুন হরিপাল ॥
কেশবপুর নিবাসী শ্রীগোলোক পাল ॥
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম হরিশ্চন্দ্র পাল।
কেহ বলে হরিপাল পালের ভূপাল ॥
মধ্যম দুর্গাচরণ অপরে প্রহ্লাদ।
কনিষ্ঠ শ্রীগৌর পাল নামেতে উন্মাদ ॥
চারি পুত্র সহ মাতোয়ারা হরিবোলা।
কেহ কেহ হরিপালে বলে হরিবোলা ॥
হরিবোলা হ'য়ে হরি মাতাইল পাল।
সবে বলে হরিপাল পালের ভূপাল ॥
এইভাবে সবাই দিতেছে হরিধ্বনি।
জটকের বিলে তার হ'ল প্রতিধ্বনি ॥
হরিধ্বনি শুনা যায় গগণ মণ্ডলে।
জ্ঞান হয় দেবগণে হরি হরি বলে ॥
সকলে থামিল শুনি হরি হরিধ্বনি।
তবু শূন্যে শুনা যায় হরি হরিধ্বনি ॥
শুনে প্রেমানন্দ চিত্ত মতুয়া সকলে।
লম্ফ দিয়ে যেতে চায় দেবতার দলে ॥
অক্ষয় ঠাকুর আর হরিশ্চন্দ্র পাল।
পূর্ণচন্দ্র অধিকারী মতুয়া মিশাল ॥
গুরু গিরি করিতেন শিষ্য ছিল তার।
শিষ্য সহ মাতিলেন আনন্দ অপার ॥
রসনা তারক সঙ্গে এই চারি জন।
কতক মতুয়া আছে সঙ্গেতে মিলন।
এক এক দলে লোক অন্যূন পঞ্চাশ।
সবে মিলে হরি বলে মনেতে উল্লাস ॥
জট্‌কের বিল মধ্যে গরু পালে পাল।
দশ বিশ গরু রাখে একেক রাখাল ॥
কেহ কেহ বিলকূলে গরু বাঁধিয়াছে।
দলে দলে রাখালেরা খেলা করিতেছে ॥
হরি বোল শুনে তারা আনন্দ হৃদয়।
কেহ কেহ হরিব'লে দৌড়াইয়া যায় ॥
দৌড়িয়া দৌড়িয়া মাঝে মাঝে মারে লম্ফ।
আনন্দে বসুধা নাচে যেন ভূমি কম্প ॥
তার মধ্যে তারক রসনা বলে বোল।
এই ঠাই দাঁড়া দেখি মতুয়া সকল ॥
আর ছয় দল রহিয়াছে ছয় ঠাই।
এক দল মাঝখানে দাঁড়ায় সবাই ॥
তারক কহিছে তোরা ছিলি বৃন্দাবনে।
গোচারণ করিতি সে গোপালের সনে ॥

অন্য অন্য ঠাই যদি যেত ধেনু সব।
একঠাই হ'ত শুনি শ্যাম বংশীরব ॥
কানু গিয়া গোচারণে বাজাইত বেণু।
তোরা দিতি আবাধ্বনি নাচিত সে ধেনু ॥
সেই কানু যশোদানন্দন দয়াময় ॥
এখন হইল যশোমন্তের তনয় ॥
সেই যশোমন্ত সুত প্রভু হরিচাঁদ।
তোদের হৃদয় আছে তারে ধরা ফাঁদ ॥
তোরা সেই চাঁদ সঙ্গে অনুসঙ্গী ছিলি।
প্রভু আগমনে তোরা সঙ্গে সঙ্গে এলি ॥
একবার ব্রজভাবে দেরে আবাধ্বনি।
ব্রজবুলী বল সেই রাখালীয়া বাণী ॥
স্থানে স্থানে পালে পালে ধেনু বৎসগণ।
তাহা দেখি ব্রজভাবে দ্রবীভূত মন ॥
এই সেই বৃন্দাবন সেই গোবর্দ্ধন।
খেলা করে এই সেই রাখালের গণ ॥
উন্মত্ত রাখাল দিকে বলেছে তারক।
তোরাত ব্রজেতে ছিলি ব্রজের বালক ॥
ব্রজভাবে একবার বল হারে রেরে।
অদ্য তোরা সবে মিলে নাচ্ একত্তরে ॥
তাহাশুনি রাখালেরা হ'ল একত্তর।
রাখালেরা নৃত্য করে মতুয়া ভিতর ॥
চৌদিকে মতুয়াগণ গোলাকার হ'য়ে।
নাচে গায় লম্ফ দেয় হরিধ্বনি দিয়ে ॥
রাখালেরা প্রেমে মেতে বলে হরিবোল।
জলে হরি স্থলে হরি শূন্যে হরিবোল ॥
মত্ত হ'য়ে প্রেমাবেশে কীর্ত্তন ভিতরে।
তারক টানিয়া নিল অক্ষয় ঠাকুরে ॥
পূর্ণচন্দ্র হরিপাল ধরাধরি করে।
বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াইল আবাধ্বনি করে ॥
শুনে আবাধ্বনি করে যতেক রাখাল।
তাহা শুনি নাচে সব গোধনের পাল ॥
এ পালের গরু যায় ও পাল ভিতরে।
নাচিতে লাগিল বাঁধাগরু দড়ি ছিড়ে ॥
উচ্চ পুচ্ছ নাচে গরু গলা ক'রে লম্বা।
ঊর্দ্ধ কর্ণ মুণ্ড নেত্র করে হাম্বাহাম্বা ॥
কত দূরে দৌড়ে গিয়া দাঁড়াইয়া কম্প।
তার মধ্যে কোনটা দৌড়িয়া মারে লম্ফ ॥
তাহা দেখি সবে মিলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
নাচিছে মানুষ গরু একত্র হইয়া ॥

পিছে ছিল মহানন্দ পাগলের দল।
দ্রুত বেগে উত্তরিল বলি হরিবল॥
নাচিছে মানুষ গরু তার মধ্য দিয়া।
হাতে হাতে ধরাধরি চ'লেছে ধাইয়া॥
চলেছে দক্ষিণ দিকে জ্ঞান নাহি আর।
লম্ফ দিয়া জটকের খাল হ'ল পার॥
তাহা দেখি লম্ফ দিয়া পড়ে লোক সব।
রাখালেরা লম্ফ দিল মনেতে উৎসব॥
জলে পড়ি কেহ কেহ ঝাপাঝাপি করে।
সাঁতারিয়া সাঁতারিয়া কেহ যায় পারে॥
অনুমান দুই রুসি আড়ে পরিসর।
লম্ফ দিয়া মহানন্দ হ'য়ে গেল পার॥
জলেতে নামিয়া সবে হরিবোল দিয়ে।
ঝাপাইয়া সাঁতারিয়া গেল পার হ'য়ে॥
গভীর খালের মধ্যে চারি হাত বারি।
হরি বলে লম্ফে ঝম্পে সবে দিল পাড়ি॥
গোচরে যতেক গরু খাল কিনারায়।
দৌড়িয়া আসিয়া খাল পার হ'তে চায়॥
পাগল ওপার থেকে কহিছে ডাকিয়া।
তোরা প্রেমানন্দ কর ওপার থাকিয়া॥
থাক্ থাক্ ব'লে, ঘুরে ঘুরাইল যষ্ঠি।
থামিল গরুর পাল তাহা করি দৃষ্টি॥
ও পারে নাচিছে গরু এপারে মানুষ।
পশু কি মানব সব হারিয়াছে হুষ॥
কোলাকোলি ঢলাঢলি কাঁদাকাঁদি করি।
মতুয়ারা মাতোয়ারা বলি হরি হরি॥
চারি পাঁচ জনে ধরে বাহু পসারিয়া।
তদ্রুপ রাখালগণে ধরিয়া ধরিয়া॥
রাখাল গণেরে সব দিলেন বিদায়।
উত্তর পারেতে গেল গোপাল যথায়॥
গাপাল শান্ত্বা'য়ে নিল যতেক গোপাল।
গোপাল বাছিয়া নিল যার যে গোপাল॥
এদিকে মতুয়াগণ হরিধ্বনি দিয়া।
সাহাবাজ পুরে, সবে উত্তরিল গিয়া॥
কতকাংশ জয়পুর কতক কুন্দসী।
হরিনাম করে সবে প্রেমনীরে ভাসি॥
কতকাংশ রহিলেন সাহাবাজপুর।
মহানন্দ রহে আর অক্ষয় ঠাকুর।
পূর্ণচন্দ্র অধিকারী হরিশ্চন্দ্র পাল॥
তপস্বী পালের বাড়ী কীর্ত্তন রসাল॥

অৰ্দ্ধনিশী পৰ্য্যন্ত হইল সংকীর্ত্তন।
ঘাটে পথে মাতিল পুরুষ নারীগণ॥
রামাগণে যায় সবে আনিবারে জল।
হুহুধ্বনি দেয় আর বলে হরিবল॥
স্ত্রীপুরুষ যেই জনে যেই কার্য্যে যায়।
চক্ষে জল ঝরে আর হরিনাম লয়॥
কীর্ত্তন হইল সাঙ্গ বিশ্রামে সবায়।
দুই তিন পালেঙ্গায় কেহবা পীড়ায়॥
প্রাঙ্গণে তপস্বীপাল আর হরিপাল।
হেনকালে দধি দিতে আইল গোয়াল॥
বাগস্কন্ধে হরিনাম করিতে করিতে।
দুই জন করে নৃত্য প্রাঙ্গণ মাঝেতে॥
হরিপাল ধরি তার বাগ নামাইল।
মতুয়ারা সবে মেলি ভোজন করিল॥
নাম গানে মত্ত হ'য়ে নিশী পোহাইল।
প্রাতে সবে জয়পুর গমন করিল॥
জয়পুর উত্তরিল সাধনার বাড়ী।
প্রেমেমত্ত সকলে করিছে দৌড়াদৌড়ি॥
কুন্দসী নিবাসী নাম দীননাথ পাল।
হরিনামে মত্ত হ'য়ে হ'য়েছে বেহাল॥
তার ছিল মহাব্যাধি নাসিকাগ্র ফুলা।
নাকের নীচায় ফুলে বর্ণ হ'ল ধলা॥
মুখে চাকা চাকা দাগ রসপিত্ত দোষ।
ব্যাধি যুক্ত তার মনে সদা অসন্তোষ॥
তার নারী স্বপ্নে দেখে ব্যাধি হ'বে যাপ॥
জয়পুরে তারকে ডাকিলে ধর্ম্ম বাপ॥
তারকে ডাকিল বাপ ব্যাধি সেরে গেল।
সেই হ'তে দীনপাল বড় ম'তো হ'ল॥
মানসিক ছিল তার মহোৎসব দিবে।
নিবেদিল পাগলের শ্রীপদ পল্লবে।
গললগ্নি কৃতবাসে পাগলেরে কয়।
মহোৎসব দিতে হ'বে কুন্দসী আলয়॥
একখানি বাড়ী করিয়াছেন তারক।
দীনে পাল, আছে সেই বাড়ীর রক্ষক॥
তারকের দাস আমি থাকি সেই ঠাই।
দয়া করি সেই বাড়ী চলুন গোসাই॥
তাহা শুনি পাগল চলিল সেই বাড়ী।
মতুয়ারা সবে যায় করি দৌড়াদৌড়ি॥
মতুয়া একত্র দীননাথের বাটীতে।
কীর্ত্তন করিছে সবে মহানন্দে মেতে॥

অক্ষয় ঠাকুর নাচে নাচে মহানন্দ।
মদন গোপাল হরি সবে মহানন্দ ॥
তাহাদের পিছে পিছে নেচেছে তারক।
অই, সে অদ্বৈত নাচে অন্তরে পুলক ॥
নাচিতে নাচিতে মত্ত হ'ল দীনপাল।
ডেকে বলে পাগলের মুখ কেন লাল ॥
হরি ব'লে হস্ত তুলে মুখ বিস্তারিল।
অমনি মুখেতে রক্ত উদ্গম হইল ॥
তাহা দেখি সবে মিলে পাগলে ধরিল।
পাগলে মস্তকে করি নাচিতে লাগিল ॥
মস্তকে থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ বাঁকে।
বাঁকিতে হইয়া শূন্য চাঁদোয়ায় ঠেকে ॥
শূন্য হ'তে পড়ে পুনঃ মাথার উপর।
এই ভাবে ছাটাছাটি করে বারবার ॥
হরিপাল গিয়া শীঘ্র পাগলে ধরিল।
হরিপালের মস্তকে পাগল বসিল ॥
লম্ফ দিয়া পাগল পড়িল ধরাতলে।
প্রেমাবেশে তথা হ'তে দৌড়াইয়া চলে ॥
পিছে পিছে ধাইলেন অক্ষয় ঠাকুর।
হরিপাল কহে তবে যাও জয়পুর ॥
তাহাশুনি দৌড়াইয়া চলিল তারক।
সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া যায় কত লোক ॥
যতেক মতুয়া গণ চলিল ধাইয়া।
নামে গানে প্রেমে মত্ত নাচিয়া গাইয়া ॥
দৌড়িয়া দৌড়িয়া কারু হ'ল ঘনশ্বাস।
মাধাই আবেশ হ'ল মদন বিশ্বাস ॥
এক গোটা বাঁশ ধরি দক্ষিণ করেতে।
ভাঙ্গা এক হাড়ি ধরিলেন বাম হাতে ॥
বলে হারে বেটা কোথা চলিলি ধাইয়া।
মাধারে ভাড়ায়ে কোথা যাবি পালাইয়া ॥
কই তোর গোরা কই কই তোর নিতা।
কাঁধায় আঘাতে তার ভেঙ্গে দিব মাথা ॥
তাহাশুনি হরিপাল আগু'য়ে দাঁড়ায়।
অই নিতা যায় বলি পাগলে দেখায় ॥
তার সঙ্গে দেখাইল অক্ষয় ঠাকুরে।
অই সেই গোরা যায় কে ঠেকাবে ওরে ॥
খাটিবেনা জোর তোর নিতাইর ঠাই।
এসেছি আমরা তোর ভাঙ্গিব বড়াই ॥
কামের কামান মোরা করিয়াছি চূর্ণ।
পাপেরে তাড়িয়া দিনু না রাখিনু পুণ্য ॥
আর কিরে মাধা তোর দস্যুত্ব রাখিব।
এই হরি নাম অস্ত্রে পাষণ্ড দলিব ॥
জগৎ মাতা'ব বলি প্রতিজ্ঞা আছয়।
হইয়া জগৎ ছাড়া পলা'বি কোথায় ॥
মদন কহিছে ডেকে মাধাই আবেশে।
এত যদি দর্প তবে দাঁড়া কাছে এসে ॥
দৌড়িলে দণ্ডিব তোরে দেখ দণ্ড হাতে।
ভণ্ডের জীবন দণ্ড মাধার দণ্ডেতে ॥
তাহা দেখি হরিপাল কহে পাগলেরে।
ঐ এল মদনাবেটা মাধারূপ ধ'রে ॥
তাহাশুনি মহানন্দ ফিরিয়া দাঁড়ায়।
বলে মাধা হরি বল ধরি তোর পায় ॥
মাধাবেশে মদনের অধরোষ্ঠ কম্প।
পাগলের সম্মুখে পড়িল দিয়া লম্ফ ॥
দণ্ড ধরি এক বাড়ি পাগলকে হাকে।
হাড়ি ফেলাইয়া মারে পাগল মস্তকে ॥
দণ্ড বাড়ি লাগিলনা পাগলের গায়।
হাড়ির আঘাতে লেগে হাড়ি ভেঙ্গে যায় ॥
অক্ষয় ঠাকুর ধরে ভাঙ্গা হাড়ি কাঁধা।
লম্ফ দিয়া বলে তোর বাচানাই মাধা ॥
নিতাইর অঙ্গে দণ্ড আহারে পাষণ্ড।
ছিণ্ডিব চক্রেতে তোর দু ভায়ের মুণ্ড ॥
পাষণ্ড দলিব তাই সঙ্গোপাঙ্গ দণ্ড।
চক্রাঘাতে আ'জ তোর ছিণ্ডি দিব মুণ্ড ॥
নিত্যানন্দ ভাবাবেশে কহে মহানন্দ।
চক্র ছাড়ি দে ওরে অক্ষয় প্রেমানন্দ ॥
কোথা লাগে দণ্ড তোর হরি দণ্ডধারী।
ঘরে ঘরে মেগে খাবি প্রেমের ভিখারী ॥
প্রেমাবেশে পিপাসে ধরিলি আশা দণ্ড।
সেই দণ্ড তাহাও করিব আমি খণ্ড ॥
তোর কি দণ্ডিতে হয় যেই তোরে দণ্ডে।
নাম রস পশাও উহার মেরু দণ্ডে ॥
সুধাখণ্ড, দয়ারবি কর প্রকাশিত।
জ্ঞানাম্বে হৃদয়াম্বুজে সিক্ত প্রেমামৃত ॥
দাঁড়াল মদন মাধা যষ্ঠি দণ্ড বৎ।
নিয়েতে দক্ষিণ হাত উর্দ্ধে বাম হাত ॥
হস্ত পদ টান লোম কেশ উর্দ্ধ টান।
স্বেদ কম্প অশ্রু হর্ষ উত্তার নয়ন ॥
তারকের হ'ল তথা জগাই আবেশ।
দন্তে ধরে এক গোছা তৃণ আর কেশ ॥

লোটাইয়া প'ল গিয়া পাগলের পায়।
পাগল সে তৃণ গাছি দন্তে ধ'রে লয়॥
উঠিয়া পাগল ধরে তারকের গলে।
তারক পড়িল মহানন্দ পদতলে॥
লোহাগড়া বাজার দক্ষিণে এই লীলে।
বন্দরের লোকে দেখে হরি হরি বলে॥
কলরব হরিরব বাজার ভিতরে।
দোকানে বাজারে বন্দরের ঘরে ঘরে॥
তথা হ'তে চলিলেন তারকের ঘাটে।
তারকের নারী এল নবগঙ্গা তটে॥
তারকের ছিল যে পিস্তাত ভ্রাতৃ-বধু।
দেখে সুখে পান করে লীলাচক্র মধু॥
পাগল আসিয়া দুই বধুকে ধরিল।
পাগলের দুই পার্শ্বে দুজন রহিল॥
দুই জনে পাগলে ধরিল সাপটিয়া।
পাগল দোহার স্কন্ধে দুই বাহু দিয়া॥
উতরিল তিনজনে তারকের বাড়ী।
তিনজনে একত্রে প্রাঙ্গণে রহে পড়ি॥
তাহা দেখি কীর্ত্তনের লোক যত ছিল।
তারকের বাড়ী গিয়া কীর্ত্তনে মাতিল॥
তিনজনে মধ্যে রাখি চৌদিকে ঘেরিয়া।
সংকীর্ত্তন করে সবে ফিরিয়া ঘুরিয়া।
ক্ষণে ক্ষণে ঘুরে যেন কুম্ভকার চাক।
উৎকলের কীর্ত্তন যেমন বেড়াপাক॥
মধ্যেতে পাগলচাঁদ পড়িল ঢলিয়া।
দুই নারী পাগলের চরণে ধরিয়া॥
মাথার নাহিক বাস প্রেম উপলক্ষে।
ঘন ঘন কম্পে গাত্র বারি ধারা চক্ষে॥
পাড়ার যতেক নারী আসিয়া অমনি।
কেহ হরিধ্বনি কেহ দেয় হুলুধ্বনি॥
কোন কোন নাগরী কীর্ত্তন শুনে কাঁদে।
কোন নারী জল ঢালে সংকীর্ত্তন মধ্যে॥
সেই জল কীর্ত্তন মাঝারে হয় কাদা।
যেন সুরধুনী ধারা প্রবাহিতা সদা॥
ক্রমে জল শুকাইয়া হয় গুড়া গোলা।
পুনঃ পুনঃ গগণ মণ্ডলে উড়ে ধুলা॥
এইরূপ কীর্ত্তন হইল বহুক্ষণ।
তারক ধরিল দুই বধুর চরণ॥
কাঁদিয়া কহেন মোর স্বার্থক জীবন।
আমি ধন্য হইলাম তোদের কারণ॥
প্রভু মহানন্দে ল'য়ে আনন্দ করিলি।
হরিচাঁদ প্রেমনীরে আমারে ভাসালি॥
অই ঠাই বসে শান্ত হইল সকল।
তথা বসি খাইল চাউল আর জল॥
গলেবস্ত্র কর যোড়ে পাগলেরে কয়।
কুন্দসীর মহোৎসব নিরুৎসব যয়॥
তোমা বিনে নাহি হয় কোন মহোৎসব।
তব সঙ্গে এখানে আছেন মহৎ-সব॥
শুনিয়া পাগল শীঘ্র শীঘ্র যাত্রা কৈল।
পুর্ব্ব ঘাটে এসে সবে জলেতে নামিল॥
কেহ কেহ ভেসে যায় কুন্দসীর ঘাটে।
দীননাথ পালের বাটীতে গিয়া উঠে॥
কেহ কেহ উঠে লোহাগড়ার ঘাটেতে।
সিক্ত বস্ত্রে যায় দীন পালের বাটীতে॥
দীননাথ বাটী হ'ল সাধু সেবা সব।
এইরূপে মহানন্দে আনন্দ উৎসব॥
শ্রীশ্রীহরি-লীলামৃত সুধাধিক সুধা।
তারক যাচিছে হেতু রসনার ক্ষুধা॥

স্বামী মহানন্দের ভক্তাশ্রমে ভ্রমণ॥

পয়ার।

বিকালে করিল যাত্রা কুন্দসী হইতে।
দীঘলিয়া আসিলেন সন্ধ্যার পরেতে॥
কেহ কেহ র'ল বেণী পালের আলয়।
যজ্ঞেশ্বরের বাটীতে কেহ গিয়া রয়॥
বলাইর ভগ্নি লক্ষী সাধনার শিষ্য।
সেই ঘরে কতক থাকিল হ'য়ে হর্ষ॥
কতক থাকিল ভীম বলাইর বাড়ী।
কতক থাকিল গিয়া গ্রাম আড়াবাড়ী॥
সেই খানে রাত্রি ভোর নাম গান গেয়ে।
প্রভাতে করিল যাত্রা শ্রীহরি স্মরিয়ে॥
ঘসিবেড়ে, গ্রামে ভাগ্যধর পাল ছিল।
তার বাড়ী কতক আসিয়া উতরিল॥
গোপীনাথ সাহা ছিল মতুয়া প্রেমিক।
ভাগ্যধর শুরু তারে বাসে প্রাণাধিক॥
সেই বাড়ী কেহ থাকে কেহ আর বাড়ী।
অষ্টাদশ ঘর পাল সব বাড়ী জুড়ি॥
সব বাড়ী বাড়ী বাল্য সেবা হইতেছে।
সব বাড়ী স্ত্রী পুরুষ নামে মাতিয়াছে॥

মাধ্যাহ্নিক সেবা দিল নামে বাবুরাম।
বিকালে সকলে পঁহুছিল শুক্তা গ্রাম॥
গোলোক চাঁদের বাটী হ'বে মহোৎসব।
সেই বাড়ী মহোৎসব করিতেছে সব॥
শুক্তা গ্রামে গোলোক পালের এক কন্তে।
দিলেন কতক ব্যয় মহোৎসব জন্তে॥
সে বাড়ীতে রাত্রি হ'ল নাম সংকীর্ত্তন।
মহাভাবে মেতে হ'ল নিশী জাগরণ॥
দ্বিপ্রহর রাত্রে সব ভোজন করিল।
রাত্রি ভোর পুনশ্চ কীর্ত্তন আরম্ভিল॥
হইতেছে নর্ত্তন কীর্ত্তন অতিশয়।
প্রেমেমেতে হইয়াছে জ্ঞান শূন্ত প্রায়॥
পদ গায় প্রাণ হ'রে নিল নিল নিল।
আসিয়া অক্রূর মুনি প্রাণ হ'রে নিল॥
রে অক্রূর রথ রাখ হেরি কেলেসোনা।
পায় ধরি পদে পড়ি যত ব্রজাঙ্গনা॥
গান গায় ব'সে পালেঙ্গার চাক ঘরে।
কেহ চাক ঘুরায় কেহ বা টেনে ধরে॥
বৈশাখে পালের চাক্ কভু নাহি ঘুরে।
বেড়া হেলানেতে ছিল ঘরের ভিতরে॥
এক ঠাই ছিল সেই চাক তিন খানা।
কীর্ত্তন সময় দৃষ্টি করে কয় জনা॥
চক্র দেখে হ'ল ব্রজ ভাব উদ্দীপণ।
বিস্মিত মূর্চ্ছিত কেহ গায় আর জন॥
চণ্ডী গোস্বামীর পদ গায় কোন জনা।
রাখ রাখ অক্রুর নিওনা কেলেসোনা॥
যখন গায় অক্রুর প্রাণ নিল নিল।
প্রেমাবেশে কেহ কুম্ভচক্রটি ধরিল॥
চাক দিয়া পাক দিল আলের উপরে।
রাখ রাখ বলি কেহ চাক টেনে ধরে॥
তাহা দেখি ঘূর্ণচাক পাগল ধরিল।
নিওনা বলিয়া চাকে মাথা পেতে দিল॥
মাথায় তুলিল চাক প্রেমেতে বিহ্বল।
অষ্ট ধারে বহিল যুগল চক্ষে জল॥
সেই চাক চতুঃপার্শ্বে মস্তকে রাখিয়ে।
ঘুরা'তে লাগিল চা'ক জড়াজড়ি হ'য়ে॥
এইরূপে ধরিলেন আর দুই চাক্।
সবে বলে ওরে রথি রথ রাখ রাখ্॥
হা কৃষ্ণ বলিয়া কেহ পড়িল ধরায়।
মূর্চ্ছিত হইল কেহ চাকের নীচায়॥

পাগলের শির গিয়া ঠেকিয়াছে চাকে।
মাটী দিয়া ধুমা উঠে দেখে সব লোকে॥
তাহা দেখি সব লোক পড়িল হুতাশে।
চমকিত হ'য়ে বলে ধুমা উঠে কিসে॥
চাক ধরি পালেরা লইল পালেঙ্গায়।
মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত যারা তাহাদেরে ধ'রে লয়॥
সবে দেখে পাগল পড়িয়া ধরনীতে।
ধুম্র উঠিতেছে পাগলের অঙ্গ হ'তে॥
বাড়ী পরে পালেঙ্গা পশ্চিমের পোতায়।
সেই ঘরে যাদব পাগলে ধরি লয়॥
সনাতন নবীন বসু ছিলেন তথায়।
তাহারা পাগলে ধরিলেন সে সময়॥
ধুমা কেন উঠিতেছে পাগলের গায়।
দাহহ'য়ে পাছে বা পাগল মারা যায়॥
তোরা সব থাক্‌রে উপায় আর নাই।
দক্ষিণ পালেঙ্গাতে পাগলে ল'য়ে যাই॥
পাগলে তদ্রুপ দেখি সবার হুতাশ।
সেই ঘরে ল'য়ে যেতে করি অভিলাষ॥
এত শুনি সর্ব্বজনে পাগলে তুলিল।
দক্ষিণ পালেঙ্গা ঘরে ধরিয়া লইল॥
অনর্গল ধূমা উঠে পাগলের গায়।
লোম কূপে ধূমা উটে ছিদ্র কণ্ডু প্রায়॥
লোম মূলে ছিদ্র সব বিকশিত হ'য়ে।
ধুমা উঠিতেছে শূন্তে বেগেতে ধাইয়ে॥
ক্ষণে ধূমা উঠে হয় অন্ধকার ময়।
ক্ষণে পাগলের অঙ্গ লক্ষ্য নাহি হয়॥
লোম উর্দ্ধ কেশ উর্দ্ধ নেত্র উর্দ্ধ শ্বাস।
নভূত ন ভবিষ্যতি ভাব অপ্রকাশ॥
মুখ মধ্যে রক্তিমবরণ যায় দেখা।
মুখের উপরে উঠে অনলের শিখা॥
ঘরের মধ্যেতে আর ঘরের চৌদিকে।
হরি হরি হরি বলে নাচে গায় লোকে॥
পাগল বৈবর্ণ অঙ্গ ধূম্র সম্বরিল।
আস্তে ব্যস্তে ত্রস্তে পাগলেরে কোলে নিল॥
তৈল মেখে পাগলেরে করাইল স্নান।
করা হ'ল সকলের সেবার বিধান॥
যবে পাগলের হ'ল সম্বিত বিধান।
সবে মৃত দেহে যেন পুন পৈল প্রাণ॥
প্রেমময় পাগলের অলৌকিক কাজ।
রচিল তারক চন্দ্র কবি রসরাজ॥

পাগলের চাপলিয়া গ্রামে যাত্রা।

পয়ার।

নামেতে কাঙ্গালী পাল সাধু শুদ্ধ মতি।
চিরদিন শুক্তা গ্রামে করেন বসতি॥
বিকালে তাহার বাটী হ'ল মহোৎসব।
রহিলেন সেই বাড়ী মতুয়ারা সব॥
সেই বেলা ভরি হ'ল নাম সংকীর্ত্তন।
অর্দ্ধ নিশী পর্য্যন্ত নাহিক নিবারণ॥
সবে ক্ষান্ত প্রেম শান্ত সংকীর্ত্তন সায়।
সব সাধু ভোজন হইল সে সময়॥
প্রাতে উঠি চলিলেন চাপলিয়া গ্রাম।
সেই গ্রামে সাধু অতি সুকচাঁদ নাম॥
সেই বাড়ী যাত্রা কৈল নাম প্রেমাবেশে।
মতুয়ারা মাতোয়ারা নাচে কাঁদে হাসে॥
সেই শুক্তা গ্রামে একজন দ্বিজ ছিল।
সংকীর্ত্তন কালে বড় তর্ক আরম্ভিল॥
পাগল ছিলেন বসি পালেঙ্গার ঘরে।
শ্রীনবীনবন্ধু গিয়া কহে পাগলেরে॥
এক বেটা ব্রাহ্মণ এসেছে এ বাটীতে।
কুতর্ক করেছে সেই কীর্ত্তন স্থানেতে॥
তাহাশুনি পাগল হইল ধাবমান।
সংকীর্ত্তন মাঝে স্বামীমহানন্দ যান॥
অমনি বহিল বন্যা কীর্ত্তন প্রাঙ্গণে।
ঝঞ্ঝাবাত যেমন বহিল রম্ভাবনে॥
যে স্থলে যে ছিল কারু আর বাক্য নাই।
হরি ব'লে গড়াগড়ি দিতেছে সবাই॥
সেই বিপ্র হ'য়ে খিপ্র গড়াগড়ি যায়।
উন্মত্ত হইয়া পড়ে পাগলের পায়॥
পাগলে আগুলে দ্বিজ রাখিতে না পারে।
জড়াইয়া ধরিলেন অক্ষয় ঠাকুরে॥
দুই দ্বিজ জড়াজড়ি গড়াগড়ি যায়।
দৌড়াদিয়া কীর্ত্তন ছাড়িয়া বাহিরায়॥
কদর্য্য উচ্ছিষ্ট স্থান নামেতে আদাড়।
গড়াগড়ি যায় বিপ্র তাহার উপর॥
সেই কথা পথে এসে হ'ল আন্দোলন।
কি মাহাত্ম্য পাগলের চরণে ব্রাহ্মণ॥
মদন বিশ্বাস পূর্ণচন্দ্র অধিকারী।
দোঁহে করে আন্দোলন ন্যায় পথ ধরি॥
আগে করে কুতর্ক জাতির কথা কয়।
সে জাতিতে এসে শেষে চরণে লোটায়॥
তারক বলিল অই দেমাকী ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণ রূপেতে ওরা শুক্রাচার্য্য গণ॥
গ্রন্থে বলে চাঁদকাজী নোয়াইল মাথা।
এত হিন্দু ব্রাহ্মণ লুকা'য়ে যা'বে কোথা॥
বলিতে বলিতে প্রেম আবেশ তখন।
গান ধরি দিল কোথা পালা'বি যবন॥
শ্রীগৌরাঙ্গ এল সেজে আয় কাজী আয়।
কা'ল ভেঙ্গেছিস খোল আ'জ যাবি কোথায়॥
সবে মিলে গায় বোল অঙ্গে উঠে কম্প।
কোথা যাবি বলিয়া কেহ বা মারে লম্ফ॥
কেহ কেহ চলিছেন যষ্ঠি ঘুরাইয়া।
কেহ করে বীর দর্প যষ্ঠি দেখাইয়া॥
বাবরা গ্রামেতে যত বসতি যবন।
অই রূপ ভাব তারা করি দরশন॥
বাড়ীর বাহিরে মাঠে ঘাটে ছিল যারা।
বাড়ীর মধ্যেতে গিয়া পলাইল তারা॥
তিন মিঞা এসে ধেয়ে আগুলিল পথে।
সবিনয় বলে মোর বাড়ী হ'বে যেতে॥
মতুয়ারা বলে যদি বল হরিবল।
তবে তোমাদের বাড়ী যাইব সকল॥
তাহাশুনি তিন মিঞা বলে হরি বোল।
দৌড়ে গিয়া পাগল তাদেরে দিল কোল॥
পাগলে লইয়া গেল বাড়ীর ভিতর।
পাড়ার মিঞারা যত হ'ল একত্তর॥
বাড়ীর উপরে গিয়া ঘুরিছে পাগল।
তাহা দেখি মিঞারা বলিছে হরিবল॥
তাহা দেখি মতুয়ারা সেই ভাবে মেতে।
হরি ব'লে নাচিতে লাগিল নানা মতে॥
লাফাইয়া উঠিলেন বাড়ীর উপর।
মতুয়ারা মিঞারা হইল একতর॥
বিবি সাহেবেরা সবে এল দেখিবারে।
তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম করে॥
কে কারে কি করে কেহ বুঝিতে না পারে।
বড় ভীড় গোলমাল বাড়ীর উপরে॥
হাক দিয়া পাগল আইলেন বাহিরে।
জয় হরি গৌরহরি বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
শেষে আর যত সাধু বাড়ী পরে ছিল।
কিছুক্ষণ পরে সবে বাহির হইল॥
একতর মতুয়ারা হইল সকল।
শুনিতেছে মিঞা বাড়ী হরি হরি বোল॥

কিছু কাল পরে তাহা হ'ল সম্বরণ।
পুনরায় মতুয়ারা জুড়িল কীর্ত্তন ॥

গীত।

আমার গৌরাঙ্গ এল সেজে আয়রে কাজী আয়।
কাজী আয় কাজী আয় কাজী আয় কাজী আয় ॥
কা'ল ভেঙ্গেছিস্ খোল করতাল আ'জ যাবি কোথায় ॥
আমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব মানিনে তুইলাগিস্ কোথায় ॥

পয়ার।

গাইতে গাইতে পদ যায় চাপলিয়ে।
জ্ঞান হয় যেন যায় ভূমি কম্প হ'য়ে ॥
চাপলিয়া গ্রামবাসী যত লোক ছিল।
সুক চাঁদ মণ্ডলের বাড়ীতে আসিল ॥
স্ত্রী পুরুষ বাল্য বৃদ্ধ বারো আনা প্রায়।
গ্রামের যতেক হিন্দু আইল তথায় ॥
এ দিকে মতুয়া চলে দুই ভাগ হ'য়ে।
এক ভাগ বাড়ীপর উঠিলেন গিয়ে ॥
বাড়ীর উপরে গিয়া বলে হরি বোল।
প্রেমানন্দে মহানন্দ নাচিছে কেবল ॥
মতুয়ারা যত ছিল বাড়ীর উপরে।
তাদের পাগল বলে তাড়া উহাদেরে ॥
বাড়ীর নীচায় যারা করে হই, হই।
উঠিতে পারেনা যেন সবাকারে কই ॥
গ্রাম বাসী যারা বাড়ী পরে হরি বলে।
সব লোকে মহানন্দ তাঁড়াইয়া দিলে ॥
হাড়ী কাঁধা ইটা চেঙ্গা আনিয়া সত্বর।
বলে তোরা ইহা দিকে ইহা ফেলে মা'র ॥
কোন মতে ইহা দিকে উঠিতে না দিবি।।
ওরা যদি বাড়ী উঠে তোরা মা'র খাবি ॥
পূর্ণচন্দ্র অধিকারী উঠিল অগ্রেতে।।
দুই চারি ঢিলা ঘায় নামিল নিম্নেতে ॥
পাগল কহিছে না উঠিস বাড়ীপর।
কি করিবি তোদেরে বা কেটাকরে ডর ॥
প্রাণ ভয় থাকে যদি প্রাণ ল'য়ে পলা।
এ দেশেতে খাটিবেনা হই, হই, বলা ॥
চন্দ্রকান্ত মল্লিক সে পদ্মা নিবাসী।
বাড়ীর নিকটে সেও উতরিল আসি ॥
সে পূর্ণ অধিকারীর করেতে ধরিয়া।
বাড়ীর উপরে পড়ে এক লম্ফ দিয়া ॥
ত্রেতা যুগ হ'তে যেন আইল বানর।
তেমতি লাফিয়া পরে বাড়ীর ভিতর ॥
শ্রীহরিপাল তারক অক্ষয় ঠাকুর।
বাড়ী প'ড়ে বলে নেড়ে যাবি কত দূর ॥
মারামারি দেখি মার খাইতে এলাম।
মরি যদি ফিরিবনা ছাড়ি হরিনাম ॥
ঘরে পরে করে ধ'রে হরিনাম দিব।
শ্রীহরি চাঁদের প্রেম ফিরা'য়ে কি নিব ॥
ঝাকে পড়ে কাঁধা চাড়া চেঙ্গা আর ইট।
মার মার বলিয়া পাতিয়া দিল পিট ॥
দুই দিকে নাচিছে পাগল মহানন্দ।
মার মার মার বলি পরম আনন্দ ॥
বাড়ীর উপরে এল মার মার মার।
ভয় নাই যারে পাই তারে ধরি মার ॥
মার মার কোথাকার ছার হরি বোলা।
হরিবোলা মারিয়া হ'বরে হরি বোলা ॥
হরিবোলারা উঠিল বাড়ীর উপর।
মেশামেশি দুইদলে হ'ল একত্তর ॥
আর মারামারি নাই নাই গণ্ড গোল।
এদলে ওদলে মিলে বলে হরি বোল ॥
যাদব মল্লিক বলে জয় জয় জয়।
হরিচাঁদ জয় শ্রীগোলোক চাঁদ জয় ॥
গুরুচাঁদ জয় জয় জয় হীরামন।
জয় জয় হরিচাঁদ পতিত পাবন ॥
জয় জয় দশরথ ভক্তগণ জয়।
জয় যত হরিবোলা জয় মৃত্যুঞ্জয় ॥
হরি বলে পড়ে ঢ'লে যাদব মল্লিক।
মতুয়ারা মাতোয়ারা নাই দিগ্বিদিক ॥
কোলাকোলি ঢলাঢলি প্রেম আলিঙ্গন।
কেহ কেহ যায় মোহ ধূলায় পতন ॥
ধূলায় ধূসর কেহ যায় গড়াগড়ি।
লম্ফ ঝম্প গাত্র কম্প প্রেম হুড়াহুড়ি ॥
চন্দ্রকান্ত মল্লিক পড়িয়া ভূমিতলে।
পাগলের পদ ধরি হরি হরি বলে ॥
সংকীর্ত্তন মধ্য হ'তে পাগল উঠিল।
লম্ফ দিয়া পশ্চিমের ঘরে প্রবেশিল ॥
শান্ত নামে এক কন্যা মত্তা হরিনামে।
সতী সাধ্বী সুচরিত্রা শুদ্ধ ভক্তি প্রেমে ॥
পাগলের প্রতি তার দৃঢ়াভক্তি রয়।
চারি ভাই তাহাদের নির্ম্মল হৃদয় ॥

নিবারণ শীতল কার্ত্তিক রতিকান্ত।
সাধু মহাজন প্রতি ভকতি একান্ত॥
তারকের শিষ্য পুত্রী সুমতী শ্রীমতী।
পাগলেকে ধরিলেন সেই গুণবতী॥
সুকচাঁদ কানাই নিমাই কয় ভাই।
নাচিছে কীর্ত্তনে আনন্দের সীমানাই॥
তাহাদের ভগ্নি ধনী বসন্ত নামিনী।
হরি বলে পাগলে ধরিল সেই ধনী॥
পাগল তখনে দুই বাহু প্রসারিয়া।
সেই দুই মেয়েকে ধরিল সাপুটিয়া॥
অজ্ঞান হইয়া দোহে ঢলিয়া পড়িল।
যেন ভাদ্রে বাণ ডেকে ভাসাইয়া নিল॥
পূর্ব অধিকারী হরিপাল পড়ে তথি।
মূর্চ্ছা প্রাপ্তে পড়িল অক্ষয় চক্রবর্ত্তী॥
কে কারে কি করে পড়ে কেবা কার গায়।
কি সুখ বাড়িল সুকচাঁদের আলয়॥
মদন বিশ্বাস এক পদ ধরি এল।
নিল প্রাণ নিলরে গৌরাঙ্গ রূপে নিল॥
গৌরাঙ্গ দাঁড়ায়ে অই সুরধুনী কুলে।
চল গো সজনী চল যাই গো সকলে॥
জল আনা ছল করি চল ন'দে বাসী।
জল আনা ছলেতে গৌরাঙ্গ দেখে আসি॥
এতেক বলিয়া কক্ষে লইল কলসী।
চল গিয়া গৌরাঙ্গ চরণে হই দাসী॥
সবে মিলে হ'ল যেন উন্মত্ত পাগল।
নর নারী বাল্য বৃদ্ধ বলে হরি বোল॥
কেহ কেহ উঠে গিয়া বসিল গৃহেতে।
কেহ নৃত্য করে অন্তঃপুর প্রাঙ্গণেতে॥
প্রেমাবেশে বাল্য বৃদ্ধ যুবা নর নারী।
সবে মিলে অম্লান অন্তরে ধরাধরি॥
স্ত্রী পুরুষ ধাববান হ'ল একেত্রেতে।
এক এক জল পাত্র লইল কক্ষেতে॥
কেহ ধায় এল কেশে কেহ ঘোমটা টানে।
পুরুষে ঘোমটা দেয় কোচার বসনে॥
পুরের মধ্যেতে কেহ হ'তে নারে স্থির।
বাহির বাটীতে সব হইল বাহির॥
মতুয়ারা রামগণে ধরিয়া ধরিয়া।
বাড়ীর উপরে সবে রাখে ঠেকাইয়া॥
কতক মতুয়াগণ বাড়ী দিকে ধায়।
নিবারণ শীতলের বাটীতে উদয়॥

কেহ কয় গঙ্গাতীরে উদয় অরুণ।
কেহ কয় অরুণের চরণে বরুণ॥
কেহ কয় তবে জল নিতে হ'ল ভাল।
গৌরাঙ্গ অরুণ পদে বরুণ পাড়িল॥
তরুণ অরুণ সঙ্গে চন্দ্র যোগাযোগ।
কেহ বলে এই সেই পুষ্পবন্ত যোগ॥
কেহ বলে তার মধ্যে গঙ্গা সুরধূনী।
কেহ বলে এই যোগ যোগ চূড়ামণি॥
কেহ বলে ভাসিয়া গেলাম অশ্রুজলে।
কেহ বলে দেখা কি পাইব গঙ্গাকূলে॥
কেহ বলে নাহি পেলে জাহ্নবীর কুলে।
কেহ বলে তবে দাসী হইবি কি ছলে॥
কেহ কেহ তুলে নিল কক্ষেতে কলসী।
কেহ বলে হইব গৌরাঙ্গ পদে দাসী॥
কেহ পিত্তলীয় কুম্ভ করিয়াছে কক্ষে।
কেহ নাচে মেটে কুম্ভ কক্ষ পরে রেখে॥
কেহ বাহিরের কুম্ভ পূর্ণ কিম্বা খালি।
কেহ তার একটা লইল কক্ষে তুলি॥
কেহ বলে ক্ষান্ত না করিও সংকীর্ত্তন।
কেহ বলে ধর অই গৌরাঙ্গ চরণ॥
কেহ নাচিয়া গাইয়া চলেছে কাঁদিয়া।
কেহ কার গায় পড়ে হেলিয়া দুলিয়া॥
কেহ যায় স্নানে কালীগঙ্গা মরানদী।
কেহ সেই ঘাটে গিয়া করে কাঁদাকাঁদি॥
কেহ কেহ বলিতে সকলে ঘাটে গেল।
কেহ বলে কেগো অই বর্ণ যেন কাল॥
কেহ বলে গোরা ছবি প্রাতরবি প্রায়।
কেহ বলে কালশশী তাতে মিশি রয়॥
কেহ বলে কাল গৌর মাঝেতে দাঁড়ায়।
কেহ কেহ বলে অই বাঁশী করে লয়॥
কেহ বলে গোরা রূপ জলের ছায়ায়।
কণক কমল কাল কমলে উদয়॥
কাল জলে কাল জলে দেখ গো কেমন।
নীলাব্জ হেমাব্জ মাঝে হ'য়েছে মিলন॥
জলে জলে জলধর দেখ সখীগণ।
জলে রাই হেরি রাই শ্যামের মিলন॥
একা আমি নামি তোরা না নামিস্ কেউ।
দেখ রূপ জলে জলে দিওনা লো ঢেউ॥
একা আমি হরে আনি শ্যাম জলধর।
নামিলে হারাবি জলে পাবিনা খবর॥

আমি ধরি বলে জলে নামিল সকল।
বলে কই রাই কই সে নীলকমল॥
জলে নামি করে সবে শ্যাম অন্বেষণ।
ডুব দিয়া মহানন্দে করে দরশন॥
কেহ বলে রাই শ্যাম করে জলকেলি।
জলে নামি করে সবে জল ফেলাফেলি॥
কেহ বলে গঙ্গাজল সেচে দিব ফেলে।
জলধর লুকা'য়েছে কালীগঙ্গা জলে॥
কেহ বলে আর কত কাঁদিবি অকুলে।
কেহ বলে জলে জলে চল যাই কুলে॥
কেহ বলে কুল গেল বিরাজার কুলে।
কেহ বলে কুল কালা কাজ কিগো কুলে॥
কেহ বলে কুলে জেলে দিয়াছি অনল।
কেহ বলে জল ঢেলে কর গো শীতল॥
কেহ বলে ভাষা কুল কুলে দিয়া জল।
কেহ বলে কুল সাথে যা'বে কার বল॥
কেহ বলে কুল ধুয়ে খাবি নাকি জল॥
কেহ বলে কুল যাক কুলে যাই চল।
এতেক বলিয়া সবে চলিলেন বেগে।
হরি পাল অক্ষয় ঠাকুর চলে আগে॥
জয় ধ্বনি করে যত রামাগণে।
এসে হুলুধ্বনি দিল সর্ব্বজনে॥
চন্দ্রকান্ত মল্লিক ধেয়েছে পাছে পাছে।
গাছবাড়িয়ার রামধন চন্দ্র নাচে॥
মদন বিশ্বাস বলে চল চুপে চুপে।
টের পেলে গুরুজন উঠিবেন খেপে॥
একুপেতে অপরূপ প্রেমের তরঙ্গ।
পাগল সাঁতারে প্রেম সংকীর্ত্তন ভঙ্গ॥
স্বাভাবিক ভাবে স্বস্থ হইলেন সব।
নিবারণ বাটী হ'ল চিড়া মহোৎসব॥

অন্নভোজ করে সব সুকচাঁদ বাড়ী।
পাগলে ধরিল সুকচাঁদের মা বুড়ী॥
অক্ষয় ঠাকুর আর পাগলেকে ল'য়ে।
দুজনেকে ভুঞ্জাইল কোলে বসাইয়ে॥
পশ্চিমের ঘরে সবে বসিয়া নিভৃতে।
তারকে ডাকিয়া আনাইল নিকটেতে॥
অক্ষয় ঠাকুরে করাইতে উপদিষ্ট।
বলিলেন তারকেরে তুমি হও ইষ্ট॥
তারক কহেন ইহা আমি নহে পারি।
উপদিষ্ট হউন ব্রাহ্মণ এক ধরি॥
অক্ষয় কাঁদিয়া কহে ব্রাহ্মণে কি কাজ।
অংশ অবতার তুমি ইষ্ট দ্বিজরাজ॥
আমি যার পিপাসিত তাই যদি পাই।
যার ঠাই পাই তাই নিব তার ঠাই॥
মোর প্রশ্নোত্তর দেন সব মহারথি।
গুরু কোন জাতি হয় মন্ত্র কোন জাতি॥
শুকদেব হাড়ির নিকটে মন্ত্রনিল।
শুক পাখী ছানা তবু বিপ্র আখ্যা পেল॥
পাগল তারকে কহে হরি সহকারী।
পারিবানা এই কার্য্য যদি আজ্ঞাকরি॥
পাগল কহেন আজ্ঞা দিলাম তোমায়।
তারক কহিল অসম্ভব কিছু নয়॥
কর্ণ মূলে মহামন্ত্র করিলেন দান।
পাইয়া চিন্ময়ী শক্তি হ'ল শক্তিমান॥
প্রেমানন্দে ঢলাঢলি হইল সকল।
জয়ধ্বনি করি সবে বলে হরিবোল॥
স্বীয় স্বীয় স্থানে সব গমন করিল।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত তারক রচিল॥

তৃতীয় তরঙ্গ।

বন্দনা।

জয় জয় হরিচাঁদ জয় কৃষ্ণদাস।
জয় শ্রীবৈষ্ণবদাস জয় গৌরিদাস॥
জয় শ্রীস্বরূপদাস পঞ্চ সহোদর।
পতিতপাবন হেতু হৈলা অবতার॥
জয় জয় গুরুচাঁদ জয় হীরামন।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় শ্রীলোচন॥
জয় জয় দশরথ জয় মৃত্যুঞ্জয়।
জয় জয় মহানন্দ প্রেমানন্দ ময়॥
জয় নাটু জয় ব্রজ জয় বিশ্বনাথ।
নিজ দাস করি সবে কর আত্মসাৎ॥

ভক্ত শ্রীহরিপাল উপাখ্যান ॥

পয়ার।

গোলোক পালের পুত্র হরিপাল নামে।
যশোহর অধিনে কেশবপুর গ্রামে ॥
ওড়াকাঁদি হরিচাঁদ নিকটে না যায়।
উদ্দেশ্যে মতুয়া হ'য়ে হরিগুণ গায় ॥
হরিপাল হরিবোলা হইয়া গিয়াছে।
মতুয়া বলিয়া নাম প্রচার হ'য়েছে ॥
এই সময়েতে তার হ'য়েছিল জ্বর।
জ্বরেতে অজ্ঞান প্রায় হইয়া বিকার ॥
তার পিতা ভয় ভীত হইয়া মনেতে।
ডাক্তার আনিতে যায় ঔষধ খাওয়াতে ॥
অমনি চৈতন্য হ'য়ে হরিপাল কয়।
হরি বোলা হ'য়ে কিঔষধ খাওয়া যায় ॥
হরি বোলা হ'য়ে যেবা ঔষধ খাইল।
জানিবে সে হরি বোলা সেদিনে মরিল ॥
তবে যদি বাঁচে কোন ঔষধি খাইয়ে।
সে বাঁচা সে মিছা বাঁচা বাঁচে কি লাগিয়ে ॥
আমি তারে মনেকরি জ্ঞান প্রাণ হত।
মায়া দেহ কায়া যেন ছায়া বাজী মত ॥
না রহে নৈষ্টিক তার নাম নিষ্ঠা হারা।
দিন দুই চারি বেলা জীয়ন্তে সেমরা ॥
ওড়াকাঁদি হরিচাঁদ হ'য়েছে উদয়।
পতিত পাবন প্রভু বড় দয়াময় ॥
যাই যাই ভাবি আমি যাইতে না পারি।
শ্রবণে শুনেছি নাম চক্ষে নাহি হেরি ॥
না দেখিতে পারিলাম প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
হেন কালে শুনিলাম লীলা হ'ল সাঙ্গ।
গোলোকের নিত্য ধন গেলেন গোলোকে।
উদ্দেশ্যে ভাবি শ্রীপদ মনের পুলকে ॥
শুনেছি সাধুর মুখে কহে পরস্পর।
অধর ধরিবি যে ধরেছে তারে ধর ॥
অধর মানুষ যে ধরেছে ধরা পর।
মানুষ পড়িবে ধরা সে মানুষ ধর ॥
সূর্য্যনারায়ণ খুড়া ডুমরিয়া আছে।
ঠাকুরের কথা শুনিয়াছি তার কাছে ॥
আমারে বাঁচাও যদি ওড়াকাঁদি যাও।
হুকুম আনিয়া পিতা আমাকে বাঁচাও ॥
চলিল গোলোক পাল ওড়াকাঁদি যেতে।
ডুমরিয়া গেল সূর্য্য নারায়ণে নিতে ॥
কহিল আমার সাথে যেতে হ'বে ভাই।
হরি পুত্র গুরুচাঁদে আনিবারে যাই ॥
সূর্য্য নারায়ণ এল হরি হরি বলে।
তেতুল গুলিয়া খাওয়াইল হরিপালে ॥
কাঁচি দধি পান্থা ভাত খাওয়াইয়া দিল।
কাঁচা জলে স্নান জ্বর ধুয়ে ফেলাইল ॥
সূর্য্য নারায়ণে ল'য়ে পরামর্শ করে।
বল খুড়া ওড়াকাঁদি যাই কি প্রকারে ॥
হরিচাঁদ জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভু গুরুচাঁদ।
সে প্রভু-কেমন আমি দেখিব সেপদ ॥
করিলেন দিন ধার্য্য ওড়াকাঁদি যেতে।
ঠিক হ'ল সূর্য্য নারায়ণ যা'বে সাথে ॥
একখানা নৌকা আছে বাওয়ালে পাঠা'বে।
নৌকা চালাইয়া শেষে ওড়াকাঁদি যা'বে ॥
নৌকার চালান দিল বাওয়ালেতে গেল।
বাদায় সুন্দরী বনে গাছ কেটে ছিল ॥
চাঁদ পাই দক্ষিণে সে সুন্দরীর চক্।
সে খানে কাটিল গাছ মনেতে পুলক ॥
গদাই নামেতে সেই বাওয়ালীর পাড়া।
সেই চকে গাছ কাটে প'ড়ে গেল সাড়া ॥
এ দিকেতে ওড়াকাঁদি মানসী করিয়া।
পাড়ার বাওয়ালী সবে কাঠ কাটে গিয়া
খাটিয়া কাটিয়া নিয়া নৌকায় বাঁধিল।
বাবা হরিচাঁদ বলি নৌকা ছেড়ে দিল ॥
সে পাড়ায় নৌকা ছিল অষ্টাদশ খান।
সব নৌকা সায়রে যোঁয়ারে দিল টান ॥
চিলা হ'তে নৌকা ছাড়ে যোয়ারের গোণে।
রাত্রি দেখে নৌকা রাখে মাকড়ের ঢোণে ॥
নৌকা রেখে সবে ঘুমাইল বিহুশেতে।
ভাটা লেগে তরণী ডুবিল অর্দ্ধরেতে ॥
বাওয়ালীরা চারিজন নায় বাঁধে কাছি।
চেঁচা চেঁচি করে বলে কিসে মোরা বাঁচি ॥
ভোর রাত্রি চারিজন অন্য নায় উঠে।
বাড়ী এসে বলে হরিপালের নিকটে ॥
দিন ভরে অনাহারে হরিপাল রয়।
বাবা হরিচাঁদ বলে কাঁদে সর্ব্বদায় ॥
হত্যা দিয়ে থাকে শুয়ে দেখিল স্বপন।
স্বপ্নাদেশে কহে এসে সূর্য্য নারায়ণ ॥
আর না কাঁদিস বাছা হ'য়ে অর্থ লোভী।
চলে যা নৌকার কাছে নৌকা গাছ পাবি ॥

সেই সব ভাগীদের সঙ্গেতে করিয়া।
ডোবা নৌকা যথা তথা উতরিল গিয়া॥
সেই খানে গাছ বাঁধা নৌকা বারোখান।
কেঁদে কহে হরিপাল বাওয়ালীর স্থান॥
কাছি বাঁধা খুটি গাড়া নঙ্গর যে ছিল।
তাহা উদ্‌ঘাটিয়া নৌকা মধ্য গাঙ্গে গেল॥
গদাই বাওয়ালী অন্য লোক ল'য়ে ব'সে।
নৌকা উঠাইয়া নিবে করে পরামিশে॥
হরিপাল বলে সেই বওয়ালীর ঠাই।
আমি মোর ডোবা নৌকা তুলে নিতে চাই॥
গদাই বলেছে নৌকা বাদায় ডুবিলে।
কোন বেটা নৌকা পাইয়াছে কোন কালে॥
কুম্ভীর জলেতে লোণা কাঙ্গট হাঙ্গর।
এই স্থান হ'তে নৌকা কে উঠা'বে তোর॥
হরিপাল বলে যদি তুলে দেও নৌকা।
তুমি মোর ধর্ম্ম পিতা দিব কুড়ি টাকা॥
গদাই বলেছে তুমি কেন পিতা কও।
ইচ্ছা থাকে কুড়ি টাকা তুমি ল'য়ে যাও॥
তাহাশুনি হরিপাল নিরস্ত হইল।
নিজের নৌকায় এসে রাত্রিতে রহিল॥
বাবা হরিচাঁদ ব'লে ঘন ছাড়ে হাই।
শেষ রাত্রে চেঁচাইয়া উঠিল গদাই॥
হেন কালে শব্দ হয় নৌকা ঠেকাঠেকি।
জলে শব্দ উঠে ঢেউ নৌকা ঢক্ ঢকি॥
গদাই বাওয়ালী বলে সবে শুনে নেও।
উঠাও পালের নৌকা যদি ভাল চাও॥
এ নৌকা না উঠাইলে কারু বাঁচা নাই।
নতুবা সকল নৌকা ডুবিবে এ ঠাই॥
ব্যাঘ্রে চড়ি উগ্রএক মানুষ আসিয়ে।
প্রকাণ্ড শরীর তার কহে হুঙ্কারিয়ে॥
শীঘ্র করি এই তরী প্রভাতে উঠাও।
নৈলে ডুবাইব সব বাওয়ালীর নাও॥
রাত্রি পোহাইলে সবে করে ডাকাডাকি।
গদাই বাওয়ালী বলে তোরা আয় দেখি॥
জলে নক্র কে ডুবা'বে কে বাঁধিবে কাছি।
হরিপাল বলে আমি নিজে ডুবা'তেছি॥
ভাটার সময় ডুব দিল হরি বলে॥
এক ডুবে কাছি বাঁধি উঠিলেন কূলে।
হরিপাল বলে কাছী উপরে থাকুক।
ক্ষণেক বিলম্ব কর যোঁয়ার আসুক॥

যোঁয়ার পুরিল বেলা দেড় প্রহরেতে।
হরিপাল ধরে কাছি গদাইর সাথে॥
বাবা হরিচাঁদ বলে উৎকণ্ঠিত প্রাণ।
ছয় জনে কাছি ধরি দিল এক টান॥
হা'ল দাড় বাঁধা, গাছ নঙ্গর সহিতে।
জাগিয়া উঠিল নৌকা ছই ছাপ্পরেতে॥
গদাই বাওয়ালী বলে কিছু কাল রও।
ভাটা হ'লে আপনি জাগিবে এই নাও॥
জল ফেলাইল সবে ভাটার সময়।
ঠেলা পেলা দিয়া রাখিলেন পাছানায়
পুনর্ব্বার যোয়ার হইল যে সময়।
সেচা হ'য়ে পুর্ব্ববৎ নৌকা ভেসে রয়॥
গদাই বাওয়ালী তার এ বার্ষিক অছে।
একটী মানুষ দেয়শার্দ্দূলের কাছে॥
হরিপাল যবে নৌকা খুলিবারে চায়।
সেইদিন বাঘের বার্ষিক দিতে হয়॥
গদাই বাওয়ালী বলে হরিপাল শুন।
টাকা দিবা বলেছিলে দেহতা এখন॥
হরিপাল বলে টাকা দিব কি কারণ।
নৌকা উঠাইয়া দিলে দেখিয়া স্বপন॥
শুনিয়া গদাই রাগ হ'ল অতিশয়।
মৌখিকেতে সাধু ভাবা হরিপালে কয়॥
আশা ছিল হরিপাল দেশে ফিরে যাবে।
তারপর গদাই সে নৌকা তুলে নিবে॥
তাহা নাহি হ'ল আরো টাকা নাহি দেয়।
জানে প্রাণে মারিব যেমন দুরাশয়॥
গদাই বলেছে হরি ধর্ম্মপুত্র তুমি।
চল বাছা চক্ দেখাইয়া আনি আমি॥
সাধুর তরণী কভু মারা নাহি যায়।
তোমা হ'তে এই কথা হইল প্রত্যয়॥
নৌকা পেলে গাছ পেলে বাপরে আমার॥
আমার যা আছে তাহা সকলি তোমার॥
কতগুলি গাছ কাটা আছে এই চকে।
মম সঙ্গে চল বাছা দিব তা তোমাকে॥
ধর্ম্মপুত্র তুমি তোমা বড় ভালবাসী।
চল যাই তোমাকে দেখা'য়ে ল'য়ে আসি॥
এই গাছ দেশে ল'য়ে যাও ওরে বাবা।
এই গাছ নামাইয়া সেই গাছ নিবা॥
এত বলি দুইজনে চড়ি ডিঙ্গিনায়।
হরিপালে ল'য়ে গদা বাদা মধ্যে যায়॥

দুই তিন জোলা খাল পার হ'য়ে গেল।
দুর্গম বাদার মধ্যে হাটিয়া চলিল ॥
হরিপাল বলে ওরে গদাই বাওয়ালী।
কই তোর কাটা গাছ কোথা ল'য়ে আলি ॥
গদা বলে হরিপাল বুঝিতে না পার।
সময় থাকিতে পরকাল চিন্তা কর ॥
আমার নিয়ম আছে বার্ষিক এস্থান।
একটী মানুষ দেই বাঘের যোগান ॥
সেই জন্য আসিয়াছি তোমারে লইয়ে।
তোরে দিয়া সে বার্ষিক যা'ক শোধ হ'য়ে ॥
হরিপালে ধরি তথা বসাইয়া রাখে।
দূরে গিয়া গদাই চালান মন্ত্র ডাকে ॥
বসিলেন হরিপাল নয়ন মুদিয়া।
মরিলাম হরিচাঁদ বিদেশে আসিয়া ॥
কেন মোরে বাদায় পাঠা'লে স্বপ্নাদেশে।
রাখ মহাপ্রভু আমি মরিনু বিদেশে ॥
এ বিপদে যদি পদে স্থান নাহি দিবে।
অকলঙ্ক নামে তব কলঙ্ক রহিবে ॥
বাঘে খা'বে এত ভাবি ছেড়ে দিল দেহ।
চক্ষে ধারা জ্ঞানহারা প'ড়ে গেল মোহ ॥
কতক্ষণ তথা অচৈতন্য হ'য়ে ছিল।
দৈব এক মহাপুরুষ তথায় আসিল ॥
হরিপালে উঠাইল ধ'রে দুই হাতে।
বলে আমি আসিয়াছি ওড়াকাঁদি হ'তে ॥
ভয় নাই বাছারে নয়ন মেলে থাক।
গদাই কি করে তাহা ব'সে ব'সে দেখ ॥
হরিগ্রীবা পরে হরি বসে পাছা দিয়ে।
দুই দিকে দুই পদ বক্ষে ঝুলাইয়ে ॥
দাঁড়িয়ে রহিল এক লৌহ গদা হাতে।
হরিপাল বসিয়া রহিল নির্ভয়েতে ॥
উরুযুগ বক্ষে চাপি বঙ্কিম জঙ্ঘায়।
যেন নরসিংহ মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর কায় ॥
হরিপাল বাহুযুগে উরু চাপি ধরি।
শ্রীচরণ হেরি দুনয়নে বহে বারি ॥
জীবমানে হেরিনাই শ্রীচরণ-তরী।
দেখিব দেখিব মনে আশা ছিল ভারি ॥
সেই আশা পূর্ণ হ'ল নৌকা বিসর্জ্জনে।
বর্ত্তমানে দেখিলাম গদাইর গুণে ॥
মৃত্যুঞ্জয়ে বিরচিত স্তোত্র গীতি যাহা।
অঙ্ক চিহ্ন লক্ষণাদি দেখিলাম তাহা ॥

মন্ত্র পঠি ডাকে গদা হ'ল এক শব্দ।
ভূমি কম্পে প্রায় শব্দে বন জন্তু স্তব্ধ ॥
সব পক্ষী উড়িল নিদান ডাক ছাড়ি।
চকের মধ্যেতে যেন মহাহুড়াহুড়ি ॥
ভীষণ শার্দ্দুল এক তথায় আসিয়া।
হরিপাল সম্মুখে পড়িল লম্ফ দিয়া ॥
ব্যাঘ্র এসে অল্পমাত্র রহিল তফাৎ।
ব্যবধান অনুমান চারি পাঁচ হাত ॥
লক্ লক্ জিহ্বা এক হাত পরিমাণ।
লালাইছে বাহির করিয়া জিহ্বা খান্ ॥
গর্জ্জন করিছে ব্যাঘ্র হেন জ্ঞান হয়।
ভীমনাদে মহাক্রোধে মাটী ফেটে যায় ॥
দণ্ড চারি এইরূপে গর্জ্জন করিল।
লম্ফ দিয়া দৌড়াইয়া ব্যাঘ্র পলাইল ॥
গদাইর দিকেতে হইল ধাববান।
তাহা দেখি উড়েগেল গদাইর প্রাণ ॥
শঙ্কা পেয়ে গদাই কহিছে অতঃপরে।
বলে বাবা হরিপাল রক্ষা কর মোরে ॥
না বুঝিয়া হেন কার্য্য করিয়াছি তোমা।
তুমি সাধু হরিভক্ত মোরে কর ক্ষমা ॥
তুমি মম পিতা হও আমি তব ছেলে।
মরেছি মরেছি বাবা রাখ পুত্র বলে ॥
আর আমি আসিবনা বাওয়াল করিতে।
এইবার বাঁচাইয়া লহরে দেশেতে ॥
স্কন্ধে থেকে প্রভু ডেকে বলে হরিপালে।
বাচাইয়া লহ ওরে হ'ল যদি ছেলে ॥
এ বেটারে যদি অন্য বাঘে ধ'রে খাবে।
দুর্গম বাদার পথ কে দেখা'য়ে ল'বে ॥
হরিপাল আজ্ঞা দিল ব্যাঘ্র ফিরে গেল।
ভয় নাই বলিয়া গদারে আশ্বাসিল ॥
দয়া করি গদাইর প্রাণ দান করি।
তরীতে আসিল হরি বলে হরি হরি ॥
পুনর্ব্বার সায়রে ধোঁয়ারে দিল টান।
এক সঙ্গে ভাসাইল তরী তেরখান ॥
খুলনা আসিল যবে ট্যাক্সের আফিসে।
হরিপালের নৌকা সকলের পাছে আসে ॥
ট্যাক্স ঘাটে সকলের নৌকা লাগাইল।
বিশ ত্রিশ টাকা প্রতি নৌকায় লাগিল ॥
হরির তরণী না ডাকিল টেক্স ঘাটে।
নিজ ঘাটে নৌকা বেয়ে এল নিঃসঙ্কটে ॥

এ সব আশ্চর্য্য কার্য্যে বিস্ময় মানিল।
তারপর শ্রীশ্রীধাম ওড়াকাঁদি গেল॥
উতরিল ওড়াকাঁদি মনের আহ্লাদে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গুরুচাঁদ পদে॥
মনের বাসনা যাতে ধন বৃদ্ধি হয়।
মনে মনে ভাবিলেন যাত্রার সময়॥
দেখা মাত্র গুরুচাঁদ বলিল বচন।
হরিবল হরিতব বাড়িবেক ধন॥
মনো কথা যত তার মনে মনে ছিল।
গুরুচাঁদ শ্রীচরণে সব নিবেদিল॥
ক্রমেতে সম্পত্তি তার বাড়িতে লাগিল।
হরিচাঁদ নামে বহু লোক মাতাইল॥
কতক খাতক হ'ল বহু শিষ্য হ'ল।
অন্য জাতি স্বজাতীয় লোক মাতাইল॥
অর্জ্জুন মাতিল আর নাগর বণিক।
হরিচাঁদ প্রেমে লোক মাতিল অধিক॥
হরিচাঁদ প্রেমে গুরু চাঁদের ভাবেতে।
মাতাইল পালবংশ অনেক গ্রামেতে॥
পানপাড়া গুরুপ্রেমে আর কালুখালী।
ঘসিবেড়ে দিঘলীয়া মাতে হরিবলি॥
হরিপাল চরিত্র বিচিত্র অদ্ভূত।
শ্রবণে কলুষনাশ হারে রবিসুত॥
যেবা শুনে গায় হয় দুস্তারে নিস্তার।
হেন মধু পিত্ত সাধু জন্ম নাহি আর॥
হরিপ্রেম সাগরে সাঁতারে সাধুলোক।
শ্রীহরি চরিত্র সুধা ক্ষুধাত তারক॥

ভক্তগণ প্রমত্ত।

পয়ার।

মল্লকাঁদি নিবাস ছাড়িয়া মৃত্যুঞ্জয়।
কালীনগরেতে বাস প্রভুর আজ্ঞায়॥
যে কালেতে মৃত্যুঞ্জয় এল এই দেশে।
সূর্য্যনারায়ণ মত্ত প্রথমত এসে॥
তার পরে মাতিল তারক সরকার।
কাশীমাকে মা বলিয়া পদে কৈল সার॥
তারকের জন্মদাতা পিতা কাশীনাথ।
মাতা অন্নপূর্ণা দেবী তস্য গর্ভজাত॥
গুরু মৃত্যুঞ্জয় গুরুমাতা কাশীশ্বরী।
নামে নামে বিশানাথ এক জ্ঞান করি॥
আরো হরিচাঁদ নামে গুণ প্রকাশিয়া।
প্রথমতঃ হরিপথ দিল দেখাইয়া॥
উপদেষ্টা গুরু বলি মানিল তারক।
তাহা দেখি এদেশে মাতিল বহুলোক॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ পাল কুণ্ড নমঃশূদ্র।
জাতি নানাবিধ যত ছিল ভদ্রাভদ্র॥
মাতিল চন্দ্রমল্লিক অতি নিষ্ঠারতি।
হ'ল যেন কাশীমার গর্ব্ভজ সন্ততি॥
মত্ত রাধানাথ চন্দ্রমল্লিকের শিশু।
খাসিয়ালী নিবাসী নবীনচন্দ্র বসু॥
পিরিতিরামের পুত্র দক্ষিণ রাঢ়ীতে।
কুলীনের বংশে জন্ম কায়স্থ কুলেতে॥
কাশীমাকে মা বলিয়া পূর্ণ-মাতৃভাব।
হরিপাল সঙ্গেতে হইল সখ্যভাব॥
তারকেরে গুরুমানি প্রিয় শিষ্য হ'ল।
সাধনা দেবীকে গুরু মা বলে ডাকিল॥
শ্রীঅক্ষয় চক্রবর্ত্তী পবিত্র ছিণ্ডিয়ে।
হরিপ্রেমে মেতে গেল উদাসীন হ'য়ে॥
মহানন্দ আজ্ঞাক্রমে তারকে ধরিল।
আত্ম সমর্পণে গুরু বরণ করিল॥
সাধনাকে গুরুমাতা করিল বরণ।
"কামবীজ" "কাম গায়ত্রী" করিল গ্রহণ॥
গাছবাড়ি গ্রামে মাতে চন্দ্র রামধন॥
বহুজন মাতাইল তারা দুইজন॥
মাহিষ্য মাধব দাস গাছবেড়ে গ্রামে।
সিকদারোপাধি মত্ত হরিচাঁদ প্রেমে॥
হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ব'লে সারে রোগী।
গুরুচাঁদ প্রিয়ভক্ত গাঢ় অনুরাগী॥
মনো প্রাণ সঁপিয়াছে গুরুচাঁদ পায়।
স্নান সন্ধ্যা বিবর্জ্জিত প্রেমোন্মত্ত কায়॥
মাতিল মাহিষ্য দাস দাসের ময়াল।
তার মধ্যে মাধব করেন ঠাকুরাল॥
কপালী ময়াল মধ্যে করে ঠাকুরালী।
যোগানিয়া গ্রামে ভক্ত নিমাই কপালী॥
তারপ্রতি মাধবের দয়া উপজিল।
তারবাড়ী ঠাকুরের আসন পাতিল॥
শ্রীগুরুচাঁদের নামে করিল উৎসব।
তাহারা সকলে হ'ল তারকের শিষ্য॥
মাতিল কালীয়া গ্রামে বিপ্র-পঞ্চানন।
বড় অধিকারী তিনি ভকত সুজন॥

ভট্টাচার্য্য উপাধিক শ্রেষ্ঠ শ্রেণী রাঢ়ি।
ভক্ত সঙ্গে যান রঙ্গে ওঢ়াকাঁদি বাড়ী॥
দোহাই শ্রীগুরুচাঁদ ব'লে রোগী সারে।
মানসিক টাকা দেন শ্রীগুরুচাঁদেরে॥
গুরুচাঁদ নামে ঘট পাতে ঠাই ঠাই॥
আমবাড়ী গ্রামে ঘট পাতিল গোসাই॥
তেরখাদা রাজবংশী মাতিল সকল।
মুসলমান তিনকড়ি বলে হরিবোল॥
তেরখাদা ঘট পাতে রাজবংশী বাড়ী।
পাতিল দোসরা ঘট মালঞ্চের বাড়ী॥
সাহাজাতি পুরুষ প্রকৃতি মাতিয়াছে।
তারকেরে গুরু ব'লে মন্ত্র লইয়াছে॥
তেরখাদা ঘাটের পাটনী বনমালী।
ডুমরিয়া তার বাড়ী মাতে হরিবলি॥
ইতিপূর্ব্বে জয়পুর প্রহ্লাদ পাটনী।
খেয়াঘাটে ধ্বনি জেলে পোহা'ত অগিনি॥
গ্রীষ্মকালে অগ্নি জেলে প্রখর রৌদ্রেতে।
জপিত শ্রীহরিনাম বসে সেখানেতে॥
গোস্বামী গোলোক এসে তাহা নিষেধিল।
শেষে নামে মত্ত হ'য়ে নিদ্রা তেয়াগিল॥
তেরখাদা মাতাইল বহু সাধু লোক।
মাতিল সাহাজী শশী হৃদয় তারক॥
কি কহিব ইহাদের ভকতির কথা।
অতি সাধ্বী সতীনারী ইহাদের মাতা॥
হৃদয় শশীর পিতা মহাঅনুরাগী।
হরিচাঁদ প্রিয়ভক্ত যেন মহাযোগী॥
ওঢ়াকাঁদির ভক্ত পেলে করে শিরোধার্য্য।
মনো প্রাণ দেহ দিয়া করে সেবা কার্য্য॥
পঞ্চানন ঠাকুরের মহিমা অপার।
হরিভক্তি শিখাইয়া মাতা'ল সংসার॥
দুর্গাপুর মাতে হরিবর মনোহর।
তারকের শিষ্য তারা ভক্ত প্রিয়তর॥
মহাকবি দুই ভাই ভক্ত চূড়ামণি।
উভয়ের কবি আখ্যা কবি-চূড়ামণি॥
তারকের বাঁধা পদ কাজ কি মন্ত্রবীজে।
পদ শুনে হরিবর সন্ধ্যাহ্নিক ত্যজে॥
মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের স্তোত্র গীতি যাহা।
ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক তাই মূলমন্ত্র তাহা॥
তারকের স্তবাষ্টক নিজকৃত স্তব।
তাইল[illegible]য় স্নানকেলি পরম উৎসব॥

মনোচোর মহানন্দ পরব্রহ্ম জ্ঞান।
মহা-সংকীর্ত্তনে তাহা র'য়েছে ব্যাখ্যান॥
গুরুচাঁদ আজ্ঞা দিল ওরে হরিবর।
তারকেরে গুরু ক'রে পাদপদ্ম ধর॥
গুরুচাঁদ আজ্ঞামতে শ্রীতারক গুরু।
মহানন্দ শ্রীতারক বাঞ্ছা কল্পতরু॥
চণ্ডী চরণের পুত্র যাদবমল্লিক।
মৃত্যুঞ্জয় ভাগেয় তারক প্রাণাধিক॥
বিশ্বাস যাদবচন্দ্র সাধু শুদ্ধমতি।
তাহার লোহারগাতি গ্রামেতে বসতি॥
দুই যাদবের এই রচনায় প্রীতি।
সকৌতুকে পরিশ্রম করিয়াছে অতি॥
যাদব বিশ্বাস হয় এ গ্রন্থ লেখক।
মল্লিক লেখায় তারে হইয়া পাঠক॥
লেখক যাদব ইনি পর উপকারী।
বহুদিন লেখে গ্রন্থ কার্য্যত্যাগ করি॥
দলীল লিখিতে নাহি মোহরানা লয়।
দরিদ্রের পিতৃ তুল্য দয়াদ্র হৃদয়॥
দেশের প্রধান ব্যক্তি সালিসী করয়।
সুবিচার করে কারু ঘুস নাহি খায়॥
একদিন স্বজাতির সমাজে গেলেন।
কৌলিন্য মর্য্যাদা পাঁচটাকা পাইলেন॥
মান্য পেয়ে পরে টাকা ফিরাইয়া দিল।
কোনক্রমে দাতারা সেটাকা নাহি নিল॥
দায়ঠেকে টাকা ল'য়ে এল নিজালয়।
গ্রাম্য বারোয়ারী কালী পূজাতে লাগায়॥
নিজের চাঁদার টাকা অগ্রে তাহা দিল।
আরো সেই পাঁচটাকা সবে সমর্পিল॥
বলে এই টাকা নিলে মহাপাপ হয়।
এই ভয় নিমন্ত্রণ খাইতে না যায়॥
এইরূপ শুদ্ধ শান্ত পুরুষ রতন।
এই রচনায় তার বড়ই যতন॥
এ গ্রন্থ লেখার কালে মোকর্দ্দমা ছিল।
টাকা জন্য বাড়ী বা'বে তারকে জানা'ল॥
তারক বলিল ধর এই টাকা লও।
ফিরা'য়ে নিবনা টাকা অন্য হেথা রও॥
শুনিয়া যাদব অধোবদনে রহিল।
বাক্য নাহি অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল॥
অর্থ দিয়ে এই ভয় লুকাইয়া গেল।
যাদব মল্লিক গিয়া খুজিয়া ধরিল॥

বলে এই ভাগবত করিব লিখন।
কর্ত্তা মোরে অর্থ সাধে কিসের কারণ॥
স্নান না করিব আমি জল না খাইব।
অনাহারে আমি ছার জীবন ত্যজিব॥
তারক যাদব পরে বহু বুঝাইল।
নিবৃত্তি হইল কিন্তু মনে দুঃখ র'ল॥
এই প্রেমে মাতিয়াছে মত্ত মাতোয়াল।
দীন জনে দয়া করে পরম-দয়াল॥
আরো কতজন মাতে আইচপাড়ায়।
মাতোয়ারা রাজেন্দ্র আইচ মহাশয়॥
মহামান্ত যুধিষ্ঠির বিশ্বাস সুজন।
তস্য পুত্র রজনীবিশ্বাস মত্তহন॥
রাজেন্দ্র চিকিৎসা করে অর্থ নাহি লয়।
এবে কিছু কিছু লয় তারক আজ্ঞায়॥
হরিবর সরকার পূর্ব্বেতে লিখিত।
লেখক যাদব হন তস্যবংশ জাত॥
হরিবর যাদবের হন খুল্লতাত।
পুনর্ব্বার এই গ্রন্থ তার কর্ম্মাঙ্কিত॥
বর্ণাশুদ্ধি সংশোধক এই হরিবর।
বহু পরিশ্রম করি লিখে চারিবার॥
জয় জয় গৌর চন্দ্র রূপ হরিশ্চন্দ্র।
জয় জয় হরিচাঁদ রূপ গুরুচন্দ্র॥
জয় নিত্যানন্দ প্রভু রূপ মহানন্দ।
জয় জয়াদ্বৈত শক্তি শ্রীগোলোকচন্দ্র॥
সবাকার আজ্ঞাবহ দাস এ তারক।
লীলামৃত গ্রন্থ লিখিবারে অপারক॥
দশরথ গোলোকের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।
কলিকল্পতরু গ্রন্থ শেষ লীলা পূজ্য॥
আদেশে এদাস এই গ্রন্থ বিরচিল।
হরিচাঁদ প্রীতে সবে হরি হরি বল॥
প্রভুর কৃপায় গ্রন্থ হ'ল সমাপন।
হরিচাঁদ প্রীতে হরি বল সর্ব্বজন॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

অত্র শ্রীশ্রীহরি-লীলামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর লীলা কথঞ্চিৎ মাত্র প্রকাশিত হইল। মহাপ্রভুর লীলা-গীতি গ্রথিত করিতে, অনেকানেক রচয়িতা, উৎসাহ সহকারে চেষ্টিত আছেন। আমি বোধ করি, প্রভুর আজীবন লীলার কলাংশ মাত্র ও এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইলনা। তাঁহার লীলা কাহিনী বর্ত্তমানতঃ কোথায় ও লিপিবদ্ধ নাই। কিন্তু তাহার আনুসঙ্গ ভক্ত বা প্রাচীনতম ব্যক্তি বা তাহাদের বংশধর গণের প্রমুখাৎ যাহা শ্রুত হওয়া যায়; তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলে, এইরূপ অনেকানেক গ্রন্থ হইতে পারে। তাঁহার প্রেমার্ণবের মহাবন্তার অনন্তঢেউ, অদ্যাপিও পূর্ব্ববঙ্গের দ্বারে দ্বারে তরঙ্গায়িত হইতেছে। কতরোগী, কত পাপী, কত অন্ধ প্রভৃতি নর-নারীকে যে, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে, তিনি এক ভক্তি পথে আনয়ন করিয়াছেন, এবং তাহার বর্ত্তমান ভক্তগণ এখনও আনিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তার এক একজন ভক্তচরিত্র লিপিবদ্ধ করিলে, ক্রিয়াগুণ দ্বারা ভগবানের অবতার বলে, অনুভব করিতে হয়। গোস্বামী গোলোক, স্বামীমহানন্দ, গোস্বামীলোচন, পাগল হীরামন, পাগল ব্রজনাথ, প্রভুর আনুসঙ্গ রাখাল, নাটুও বিশ্বনাথ, প্রভৃতির ক্রিয়াকলাপ, অতি আশ্চর্য্য ও শ্রুতি মধুর।

গ্রন্থ প্রণেতা কবি-রসরাজ মহাশয়ের জীবনী মুদ্রাঙ্কণ বহুব্যয় সাধ্য, সুতরাং এ ... সঙ্গে দেওয়া হইল না। আশাকরি মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ভবিষ্যতে মুদ্রিত হইতে পারে।

পরন্তু—পাঠক এবং শ্রোতৃ-মণ্ডলীর নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই; ... রসরাজ মহাশয়, এই গ্রন্থ সমগ্র একাদিক্রমে রচনা করিয়াগিয়াছেন, অতপর আমি আদিষ্ট হইয়া এই গ্রন্থকে আদি-মধ্য-অন্ত, ও পরিশিষ্ট, এই চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছি। এবং আদি-খণ্ডে সপ্ত-তরঙ্গ, মধ্য-খণ্ডে সপ্ত-তরঙ্গ, অন্ত-খণ্ডে ষষ্ঠ-তরঙ্গ এবং পরিশিষ্ট খণ্ডে তরঙ্গ-ত্রয় দ্বারা অত্র গ্রন্থকে ত্রয়োবিংশতি তরঙ্গে খণ্ড খণ্ড করিয়াছি। এবং যে মহাত্মার যে, যে, ক্রিয়া কলাপ তাহার "শীর্ষ-পদ" এবং "শেষপদ" যাহাকে সাধারণ ভাষায় ভণিতা বলিয়া থাকে, তাহা কবি-রসরাজ মহাশয়ের নাম সঙ্কলিত করিয়া আমি শেষ করিয়াছি। ইহাতে যে, বাক্-চাপল্য এবং শ্রুতি-কটু-দোষ পড়িয়াছে, তাহা, এবং মৎ-কর্ত্তৃক "প্রুফ্" দেখায় গ্রন্থের যে, যে, অংশ বর্ণাশুদ্ধি এবং ভ্রান্তি-মূলক যে, যে, বর্ণ যেখানে রহিয়াছে, তাহা আপনাদের, ক্ষমা, সহৃদয়তা, এবং বদান্যতা গুণে আমাকে মাপ করিবেন।

নিবেদক

শ্রীহরিবর সরকার।